আইন

অর্থাৎ

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের ইং ১৮১০ লাং ১৮১৫ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে
সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮৩১ সাল। বাং ১২৩৮ সাল।

নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের [illegible]জুর কৌন্সেল হইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের যে২ তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১২ জানুআরি।

কোন২ সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীলোকের উপস্থিত না থাকনের ও তাঁহারদিগের ফতওয়া না লওনের।

৩ তৃতীয় আইন। ২৩ জানুআরি।

কোন২ প্রকরণে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকেরা হলফনামা অর্থাৎ মুকৃত্তি পত্রে দস্তখৎ করিলে তাহারদিগের হলফ মাফ অর্থাৎ দিব্যকরণ ক্ষমাহওনের।

৫ পঞ্চম আইন। ২ ফেব্রুআরি।

সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির অংশাংশ ও বাঁটওয়ারা হওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন হইয়াছে তাহা শুধরিবার ও সারিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৯ ফেব্রুআরি।

জমীদারপ্রভৃতি লোকেরা ডাকাইতীর সটীক সমাচার না দিলে ও তাহা দিতে তাচ্ছল্য করিলে ও ডাকাইতদিগ্‌কে আশ্রয় দিলে তাহারদিগের প্রতি যে শাস্তি ও প্রতিফল উপযুক্ত হইবেক তাহার নিরূপণ ও বিবরণের।

৭ সপ্তম আইন। ২৩ ফেব্রুআরি।

বৈঠকখানার নিকট দিয়া যে খাল বালিয়াঘাটার জলার সহিত মিলিয়াছে সে খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার উপর মাসুল ধার্য্যকরণার্থে।

৮ অষ্টম আইন। ১৬ মার্চ।

এলাকা পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর অধিকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ভার নিরূপণকরণার্থে।

৯ নবম আইন। ১০ আপ্রিল।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশেতে সরকারী মাসুল তহসীলের এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহা সমস্ত রদ ও রহিত করিবার ও পুনরায় ঐ২ মাসুল নূতন করিয়া তাহা তহসীলকরণের সুন্দর মত দাঁড়াসকলের সহিত নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১০ দশম আইন। [illegible]

পরমিটের মাসুলনামেতে এক্ষণে যে সকল মাসুল তহসীল হইতেছে তাহা রহিত

[illegible]

হইয়া তাহার বদলে অনেক খরচ হয় এমত বিশেষ কএক দ্রব্যের প্রতি নূতন পরমিটের মাসুল নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ৪ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২ ধারার ও ১০ দশম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত দাঁড়া শুধরিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ৪ মাই।

দেওয়ানী আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার নিমিত্তে ও উভয় পক্ষের রাজীনামানুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার অধিক রফা অর্থাৎ মিটমাটহওনার্থে।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ৬ জুলাই।

অপরাধি লোকদিগের অপরাধক্ষমা কি শাস্তির অল্পতাকরণের বি[illegible] আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার বিবরণের এবং মোকদ্দমা যাবৎ নিজাম[illegible] আদালতের সাহেব লোকের হজুরে উপস্থিত থাকে তাবৎ কালের নিমিত্তে কোনং প্রকারেতে আসামীদিগের হাজিরজামিন লইবার বিষয়ে দায়েরসায়েরসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণের।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ৬ অক্টোবর।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশের মধ্যগত কোনং শহর ও কসবাতে টাক্‌সের টাকা এতাবতা ঘরের মাসুল লইবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ৯ অক্টোবর।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিযুক্তহওনের বিষয়ে চলিত আইনে যেং নিয়ম আছে তাহা শুধরিবার এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিযুক্ত করিবার এবং অপরাধি লোকের অপরাধপ্রমাণ হইলে যে পুরস্কার দেওয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহা দিবার নিমিত্তে যে হুকুম চলিতেছে তাহা মতান্তর করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ৯ অক্টোবর।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার অনুসারে যে সকল মাসুল খাদ্য লবণের উপর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও অসঙ্গত রূপে ঐ লবণ আমদানী ও রপ্তানী হইতে না পারিবার বিষয়ে সুন্দর নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৯ ঊনবিংশ আইন। ১৪ দিসেম্বর।

মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালা এবং অন্যং প্রকারের খরচের নিমিত্তে দেওয়া

ভূমির

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার সিরিস্তা।

ভূমির খাজানা এবং উৎপন্ন উপযুক্তরূপে [illegible] দেওয়া যাইবার এবং পুল ও [illegible] ও কাটরা এবং [illegible] রক্ষণা[illegible]
ণের এবং নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারির অভাবেতে রাজা যে ধন পান তাহার রক্ষণাবেক্ষণের।

২০ বিংশ আইন। ২৯ দিসেম্বর।

লশ্‌করী সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় লোকেরা কোন২ প্রকারেতে লশ্‌করী আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের উপযুক্ত হইবার এবং ফৌজসম্পর্কীয় যে সকল লোকেরা সরকারহইতে মোকররী মাহিয়ানা পান্ তাঁহারদিগের নিমিত্তে এবং আপনারদিগের দিনগুজরাণের সংস্থান করিবার জন্যে যে সকল লোকেরা কিলা ও ছাউনী ও কায়েমী মোকাম সকলের ফৌজের সিপাহী লোকদিগকে ও পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগকে রসদ ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী পঁহুছিয়া দেয় তাহারদিগের জন্যে ভাল২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

কোনং [illegible] সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীলোকের উপস্থিত না থাকনের ও তাঁহারদিগের ফতওয়া না লওনের বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ১২ জানুআরি মোতা বেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ১ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ২২ পৌষ [illegible]তাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের [illegible] হিজরী ১২২৪ সালের ৫ শহর জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

[illegible] সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীলোকের উপস্থিত [illegible] ফতওয়া না লওন সামযিক কর্ত্তার অন্তঃকরণে বি[illegible] [illegible] দিতে ঐ সামযিক কর্ত্তার প্রতি ক্ষমতা ও ভার থাকা উ[illegible] [illegible] শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সে[illegible] [illegible] দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন [illegible] কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হ[illegible] বক [illegible]

২ ধারা।

ফৌজদারী আদালতের যে সকল মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে কোন মোকদ্দমাতে যদি ঐ আদালতের মৌলবীলোকের উপস্থিত না থাকন ও তাঁহারদিগের ফতওয়া না লওনের বিশিষ্ট কোন হেতু জানা যায় তবে ত[illegible]ার হুকুম দিতে কৌন্সেলের সভাতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহা[illegible] কিম্বা সাময়িক কর্ত্তা ব্যক্তির ক্ষমতা থাকিবেক আর দায়েরসায়েরী আদাল[illegible] জজসাহেব সরকারের যে সেক্রেটারি সাহেব আদালতের কর্ম্ম চালাইবার ভার রাখেন তাঁহার দ্বারা এমত হুকুমের লিখিত সম্বাদ পাইলে তাহাতে যে সকল [illegible]কদ্দমা লেখা থাকে ঐ আদালতের মৌলবীর বিনা উপস্থিত থাকন [illegible] [illegible]তে তাহার বিচার করা ঐ লিখিত সম্বাদক্রমে যথার্থ বো[illegible]

৩ ধারা।

ঐ মত মোকদ্দমাসকলেতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কোন হু[illegible] দেওয়া ক[illegible] [illegible] হওয়া না হওয়া [illegible]

কোনং মোক[illegible]
দায়েরসায়েরী [illegible]
তের মৌ[illegible]
পস্থিত[illegible]
ও

কদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

তাহা লিখিয়া একসহিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে বিষয়ে হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন ইতি।

৪ ধারা।

মহম্মদী শরার মতে সন্দেহ জন্মিলে দায়ের সায়েরী আদালতের জজসাহেবের যেমতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ সকল মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমাতে মহম্মদী শরার উক্ত মত [illegible] দায়ের সায়েরী আদালতের জজসাহেবের সন্দেহ জন্মিলে কর্ত্তব্য যে তাহা [illegible]মৎ আদালতের সাহেবদিগের গোচর ও বিচারার্থে মোকদ্দমার রোয়দাদেতে লিখেন কিন্তু যদি ঐ সন্দেহ কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়া লওয়ার যোগ্য কি অযোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তবে তাহার জোবানবন্দী লইয়া তাহা মঞ্জুর কি নামঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যকরণের নির্ভর ঐ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনার প্রতি রাখেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translators of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

কোন২ প্রকরণে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকেরা হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতি পত্রে দস্তখৎ করিলে তাহারদিগের হলফ মাফ অর্থাৎ দিব্যকরণ ক্ষমাহওনের বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ২৩ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ১২ মাঘ মও [illegible] ফসলী ১২১৭ সালের ৩ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ১৩ মাঘ মওয়াফেক সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের [illegible]জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সকল দেওয়ানী আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকদিগের নির্দ্ধারিত রসূম ও জামিনী মাফ অর্থাৎ ক্ষমাকরণের অর্থে চলিত আইনের দাঁড়া ও হুকুমানুসারে তাহারদিগকে দিব্যকরাণ আবশ্যক ও দেওয়ানী আদালতসকলের যে সাক্ষিগণ এবং ফৌজদারী আদালতের যে ফরিয়াদী ও সাক্ষিরা এমত কোন জাতি ও মর্য্যাদাবিশিষ্ট হয় যে তাহাতে এদেশের রীতিমতে তাহারদিগকে দিব্যকরাণ উচিত না হয় এমতে হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিলে তাহারদিগের হলফ মাফহওনের বিষয়ে যে সকল কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে দেওয়ানী আদালতের ফরিয়াদী ও আসামীরদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে নাহি ইহা ও এমত সন্দেহের বিষয় বোধ হইল যে ঐ দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় বাদী প্রতিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী মফঃসলী অর্থাৎ যোত্রহীনতার দরখাস্ত দিলে তাহারা যে কোন জাতি ও মর্য্যাদাপন্ন হউক কোন এক প্রকারেতে হলফ মাফ অর্থাৎ দিব্যকরা ক্ষমা হইতে পারিবে কি না একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হযুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

দিব্যকরাণ [illegible] এমত জাতি ও [illegible] পন্ন কোন ব্যক্তি[illegible] হইলের প্রকরণে [illegible]

যে সকল প্রকরণেতে চলিত দাঁড়ানুসারে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনের মোকদ্দমা [illegible] ব্যক্তিকে হলফ এতাবতা দিব্যকরাণ আবশ্যক হয় তাহাতে যোত্রহীন ব্যক্তির জাতি ও মর্য্যাদাদৃষ্টে এ দেশাচারমতে তাহাকে দিব্যকরাণ অনুচিত হইলে [illegible]র কিম্বা সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে যাহার প্রতি

নাম্য লওনের দাঁড়ার কথা।

যোত্রহীনের প্রকরণেতে ঐ ব্যক্তির মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতা ও ভার থাকে এই ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারানুসারে বারাণসদেশে চলন হইয়াছে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারানুসারে পুনরায় শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্তাধিকারের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৬ ধারার নির্দ্ধারিত হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতিপত্রে দস্তখৎকরণের নিয়মে তাহার হলফ মাফ করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

দিবা না করাইবার উপযুক্ত জাতি ও মর্য্যাদাপন্ন যাহারা না হয় তাহারদিগের হলফ মাফ না হওনের দাঁড়ার কথা।

যে কোন সাক্ষী প্রকৃতার্থে এমত জাতি ও মর্য্যাদাবিশিষ্ট না হয় যে এ দেশাচার মতে তাহাকে দিব্যকরাণ অনুচিত নহে এমত সাক্ষির হলফ মাফ অর্থাৎ ক্ষমা না হওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২৫ ধারার ৭ প্রকরণেতে যে দাঁড়া লেখা গিয়াছে ও পুনরায় তাহা ঐ সনের ৫০ আইনের ৬ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে দাঁড়া এই ধারানুসারে যে সকল বাদী প্রতিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী হলফ মাফের ইচ্ছা রাখে তাহারদিগের সহিতেও সম্পর্ক রাখিবেক ও জজ সাহেব কিম্বা সরকারের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের মধ্যে আর যে ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির দিব্যের বদলে সুকৃতিপত্র লন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বে তাহাকে এপ্রকার জ্ঞাত করান্ যে যদি জানিয়া শুনিয়া ধূর্ত্ততা করিয়া মিছামিছি সুকৃতিপত্র লিখে তবে মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনাপরাধের অপরাধী বোধ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনাপরাধে যে শাস্তি ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবেক ইতি।

কেহ চাতুরীক্রমে মিছামিছি হলফনামা লিখিয়া দিলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তা কথা।

৪ ধারা।

যোত্রহীন লোকদিগের বিষয়ে চলনহওয়া দাঁড়া দেওয়ানী আদালতের সমস্ত বাদিপ্রতিবাদির প্রতি খাটিবার কথা।

চলিত দাঁড়াসকল এই আইনের যে হুকুমসকলের সহিত পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকদিগের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা দেওয়ানী আদালতসকলের সমস্ত আসামী ও রিস্পাণ্ডেণ্ট ও ফরিয়াদী ও আপেলাণ্ট বরং দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল জওয়াব সম্পর্কে সমস্ত বাদি প্রতিবাদির ও যাহারা মুৎফরক্কা আরজী দেয় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H. Turnbull,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির অংশাংশ ও বাটওয়ারা হওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন হইয়াছে তাহা শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ২ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২২ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২৩ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২৪ সালের ২৬ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ। সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় জমীদারী ও তালুকসকল বাটওয়ারা ও অংশাংশ হওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন হইয়াছে পরীক্ষাক্রমে সম্প্রতি তাহা কএক প্রকরণেতে অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত বুঝা গেল কারণ এই যে এখনপর্য্যন্ত কত২ বার এমত ঘটিতেছে যে ভূমির অংশিগণের মধ্যে এক জন কি অনেকে আপনারদিগের স্বার্থের নিমিত্তে ঐ ভূমি অংশাংশ ও বাটওয়ারার বন্দোবস্তকালে ইচ্ছাক্রমে তাহাতে বিলম্ব ও ব্যাঘাত জন্মায় বরং বাটওয়ারার কর্ম্মাদির নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারক নিযুক্ত থাকে কখন২ তাহাহইতেও এপ্রকার হইয়া থাকে এবং বাটওয়ারাহওয়া জমীদারীর এক২ হিস্যার প্রতি তাহা বাটওয়ারাহওনের সময়ে কারসাজী ও চক্রান্তক্রমে জমার ধার্য্যহওনেতে সরকারের যে ক্ষতি হয় অদ্যাবধি তাহা যথার্থরূপে নিবারণ ও নিবৃত্ত হইল না আর ইহাও বুঝা গেল যে ক্ষুদ্র২ অর্থাৎ অল্প২ ভাগে ভূমি বিভাগ ও বাটওয়ারাহওনের বারণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমসকল প্রত্যেকে সমস্ত অংশির ক্ষতি ও অপচয়ের কারণ হইয়াছে ও হইতেছে ও তাহা অনেক ও বহু অংশেতে বিভাগ ও বাটওয়ারা হওয়াতে সরকারের যে কিছু হানি হয় সে এমত নহে যে তাহার নিমিত্তে লোকদিগের স্বত্ব লোপহওয়া সঙ্গত কি কোন প্রকারে আবশ্যক বোধ করা যাইতে পারে অতএব ঐ সকল দোষের নিবারণার্থে ও সরকারের করসম্পর্কীয় যে ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ ও ২৫ আইনের ও তাহার মত অন্য যে আইন বারাণস ও দত্ত এবং জয়করা দেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত কথাসকলের মতে অংশাংশ ও বাটওয়ারা হইতে পারে তাহা সহজে বিভাগ ও বাটওয়ারা হওনের নিমিত্তে ও সরকারের মালগুজারীর জমা যত সঞ্চ্যায় হউক চিরস্থায়ী ও স্থিরতর হইবার এবং যদি কোন সাধারণ জমীদারীতে তাহা বাটওয়ারা শেষহওনের সময়ে তাহার কোন অংশির ত্রুটিক্রমে বাকী পড়ে ও সে হেতুক তাহা বিক্রয় হয় তবে তাহার আর২ অংশিদিগের পক্ষে কোন প্রকার ক্ষতি ও হানি না হওনের নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সে

নহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কোনং আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২৫ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনানুসারে বারাণসদেশে চলন হইয়াছে তাহার ৪ ধারার ১ প্রকরণ ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ২৬ আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে জয়করা দেশে চলন হইয়াছে তাহার ৩২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণ ও ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৬ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

জমীদারীর অধিকারিরা আপনং হিস্যা খারিজের ইচ্ছা করিলে তাহার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দিতে হইবার ও ঐ সাহেব তাহার ইশ্‌তিহার দিবার কিন্তু ঐ অধিকারিদিগের স্বত্বের ওজরসম্বলিত কোন লেখা দাখিল হইলে তাহার বাটওয়ারা না করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকেতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে এতাবতা যে সাধারণ ভূমির মোটে এক জমা থাকে ও ত্যেকে তাহার সকল অংশী তাহাতে এক মত স্বত্ব রাখে এমত সাধারণ জমীদারী কি হজুরী তালুকের অংশিগণের মধ্যহইতে এক কিম্বা দুই অথবা ততোধিক জন আপনারদিগের অংশসকল স্বতন্ত্রং করিয়া লইয়া ভোগদখল করিবার অথবা তাহা হইতে দুই জন কিম্বা ততোধিক ব্যক্তি আপনারদিগের অংশসকলের ভূমি একত্র রাখিবার ইচ্ছা করে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেইমতে এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে ও চারি জন প্রত্যয়স্থ সাক্ষির সাক্ষ্যপ্রমাণে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের অগ্রে দেয় এমত দরখাস্ত উপস্থিত হইলে পর ঐ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সমস্ত অংশিগণকে জানাইবার কারণ এই মজমুনে ইশ্‌তিহার দেন্ যে এই ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের তারিখহইতে পনের দিবসের পরে যদি এই নিয়মিত কালাতীত হইবার পূর্ব্বে সে জমীদারী সম্যক্ কি তাহার অংশ ভোগদখলকরণিয়াদিগের এক জন কিম্বা ততোধিক ব্যক্তি আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে ও দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্যপ্রমাণে যে কোন ব্যক্তি কি যাহারা কোন হিস্যা কিম্বা কএক হিস্যার হকীয়তের অর্থাৎ স্বত্বের দাওয়া করে তাহারদিগের হকীয়তের ওজর অর্থাৎ স্বত্বের হেতুবাদসম্মিলিত এক লেখা দাখিল না করে তবে ঐ দরখাস্তের লিখিত ভূমির বাটওয়ারা ও অংশাংশ করা যাইবেক আর যদি ঐ ওজরের অর্থাৎ হেতুবাদের কাগজ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল হয় তবে যে কালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারার ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৩৩ ধারার নির্দ্ধারিত হুকুমমতে বিরোধীয় হিস্যার হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্ব সত্য ও প্রামাণ্য বোধ না হয় অথবা ওজরকরণিয়ারা যাবৎ তাহার স্বত্বের প্রতি স্বীকার অর্থাৎ কবুল না করে তাবৎ সে জমীদারীর অংশাংশ ও বাটওয়ারা করা কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক না ইতি।

ওজরের কাগজ না

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—হিস্যা খারিজ করিয়া লইবার দাওয়ার বিষয়ে যদি কা

হার

হার তরফহইতে ওজরের কাগজ উপরের ধারার লিখিত প্রকারে ও নির্ণীত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়ার ভূমির অংশাংশ ও বাটওয়ারা নির্দ্ধারিত মতানুসারে করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ডকমিস্যনর যেখানকার সম্পর্কীয় সে মোকদ্দমা হয় তথাকার সাহেবদিগের হজুরে জ্ঞাপনার্থে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহার অংশাংশ ও বাটওয়ারার খরচা সম্যক্ জমীদারীর জমার অনুসারে বাটওয়ারা সমাপ্ত হইলে সমস্ত অংশিগণের শিরে তাহারদিগের অংশের জমার আন্দাজমতে দেনা হইবেক কিন্তু জমীদারীর অংশিগণেরা তাহারদিগের প্রত্যেকের শিরে ঐ খরচা যত করিয়া পড়িবেক তাহার বন্দোবস্ত আপনারা মিলিয়া করিতে পারিবার নিষেধ এই ধারানুসারে হইবেক না বরং কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে অংশিগণের মধ্যে এক জন কিম্বা ততোধিক জন ঐ খরচার বাবত প্রকৃত যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সম্যক্ যদি দাখিল করে তবে তাহা লন্ ও ইহার ব্যতিক্রমে যদি ঐ টাকা আদায় না হয় তবে এই ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখা দাঁড়ামতে তাহারদিগের প্রত্যেকের স্থানে লব করেন্ আর যদি অংশিগণের মধ্যে এক জন কিম্বা ততোধিক ব্যক্তি আপন২ অংশের টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে কর্ত্তব্য যে সরকারের মালগুজারীর বাকীর টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতে ঐ টাকা উসুল করেন্ ইতি।

গুজরিলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারার লিখিত কথাসকল সাধারণ জমীদারীসকল এতাবতা যাহাতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে তাহা অংশাংশ ও বাটওয়ারা হওনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং যে জমীদারীতে অংশিগণের স্বত্বসম্বন্ধীয় মহালাতের সীমানিরূপণ এতাবতা যে ভূমির অংশসকল মহালবিশেষে স্বতন্ত্র২ থাকে এমত জমীদারীর অংশসকলের বাটওয়ারা ও খারিজকরণের বিষয়েতেও খাটিবেক ইতি।

ভিন্ন২ স্বত্বের জমীদারীর পৃথক্২ হিস্যাসকল খারিজহওনের বিষয়ে উপরের প্রস্তাবিত কথা সকল সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৪ ধারা।

সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহালবিশেষে স্বতন্ত্র২ সীমা নিরূপণহওয়া হিস্যাসকলের কোন হিস্যার উপর কাহার স্বত্ব সাব্যস্তহওনসম্মিলিত ডিক্রী কোন আদালতহইতে যদি হয় তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ডিক্রীকরণের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন্ যে ডিক্রীর লিখিত জমীদারী কি ভূমির হিস্যা বাটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল দেওয়াইবাতে ও সরকারের জমাধার্য্য করিবাতে যে খরচপত্র হয় তাহা যে ব্যক্তি কিম্বা যাহারা ঐ হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বের প্রতি অস্বীকার করিয়াছিল তাহারদিগের শিরে দেনা হইবেক কিন্তু যদি ঐ দাঁড়ার অন্যমতাচরণকরিবার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ খরচার টাকা বাদি প্রতিবাদী কিম্বা তাহারদিগের এক জনের প্রতি মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে

আদালতের সাহেবলোক কোন জমীদারীর কোন এক হিস্যার উপর কোন ব্যক্তির স্বত্ব সাব্যস্তহওনের ডিক্রী করণের সময় বাটওয়ারার খরচা আদায়হওনের হুকুম তাহাতে লিখিবার কথা।

যে

যে সঙ্খ্যায় সঙ্গত হয় তাহাদেওনের হুকুম দেন্ ও তাহার সমস্ত হেতুকথার বেওরা ও বিবরণ মোকদ্দমার রোয়দাদে লিখেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৩২ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে কালেক্টরসাহেবের নিকটে যখন কোন হুকুমনামা পাঠাইতে হয় এই দাঁড়ানুসারে ঐ মোকদ্দমাতে অন্য যে হুকুম হয় তাহার নকলও ঐ হুকুমনামার সহিত সর্ব্ব সময়ে ঐ সাহেবকে অবগত ও জ্ঞাতকরাণার্থে পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির বাটওয়ারাকর্ম্মে যে সকল আমীন নিযুক্ত হয় তাহারা ঐ ভূমির জমার সম্পর্ক শতকরা যত করিয়া বেতন পাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৪০ ধারানুসারে জমীদারীসকলের বাটওয়ারার নিমিত্তে যে২ আমীন এখনপর্য্যন্ত নিযুক্ত আছে তাহারদিগের মাহওয়ারী মুশাহেরা অর্থাৎ মাসমাহিয়ানা ও আমলার নিরূপণহওন মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবেক ও উক্তকালে তাহার বদলে যে জমীদারীতে অনেক অংশির স্বত্ব রকমওয়ারী অংশক্রমে কিম্বা মহালবিশেষে স্বতন্ত্রং সীমানিরূপণক্রমে থাকে সে জমীদারীর এক হিস্যা কিম্বা হিস্যাসকলের বাটওয়ারা কিম্বা খারিজ করিবার নিমিত্তে যে সকল আমীন নিযুক্ত হয় তাহারদিগের শ্রমের বেতন ও আমলার খরচ সম্যক্ ঐ জমীদারীর সালিয়ানা জমার টাকার উপর শতকরা নীচের লিখিত বেওরা করা সঙ্খ্যাপরিমাণে দেওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

যে জমার সঙ্খ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া।

যে জমার সঙ্খ্যা ৫০০ পাঁচ শতের অধিক ১০০০ এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও বাকীর উপর শতকরা ৮ আট টাকা করিয়া।

যে জমার সঙ্খ্যা ১০০০ এক হাজারের অধিক ২৫০০ আড়াই হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার ১০০০ এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে।

যে জমা ২৫০০ আড়াই হাজারের অধিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার ২৫০০ আড়াই হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর

শতকরা

শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৩ তিন টাকা করিয়া ইতি।

যে জমার সঙ্খ্যা ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক ১০০০০ দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর ২৫০০ আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ২ দুই টাকা হিসাবে।

যে জমার সঙ্খ্যা ১০০০০ দশ হাজারের অধিক ২৫০০০ পঁচিশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার ১০০০০ দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর ২৫০০ আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫০০০ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ১ এক টাকা হিসাবে।

যে জমার সঙ্খ্যা ২৫০০০ পঁচিশ হাজারের অধিক ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর ২৫০০ আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫০০০ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর ১৫০০০ পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷০ আট আনা হিসাবে।

যে জমার সঙ্খ্যা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারের অধিক ১০০০০০ এক লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর ২৫০০ আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫০০০ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর ১৫০০০ পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর ২৫০০০ পঁচিশ হাজারের উপর শতকরা ৷৷০ আট আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ।০ চারি আনা হিসাবে।

যে জমার সঙ্খ্যা ১০০০০০ এক লক্ষের অধিক যত টাকা হয় তাহার ১০০০০০ এক লক্ষপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা

১০ দশ

১০ দশ টাকা আর ৫০০ পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর ১৫০০ দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর ২৫০০ আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫০০০ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর ১৫০০০ পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর ২৫০০০ পঁচিশ হাজারের উপর শতকরা ॥০ আট আনা তাহার পর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারের উপর শতকরা।০ চারি আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৵ দুই আনা হিসাবে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত হিসাবেতে টাকার কসুর ধরা যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

যে আমীনদিগের করা বাটওয়ারা মঞ্জুর হয় তাহারদিগের বেতন আদায়হওনের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আমীনকে সনন্দ দিবার সময়ে উপরের প্রস্তাবিত হিসাবে তাহার মোট রসুমের তিন ভাগের কেবল এক ভাগ তাহাকে পেসগীরূপে অর্থাৎ আগামী দেন্ ও অবশিষ্ট দুই ভাগ ঐ আমীনের বাটওয়ারা করা মঞ্জুর ও সাব্যস্ত হওনের কথাসম্বলিত সমাচার বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের নিকটহইতে পাওনের তারিখঅবধি ১০ দশ দিন অতীত হইলে পর দিবেন আর বাটওয়ারা মঞ্জুর না হইলে রসুমের অবশিষ্ট ঐ দুই ভাগের বিষয়ে নীচের লিখিত কথাসকলের মতাচরণ হইবেক ইতি।

বাটওয়ারাকরা না মঞ্জুর হইলে আমীনদিগের বেতনের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবলোকের ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হজুরে আমীনের বাটওয়ারা করা নামঞ্জুর হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ও আমীনের করা কার্য্যের ভাবদৃষ্টে আপনারদিগের বিবেচনামতে তাহার রসুমের বাকী দুই ভাগ সম্যক্ কিম্বা তাহাহইতে যাহা উচিত বোধ হয় তাহা জব্দ অর্থাৎ সরকারে বাজেয়াফ্ত করেন্ কি না করেন্ ইতি।

নির্ণীত মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারা সম্পন্ন না হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ভূমির বাটওয়ারা করা সমাপ্ত না হইলে রসুমের অবশিষ্ট ঐ দুই ভাগ সম্যক্ কি তাহাহইতে কিছু জব্দ অর্থাৎ সরকারে বাজেয়াফ্ত হইবার হুকুম দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক অতএব এই দাঁড়ার মর্ম্মানুক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদের তাবে ভূমির যে সকল বিভাগ ও বাটওয়ারা হয় তাহা নির্ব্বাহ এতাবতা সমাধা হইবার নিমিত্তে এক মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমীনের সনন্দেতে লিখেন্ ইতি।

নিরূপিত প্রথম মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারা সমাপ্ত না হইলে অন্য দাঁড়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে মিয়াদ প্রথমতঃ নিরূপণ হয় তাহা কখন তিন মাসের অধিক হইবেক না আর ঐ মিয়াদের কাল অতীত হইবাপর্য্যন্ত বাটওয়ারাকরা সমাপ্ত না হইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে অতিশীঘ্র তাহার কৈফিয়ৎ আপন জ্ঞানানুসারে বাটওয়ারাতে বিলম্বহওনের হেতুসকলের বিবরণসম্বলিত ঐ বিষয়

যে

যে বোর্ডেতে উপস্থিত হইবার যোগ্য হয় সেই বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ কালেক্টরসাহেবের কৈফিয়ৎ পাইলে পর বোর্ডের সাহেবলোকেরা হয় ঐ আমীনের শ্রমের বেতনের বাকী দুই ভাগ জব্দ অর্থাৎ সরকারে বাজেয়াপ্তের সহিত তাহাকে অর্পিত কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরকরণের হুকুম দিবেন অথবা তাহার দ্বারা বাটওয়ারা সমাপ্ত হইবার নিমিত্তে আর এক এমত মিয়াদ নিরূপণ করিবেন যে ঐ মিয়াদের হুকুমমতে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তহওনের তারিখঅবধি এক মাসের অধিক না হয় আর এই প্রকারে যদি কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া উপর্য্যুপরি অধিক এক২ মাস মিয়াদ দেওয়া বিহিত ও আবশ্যক বোধ হয় তবে তাহার অনুমতি দিতে থাকেন্ কিম্বা চলিত আইনসকলের কোন আইনের ব্যতিক্রম না হয় এমত অন্য যে২ হুকুম ঐ বিষয়েতে দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দেন্ ইতি।

জমীদারীর বাটওয়ারাহওনের বিষয়ে তাহার অংশিগণের কারসাজীক্রমে সর্ব্ব প্রকারে বিলম্ব ও ব্যাঘাত নিবারণের দাঁড়ার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যাহাতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে এমত সাধারণ জমীদারীর যে অংশিগণ আপনারদিগের হিস্যাসকল খারিজ করিয়া লইবার অধিকার রাখে তাহারদিগ্‌কে তাহারদিগের হিস্যাসকলেতে দখল দেওয়াইবার বিষয়ে কারসাজী অর্থাৎ চক্রান্তক্রমে কোন প্রকার ব্যাঘাত ও বিলম্ব না হইতে পারিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের চিত্তে এমত লয় যে জমীদারী ভোগদখলকর্ত্তাগিয়া যে কোন এক ব্যক্তি কিম্বা ততোধিক জনের ব্যাঘাত জন্মানক্রমে আমীনের সনন্দের লিখিত প্রথম মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারাকরা সমাপ্ত হইল না কি হইতে পারিবেক না এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে অংশী আপন হিস্যার প্রতি ভোগবান না থাকে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্যের দ্বারা তাহার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহার মতে এমত হুকুম দেন্ যে বাটওয়ারা হইলে পর ঐ অংশির শিরে জমার যত টাকা প্রকৃত দেনা হইবেক ও এ জমা সমস্ত রকমওয়ারী হিস্যাতে স্পষ্ট ও প্রকাশ থাকিবেক ও তাহার উপর শতকরা অধিক ২০ কুড়ি টাকা এতাবতা মালিকানার অর্থে শতকরা ১০ দশ টাকা ও তহসীলের খরচার নিমিত্তে শতকরা ১০ দশ টাকা যথার্থ তদন্তক্রমে ঐ জমীদারীর যত ভূমির উৎপন্নহইতে আদায় হইতে পারে ও ইহার অধিক না হয় তত ভূমিতে ঐ অধিকারিকে তৎক্ষণাৎ দখল দেওয়া যায় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমির বিষয়ে এই বন্দোবস্ত পূরা বুঝা যাইবেক না বরং এতদৃষ্টে যে২ ভূমি ঐ অংশিকে দেওয়া গেল তাহার উৎপন্নের সঙ্খ্যাতে উত্তর কালে কখন সম্যক্ জমীদারীর উৎপন্নের সম্বন্ধে কিছু কমীবেশী প্রকাশ হইলে তাহার ও জমীদারীর বাটওয়ারা হইলে পর হিস্যাসকলের মালিঅৎ অর্থাৎ বস্তুতার সম্বন্ধে আর২ সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্বাবধি যেমতে হইয়া থাকে সেই মতানুসারে ঐ জমীদারীর বাটওয়ারা হয় যে ঐ বাটওয়ারা হইলে পর সমস্ত ভিন্ন২ অংশির সহিত তাহারদিগের প্রত্যেকের প্রকৃত যত টাকা জমা দিতে হইবেক তাহার সহিত ভূমির

সংখ্যা নিরূপণহওন সর্ব্ব প্রকারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৭। ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৭। ৮ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতানুযায়ী হয় ইতি।

৭ ধারা।

যে বাটওয়ারার খরচার বিবেচনা অংশিগণেরা আপনারা করে তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে আমীনের দ্বারা অংশাংশ ও বাটওয়ারা নির্ব্বাহহওনেতে খরচার যে টাকা প্রকৃত দেনা হইবেক তাহার বিষয়ে এই আইনেতে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম লেখা যায় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২২ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৫২ ধারার লিখিতানুসারে ভূম্যধিকারিদিগের আপোসে কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা সালিসদিগের দ্বারা আমীনের সহকারিতায় ভূমির যে বাটওয়ারা ও অংশাংশ নির্ব্বাহ হয় তাহাতে খাটিবেক কিন্তু এপ্রকার বাটওয়ারা করিতে যে আমীন নিযুক্ত হইবেক সে এই আইনের ৫ ধারানুসারে আমীনের শ্রমের বেতনের অর্থে যে রসুম নিরূপণ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকমাত্র পাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

সমস্ত বাটওয়ারা মঞ্জুর হইয়া রেজিস্টরী বহীতে লেখা যাইবার কথা।

অযথার্থ জমা ধার্য্য হওনেতে তিন বৎসরের মধ্যে ভূমিতে বাকী পড়িলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ভূমি বিক্রয়করা আবশ্যক হইলে কালেক্টরসাহেবেরা তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ডে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারী হইলে পর যে সকল বাটওয়ারা মঞ্জুর হয় ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরেতে তাহা রেজিস্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ও সেই বহীতে জমীদারীর ও প্রত্যেক অধিকারির নাম ও তাহার জমা বাটওয়ারা আরম্ভের সময়ে যে প্রকার ছিল এবং অধিকারিদিগের ও ভিন্নং হিস্যার নাম ও তাহার যে জমা বাটওয়ারা মঞ্জুহওনের পরে স্বতন্ত্রং অংশেতে নির্দ্ধার্য্য হয় বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখসহিতে লেখা যায় আর যদি বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখঅবধি তিন বৎসরের মধ্যে ঐ সকল বাটওয়ারাহওয়া হিস্যার কোন হিস্যাতে বাকী পড়ে ও বাকী আদায়ের কারণ তাহা বিক্রয়করা আবশ্যক বোধ হয় এমতে কালেক্টরসাহেবের উচিত ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে বাটওয়ারাহওনের সময়ে জমার ধার্য্যকরণেতে কারসাজী কি চুকভুল হইয়াছে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে যথাসাধ্য বাকীপড়নের হেতু ও কারণের যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করেন আর বাকীপড়নের কারণ কোন প্রকারে প্রকাশ হইলে কর্ত্তব্য যে সমস্ত বৃত্তান্তসম্বলিত তাহার কৈফিয়ৎ যে বোর্ডের হুকুমতের ব্যাপ্য হন তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠান যে ঐ সাহেবেরা সে কৈফিয়তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এমত বিবেচনা ও প্রবিধান করেন যে যে প্রত্যেক হিস্যা আসল জমীদারীর অংশাংশক্রমে বিভক্ত হইয়াছে নূতন করিয়া তাহার জমার ধার্য্য পুনর্ব্বার করণার্থে হুকুম দিবার অনুমতি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে লওয়া বিহিত কি না ইতি।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

বাটওয়ারার সময়ে বাকী পড়া টাকার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

যে সাধারণ জমীদারীতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে অংশিগণের দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের হজুরে উপস্থিতহওনাধীন কি আদালতের হুকুমনামামতে যদি তাহার বাটওয়ারা আরম্ভ হয় তাহার প্রত্যেক অংশির শিরে যত সঙ্খ্যায় জমা দেনা হয় তাহা অবশ্য স্পষ্ট থাকিবেক অতএব বাটওয়ারা সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে যে জমীদারীতে বাকী পড়ে তাহার প্রত্যেক অংশির প্রতি তাহারা আপনারদিগের হিস্যাসকলেতে ভোগবান থাকে বা না থাকে অনুমতি আছে যে ঐ বাকীর আন্দাজ বুঝিয়া আপনারদিগের হিস্যাসকলের টাকা কালেক্টরসাহেবের হজুরে দাখিল করে ও ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা লইয়া তাহারদিগের হিস্যার ওয়াসিল বাকী করেন আর উত্তর কালে বাকী টাকা আদায়ের কারণ অংশাংশ না হওয়া জমীদারীর কিঞ্চিৎ বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে কেবল বাকীদারদিগের হিস্যা বিক্রয় হইবেক ও এই সকল প্রকারেতে নীলামের খরীদারের অর্থাৎ ক্রয়কর্ত্তার হকুক অর্থাৎ স্বত্বের দৃষ্টে অংশাংশ করা যাইবেক ও বাকীদার অধিকারিরা সে জমীদারীর বাটওয়ারাক্রমে যেমত স্বতন্ত্রং অংশ পাইত ও তাহা সম্যক্ সর্ব্বপ্রকারেতে বিক্রয় হইবেক সেই মত স্বতন্ত্রক্রমে খরীদার সে জমীদারীর এক হিস্যা কি হিস্যাসকল ভোগদখল করিতে অধিকার রাখিবেক বরং সর্ব্বপ্রকারে ঐ বাকীদারদিগের সম্যক্ স্বত্বের অধিকারী হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

জমীদারীর পৃথকং মহালের জমার ধার্য্য করণে বিলম্ব না হইবার অর্থে দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে জমীদারীর মোটে এক জমা থাকে তাহার স্বতন্ত্রং অংশক্রমে সীমানিরূপণহওয়া মহালসকলের খারিজহওনের হুকুম হইলে তাহার জমার ধার্য্যকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ প্রথম আইনের ৮।১২ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৬০ ধারার স্পষ্টক্রমের লিখিত কথাসকলসত্ত্বও যে নানাপ্রকারে বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয় ও সেইহেতুক ভিন্নং লোকদিগের যে ক্ষতি ও দুঃখ হইতেছে যথাসাধ্য তাহার নিবারণহওনার্থে নীচের লিখিত হুকুমসকল ঐ সকল মহালাতের সম্বন্ধে খাটিবেক ইতি।

জমার ধার্য্যকরা সারা না হইতে যে বাকী পড়ে তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সাধারণ জমীদারীর মধ্যে স্বতন্ত্রক্রমে সীমানিরূপণহওয়া যে কোন মহালের অধিকারি ব্যক্তি আইনানুসারে তাহা খারিজ করিয়া লওনের অধিকার রাখে ও সেই মহালের খারিজ ও তাহার উপর সরকারের জমার ধার্য্য হওনের আরম্ভ হইয়া সেই জমার ধার্য্যহওয়া সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে ঐ মহাল যে জমীদারীর শামিল থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে আর সেইহেতুক সেই সম্যক্ জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক হয় এমতে ঐ মহালের অধিকারি ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই মহালের উৎপন্নের দৃষ্টে মোট জমীদারীর জমার সম্বন্ধে শতকরা মালিকানা ও তহসীলের খরচ ১০ দশং টাকা করিয়া একুনে কুড়ী টাকা বাদে তাহার শিরে বাকীর যত টাকা পড়ে তাহা কালেক্

টরসাহেবের

টরসাহেবের হজুরে দেয় ও এমতে যদি ঐ মহাল তাহার ভোগদখলে না থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে মহালে তাহাকে দখল দেওয়া যায় ও ঐ বাকীর টাকা উপস্থিতকরণের সময়ে তহকীকাৎ করণেতে কিম্বা সাক্ষির সাক্ষ্য অথবা দস্তাবেজাৎ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদির দ্বারা কালেক্টরসাহেবের চিত্তে যদি নিশ্চয় এমত বোধ হয় যে ঐ মহালের উৎপন্নের সঙ্খ্যানিরূপণ প্রকৃতপ্রস্তাব হয় নাহি তবে কর্ত্তব্য যে ঐ টাকা লইয়া সে মহালের নামেতে ওয়াসিলবাকী করেন আর যদি শেষে বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই জমীদারীহইতে কিছু বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে সে মহাল ছাড়িয়া বিক্রয় হইবেক ও তাহার খারিজ ও জমার ধার্য্য অংশিগণের স্বত্বের দৃষ্টে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্বরীতিক্রমে হইতে পারিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে আর সমস্ত অংশিগণের জমাসকলের বন্দোবস্ত ও ধার্য্য হইলে পর ঐ মহালের অধিকারির দাখিলকরা টাকা বাকীর বাবত যে টাকা তাহার প্রকৃত দেনা হয় তাহার সঙ্খ্যার অতিশয় বোধ হইলে তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ও ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে যত টাকা বেশী লইয়াছিলেন তাহা আরং যে বাকীদারদিগের শিরে হিসাবেতে বাকীর টাকার প্রকৃত সঙ্খ্যার কমকম হইয়া পড়িয়াছিল তাহারদিগের স্থানে সরকারের মালগুজারীর আরং বাকীর টাকা যে প্রকারে উসুল করেন্ সেইমতে লন্ আর এই মত তাহা না হইয়া যদি এমত বুঝা যায় যে ঐ মহালের অধিকারী বাকীর যে টাকা তাহার শিরে পড়িয়াছিল তাহার কম দিয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানহইতে লইয়া যে বাকীদার অধিকারিদিগের শিরে বেশীং পড়িয়াছিল তাহারদিগকে দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

ভূমির অংশাংশ ও বিক্রয়হওনের বিষয়ে চলিত দাঁড়াসকল এই আইনের শুধরণ ও পরিবর্ত্তের সহিত চলন থাকিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ ও ২৫ আইনের ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল ও আর যেং হুকুম ও চলিত আইন সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির বাটওয়ারা ও সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ও তাহা বিক্রয়হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনের লিখিত শুধরণ ও পরিবর্ত্তের সহিত জারী ও চলন থাকিবেক এবং যে সমস্ত বাটওয়ারা এই আইনের তারিখের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত সমাপ্ত হয় নাহি তাহাতে যথাসাধ্য এই আইনের লিখিত হুকুমসকলের মতাচরণ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H. Turnbull,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

জমীদারপ্রভৃতি লোকেরা ডাকাইতীর সটীক সমাচার না দিলে ও তাহা দিতে তাচ্ছল্য করিলে ও ডাকাইতদিগকে আশ্রয় দিলে তাহারদিগের প্রতি যে শাস্তি ও প্রতিফল উপযুক্ত হইবেক তাহার নিরূপণ ও বিবরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২৯ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ২০ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ৩০ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৬ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৪ শহর মহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ডাকাইত ও কজ্জাক ও ঠগ ও বড়েক ও অন্য২ প্রকার ডাকাইত নামে বিখ্যাত লোকদিগের পৃথক্২ সম্প্রদায়হইতে অনবরত ডাকাইতী ও অন্য২ ভ্রষ্ট এতাবতা গুরুতরাপরাধ হইতেছে জানা গেল এবং জমীদারইত্যাদি লোকদিগের কাহার২ প্রতিও এ বিষয়ের সন্দেহ জন্মিল যে এমত অপরাধের নিবারণ ও নির্বর্ত্তকরণে যাহাতে লোকদিগের স্বচ্ছন্দতা ও সুখের সমূহ ব্যাঘাত হয় মনোযোগ করে না বরং লুটপাটের ক্ষতি ও ভয়হইতে আপনি এড়াইবার জন্যে কিম্বা লুটের দ্রব্য সামগ্রির অংশ পাওনের নিমিত্তে ঐ অপরাধিদিগের সহায়তা করিতে ও তাহারদিগের প্রতি আলগী দিতে সচেষ্ট থাকে এহেতুক শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সমস্ত জমীদারইত্যাদি লোকেরা আপনারদিগের অধিকারের মধ্যে ডাকাইত ও এই প্রকার অন্য২ লোকথাকনের সম্বাদ পাইবামাত্র তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি পোলীসের দারোগাদিগকে

জানা কর্ত্তব্য যে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্য২ সকর ও নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণ এবং সমস্ত সদরী ইজারদার ও মফঃসলী নানাপ্রকার তালুকদার ও ইজারদার ও নায়েব ও অন্য২ সরবরাহকার লোকের ও এদেশীয় যে সকল লোকেরা সরকারের কিম্বা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তরফহইতে মালগুজারী কি ইজারার ভূমির টাকা তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের ইহা অত্যাবশ্যক যে আপন২ অধিকারের ব্যাপ্য মহালাতের সরহদ্দের মধ্যে কোন স্থানে ডাকাইত ও কজ্জাক ও ঠগ ও বড়েক কিম্বা অন্য২ প্রকার ডাকাইত নামে বিখ্যাত লোকদিগের স্বপ্ত কি জনেক থাকনের সমাচার পাইলে তাহার সম্বাদ তৎক্ষণাৎ সময়শিরে

মাজিষ্ট্রেট্

দিতে তাহারদিগের অত্যাবশ্যকতার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে গোপনে কিম্বা অগোপনে দিতে থাকে ইতি।

৩ ধারা।

জমীদারইত্যাদি লোকেরা সমাচার দিতে তাচ্ছল্য করিলে তাহারদিগের শাস্তির বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কোন বিশিষ্টহেতুক যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের চিত্তে এমত বোধ হয় যে উপরের ধারার প্রথমেতে যে নানা প্রকার জমীদারইত্যাদি লোকের নাম বেওরা করিয়া লেখা গিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন অধিকারের ব্যাপ্য মহালাতের মধ্যে কোন স্থানে কোন ডাকাইত কি কজ্জাক কিম্বা ঠগ অথবা বড়েক কিম্বা অন্য প্রকার ডাকাইত থাকনের সটীক সমাচার দেওনের বিষয়ে তাচ্ছল্য কি আলস্য করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাকে ইহার জওয়াব দিবার নিমিত্তে তলব করেন্ পরে যদি বিনাপক্ষপাতে ও যথার্থ বিচার ও তদন্তানুসারে ইহা প্রমাণ হয় যে প্রকৃতার্থেই সে ব্যক্তি তাচ্ছল্য ও আলস্য করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে অপরাধের ভাব বুঝিয়া আপন বিহিত বিবেচনানুসারে তাহার প্রতি এই নিয়মে জরীমানা ও কয়েদের হুকুম দেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার নিরূপিত সঙ্খ্যা ও মিয়াদহইতে এতাবতা ২০০ টাকা জরীমানা ও ছয় মাস কালনিয়মে কয়েদ ও জরীমানার টাকা না দিলে আর ছয় মাস কয়েদ হইতে অধিক না হয় ইতি।

৪ ধারা।

জমীদারইত্যাদি লোকেরা ডাকাইতেরদিগ্কে আশ্রয় দিলে কি তাহারদিগের স্থানে ভেটীসেলামীরূপে কিছু লইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

যদি কোন বিশিষ্টহেতুক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অন্তঃকরণে এমত লয় যে এ আইন জারী হইলে পরে উপরের ধারাসকলের বেওরাক্রমের উক্ত কোন জমীদার কিম্বা অন্য নানাপ্রকার লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন ডাকাইত কি কজ্জাক অথবা ঠগ কি বড়েক কিম্বা অন্য প্রকার কোন ডাকাইতকে আশ্রয়দেওনেতে সহায় ও সহকার ছিল এতাবতা ঐ ব্যক্তির প্রতি এমত সন্দেহ জন্মে যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে আশ্রয়ের স্থান কি টাকা অথবা তণ্ডুলাদি শস্য কি অন্যং আবশ্যকি দ্রব্যজাত দিয়াছে অথবা লোকদিগের দ্রব্যাদি লুঠপাটকরণের বিষয়ে অপরাধির সহায়তাজনক কি যাহাতে সে আদালতের আপত্তি ও জিজ্ঞাসাবাদহইতে এড়াইতে পারে স্পষ্টতঃ এমত কোন কর্ম্মান্তর করিয়াছে অথবা নজর ও ভেটীসেলামীরূপে কিছু নগদ টাকা কিম্বা কোন দ্রব্য ঐ অপরাধির স্থানে লইয়াছে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত কর্ম্মকরণের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইহার জওয়াব দিবার নিমিত্তে তলব করেন্ পরে যদি বিনাগণতায় ও যথার্থ বিচারানুসারে এমত দুষ্কর্ম্মকরণের কথা তাহার প্রতি প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে ঐ অপরাধী জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা সদরী ইজারদারদিগ্হইতে কোন ব্যক্তি হইলে উপরের ধারার লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত তাহারদিগের জমীদারীর ও ইজারার মহালাৎ ক্রোক করণের হুকুম দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ক্রোক্‌করণের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার

রোয়দাদ

রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য কেননা ঐ আদালতের সাহেবলোক অপরাধের কথা প্রমাণ কি অপ্রমাণের দৃষ্টে আপনারদিগের বিহিত বিবেচনামতে সেই হুকুমকেই দৃঢ় কিম্বা রদ করেন এবং জানা কর্ত্তব্য যে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক যদি ঐ হুকুমকেই দৃঢ় করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্ত ও ক্রোকের হুকুমদেওন কি তাহা ক্ষমা করণ কিম্বা ক্রোকের পরিবর্ত্তে জরীমানাকরণের বিষয়ে আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার কথাসম্বলিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৫ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় সে ব্যক্তি যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা হজুরী ইজারদার না হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার অপরাধের ভাব বুঝিয়া এই আইনের ৩ ধারার লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত যে কিছু জরীমানা কিম্বা কয়েদের হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন তাহা দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ অতিরিক্ত শাস্তির হুকুম জারীকরণের পূর্ব্বে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন করা মিসিলের রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবেরা সে হুকুমকে দৃঢ় করা অথবা শুধরা কিম্বা পরিবর্ত্ত অথবা নিবর্ত্ত করা যাহা আপনারদিগের বিবেচনাতে বিহিত ও বিচারসঙ্গত বুঝেন্ তাহা করেন্ আর যদি ঐ অপরাধি ব্যক্তি সরকারের কোন কার্য্যভারাক্রান্ত হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে সে কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ ও ঐ অপরাধী উত্তর কালে সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক না এমত হুকুম তাহার প্রতি হওয়া বিহিত কি না এ বিষয়ে আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন্ তাহার কথাসম্বলিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

উপরের ধারার লিখিত অপরাধ যাহার প্রতি প্রমাণ হয় সে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার না হইলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১২ ও ১৪ আইনের যে সকল কথা পোলীস আমীনদিগের নিযুক্তহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

ইং ১৮০৭ সালের ১২। ১৪ আইনের লিখিত কোনং কথা রদ হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
M. H. TURNBULL,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

বৈঠকখানার নিকট দিয়া যে খাল বালিয়াঘাটার জলার সহিত মিলিয়াছে সে খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার উপর মাসুল ধার্য্যকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ২৩ ফিব্রুআরী মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ১৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১১১৭ সালের ৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ১৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ১৮ মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক কলিকাতার আশপাশের স্থানাদিতে বাণিজ্যব্যাপারের সুবিধাহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বৈঠকখানার রাস্তার নিকটহইতে বালিয়াঘাটার জলাপর্য্যন্ত এক খাল কাটা গেল ও তাহা কাটাইতে যে খরচপত্র হইল তাহা আদায়ের কারণ ও উত্তর কালে ঐ খালের কোন স্থানে কিছু ভাঙ্গিলে টুটিলে তাহা সারিবার নিমিত্তে ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় তাহার উপর কিঞ্চিৎ২ মাসুল ধার্য্যকরা উচিত ও বিহিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ২৬ শহর রবীয়ল আউওলঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ খাল দিয়া যে সকল নৌকা আইসে ও যায় নীচের বেওরা করা হারমতে সেই সকল নৌকাহইতে মাসুল তহসীলকরণের কর্ম্মের ভার চব্বিশ পরগনার কালেক্টরসাহেবের প্রতি থাকিবেক ও ঐ সাহেব সে কর্ম্মেতে যে২ আমলা নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগের সহকারিতায় ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক ইতি। খালের মধ্যে যে সকল নৌকা আইসে তাহার মাসুল তহসীলের কর্ম্মের ভার যাঁহার প্রতি থাকিবেক তাহার কথা।

মাসুলের হার।

বজরা ও পিনিস্ ও ভাউলিয়া ও পানসীর দাঁড়প্রতি। ৵০

যে সকল নৌকাতে ইট ও মাটির বাসন ও বালি ও মাটি ও সুরখী বোঝাই থাকে সে নৌকার এক শত মোন ওজনপ্রতি। ৵০

যে সকল নৌকায় আসবাব অর্থাৎ তলবীইত্যাদি ও পোয়াল ও জ্বালানী কাষ্ঠ ও গরাণকাঠ বোঝাই থাকে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ।৶

যে সকল নৌকাতে ধান্যাদি শস্য ও নানাপ্রকার শাক ও তরকারী থাকে তাহার এক শত মোন ওজনপ্রতি ৸৹

৩ ধারা।

উপরের লিখিত দ্রব্য ভিন্ন আর কিছু যে নৌকাতে থাকে তাহার মাসুলের হারের কথা।

যে সকল নৌকাতে উপরের লিখিত দ্রব্যাদিছাড়া আর কোন বস্তু বোঝাই থাকে তাহা কলিকাতাতে আইসে কি তথাহইতে অন্য কোন স্থানেই বা যায় সে সকল নৌকার এক শত মোন ওজনপ্রতি ১ এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনানুসারে যে কর্ম্মের ভার চব্বিশপরগনার কালেকটরসাহেবের প্রতি দেওয়া গেল তাহা নির্ব্বাহহওনের বিষয়ে যেমত২ উচিত ও বিহিত বুঝেন্ তাহার হুকুম ঐ সাহেবের প্রতি দেন্ ইতি।

৫ ধারা।

খাল দিয়া নৌকা যাওয়া আসার দাঁড়ার কথা।

কলিকাতায় আসিবার মনস্থে যে সকল নৌকা ঐ খাল দিয়া আইসে উচিত যে সে সকল নৌকা খালের দক্ষিণ ধার দিয়া আইসে ও তথাহইতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে উত্তর ধার হইয়া যায় ইতি।

৬ ধারা।

ইং ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের কোন২ ধারা ও প্রকরণের লিখিত দাঁড়া ঐ খালের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার ৩।৪।৫ প্রকরণের ও ৮।৯। ১০ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল ঐ খালের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৮ অষ্টম আইন।

এলাকা পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর অধিকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ভারনিরূপণকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ১৬ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ২৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ১১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৯ শহর সফরে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ দশম আইনানুসারে এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের অধিকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ভারনিরূপণ হইয়াছে ও যেহেতুক ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ভার নির্দ্দিষ্টকরণেতে অপরাধি লোকেরা ধরা যাওন ও পোলীসের উপস্থিত কর্ম্মকার্য্যের সুধারাহওনেতে যে ফল দর্শিল তদ্দৃষ্টে এলাকা পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর দায়েরসায়েরীর ব্যাপ্য অধিকারেতেও ঐ মত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক ও বিহিত বুঝা গেল এ কারণ শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাড়া নীচের ধারাসকলের লিখিত তারিখঅবধি উপরের লিখিতসকল দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে এলাকা পাটনার দায়েরসায়েরীর ব্যাপ্য অধিকার কলিকাতা ও জাহাগীরনগর ও মুরশিদাবাদের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমের নীচে হইল অতএব ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ দশম আইনানুসারে ঐ তিন এলাকার কর্ম্ম চালাইবার অর্থে তাহার প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও ভার দেওয়া গিয়াছে এই আইন জারী হইলে পরে পাটনার এলাকাতেও তিনি ঐ মত ক্ষমতা ও ভার রাখিবেন ইতি।

এলাকা পাটনা এলাকা কলিকাতাইত্যাদির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এলাকা বারাণস ও বরেলীর দায়েরসায়েরীর ব্যাপ্য অধিকারেতে পোলীসের আর এক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্ত হইবেন আর ঐ ভারসম্পর্কীয় উপস্থিত কর্ম্মকার্য্য ঐ বারাণস ও বরেলীর অধিকারের সমস্ত জিলার মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ও শহর বারাণসের মাজিস্ট্রেট্সাহেবের সহযোগে নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা রাখিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ দশম আইনের ৫।৬।৭।৮।৯ ও এই আইনের ২ ধারানুসারে এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ

বারাণস ও বরেলীর অধিকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্ত হইবার কথা।

ঐ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

দাবাদ ও পাটনার অধিকারের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও ভার দেওয়া গিয়াছে সেই মত ক্ষমতা ও ভার এলাকা বারাণস ও বরেলীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের প্রতিও থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ বারাণস ও বরেলীর অধিকারের নিমিত্তে যে সকল আইন এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় ঐ২ এলাকার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব সেই সকল আইনের দাঁড়াসকলেতে সর্ব্বদা দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কিম্বা শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সলহইতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যে তারিখে নিযুক্ত হইবেন সেই তারিখ অবধি এই দাঁড়া চলন হইবেক ইতি।

ঐ সাহেবের কার্য্যোপদেশের দাড়ার কথা।

এই দাড়া চলন হইবার সময়নিরূপণের কথা।

৪ ধারা।

পোলীসের দুই সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্ত হওনের মর্ম্মের কথা।

দুই সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নিযুক্তকরণের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে ডাকাইত ও কজ্জাক ও ঠগ ও বাউক লোকেরা ও ডাকাইতীকরণজন্য অপবাধের ও বলে ও দৌরাত্ম্যক্রমে আরং অপরাধকরণের অন্য নানা প্রকার অপরাধি লোকেরা ধরা যায় অতএব তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে২ সময়ে ঐ সাহেবেরা আপনারদিগের চিত্তে আবশ্যক ও বিহিত বুঝেন কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অথবা শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম হয় তখন কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের হুকুমের তাবে এলাকার সকল জিলা ও শহরেতে যাইতে থাকেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ঐ ভারক্রমে যে সকল ক্ষমতা ও ভার রাখেন তদনুসারে যেখানে সেখানে থাকিয়া আপনং হুকুমের ব্যাপ্য সীমার মধ্যগত স্থানসকলেতে কার্য্য ও ব্যবহার করিতে পারিবেন ইতি।

ঐ সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমের ব্যাপ্য সীমার সকল স্থানে থাকিয়া কার্য্যের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

আপনং ভারানুসারে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের উচিত ও অত্যাবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব লোক ও পোলীসের দারোগালোক এবং জমীদারইত্যাদি লোকের লিখনপত্র দ্বারা অথবা আর যাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে তাহার দ্বারা আপনারদিগের হুকুমের ব্যাপ্য সীমার মধ্যগত জিলা ও শহরসকলের পোলীসের মর্ম্ম ও বৃত্তান্ত সর্ব্বদা জ্ঞাত ও অবগত হন্ তাহার মধ্যে ঐ সকল জিলা ও শহরের কোন জিলা কি শহরেতে অনবরত গুরুতরাপরাধহওনের অথবা অন্য২ বিষয়সম্পর্কীয় যে সমাচার তাঁহারদিগের বিবেচনা মতে সরকারের কর্তৃত্ব ভারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের জ্ঞাত হইবার ও বিবেচনা করিবার আবশ্যক হয় তাহা হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৬ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও প্রবিন্স্যাল্

সমস্ত জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের অত্যাবশ্যক যে পোলীসের সুপ

রিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের

ইঙ্গরেজী ১[illegible]৩ সাল ৮ অষ্টম আইন।

রিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের অমলালোকের প্রাপ্ত ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে তাঁহারদিগের সহকারিতা ও সহায়তা করেন এবং সমস্ত প্রবিন্স্যল্ কোর্টের সাহেবদিগেরও আবশ্যক যে ন্যায় ও বিচারের বিধান ও চলিত আইনের মতানুসারে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও তাহারদিগের আমলালোকের সহায়তা ও সহকারিতাকরণের বিষয়ে মনোযোগ করেন ইতি।

কোর্টের সাহেবেরা অবশ্যং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও তাহারদিগের আমলালোকের সহায়তা করিবার কথা।

Vol. V. 23. সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H. TURNBULL,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনে ও ১৮১০ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনেতে যে ক্রোক শব্দ ছাপা হইয়াছে তাহাতে এমত সন্দেহ জন্মিল যে তাহাহইতে সরকারে জব্দহওন অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না একারণ ইশতিহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐং আইনের মধ্যে যেং স্থানে ক্রোক্ শব্দ লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ সরকারে জব্দহওন বোধ করা কর্ত্তব্য ইতি।

M. H. TURNBULL,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৯ নবম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশেতে সরকারী মাসুল তহসীলের এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহা সমস্ত রদ ও রহিত করিবার ও পুনরায় ঐ২ মাসুল নূতন করিয়া তাহা তহসীলকরণের সুন্দরমত দাঁড়াসকলের সহিত নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২৯ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৬ সালের ২০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৬ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৫ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারী মাসুল এক্ষণে যে সকল দাঁড়ানুসারে তহসীল হইতেছে তাহার প্রায় অনেক দাঁড়া যথোপযুক্ত সহজ ও স্পষ্ট নহে ও ঐ সকল দাঁড়ানুসারে যে অনেক প্রকার মাসুলের সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে বড় গোলমাল হইল ও অনেক প্রকারেতে এদেশীয় লোকদিগের শিরে মাসুল সমান পড়িত না এবং তাহা তহসীলকরণের দাঁড়া ও গতিকেতে লোকদিগের দুঃখ ও ক্লেশ জন্মিত ও এ দেশের কর্ত্তৃত্বভারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বিবেচনাতে উপরের উক্ত হেতুসকলপ্রযুক্ত ঐ সকল দাঁড়া অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত বুঝা গেল অতএব সরকারের জায়দাদেতে হানি না হইয়া সমস্ত লোকের শিরে সরকারী মাসুলের অঙ্ক সমান করিবার নিমিত্তে এবং এ প্রকার সহজে মাসুল তহসীলহওনের নিমিত্তে এক্ষণে যে অনেক প্রকার মাসুল লওয়া যাইতেছে উত্তর কালে তাহা এক প্রকারে তহসীল হয় এবং তেজারতের যে সকল জিনিসের উপর একবার মাসুল লওয়া গিয়া থাকে অন্য কোন মাসুলের আপত্তি ব্যতিরেকে ঐ সকল জিনিস এক স্থানহইতে অন্য কোন স্থানে যাইতে থাকে ইহার পূর্ব্বে মাসুল তহসীলের সিরিস্তামতে যে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক ও বাধা হইত তাহা রহিত হয় একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সরকারী মাসুলতহসীলের বিষয়ি সাবেক আইন

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩ ও ৩৯ ও ৫৭ আইন ও ১৭৯৭ সালের ১ ও ৯ আইন ও ১৮০০ সালের ১১ আইন ও ১৮০১ সালের ১১

আইন

আইনসকল রদ করিবার কথা।

আইন ও ১৮০২ সালের ১ ও ৫ ও ৭ আইন ও ১৮০৪ সালের ১১ আইন ও ১৮০৬ সালের ১৯ আইন এবং যে আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশে সরকারী মাসুলতহসীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪২ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩৮ আইন রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কি উত্তর কালে অন্য যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে যে সকল মাসুল সঙ্গত হয় তাহা ভিন্ন অন্য সমস্ত মাসুল মৌকুফ হইবার কথা।

এই আইনানুসারে যে সকল মাসুলওয়া সঙ্গত কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের নির্দ্ধারিত মতে উত্তর কালে অন্য যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া চলন হয় তাহার অনুসারে সঙ্গত হয় তাহাব্যতিরিক্ত কি রাহাদারী ও কি জিনিসস-কল আমদানী ও রফ্তানীহওনের সময়ে পূর্ব্বের আরং যে সমস্ত মাসুল দিয়া শহর ও তাহার আশপাশের যে মহালে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের আইন চলন নাহি তাহাছাড়া এখনপর্য্যন্ত যে নানা প্রকার জিনিস কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে ও তাহার সম্পর্কীয় শহর ও কস্‌বাসকলেতে যায় কি সেই সকল স্থানহইতে বাহির হয় অথবা তাহার মধ্যেতে চলে এতাবতা তাহার মধ্যেতে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যায় তাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই ধারানুসারে মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইল ইতি।

৪ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারী সকল মৌকুফহওনের কথা।

এই ধারানুসারে যাহা বহাল থাকে তাহাব্যতিরেকে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টহওয়া পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারী এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি মৌকুফ হইবেক অর্থাৎ উঠিয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

কাছারীর স্থানসকলের কথা।

এই আইনের নির্দ্ধারিত সরকারী মাসুলতহসীলের নিমিত্তে আগরা ও ফরুরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও বারাণস ও পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ও কলিকাতা ও কস্‌বা মীরঠ ও কানপুর ও মীরজাপুর ও চাটিগাঁ ও হুগলী ও বালেশ্বরেতে পঞ্চোত্তরার কাছারী নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা সদর কাছারীসকলেতে সরকারী মাসুল তহসীল হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শহর ফরুরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও কস্‌বা মীরঠ ও মীরজাপুরভিন্ন ৫ ধারার নিরুপিত পঞ্চোত্তরার আরং কাছারীতে সরকারী মাসুল আগরা ও কানপুর ও বারাণস ও পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও হুগলী ও ঢাকা ও কলিকাতা

কাতা ও চাটিগাঁ ও বালেশ্বর মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবনামেতে খ্যাত সাহেবদিগের দ্বারা তহসীল হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মীরঠ মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারী আগরা মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক ও কোম্পানির সরকারের চাকর কলমোপজীবি সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেব ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মীরঠ মোকামেতে নিযুক্ত থাকিবেন ও ফররোখাবাদ ও আলাহাবাদ মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারী কানপুরের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক ও কোম্পানির সরকারের চাকর কলমোপজীবি সাহেবদিগের মধ্যহইতে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মে এক জন ফররোখাবাদে ও আর এক জন আলাহাবাদে নিযুক্ত থাকিবেন ও মীরজাপুর মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারী বারাণস মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক ও কোম্পানির সরকারের চাকর কলমোপজীবি এক জন সাহেব ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মীরজাপুর মোকামে নিযুক্ত থাকিবেন ইতি।

ডেপুটী কালেক্টরসাহেবেরদের দ্বারা মফঃসল কাছারীসকলেতে সরকারী মাসুল তহসীল হইবার কথা।

৭ ধারা।

এই আইনের নির্দ্ধারিত সরকারী মাসুলের যে কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা কটক জিলাভিন্ন বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশেতে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হুকুমের তাবে থাকিবেন ও কটক জিলাসহিতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে যাঁহারা নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুকুমের তাবে থাকিবেন ইতি।

সরকারী মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবেরা আপনং স্থানের দৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হুকুমের তাবে থাকিবার কথা।

৮ ধারা

একং করিয়া সরকারী মাসুলের সমস্ত কালেক্টরসাহেব নীচের লিখিত শব্দ খোদা থাকে এমত দুই ইঞ্চি অর্থাৎ সর্দ্ধাঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘপ্রস্থের চৌকোণা মোহর আপনারদিগের কাছারীর কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে রাখেন্ ও ঐ মোহর পঞ্চোত্তরার প্রত্যেক কাছারীতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের স্থানে ও যে সকল স্থানে সরকারী মাসুলের ডেপুটী কালেক্টর থাকেন্ তাঁহারদিগের স্থানে থাকিবেক ইতি।

কর্ম্মের ভারের মোহরের কথা।

মোহরে যে শব্দ খোদা যাইবেক তাহার বেওরা।

অমুক মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের মোহর।

৯ ধারা।

সরকারী মাসুলের সমস্ত কালেক্টরসাহেব ও তাঁহারদিগের নায়েবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং ভারের কর্ম্মেতে হাতদেওনের পূর্ব্বে নীচের লিখিত বিবরণানুসারে শ্রীযুত

কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ম্মসম্পর্কীয় দিব্যের কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে হলফ করাইবার কারণ যে ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহার সমক্ষে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করেন্ ইতি।

হলফ অর্থাৎ দিব্যের বিবরণ।

আমি অমুক হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি এই প্রকারে যে অমুক মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরী কি ডেপুটী কালেক্টরী ভারের কার্য্যকর্ম্ম সম্পূর্ণধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া নির্ব্বাহ করিব ও সরকারের হুকুমমতে যে সকল মাসুল সঙ্গত আছে কি উত্তর কালে সঙ্গত হয় ও সরকারী হিসাবেতে মজুরা হয় তাহাভিন্ন অন্য কোন মাসুল আমি স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা স্পষ্টতঃ কি চক্রান্তক্রমে তহসীল করিব না এবং বিলায়তে টাকা পাঠাইবার মনস্থে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত কলিকাতার তাবে দেশসকলের মধ্যে কোন জিনিসপত্র খরীদ করিব না ও তেজারতের কোন কারবারেতে স্পষ্টতঃ কি চক্রান্তক্রমে সম্পর্ক রাখিব না এবং এক্ষণে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যাহা সঙ্গত আছে কিম্বা উত্তর কালে যাহা সঙ্গত হয় তাহাভিন্ন আর কোন কিছু ভেটীসেলামী কি লৌকিকতারূপে কি রসুম কিম্বা মুনাফা আপন ভারসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মহইতে আপনি লইব না ও জানিয়াশুনিয়া কাহাকেও লইতে দিব না ইতি।

১০ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারী খোলা থাকিবার সময় নিরূপণের কথা।

সরকারী মাসুলতহসীলের কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারী রবিবার ও ছুটীর যে সকল দিবসের তফসীলওয়ারী ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরহইতে সরকারী মাসুলের কালেকটরসাহেবলোকের নিকটে পঁহুছিবেক সেই সকল দিবসভিন্ন প্রতিদিবস ইঙ্গরেজী দশ ঘড়ীঅবধি দুই প্রহর চারি ঘড়ীপর্য্যন্ত খোলা থাকিবেক ইতি।

১১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার চৌকীসকলের কথা।

ঐ সকল চৌকী বিনা বিশেষমতে দুই ক্রোশের অধিক দূরে নির্দ্দিষ্ট না হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কাছারীর নিকটে যাতায়াতের সরে রাস্তা কি ঘাটসকলের উপর যেখানে২ বিহিত হয় সেই২ স্থানে পঞ্চোত্তরার চৌকী নির্দ্দিষ্ট করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন চৌকী পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলহইতে দুই ক্রোশের অধিক দূরেতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক না কিন্তু যদি ঐ চৌকী দত্ত ও জয়করা দেশসকলের লবণের মাসুল তহসীলহওয়াতে সরকারের যে মালগুজারী জমে তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে কিম্বা নানাপ্রকার শাল গোপনে ঐ সকল দেশ দিয়া অন্য দেশে যাইতে না পারে ইহার দৃষ্টে আগরা ও মীরঠ মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলহইতে অধিক দূরে অথবা

হুগলী মোকামের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কাছারীহইতে অধিক দূরে কিম্বা চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের দৃষ্টে হুগলী মোকামের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কাছারীহইতে অধিক দূরে কিম্বা মেঘনানদী দিয়া তেজারতের যে জিনিস যায় ও আইসে তাহার নিমিত্তে ঢাকা মোকামের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কাছারীহইতে অধিক দূরে অথবা বালেশ্বর মোকামের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের চূড়ামণি বন্দরের কাছারীহইতে কিম্বা সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কাছারীহইতে অধিক দূরে বিশেষ কোন হেতুপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক বোধ হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে লেখা যায় কেননা ঐ সাহেবদিগের অনুমতি বিনা কোন প্রকারে পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল দুই ক্রোশের অধিক দূরেতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক না ইতি।

বিশেষ মতেতে বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরে কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চৌকীসকলের কোন চৌকীতে কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ও চৌকীসকলের আমলালোকের ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত থাকিবেক যে যদি বিনারওয়ানেতে কি রওয়ানার লিখনক্রমের ব্যতিক্রমে মাসুলী জিনিস তাহারদিগের চৌকীর সীমার মধ্যে যায় তবে সে সকল জিনিস আটক করিয়া অতিশীঘ্র তাহার সমাচার সরকারী মাসুলের কালেকটরসাহেবের হজুরে দিয়া ঐ সাহেবের হুকুমহওনকালপর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিস আটকাইয়া রাখে ও জানান যাইতেছে যে পঞ্চোত্তরার সমস্ত মাসুল সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেব ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবদিগের কাছারীসকলেতে আদায় হইবেক ও রওয়ানাসকল কেবল ঐ সাহেবলোকের তরফহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

চৌকীসকলেতে মাসুল লওয়া না যাইবার কথা।

চৌকীসকলের অমলালোকের ক্ষমতার কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলেতে মাসুল দিবার ও কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে রওয়ানা দেওয়া যাইবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল মাসুলকে সরকারী মাসুল বলা যায় তাহা নীচের বেওরাক্রমের লিখিত জিনিসসকলের উপর তাহার স্পষ্ট করিয়া লেখা হারে লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।
তুলা ও পশমের উপর।	কলিকাতার ৯৬ সিক্কার সেরের ওজনের মোনপ্রতি। ৸০
সূতার কাপড়ের উপর।	সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা। ৭৷০
	শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশইতে ও নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা। ২৷০
	আর২ ভিন্নাধিকারদেশহইতে আসিতে হইলে

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।	
	হইলে শতকরা।	৭।।৵
	যাহা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেশসকলের বানান হয় তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে শত করা।	৭।।০

যে সকল কাপড়ের উপর শতকরা ৭।।০ সাড়ে সাত টাকা মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমুদ্র পারে যাইতে হইলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সূতার উপর।	আমদানী ও রফ্তানী হইতে হইলেও চলিয়া যাইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৭।।০
বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশমের উপর।	উপরের উক্ত প্রকারসকলেতে তাহার দর কলিকাতার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরপ্রতি ৭ সাত টাকা ধরিয়া তাহার শতকরা।	৭।।০
বাঙ্গলার মতে বানান কাঁচা রেশমের উপর।	উপরের প্রস্তাবিত প্রকারেতে তাহার মূল্য কলিকাতার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের একং সেরেতে ছয় টাকা করিয়া ধরিয়া তাহার শতকরা।	৭।।০
তসরের উপর।	উপরের প্রস্তাবিত প্রকারেতে কলিকাতার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সের প্রতি ।৵ পাঁচআনা দর ধরিয়া শতকরা	৭।।০
চসমের উপর।	উপরের প্রস্তাবিত প্রকারেতে কলিকাতার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সের প্রতি ৶০ তিন আনা দর ধরিয়া শতকরা।	৭।।০

যে সকল রেশমের উপর ঐ মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহা লণ্ডনের বন্দরে যাইতে হইলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

কেবল রেশমহইতে কি সূতার সংযোগে যে সকল কাপড় হয় তাহার উপর।	সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা	৭।।০
	নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশহইতে ও নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা।	২।।০

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।
	আর২ ভিন্নাধিকার দেশহইতে আসিতে হইলেও ঐ সকল কাপড় যদি কোম্পানি বাহাদুরের দেশের বানান হয় তবে তাহা চলিয়া যাইতে হইলে তাহার দরের অনুসারে শতকরা। ৭॥০

যে২ রেশমী কাপড়ের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমুদ্রপারে লণ্ডন শহরেতে যাইতে হইলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

কিম্‌খাব ও জরবক্ত অর্থাৎ জরীর জিনিসের উপর।	সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা। ৭॥১
	নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশহইতে ও নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা। ২॥০
	ভিন্নাধিকারদেশহইতে আসিতে হইলেও ঐ সকল জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেশের বানান হইলে তাহা চলিয়া যাইতে হইলে শতকরা। ৭॥০
তাশ ও গোটা ও সোণা ও রুপার তারের উপর।	আমদানী ও রপ্তানী হইতে হইলে ও চলিয়া যাইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা। ৫
নানা প্রকার শালের উপর।	তাহা উঠিবার সময়ে চালানের লিখিত দরের অনুসারে শতকরা ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেশী করিয়া যে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে প্রথমতঃ পঁহুছে সেই স্থানেতে শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক ও কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেশের মধ্যে তাহার উপর আর কোন মাসুল লাগিবেক না।
বিলায়তী পশমী কাপড়ের উপর।	কেবল সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা। ৫
এদেশীয় পশমের কাপড় এতাবতা লূই ও কম্বলের উপর।	নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা। ২॥০
	তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।	
	করা ২॥০ টাকা বেশী লওয়া যাইবেক।	
দুলিচা ও শতরঞ্জী ইত্যাদির উপর।	শতকরা।	৭॥০
শণ পাটইত্যাদি এতদ্দেশীয় দ্রব্যেতে বানান ও এদেশের বানান কানবসব্যতিরিক্ত সকল কানবসের উপর।	সমুদ্রপথে আমদানী হইলে শতকরা।	।৫
চট ও চটের থলী পটীইত্যাদির উপর।	মূল্যের অনুসারে শতকরা।	৫
সূতা ও ফিতা ও ঝালরইত্যাদির উপর।	সূতার কাপড়ের উপর যে মাসুল লওয়া যায় সমুদ্রপথে তত্তুল্য মাসুল লওয়া যাইবে।	
নীলের উপর।	আমদানী হইলে কি দেশদিয়া গেলে তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ১০০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫
	নওয়াব উজীরের দেশজাত নীল সমুদ্রপথে রফ্তানী হইলে শতকরা অতিরিক্ত।	২॥০
মিসরী ও গুড় ও মাতগুড়ের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫
	তাহা ইউরোপ কি আমেরিকাতে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।	
সুপারীর উপর।	বাঙ্গালার উৎপন্ন হয় কিম্বা সমুদ্রপথে কি খুশ্কী পথে আমদানী হয় তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ৫ পাচ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৭॥০
খদিরের উপর।	তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ৮ আট টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা	৫
তৈলের ও তৈলিক শস্যের এতাবতা রাই ও সর্ষার উপর ও অন্য সমস্ত বীজ ও জলোদ্ভব তৈলসকলের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৭॥০
ছোলা ও অছোলা নারিকেলের উপর।	তাহার মূল্য হাজারের প্রতি ২০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫
মোম ও মোমবাতীর উপর।	মোমের মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ৪৫ টাকা ও বাতীর মূল্য মোনপ্রতি ৭০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	১০
পিপ্পলী ও পিপ্পলীর মূলের উপর।	তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ১২ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৭॥০

তাহা

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।	

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

শুণ্ঠীর উপর।	তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ৪ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৭॥০
খোশবো অর্থাৎ সুগন্ধি বীজসকল এতাবতা মৌরী ও কালজীরা এতাবতা নিগেলা ও এলাচী ও ধনিয়া ও জীরা ও যমানীর উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৭॥০

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

মসালা অর্থাৎ পৈমেণ্ট এতাবতা আলস্পাইস আর লবঙ্গ ও জৈত্রী ও জায়ফল ও দারুচিনীবিশেষ ও তেজপত্রের উপর।	সমুদ্রপথে আমদানী হইলে মূল্যের অনুসারে শতকরা।	১০
	নেপালহইতে আমদানী হইলে শতকরা।	২॥০
গোলমরিচ ও সাদা মরিচের উপর।	কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ১১ টাকা মূল্য নিরূপণ করিয়া শতকরা।	১০
সোরার উপর।	তাহার ফিমোনের মূল্য ৪ টাকা স্থির করিয়া শতকরা।	৭॥০
গোঁদ ও বাণিয়ার দ্রব্য অর্থাৎ কর্পূর ও চিরতা ও কলম্বমূল ও কাহরোবা ও গালবানম ও বাবলার গোঁদ ও জটামাংসী ও মষ্টক ও মৈরোবালান অর্থাৎ হরা ও বয়ড়া ও আমলা ও গন্ধরস ও সোণামুখীর পাতা ও সোণা ও স্তোরাক্সের উপর।	সমুদ্রপথে আমদানী হইলে মূল্যের অনুসারে শতকরা।	১০
	তাহা এদেশে জন্মিলে শতকরা।	৭॥০

তাহা সমুদ্রপথে রফ্তানী হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

হিঙ্গের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	১০
কুমকুমের উপর।	তাহার মূল্য সেরপ্রতি ৩৫ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	১০
কাটিয়া ও ঝুরী ও চাপড়া ও টিমা ও বাতী লাহার উপর।	তাহার মূল্য কলিকাতার ৮০ সিক্কার ওজনের মোনপ্রতি ১০ দশ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

কুলীঞ্জলের উপর।	তাহার মূল্য মোনপ্রতি ৮ টাকা নিরূপণ করিয়া তাহা সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা। ৭॥০
সুগন্ধি দ্রব্য এতাবতা আতর ও সুগন্ধি তৈল ও আম্বর ও জবাদ ও মৃগনাভি ও লবান ও গন্ধবিলোজা ও পচাপাত ও গোলাব ও কেওড়ার আরকের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা। ৭॥০ ও তাহা নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা। ২॥০
রঙ্গের দ্রব্যসকল এতাবতা আটাহ ও আচ অর্থাৎ মোরিন্দা ও কৃমিদানা ও কুসুমফুল ও ধাইফুল ও সিউলীফুল ও লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা ও তুন্দর উপর।	এদেশের উৎপন্ন হওয়া হয় কিম্বা সমুদ্রপথে আইসে তাহার দরের অনুসারে শতকরা। ৭॥০

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২।॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে সকল কাষ্ঠেতে রঙ্গ হয় এতাবতা বক্কম ও রক্তচন্দনের উপর।	এদেশের উৎপন্নহওয়া হয় কি সমুদ্রপথেতে আইসে শতকরা। ৭॥০

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সুগন্ধি কাষ্ঠ এতাবতা শ্বেত ও পীত চন্দন ও অগুরু ও টগরের উপর।	এদেশের উৎপন্নহওয়া হয় কি সমুদ্রপথে আইসে শতকরা। ৭॥০

তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সিন্দুকইত্যাদি কাষ্ঠের দ্রব্যজাত গঠনেতে যে সকল কাষ্ঠ লাগে এতাবতা মহাগনি ও সমুদ্রপথে যে নানা প্রকার কাষ্ঠ আইসে ও চক্রাসী ও তুন্দ ও শৎসার কাষ্ঠের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা। ৭॥০
শাল ও শিশু ও রাঙ্গা কি সাদা জারুল ও সুন্দরী কাষ্ঠের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা। ১০
চূর্ণের উপর।	তাহার মূল্য কলিকাতার ৮০ সিক্কার ওজনের একশত মোনপ্রতি ৪০ টাকা নিরূপণ

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।
	নিরূপণ করিয়া শতকরা ১০ দশ টাকা কেবল কলিকাতা ও ঢাকা মোকামেতে লওয়া যাইবেক।
হামার এতাবতা কাচী ও এদেশের উৎপন্নহওয়া শণ ইত্যাদি যে২ দ্রব্য দিয়া হামার বানায় তাহাব্যতিরিক্ত জাহাজের আবশ্যকা অন্য দ্রব্যসকলের উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আসিতে হইলে শতকরা। ৫
কায়েরের উপর।	যদি মালদৌসের দ্বীপের কি সিংহল দ্বীপইত্যাদি স্থানের উৎপন্নহওয়া হয় তবে তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোন প্রতি ৯ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা। ৫
নানা প্রকার ধুনা এতাবতা এদেশের ও অন্য২ দেশের বানান ডামার ও সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া ধুনা ও তরপেন্তেন তিলের উপর।	শতকরা। ৫
নানা প্রাকার রঙ্গ এতাবতা গোপীমাটি ও হিঙ্গুল ও রাঙ্গামাটি ও মীনা অর্থাৎ সিন্দূর ও আরবী নীল ও পিউড়ী ও জাঙ্গালের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা। ১০
পারার উপর।	তাহা আসিতে হইলে সেরকরা ৪ টাকা মূল্য নিরূপণ করিয়া শতকরা। ১০
রাঙ্গ ও দস্তার উপর।	তাহা অসিতে হইলে তাহার মূল্য মোন প্রতি ২০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা। ১০
তামা ও পিতলের উপর।	যদি সমুদ্রপথে আইসে তাহা বাসনরূপে গড়ান থাকে বা না থাকে তাহার মূল্য মোনপ্রতি ২০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা। ১০
	যদি এ দেশের মফঃসল স্থানহইতে আইসে তবে বাসনরূপে গড়ান না থাকিলে ঐ মাসুল লওয়াযাইবেক ও নেপালহইতে আসিতে হইলে বাসনরূপে গড়ান থাকে বা না থাকে শতকরা। ২॥০
সীসার চাদর ও থান ও বুন্দার উপর।	তাহা আমদানী হইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা। ১০

লোহা

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।	
লোহা ও পোলাদ ও তাহার দ্রব্যাদির উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে বাজারের দরের অনুসারে শতকরা।	১০
	ও ভিন্নাধিকার দেশহইতে খুশ্কীপথে আমদানী হইতে হইলে তাহার মূল্য মোনকরা ৭ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা ১০ টাকা করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চোত্তরার যে কাছারীর অধিকারেতে পঁহুছে সেই কাছারীতে ঐ মাসুল লওয়া যাইবেক ও নেপাল হইতে আসিতে হইলে শতকরা।	২॥০
অস্ত্রশস্ত্র এতাবতা তলওয়ার ও তোড়াদার বন্দুকসকল ও ঢালের উপর।	তাহা আমদানী হইবার কি যাইবার কালে প্রতিবন্দুকেতে ২ টাকাও প্রতিতলওয়ারেতে ১ টাকা ও প্রত্যেক ঢালেতে।	।০
সম্বলক্ষার ও মনঃশিলা ও হরিতালের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	১০
গন্ধকের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	১০
ফটিকারীর উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	১০
সোহাগার উপর।	নেপালহইতে আমদানী হইতেহইলে শতকরা।	২॥০
তুতিয়ার উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫
নিশাদলের উপর।	তাহার মূল্য কুঠীর ওজনের মোনপ্রতি ২৫ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫
শাজীমাটির উপর।	তাহার মূল্য মোনপ্রতি ১ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫
সাবনের উপর।	তাহার মূল্য মোনপ্রতি ৮ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৫
নানাপ্রকার চরবী ও তাহার বাতী ও শূকরের চরবীর উপর।	তাহা কেবল সমুদ্রপথে যাইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৫
লবণাক্ত খাদ্যদ্রব্যসকলের উপর।	তাহা কেবল সমুদ্রপথে যাইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৫
জাহাজের পর্সরের সম্পর্কীয় জিনিসসকলের উপর।	তাহা কেবল সমুদ্রপথে যাইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৫
কাঁচা ও কসা চর্ম্মের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫
নানাপ্রকার জুতা ও চামড়ার মোজার উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫

চামড়ার

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।	
চামড়ার জিনিসের উপর।	তাহা আমদানী হইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৫
	নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা।	২৷৷০
বিদরীর নানাপ্রকার হুকা ও বাসনের উপর ও নৈচার উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৭৷৷০
পাথরের বাসনের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫
শঙ্খের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৭৷৷০
কড়ির উপর।	তাহা কেবল কলিকাতাশহরে ও চাটিগাঁয় ও বালেশ্বরে আমদানী হইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৫
গুটিকা ও তাহার মালার ও তসবীর উপর।	তাহা কেবল সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে দরের অনুসারে শতকরা।	৭৷৷০
প্রবালের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	১০
হাতির দাঁতের উপর।	তাহার মূল্য মোনপ্রতি ১১০ টাকা নিরূপণ করিয়া শতকরা।	৭৷৷০
গরুর লেজের ও চামরসকলের উপর।	তাহা আমদানী হইতে হইলে শতকরা।	৫
	নেপালহইতে আসিতে হইলে শতকরা।	২৷৷০
বাঙ্গলা কাগজের উপর।	দরের অনুসারে শতকরা।	৫
ওয়াইনশরাবসকলের উপর ও বিলায়তী জিনিসসকলের উপর।	তাহা কেবল সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা।	১০
গার্ডসকলের উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা ৭৷৷০ টাকা করিয়া কলিকাতার বিশেষ দাঁড়াসকলের নির্দ্ধারিত মতানুসারে তহসীল করা যাইবেক।	
পিপার যে সকল কাষ্ঠ ভিন্ন২ থাকে তাহার উপর।	শতকরা।	৭৷৷০
জিন ও ব্রাণ্ডি ও রম ও আরক শরাবের উপর।	তাহা ইউরোপ কি আমেরিকাহইতে আমদানী হইতে হইলে শতকরা।	১০
	ও আসিয়াভিন্ন অন্য২ দেশহইতে আমদানী হইতে হইলে শতকরা।	৩০
চার উপর।	শতকরা।	১০

চীকের

জিনিসের তফসীল।	মাসুলের হার।
চীনের জিনিসসকলের উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা। ৭॥০
কহওয়ার উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা। ৭॥০
সাগোদানার উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা। ৭॥০
বেতের উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে শতকরা। ৭॥০
তামাকুর উপর।	তাহা সমুদ্রপথে আমদানী কি খুশকীপথে কটকদেশে আমদানী হইতে হইলে শতকরা ১০ টাকা করিয়া কেবল বালেশ্বরের পঞোত্তরার কাছারীতে তহসীল হইবেক।

যে সকল জিনিস আমদানী হইয়া পুনরায় সমুদ্রপথে যায় তাহার মাসুলের আধিক্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের কি নেপালের অথবা আরং ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নহওয়া ও বানান যে সকল জিনিসের উপর আমদানী কি রাহাদারীর মাসুল শতকরা ২॥০ টাকার অধিক না লওয়া গিয়া থাকে তাহা পুনর্ব্বার কলিকাতাশহর কি চাটিগাঁ অথবা বালেশ্বরহইতে সমুদ্রপথে যাইতে হইলে তাহার উপর শতকরা আর ২॥০ টাকা দিতে হইবেক ইতি।

যে সকল জিনিসের মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহার উপর অন্য কোন মাসুল না লাগিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের বেওরা করিয়া লেখা যে সকল জিনিসের উপর আমদানী কি রাহাদারীর নির্দ্ধারিত মাসুল একবার লওয়া গিয়া থাকে সেই সকল জিনিস কলিকাতার তাবে দেশসকলের মধ্যে এক স্থানহইতে আর স্থানে যাওনের সময়ে উত্তরকালে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোন আইনের মতে তাহার উপর অন্য কোন মাসুল লওনের বিশেষ হুকুমবিনা কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না এবং ঐ২ জিনিস ঐ২ দেশের বাহিরে যাইবার সময়ে সমুদ্রপথে যাইতে হইলে এই আইনানুসারে রপ্তানীর যে মাসুল দেনা হয় তাহাভিন্ন অন্য কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

উপরের ধারাতে যে সকল জিনিস না লেখা গিয়াছে তাহা সমুদ্রপথে আসিতে ও যাইতে হইলে যত করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের ধারার তফসীলেতে যে সকল জিনিসের প্রস্তাব হয় নাহি নীচের প্রকরণানুসারে যে সকল মাসুল মাফ হইল তাহাভিন্ন ঐ সকল জিনিসের উপর তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে কিম্বা কলিকাতা কি চাটিগাঁ কি বালেশ্বরহইতে সমুদ্রপারে যাইতে হইলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে মাসুল দিতে হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নীচের বেওরা করিয়া লেখা জিনিস্সকল সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে উপরের প্রকরণের নির্দ্ধারিত মাসুল লাগিবেক না ইতি।

উপরের ধারার লিখিত মাসুল যেং জিনিসের উপর লাগিবেক না তাহার কথা।

তফসীল।

টীক্ অর্থাৎ শাগুণকাষ্ঠ যাহা দিয়া প্রায় সর্ব্বদা জাহাজ বানায়।
ঘোড়া।
রুপা ও সোণা ও তাহার সিক্কা।
বহুমূল্য প্রস্তর ও মুক্তা।
গোমোস্ত আর কায়েরছাড়া অন্যং যেং দ্রব্য দিয়া রসী করে।

আমদানী জিনিসের কথা।

এবং নীচের লিখিত জিনিসসকলের উপর সমুদ্রপথে যাইবার সময়ে উপরের প্রকরণের নির্দ্ধারিত মাসুল লাগিবেক না ইতি।

রফ্তানী জিনিসের কথা।

তফসীল।

নানাপ্রকার শস্য। বহুমূল্য পাথর ও মুক্তা। কোম্পানি বাহাদুরের নীলামে বিক্রয়হওয়া আফীন।
গাড়ী পালকী কলিকাতার তাবে যে কোন স্থানে বিলায়তের মতে যে সকল মদ্য চোওয়ান যায় তাহা যদি এক হাজার গালনের অধিক না হয়।

১৪ ধারা।

যে সকল জিনিসের উপর এই আইনানুসারে রাহাদারী মাসুল লওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি উত্তর কালে অন্য কোন আইনানুসারে সঙ্গত হয় তাহাভিন্ন আর কোন জিনিসের উপর রাহাদারী মাসুল লওয়া যাইবেক না অতএব যদি সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেব কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরসাহেব উপরের উক্ত হুকুমের অন্যথা যে সকল জিনিসের তফসীল বিশেষ করিয়া এই আইনের মধ্যে লেখা গেল না ও উত্তর কালে অন্য কোন আইনে লেখা না যায় তাহার কোন জিনিসের উপর পথের মধ্যেতে কোন মাসুল লন্ তবে ফরিয়াদীর দাওয়ামতে তাহা প্রমাণ হইলে তাহার বদলে আদালতহইতে যাহা দিবার হুকুম হয় তাহার উপর যত মাসুল লইয়া থাকেন জরীমানারূপে তাহার ত্রিগুণ সরকারে তাঁহার শিরে দেনা ঠাহরিবেক এবং জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত যে সকল জিনিস কেবল তেজারতের নিমিত্তে হয় তাহাতেই নির্দ্ধারিত মাসুল লাগিবেক ব্যবহারকর্ত্তা জিনিসসকলের উপর আর যে সকল জিনিস প্রকৃতার্থে কোন ব্যক্তির কেবল নিজের খরচের নিমিত্তে তাহার স্থানে থাকে সে সকল জিনিসের উপর কিছু মাসুল লাগিবেক না ইতি।

যে কোন জিনিসের উপর রাহাদারী মাসুল লওনের হুকুম বিশেষ করিয়া না লেখা গিয়া থাকে তাহার উপর না লওয়া যাইবার কথা।

ঐ হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

ব্যবহারকরা ও নিজ খরচের জিনিসসকলের উপর মাসুল কিছুই না লাগিবার কথা।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ৯ নবম আইন।

১৫ ধারা।

নিরিখের বহী প্রস্তুত হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে মঞ্জুরীর নিমিত্ত পাঠান যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে সকল জিনিসের উপর মূল্যানুসারে মাসুললওনের হুকুম থাকে তাহার নিরিখবহী সর্ব্বদা পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারীতে ছোট বড় সমস্ত লোকদিগের দেখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকিবেক অতএব মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে সকল জিনিসের উপর মূল্যানুসারে মাসুল লাগিবেক যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার নিরিখবহী প্রস্তুত করিয়া বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মঞ্জুর হওনার্থে পাঠাইয়া দেন ইতি।

নিরিখবহী ছোট বড সমস্ত লোককে জানাইবার কারণ প্রকাশ করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত নিরিখবহী মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের সকল কাছারীতে ও সরকারের শাসিত দেশসকলের পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারীতে প্রকাশ থাকিবেক এবং ঐ বহী তিন২ বৎসরের পরে মার্চ মাসের ১ প্রথম তারিখে দেখা গিয়া ও শুধরা গিয়া পুনরায় নূতন করিয়া প্রকাশ হইবেক ইতি।

পঞ্চোত্তরার এক কাছারীতে যে নিরিখ নিরূপণ হইয়া থাকে তাহাই অন্য সমস্ত কাছারীতে বহাল থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীতে জিনিস উভরা হয় ও তাহার নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার নিরিখবহীমতে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া লেখা গিয়া রওয়ানা দেওয়া যায় তবে তাহার পর সে সকল জিনিস যে স্থানেতে পহুছে সে খানকার কালেক্টর ও ডেপটী কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নিরিখ বহাল রাখেন ও মঞ্জুর করেন ইতি।

যে সকল জিনিস নিরিখবহীতে না থাকে তাহার উপর মাসুল লওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মূল্যানুসারে যে জিনিসের মাসুল লওয়া আবশ্যক তাহার প্রস্তাব নিরিখবহীতে অবশ্যই লেখা থাকিবেক কিন্তু যদি কখন ঐ মত কোন জিনিস নিরিখবহীতে লেখা না যায় তবে কর্ত্তব্য যে সে জিনিসের দর চালানের লিখিত খরীদের মূল্যানুসারে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারেতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাতে ঐ মূল্য প্রমাণ হয় সেই প্রকারেও তাহার উপর শতকরা ২০ কুড়ী টাকা বেশী ধরিয়া তাহার সহিত হিসাব করা যাইবেক এবং এ সকল প্রকারেতে এই আইনের ৪৮ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত বিশেষ দাড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া আচরণ করা যাইবেক ইতি।

নোকসানী জিনিস সকলের উপর তাহার যথার্থ বস্তুতার দৃষ্টে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল জিনিসে এমত নোক্‌সান হইয়া থাকে যে তাহা তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের যোগ্য বোধ হয় না তাহার মাসুল এই আইনের লিখিত মূল্য কি নিরিখবহীর মতে না লইয়া তাহার প্রকৃত বস্তুতার দৃষ্টে লওয়া যাইবেক ইতি।

যেখানে যে সিক্কাতে মাসুলের টাকা লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে সকল মাসুল লওন আবশ্যক তাহা কটকজিলাভিন্ন দত্ত ও জয়করা দেশে লখনৌর সিক্কা টাকাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩

সালের

সালের ৪৫ আইনের নির্দ্ধারিত পরথাইমতে ও বারাণসদেশেতে তথাকার সিক্কা টাকায় ও কটক জিলাসহিতে আর২ সমস্ত দেশে কলিকাতার সিক্কা টাকায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের নির্দ্ধারিত পরথাইমতে লওয়া যাইবেক ইতি।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে সকল জিনিসের উপর ওজনের অনুসারে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু বিশেষরূপে মোনের ওজনের নিরূপণ না লেখা গিয়া থাকে সে মোনের ওজন কলিকাতার ৮০ আশী সিক্কার সেরেতে কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত শাসিত দেশে গণনা হইবেক ইতি।

মোনের ওজনের বেওরা লেখা না থাকিলে তাহা নিরূপণকরণের মতের কথা।

১৬ ধারা।

তেজারতের যে সকল জিনিসপত্র মোকাম রোহেলখণ্ডহইতে রামপুরের জায়গীরেতে যাইবেক সে সকল জিনিসের উপর রফ্তানীর কিছু মাসুল লাগিবেক না ও যে সকল জিনিসপত্র রামপুরের জায়গীরহইতে রোহেলখণ্ড মোকামেতে আইসে ও সে সকল জিনিস যদি এমত হয় যে এই আইনের মতে তাহার উপর সরকারী মাসুল লওয়া আবশ্যক তবে ঐ মত জিনিসসকল শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশহইতে আমদানী হইতে হইলে যত করিয়া মাসুল লাগে ঐ সকল জিনিসের উপর আমদানীর তত করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

রামপুরেতে আমদানী ও রফ্তানীহওনের জিনিসের অর্থে বিশেষ দাঁড়ার কথা।

১৭ ধারা।

দিল্লীশহর ও তাহার আশপাশের মহালহইতে যেখানে সরকারী আইন চলন হয় নাহি যে সকল জিনিস আইসে কি সেখানে যায় সে সকল জিনিসের উপর ভিন্নাধিকারদেশহইতে ঐ সকল জিনিস আসিতে হইলে ও তথায় যাইতে হইলে যত করিয়া মাসুল লওয়া যায় সেই হিসাবে মাসুল লাগিবেক ইতি।

দিল্লীশহর ও তাহার আশপাশের সম্বন্ধে উপরের উক্ত দাঁড়ার কথা।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের যে মজমুনসকল সরকারের দেশসকলের কিম্বা ভিন্নাধিকারদেশের উৎপন্নহওয়া লবণ দত্ত ও জয়করা দেশে ও বারাণসদেশে আসিবার সময়ে কিম্বা ঐ সকল দেশের কোন স্থান হইতে যাইবার সময়ে তাহার মাসুললওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে এই ধারানুসারে তাহা রদ ও রহিত হইল ইতি।

দত্ত ও জয়করা দেশ ও বারাণসদেশেতে লবণ আমদানী ও রফ্তানীহওনের বিষয়ী ইং ১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কলিকাতা শহরেতে কোম্পানির নীলামে বিক্রয়হওয়া লবণভিন্ন সরকারের দেশের ও ভিন্নাধিকারদেশের উৎপন্নহওয়া লবণ যখন দোয়াব অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলীয় দেশে কি বারাণসদেশেতে আইসে ও তাহার

দোয়াব এতাবতা গঙ্গাযমুনার মধ্যগত ও বারাণস দেশেতে আমদানীহওয়া লবণের উ

পূর্ব্বে

পর যে মাসুল লাগিবেক তাহার কথা।

পূর্ব্বে তাহার নির্দ্ধারিত মাসুল না লওয়া গিয়া থাকিলে নীচের লিখিত হারে তাহার উপর মাসুল লাগিবেক ইতি।

তফসীল।

লবণের প্রকার।	মাসুলের হার।
লাহুরী লবণের উপর মোনকরা।	১
সাম্ভর লবণের উপর মোনকরা।	৸৴
দূদওয়ানী লবণের উপর মোনকরা।	৸০
বালম্বা লবণের উপর মোনকরা।	॥০
সালম্বা ও ফরুরাহ ও বোড়াড়ী লবণ ও কলিকাতাতে কোম্পানির নীলামে বিক্রয়হওয়া ভিন্ন আর নানাপ্রকার খাইবার লবণের উপর মোনকরা।	।০

মাসুল না দিয়া লবণ লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কলিকাতাতে কোম্পানির নীলামে বিক্রয়হওয়াভিন্ন আর যে সমস্ত খাদ্য লবণের উপর নির্দ্ধারিত মাসুল না লওয়া গিয়া থাকে ও তাহার সঙ্গে রওয়ানা না থাকে সে সকল লবণ দত্ত ও জয়করা দেশের ও বারাণসদেশের কোন স্থানে চালান হয় কি চালাইবার চেষ্টা পায় তবে সে সকল লবণ ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

ইং১৮০৪ সালের ৬। ৭ আইনের কোনং কথা বহাল থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ও ৭ আইনের লিখিত যে সকল কথা এই আইনানুসারে পরিবর্ত্ত করা ও শুধরা না গেল তাহা বহাল ও জারী থাকিবেক ইতি।

লবণের মাসুল এই আইনের নির্দ্ধারিত সরকারী মাসুলের মধ্যে গণনা হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের সেপ্তম্বর মাসের ৩ তারিখে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের সভার হুকুমের মতে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশেতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরী ভারের ভারাক্রান্ত সাহেবলোকের প্রতি এ প্রকার ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল যে ঐ সকল দেশেতে আমদানী ও রফ্তানী লবণের উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ও ৭ আইনের নির্দ্ধারিত মাসুল তহসীল করেন্ ও সে সময়ে জয়করা দেশেতে তথাকার ভূমির মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোকের প্রতি ঐ মাসুলতহসীলের ভার হইয়াছিল এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৬ ও ৭ আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকলের অনুসারে ও এই ধারামতে দত্ত ও জয়করা দেশে লবণের আমদানী ও রফ্তানীর উপর যে মাসুল লওয়া আবশ্যক হয় তাহা সরকারী মাসুলের শামিলে গণনা হইবেক অতএব ঐ মাসুল দত্ত ও জয়করা দেশের সরকারী মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা এই আইনের লিখিত দাঁড়াসকলের দৃষ্টে তহসীল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৯ নম্বর আইন।

১৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের রওয়ানা এতাবতা ছাড়চিঠী নীচের লিখিত দাঁড়ামতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

ছাড়চিঠী দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিদিগের কি তাহারদিগের গোমাস্তালোকের কি যাহারদিগের জিম্মাতে জিনিস থাকে তাহারদিগের দস্তখতে দরখাস্ত না গুজরিলে কোন রওয়ানা দেওয়া যাইবেক না ও ঐ দরখাস্তেতে নীচের লিখিত বৃত্তান্ত লেখা থাকা কর্ত্তব্য ইতি।

দরখাস্ত না দিলে রওয়ানা না দেওয়া যাইবার ও দরখাস্তে যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

তফসীল।

সওদাগরের নাম।	জিনিসের প্রকার।	জিনিসের পরিমাণ।
নম্বর ও বস্তার প্রকার।	জিনিসের মূল্য।	যে স্থানের আমদানী। সে স্থানের নাম।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি আপন দরখাস্তের লিখিত জিনিসহইতে অধিক পঞ্চোত্তরার ঘরহইতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায় তবে সে সমস্ত জিনিস সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক আর যদি আপনার দরখাস্তের লেখাহইতে অধিক মূল্যের জিনিস লইয়া যাইবার চেষ্টা পায় তবে তাহার উপর দুনা মাসুল লাগিবেক ইতি।

কেহ রওয়ানার লিখিতহইতে অধিক কি বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি দিবসের দুই প্রহরের পূর্ব্বে রওয়ানার দরখাস্ত দেয় তবে কর্ত্তব্য যে ঐ রওয়ানা তাহার পর দিবসের প্রাতঃকালের অধিক বিলম্ব না হইয়া প্রস্তুত হইয়া দেওয়া যায় ইতি।

দরখাস্ত দিলে পর যে কালের মধ্যে রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—প্রত্যেক রওয়ানার উপর কালেক্টরীর মোহর ও কালেকটর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ ও দারোগা ও তহবীলদারের মোহর ও দস্তখৎ হইবেক ও ঐ২ রওয়ানা জিনিসের মাসুল দাখিল হইলে পর ঐ তহবীলদারের দ্বারা দরখাস্তকরণিয়াদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

রওয়ানা যাহার২ দস্তখৎ ও মোহরেতে তহবীলদারের দ্বারা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—দারোগা ও তহবীলদার আপন২ ভারসম্পর্কীয় মোহর আপনারদিগের নিকটে রাখিবেক আর যদি তাহারদিগের কাহার প্রতি এমত প্রমাণ হয় যে আপন মোহর আপনার স্থানহইতে অন্যকে দিয়াছে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইন ও ১৮০১ সালের ৮ আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকলের অনুসারে কর্ম্মচ্যুতহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা ও তহবীলদার কর্ম্মের ভারসম্পর্কীয় মোহর আপন২ স্থানে রাখিবার ও অন্যকে দিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—দত্ত ও জয়করা দেশে ও বারাণসদেশে রওয়ানাসকল পারসী ভাষা ও অক্ষরে ও হিন্দী ভাষা ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও কটক জিলাসহিত সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরে

রওয়ানাসকল যে ভাষা ও অক্ষরে ও তাহাতে যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

অক্ষরে লেখা যাইবেক ও তাহাতে নীচের লিখিত বেওরা করা বৃত্তান্ত লেখা যাইবেক ইতি।

তফসীল।

রওয়ানার নম্বর।	রওয়ানার তারিখ।	সওদাগরের নাম।	জিনিসের রকম।	জিনিসের পরিমাণ	বস্তার নম্বর প্রকার	জিনিসের মূল্য	মাসুলের বিবরণ	মাসুলের মোট সঙ্খ্যা	যে স্থানের আমদানী ও যেখানে যাইবেক তাহার নাম।

২০ ধারা।

কোম্পানির সরকারের যে সকল জিনিস পঞ্চোত্তরার কাছারীর পথ দিয়া পাঠান যায় তাহার রওয়ানালওন আবশ্যকের ও তাহার কিছু মাসুল না লাগিবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের জিনিসসকল প্রস্তুতকরণের কর্ম্মে নিযুক্ত তেজারতের কুঠীর সাহেবলোক ও আড়তীয়াইত্যাদি লোকের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রস্তুতকরা সরকারী জিনিসসকল যে সময়ে পঞ্চোত্তরার কাছারীর পথে পাঠান্ ঐ কাছারীহইতে তাহার রওয়ানা করিয়া লন্ ও সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের উচিত যে এমত রওয়ানাসকল ঐ সাহেবলোকের লেখামতে দেন্ কিন্তু ঐ সকল জিনিসের উপর কোন মাসুল কি রসুম লওয়া যাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারীতে রওয়ানার রেজিষ্টরা বহী প্রস্তুত হইবার কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে যে সকল রওয়ানা দেওয়া যায় কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষা ও অক্ষরে তাহার রেজিষ্টরী বহী যেমত নক্সা বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক স্থির করেন্ সেই নক্সামতে প্রস্তুত হইয়া পঞ্চোত্তরার কাছারীতে থাকে ইতি।

২২ ধারা।

রওয়ানা কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত জারী থাকিবার কথা।

এই আইনের ২৮ ধারার বেওরা করিয়া লেখা মাফী রওয়ানাভিন্ন এই আইনানুসারে যে সমস্ত রওয়ানা দেওয়া যায় তাহা দেওনের তারিখঅবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত জারী থাকিবেক ও ঐ এক বৎসর গত হইলে পর ঐ রওয়ানার লিখিত জিনিসসকল এই আইনের নির্দ্ধারিত পঞ্চোত্তরার কাছারীর চৌকীর সরহদ্দেরমধ্যে কোন স্থানে যদি আইসে কি তথা দিয়া চলিয়া যায় তবে তাহার উপর কোনমাসুল না লওয়া গিয়া থাকনের মতে নূতন করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও সমুদ্রপথে ঐ সকল জিনিস যাইতে হইলে কিম্বা ২৫ ও ২৮ ধারার উক্ত প্রকারেতে বরং যখন উচিত হয় কালেক্টরসাহেব ঐ সকল রওয়ানা ফিরিয়া লইয়া রদ্দ করেন্ ইতি।

২৩ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কোন

১ প্রথম প্রকরণ।—পঞ্চোত্তরার যে কোন কাছারীহইতে যে রওয়ানা দেওয়া

 যায়

যায় এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে তাহা কলিকাতার ব্যাপ্য দেশসকলেতে জারী থাকিবেক ও ঐ রওয়ানার লিখিত জিনিসসকল ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন স্থানে কিম্বা ঐ সকল দেশের বাহিরে কোন স্থানে যাইবার সময়ে যদি খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুমমতে রফ্তানীহওনহেতুক ঐ সকল জিনিসের উপর অন্য মাসুল লইতে না হয় তবে তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ও রওয়ানার লিখিত জিনিস রওয়ানার সহিত মিলে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবার নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার কাছারীর কার্য্যকারকদিগের যে কাল আবশ্যক হয় তাহাব্যতিরিক্ত ঐ সকল জিনিস অন্যপ্রকার আটক ও কাল বিলম্ব করিয়া রাখা যাইবেক না অতএব কোম্পানির সরকারের কি অন্য লোকেরি বা জিনিস হউক দেখিবার ও তলাশী লইবার নিমিত্তে এক দিনের অধিক কাল কখন আটক থাকিবেক না আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আবশ্যকী তলাশী ও তহকীক হইলে পর যদি জিনিসসকল রওয়ানার সহিত মিলে তবে রওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করেন্ আর যদি কালেক্টরসাহেবের তদন্তকরণেতে ইহা বুঝা যায় যে কোন সওদাগর রওয়ানার লিখিত জিনিস হইতে অধিক কি অন্যপ্রকার জিনিস আনিয়াছে তবে সে সমস্ত জিনিস সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক আর যদি কোন প্রকারে ঐ কালেক্টরসাহেবের চিত্তে বোধ হয় যে যে সকল জিনিস রওয়ানাতে লেখা আছে তাহাহইতে বহুমূল্য দ্রব্যাদি কোন ব্যক্তি ঐ রওয়ানার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায় তবে কর্ত্তব্য যে আপনার সমক্ষে তাহার কিছু খুলিয়া তহকীক করেন্ তাহাতে কারসাজী বুঝিলে ঐ সমস্ত জিনিসের প্রকৃত বস্তুত্বের উপর দুনা মাসুল লন্ ইতি।

এক কাছারীহইতে যে কোন রওয়ানা হয় তাহা কলিকাতার তাবে সমস্ত অধিকারেতে জারী থাকিবার কথা।

যে সকল জিনিসের সঙ্গে রওয়ানা থাকে তাহা তলাশীর নিমিত্তে এক দিনের অধিক আটকাইয়া না রাখিবার কথা।

জিনিসসকল রওয়ানার লিখনক্রমের ব্যতিক্রম থাকিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন প্রকারে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে কোম্পানির সরকারের জিনিস তাহার নিমিত্তে ২০ ধারানুসারে যে রওয়ানা দেওয়া যায় তাহার সহিত মিলে না তাহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে সকল জিনিসের বিষয়ে কোন প্রকার আটক ও প্রতিবন্ধকতা করেন্ কিন্তু রওয়ানার অন্যমত যাহা থাকে তাহার কথা রওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া বিবরণ করিয়া তাহার বৃত্তান্ত ঐ কালেক্টরসাহেব যে বোর্ডের সাহেবলোকের হুকুমের ব্যাপ্য হন্ তাঁহারদিগের হজুরে যত শীঘ্র হইতে পারে পাঠাইয়া দেন্ এবং কর্ত্তব্য যে ঐ বৃত্তান্তের নকল বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের হজুরে তাহা জানাইবার কারণ পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কোম্পানির সরকারের জিনিসসকল রওয়ানার সহিত মিলান না থাকিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেব যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২৪ ধারা।

পঞ্চোত্তরার সমস্ত কাছারীর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন২ ব্যাপ্য স্থানেতে যে সকল জিনিস যায় তাহার সহিত অন্য২ কাছারীর যেং রওয়ানা থাকে সেং রওয়ানার রেজিষ্টরী বহী আপন জারীকরা রওয়ানার নির্দ্ধারিত নক্সামতে লিখিয়া রাখেন্ ইতি।

পঞ্চোত্তরার প্রতিকাছারীতে অন্য২ কাছারীর রওয়ানার রেজিষ্টরী বহী থাকিবার কথা।

২৫ ধারা।

২৫ ধারা।

যদি কোন সওদাগর আপন সমস্ত জিনিসের রওয়ানা লইয়া পরে তাহা ভিন্নং করিয়া তাহার উপর স্বতন্ত্রং রওয়ানা চাহে তবে যেং নিয়মেতে পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

যদি কোন সওদাগর আপনার সমস্ত জিনিসের রওয়ানা লইয়া পরে ঐং জিনিস স্বতন্ত্রং করিয়া তাহার স্বতন্ত্রং রওয়ানা লইতে চাহে তবে যদি ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে পূর্ব্বের রওয়ানাতে লেখিত সেই সকল জিনিস এ বটে ও শতকরা আর ॥৹ আট আনা করিয়া মাসুল দেয় ও পূর্ব্বের রওয়ানা পঞ্চোত্তরার কোন এক কাছারীতে ফিরিয়া দেয় তবে যত রওয়ানা সে ব্যক্তি চাহে তাহা পাইতে পারিবেক ইতি।

২৬ ধারা।

যেং নিয়মানুসারে সাবেক রওয়ানার বদলে নূতন রওয়ানা পাওয়া যাইবেক তাহার কথা।

এই আইনের ২২ ধারাতে রওয়ানাসকল জারীথাকনের কালনিয়ম এক বৎসর হইয়াছে কিন্তু কোন সওদাগর এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে আপনার জিনিস পূর্ব্বের রওয়ানার সহিত যে স্থানে লইয়া গিয়াছিল সেখানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে চাহিলে যদি কালেক্টরসাহেবের হজুরে ঐং জিনিস সাবেক রওয়ানার লিখিত জিনিস নিশ্চয় বোধ হয় এবং শতকরা আর ॥৹ আট আনা করিয়া মাসল দেয় ও পূর্ব্বের রওয়ানার মিয়াদ অতীত না হইতে তাহা ফিরিয়া দেয় তবে পঞ্চোত্তরার নির্দ্ধারিত কাছারীসকলের কোন এক কাছারীতে আর এক বৎসরের নিমিত্তে নূতন রওয়ানা পাইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সাবেক রওয়ানার নিয়মিত কাল অতীত হইয়া গেলে পর নূতন রওয়ানা লইবার নিমিত্তে তাহা উপস্থিত করিলে হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

উপরের লিখিত দাঁড়া যে জিনিসের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া এ দেশের উৎপন্নহওয়া ও ভিন্নাধিকারদেশসকল হইতে খুশকীপথে আমদানীহওয়া যে সকল জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিরা এমত জানায় যে ঐ সকল জিনিসের মাসুল একবার দিয়াছে সে সকল জিনিসের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যাবৎ ঐ সকল জিনিসের রওয়ানা দাখিল না হয় ও মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্যদ্বারা ইহা প্রমাণ না হয় যে পূর্ব্বের রওয়ানাতে যে সকল জিনিস লেখা ছিল এ সেই সকল জিনিস তাবৎ নূতন রওয়ানা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২৮ ধারা।

সমুদ্রপথে যে সকল জিনিস আইসে তাহা মফঃসলস্থানেতে যাইবার সময়ে মাফী রওয়ানা দেওয়া যাইবার কথা।

যে সকল জিনিস এ দেশের উৎপন্নহওয়া নয় ও সমুদ্রপথে আইসে সে সকল জিনিস এ দেশের মফঃসল স্থানেতে লইয়া যাওনে এ কথার দৃঢ় জ্ঞানে যে তাহার আমদানীর মাসুল আদায় হইয়াছে কোন প্রকার আটক ও আপত্তি হইবেক না অতএব এ কথার দৃঢ়জ্ঞানে যে ঐ সকল জিনিসের মাসুল উঠিবার কালে তহসীল হইয়াছে ও এতদৃষ্টে আর কোন তদন্তের আবশ্যক নাহি মোকাম কলিকাতা ও

মাফী রওয়ানাতে যে রসুম লাগিবেক তাহার কথা।

চাটিগাঁ ও বালেশ্বরের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ।০ চারি আনা হিসাবে মাসুল ও হাজারের উপর ১ এক টাকাহিসাবে রসুম লইয়া মাফী রওয়ানা দেন্ ও ঐ রসুম কালেক্টরসাহেব পাইবেন আর ঐ কালেক্টরসাহেবের নায়েব থাকিলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কিম্বা বৈস্ প্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে ঐ রসুমের যেমত অংশ ঠাহরাইয়া দেন্ সেই মত অংশক্রমে দুই সাহেবেতে পাইতে পারিবেন ইতি।

২৯ ধারা।

সাবেক রওয়ানার বদলে নূতন রওয়ানারও মাফী রওয়ানার রেজিষ্টরী বহীর কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলহইতে সাবেক রওয়ানার বদলে যত নূতন রওয়ানা দেওয়া যাইবেক কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্ত তারিখের নিয়ম ও সাবেক রওয়ানার নম্বর ও পঞ্চোত্তরার যে কাছারীহইতে ঐ রওয়ানা জারী হইয়াছিল তাহার নামের সহিত রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যায় এবং মাফী রওয়ানার রেজিষ্টরী বহী তারিখ ও নম্বর তাহার লিখিত জিনিসসুদ্ধা ও যাহাকে দেওয়া যায় তাহার নামসম্বলিত প্রস্তুত থাকে ইতি।

৩০ ধারা।

কোন এক চৌকীর সীমাতে জিনিস পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাহার মাসুল দিয়া রওয়ানা লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের নির্দ্ধারিত সমস্ত মাসুল তাহার বিষয়ে বিশেষ কোন হুকুম হইয়া থাকে কি উত্তর কালে হয় এই সকল প্রকারব্যতিরিক্ত এই আইনের নিরূপিত পঞ্চোত্তরার কাছারীর তাবে কোন চৌকীর মধ্যেতে যাইবার ও যাইতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে তহসীল হইবেক ও তাহার রওয়ানা মিলিবেক আর যেহেতুক ঐ সকল চৌকীর সীমা অল্প২ অন্তরে তেজারতের কারবারের সুবিধা ও সুখের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর অধিকন্তু যে সকল জিনিসের উপর রাহাদারী মাসুল লাগিবেক তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামিরা ঐ সকল জিনিস চালান হওনের পূর্ব্বে অতিসহজে তাহার রওয়ানা পাইতে পারে অতএব জানান যাইতেছে যে যদি কোন প্রকার জিনিস বিনারওয়ানাতে নির্দ্ধারিত চৌকীসকলের কোন চৌকীর সীমার মধ্যে কিম্বা পথেতে পাওয়া যায় তবে যদি তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী মাসুল দেওনেতে প্রবঞ্চনা করিয়া ঐ জিনিস খালাস পায় এমত মনস্থও না করিয়া থাকে তথাপি তাহার জিনিসের উপর দুনা মাসুল লাগিবেক আর যদি কেহ নির্দ্ধারিত মাসুল না দিয়া বিনারওয়ানাতে আপন জিনিস গোপনে কোন চৌকীর সীমার মধ্যে লইয়া আইসে কিম্বা আনিবার চেষ্টা পায় এই দুই প্রকারের যে প্রকারে ধরা পড়ে তাহার জিনিস সরকারে জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

ইহাতে ত্রুটি হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

গোপনে জিনিস লইয়া যাইতে হইলে কি তাহার চেষ্টা পাইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

কেহ বিনাপ্রবঞ্চনার

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনার মনস্থব্যতিরেকে মাসুল দিতে

অস্বীকার

মনস্থে মাসুল দিতে না চাহিলে কি না দিলে তাহার বিষয়ে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

অস্বীকার করে কি না দেয় তবে প্রকৃত যে মাসুল দিতে হইবেক তাহার এক কিম্বা দ্বিগুণ সঙ্খ্যার সমান মূল্যের জিনিস ক্রোক্ হইয়া ঐ মাসুল যাবৎ আদায় না হয় তাবৎ পঞ্চোত্তরার গুদামেতে আমানৎ রাখা যাইবেক আর যদি তিন মাসের মধ্যে তাহার মাসুল না দেয় তবে ঐ মিয়াদ গত হইলে ঐ জিনিস নীলামেতে বিক্রয় হইবেক ইতি।

উপরের প্রকরণের উক্ত জিনিস বিক্রয়ের মূল্যের বাকী টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণমতে যে সকল জিনিস বিক্রয় হয় তাহার মূল্যহইতে মাসুল ও পঞ্চোত্তরার কাছারীর খরচা কাটিয়া লইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামিদিগের দরখাস্তমতে তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

উপরের লিখনমতে জিনিস বিক্রয়করণের পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি লওন আবশ্যকের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে যত জিনিস তিন মাস অতীত হইলে পর মাসুল আদায় না হওনজন্য ক্রোক্ থাকে বিক্রয় হওনের পূর্ব্বে তাহার সমাচার বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৩১ ধারা।

অস্ত্রশস্ত্র যেমতে ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

যেহেতুক যেং তোপ ও গোলন্দাজীর আর নানাপ্রকার দ্রব্যজাত ও লড়াইর অস্ত্রশস্ত্র সরকারী না হয় ও যাহার বিষয়ে সরকারের পাস না হইয়া থাকে লইয়া যাইতে নিষেধ আছে এপ্রযুক্ত সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের এবং তাঁহারদিগের আমলালোকের কর্ত্তব্য যে যদি কেহ ঐ হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া তোপইত্যাদি লড়াইর অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে চেষ্টা পায় তাহা সমস্ত ক্রোক্ করেন্ যে ঐ সকল দ্রব্যজাত সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল বন্দুক ও তপঞ্চা ও তলওয়ার ও লড়াইর যে অন্যং অস্ত্রশস্ত্র স্পষ্টতঃ স্বাভাবিক আবশ্যকের নিমিত্তে ভিন্নং লোকদিগের হাতে থাকে তাহার সহিত ঐ দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

নওয়াব উজীরের দেশের কি ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নহওয়া কি প্রস্তুতকরা আফীন কলিকাতার ব্যাপ্য সীমার মধ্যে আইলে তাহার বিষয়ে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের কিম্বা ভিন্নাধিকার অন্য কোন দেশের উৎপন্নহওয়া কি প্রস্তুতকরা আফীন কলিকাতার ব্যাপ্য দেশের মধ্যে আনিতে নিষেধ আছে অতএব ঐ দেশের সরকারী মাসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত কার্য্যকারকদিগের এই ধারানুসারে ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ হুকুমের অন্যথামতে যত আফীন তাহারদিগের পঞ্চোত্তরার কাছারীর হুকুমের তাবে চৌকীর সীমার মধ্যে আইসে তাহা ধরিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে সে মোকামের জজসাহেবের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৩৩ ধারা

৩৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জিনিস কোনহেতুক সরকারে জব্দহওনের সম্ভাবনা হইয়া ক্রোক্ হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তিনি যে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের ব্যাপ্য হন্ তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

জিনিস জব্দহওনের সম্ভাবনা বুঝিয়া ক্রোক্ করিলে তাহার সমাচার বোর্ডের সাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের ধারার নিষিদ্ধ আফীন ও যে লড়ায়ের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যজাতের সহিত এই ধারার লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখে না তাহাভিন্ন অন্য যে সকল প্রকার জিনিস এই আইনানুসারে জব্দ করা যায় তাহা নীলামে বিক্রয় হইয়া তাহার মূল্যের টাকা নীচের লিখনানুসারে বিভাগ হইবেক ইতি।

কোন২ জিনিসছাড়া জব্দহওয়া জিনিস নীলাম হওনের ও তাহার মূল্য বিভাগ হওনের কথা।

তফসীল।

পাঁচ অংশের এক অংশ কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরসাহেব পাইবেন এবং সমান২ দুই হিস্যা গোয়েন্দা ও সরকারের যে আমলালোক ক্রোক্ করিয়া থাকে তাহারা পাইবেক আর দুই হিস্যা সরকারে থাকিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যখন বিহিত বুঝেন্ জব্দের যোগ্য জিনিস ছাড়িয়া দেন্ কিম্বা এই আইনের লিখিত হুকুমসকলের কোন হুকুমের অন্যথাচরণকরণহেতুক যে জরীমানা হয় তাহা ক্ষমা করেন্ ইতি।

জব্দহওয়া জিনিস ছাড়িয়া দিবার ও হুকুমের অন্যথাচরণ করণহেতুক হওয়া জরীমানা মাফ করিবার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ দুই বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন ব্যক্তির উপর মাসুলের দ্বিগুণহইতে অধিক জরীমানা হয় তবে যদি মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহাকে কিছু ক্ষমা করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে কেবল দ্বিগুণ মাসুল লন্ ইতি।

দ্বিগুণ মাসুলহইতে অধিক জরীমানার বদলে কেবল দুনা মাসুল লইবার বিষয়ে দুই বোর্ডের সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত দুই প্রকারেতে গোয়েন্দার সমাচার দেওনমতে কোন জিনিস ক্রোক্ হইয়া থাকে এবং বিনাসন্দেহে জব্দের যোগ্য হয় ঐ দুই বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ জিনিস জব্দ হইলে যে আন্দাজ পাইতে পারিত তাহাহইতে অধিক না হইয়া বিচারানুসারে যত মেহনতানা বিহিত বুঝেন্ তাহা ঐ গোয়েন্দাকে দিবার হুকুম দেন্ ও ঐ টাকা মাসুল ও দ্বিগুণ মাসুল তহসীলের বিষয়ি ৩০ ধারার ২ ও ৩ ও ৪ প্রকরণের উক্ত দাঁড়ানুসারে তহসীল হইবেক ইতি।

উপরের উক্ত মতে গোয়েন্দার মেহনতানা দিবার কথা।

৩৪ ধারা।

সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি তাঁহারদিগের নিজের নিমিত্তে এপর্য্যন্ত যে দস্তুরী ও রসুম লওনের অনুমতি ছিল উত্তরকালে তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারদিগের

কালেক্টরসাহেবদিগকে দস্তুরী ও রসুম দিবার কথা।

যদি ঐ কালেক্টরসাহেব মালগুজারীরো কালেক্টরসাহেব হন্ তবে তাহার অর্দ্ধেক পাইবার কথা।

তাঁহারদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েবদিগের তহসীলকরা সরকারী মাসুলের মোট সঙ্খ্যার উপর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর কিম্বা বৈস্ প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর কৌন্সেলের সভাতে যত রসুম নির্দ্ধার্য্য করেন্ তাহা পাইতে পারিবেন কিন্তু যদি সরকারী মাসুল তহসীলের ভারাক্রান্ত কোন সাহেব ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরী ভারও রাখেন্ এমত হয় তবে ঐ রসুমের কেবল অর্দ্ধেক পাইবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা থাকিবার কথা।

কলিকাতা শহরব্যতিরেকে সরকারী মাসুলের ডেপুটী কালেক্টরসাহেবেরা মোকররী মুশাহেরা অর্থাৎ নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা পাইবেন ও আপনারদিগের তহসীলকরা মাসুলের উপর কিছু রসুম পাইবেন না কিন্তু ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে তাঁহারদিগের দ্বারা যত জিনিস ক্রোক্ হইয়া জব্দ হয় তাহার মূল্যের টাকাহইতে ৩৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের মতে পাঁচ অংশের এক অংশ পরিমাণে লইতে থাকেন্ ইতি।

৩৬ ধারা।

ইং ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের কোনং দাঁড়া সরকারের টাকা নোক্সানের ও কাগজপত্র উপস্থিত করিতে অসঙ্গত বিলম্বকরণের অর্থে পঞ্চোত্তরার কাছারীর আমলালোকের প্রতি খাটিবার কথা।

সরকারী মাসুল তহসীলের সিরিস্তাসম্পর্কীয় এদেশীয় আমলালোক সরকারের টাকার বিষয়েতে হানি না জন্মায় ও কাগজপত্র ও হিসাবের ফর্দ্দসকল উপস্থিত করিতে অসঙ্গত বিলম্ব না করে এ নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের যে ৩ আইন ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৫ আইনানুসারে বারাণসদেশে চলন হইয়াছে তাহার ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ও ২১ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের যে ৩৩ আইন ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনানুসারে জয়করা দেশে চলন হইয়াছে তাহা এদেশীয় যে সকল আমলালোকেরা এই আইনানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে ও টাকালওনের ও হিসাবরাখণের ভার রাখে তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারী ও চৌকীর কার্য্যভারাক্রান্ত লোকেরা নির্দ্ধারিত মাসুল ও রসুমভিন্ন অন্য মাসুল ও রসুম না লইবার কথা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীসকলের ও চৌকীসকলের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য নহে যে যে মাসুল ও রসুম এই আইনানুসারে ও উত্তরকালে অন্য যে কোন আইন নির্দ্ধারিতমতে নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে লওয়া সঙ্গত তাহাব্যতিরেকে মাসুল কি রসুম বলিয়া কি অন্য কোন মতে আর কিছু কোন প্রকারে তহসীল করে ইতি।

৩৮ ধারা।

কোন আমলা উপরের ধারার লিখন অন্যথা করিলে তগীরহওনের যোগ্য হইবার ও

যদি এদেশীয় লোকদিগহইতে কোন আমলা উপরের ধারার হুকুমের অন্যথাচরণ করে তাহার প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইন ও ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে আপন কর্ম্মের ভারহইতে তগীর অর্থাৎ

অবসর

অবসরহওনের যোগ্য হইবেক ও সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের তাবে আমলালোকের নামে ঐ অপরাধকরণহেতুক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের হজুরে নালিশ উপস্থিত হইবেক আর যদি ঐ আমলালোকের কাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে এমত প্রমাণ হয় যে জিনিসের মধ্যে কোন জিনিসের বিষয়েতে অসঙ্গত আটক কি বিলম্ব তাহাহইতে হইয়াছে কিম্বা কোন ওজর ও হেলা অর্থাৎ বাহানা ও চক্রান্তক্রমে ঐ জিনিস ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে সরকারের আইনের অন্যথাচরণ করিয়া নজর কি রেশ্বৎরূপে কি অন্য কোন প্রকারে কিছু লইয়াছে তবে ঐ ব্যক্তি অসঙ্গতরূপে লওনাপরাধের অপরাধী বোধ হইয়া তাহার অবস্থা ও সে যদুপযুক্ত লোক তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেব মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা ও ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কি শারীরিক শাস্তি ৩০ ত্রিশ বেতের অধিক না হয় ইহার হুকুম দিতে পারিবেন আর যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার লিখনানুসারে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে পুনরায় কয়েদের হুকুম হইবেক এবং এপ্রকার নিষ্পীড়িত ব্যক্তি আপন ক্ষতির বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে ঐ অপরাধির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার ক্ষমতা রাখিবেক ইতি।

তাহার নামে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে নালিশ হইবার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার ও নিষ্পীড়িত ব্যক্তি তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি এ দেশনিবাসি কোন ব্যক্তি সরকারহইতে সরকারী মাসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিয়া কিম্বা কোন এক আইনের মতে মাসুল লইবার অনুমতি না রাখিয়া কোন ওজর অর্থাৎ বাহানাক্রমে মাসুল বলিয়া কি অন্য কোন প্রকারে কিছু আপনার নিমিত্তে কি অন্যান্যের কারণ লয় তবে ঐ ব্যক্তি অসঙ্গত করিয়া লওনাপরাধের অপরাধী বোধ হইয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে তাহা প্রমাণ হওনের সময়ে সরকারের আমলালোকের বিষয়ে উপরের ধারাতে যেমত লেখা গেল তদনুসারে সেই মত জরীমানা ও কয়েদের ও জরীমানার টাকা না দিলে আর ছয় মাস কয়েদের যোগ্য হইবেক ও যাহাকে পীড়া জন্মাইয়া থাকে সে তাহার বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে ঐ অপরাধির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার ক্ষমতা রাখিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকারে ঐ অপরাধির প্রতি বেত মারিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের প্রতি অনুমতি নাহি ইতি।

এ দেশীয় কোন ব্যক্তি মাসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিয়া যদি কোন বাহানা করিয়া মাসুলহইতে কি অন্য প্রকারে কিছু লয় তবে তাহার বিষয়ে যে শাস্তি ও যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৪০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনে বিশেষ ও সামান্য কএক দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই বিষয়ে চলিত আইনানুসারে যে জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য কোন কর্ম্মকরণহেতুক কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী

কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশের বিষয়ে দাঁড়া ও হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ উপস্থিত হইলে তাহার বিষয়ে যেমত আচরণ করা যায় এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্টকরা যাইতেছে যে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ঐ আইনের ৩ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে এ বিষয়ের হুকুম হয় যে সরকারের নামে কি ঐ কার্য্যকারকের নামে হওয়া এমত নালিশের বিচার জিলা কি শহরের আদালতে হয় তবে এমতে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের নামে নালিশের মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় দাঁড়া সকল ঐ মোকদ্দমার বিচারের অর্থে ও তাহাতে যে পূরা হুকুম হয় তাহা জারীহওনেতে এবং খরচা কিম্বা উভয়ের এক জনের নিমিত্তে যে ডিক্রী হয় তাহার লিখিত টাকার নির্দ্ধার্য্য ও আদায়হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের প্রতি সওয়াল ও জওয়াবের বিষয়েতে ও আবশ্যক সময়েতে ভূমির মালগুজারীর মোকদ্দমাসকলের আপীল করাইবাতে যে প্রকার ক্ষমতা ও ভার আছে এই আইনানুসারে যেং মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় ও সরকার তাহাতে ফরিয়াদী কি আসামী থাকেন্ তাহাতেও সেই মত ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক ইতি।

উপরের উক্ত মোকদ্দমাতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৪১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা মাসুলতহসীলের অর্থে নূতন দাঁড়া মঞ্জুরীর নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবলোকের হুজুরে উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগের বিবেচনানুসারে যে সকল নূতন দাঁড়ার দ্বারা সরকারী মাসুল ভাল মতে তহসীল হইতে পারে তাহা ঠাহরিয়া বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠান্ যে ঐ সকল দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে উপস্থিত হইয়া তাহার বিষয়ে যাহা বিহিত তাহার হুকুম হয় ইতি।

৪২ ধারা।

সরকারী মাসুলের কালেক্টর সাহেবদিগের সম্বন্ধে এই আইনের লিখিত সমস্ত দাঁড়া ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই আইনের লিখিত যে সমস্ত দাঁড়া সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের সম্বন্ধে লেখা গেল কিন্তু যে সকল প্রকারেতে তাহার ব্যতিক্রম লেখা গেল তাহা ব্যতিরিক্ত ঐ সমস্ত দাঁড়া ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের সহিতেও সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যসকল যে হিসাব ও কৈফিয়ৎসকল ও নানা প্রকার সমাচার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা বোর্ডের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠান্ ও মীরঠ ও আলাহাবাদ ও ফরোখাবাদ ও মীরজাপুর মোকামের সম্পর্কীয় আমলালোকের তগীর বহালীর বিষয়ি সমস্ত কৈফিয়ৎ ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইন ও ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ অষ্টম আইনের লিখিত বিশেষ দাঁড়াসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা আপনারদিগের বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবের হুজুরে পাঠান্ ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবলোকের উচিত যে সকল হুকুম কালেক্টরসাহেবের তরফ হইতে তাঁহার কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে পঁহুছে ও এই আইনের ও চলিত কোন আইনের ব্যতিক্রম না হয় তাহার মতে কার্য্য করেন্ ইতি।

ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়ার কথা।

মীরজাপুরের

মীরজাপুরের নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া।

৪৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মীরজাপুরের মাড়ুইহইতে দক্ষিণের তেজারতের জিনিস পত্রের মাসুলতহসীলেতে নীচের উক্ত দাঁড়াসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা যাইবেক ইতি।

দক্ষিণের তেজারতের বিষয়ে মীরজাপুরের নিমিত্তে বিশেষ দাড়াসকলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দক্ষিণের ব্যাপারি লোক যদি খুশ্কীপথে জিনিস লইয়া আইসে তবে কর্ত্তব্য যে মাড়ুইর দক্ষিণ দরওয়াজাতে পঁহুছিবার সময়ে তাহার তলাশী ও তদন্ত হয় ইতি।

আমদানী জিনিসের তলাশীর কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—২২ ধারানুসারে ঐ সকল জিনিসের উপর আমদানীর যে মাসুল প্রকৃত দেনা ঠাহরে তাহা যত জিনিস বিক্রয় হয় তাহার আন্দাজ অর্থাৎ পরিমাণমতে ব্যাপারিদিগের স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার পরে যাহারা জিনিস আনিয়া থাকে তাহারদিগের নামেতে ঐ জিনিসের রওয়ানা জারী হইবেক ও ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের দিসেম্বর মাসে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মীরজাপুর মোকামে আমদানীর মাসুলদেওনের মতের বিষয়ে দক্ষিণের সওদাগরদিগের যে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল তাহার দৃষ্টে মীরজাপুর মোকামের ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যাহারা ঐ জিনিস আনিয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে আমদানীর অর্দ্ধেক মাসুল ও আর অর্দ্ধেক যে কিম্বা যাহারা তাহা মাড়ুইর সীমার বাহিরে বিক্রয়করণার্থে লইয়া যাইবার নিমিত্তে খরীদ করে তাহারদিগের স্থানে লন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দক্ষিণের ব্যাপারী আপনার আনা জিনিসসকল মাড়ুইতে বিক্রয় না করিয়া অধিক লাভের নিমিত্তে মাড়ুইর বাহিরে কোন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে তবে এই আইনের ১২ ধারার মতে ঐ জিনিসের উপর আমদানীর যে মাসুল প্রকৃত ঠাহরে তাহা সম্যক্ পূরা হওনের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত মাসুলের বাকী অর্দ্ধেক দেয় ইতি।

মাসুলতহসীলের ও রওয়ানা দিবার কথা।

যাহারা লাভের মনস্থে জিনিস অন্য স্থানে লইয়া যায় তাহারদিগের স্থানে অর্দ্ধেক মাসুল ও আর অর্দ্ধেক যে ব্যাপারী তাহা বিক্রয় করে তাহার স্থানে লইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মীরজাপুরের মাড়ুইহইতে দক্ষিণদিগে কোন স্থানে জিনিস সকল লইয়া যাইতে দক্ষিণের ব্যাপারিদিগের অতিসুবিধাহওনের নিমিত্তে ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যদি কোন জিনিস এমত রওয়ানাসহিত আইসে যাহার দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে ঐ জিনিসের উপর নির্দ্ধারিত মাসুল তহসীল হইয়াছে কিম্বা যদি বিনারওয়ানাতে ঐ জিনিস মাড়ুইর মধ্যে আসিবার সময়ে নির্দ্ধারিত মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার অর্থে রওয়ানার বদলে এক মোহর করা থাকে এমত ছাড়চিঠী দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ইহা জানা যায় যে কোন এক জিনিসের উপর নির্দ্ধারিত মাসুল একবারো দেয় নাহি তবে ব্যাপারির কর্ত্তব্য যে তাহা দক্ষিণে চালান হইয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ নির্দ্ধারিত মাসুল দিয়া পূর্ব্বরূপ নক্সামতে রওয়ানা লয় ইতি।

যে সকল দাঁড়ানুসারে রওয়ানার বদলে ছাড়চিঠী দেওয়া যাইতে পারিবেক তাহার কথা।

কলিকাতা

কলিকাতা শহরের নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া।

৪৪ ধারা।

শহর কলিকাতার নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়ার কথা।

এই আইনেতে সামান্যতঃ যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাভিন্ন নীচের উক্ত বিশেষ দাঁড়া যেং জিনিস সমুদ্রপথে কলিকাতার বন্দরে আমদানী হয় ও কলিকাতার বন্দরহইতে সমুদ্রপথে যায় তাহার মাসুল তহসীলের বিষয়ে বর্ত্তিবেক ইতি।

আমদানী জিনিস।

৪৫ ধারা।

যে কোন জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আইসে তাহার উপরে এক জন টৈডওএটর যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যখন কোন জাহাজ কলিকাতার বন্দরে পঁহুছিয়া লাগান করা যায় ঐ কলিকাতার বন্দরে ফিরিঙ্গী জাতিহইতে যে টৈডওএটর এতাবতা পালসওয়ার নিযুক্ত আছে তাহার এক জন জাহাজের উপরে গিয়া জাহাজের নাম এবং যে জাতির জাহাজ ও নাখোদার নাম ও কোন বন্দরহইতে আসিয়াছে ও সে জাহাজের আরং সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার বহীতে লিখে ইতি।

টৈডওএটরের বহীতে হুকুমনামা লেখা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে ঐ বহীতে নীচের উক্ত বিবরণক্রমে হুকুমনামা লেখা থাকে ইতি।

হুকুমনামার বিবরণ এই যে জাহাজের যেং নাখোদা ও বহরদার ও চড়ন্দার লোক তেজারত অর্থাৎ বাণিজ্যকারণ কলিকাতার বন্দরে আইসেন তাঁহারা জ্ঞাত হন্ যে এ বন্দরে পঁহুছিবামাত্র তাঁহারদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের জাহাজের উপর তেজারতের যে সকল জিনিসপত্র বোঝাই থাকে সে সকল জিনিসপত্র ও যে বন্দরেতে বোঝাই হইয়াছে ও সে জিনিসপত্র যাহার হয় ও জাহাজের মালিক অর্থাৎ স্বামির তরফহইতে বোঝাই হইয়াছে কি কেরায়াতে ও প্রত্যেক জিনিসপত্রের নিশানী ও নম্বর বিনাব্যতিক্রমে এই সকল বৃত্তান্তসম্বলিত নীচের লিখিত শরওয়ামতে ঐ সকল জিনিসপত্রের তফসীলের এক ফর্দ্দ হলফ করিয়া পঞ্চোত্তরার ঘরেতে পঁহুছান্ এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জাহাজের পাস ও অন্যং দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদি পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল করেন্ যে দৃষ্টি করিয়া ফিরিয়া দেওয়া যায় ফোর্ট উলিয়ম মোকামেতে অমুক তারিখে লেখা গেল ইতি।

এই স্থানে

সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হইবেক।

হুকুমনামার নীচে তফসীলের ফর্দ্দ যোড়া থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ তফসীলের ফর্দ্দের শরওয়া নীচের নক্সামতে ঐ হুকুমনামার নীচেতে যোড়া থাকা কর্ত্তব্য ইতি।

নক্সা।

নক্সা।

অমুক কাপ্তানের অমুক মোকামের অমুক জাহাজের বোঝাইহওয়া জিনিসকলের তফসীলের ফর্দ্দের শরওয়া।

বস্তার নিশানী	বস্তার নম্বর	বস্তার রকম	জিনিসের পরিমাণ	জিনিসের প্রকার	যেখানে বোঝাই হইয়াছে তাহার নাম	যাহার নিকটে পাঠান গিয়াছে তাহার নাম

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জাহাজসকল পঁহুছিলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে জাহাজের নাখোদা কি বহরদারের কর্ত্তব্য যে জাহাজের উপরে যে সকল জিনিস বোঝাই থাকে তাহার তফসীলের ফর্দ্দ মাসুলের কালেক্টরসাহেবের দফ্তরখানাতে দাখিল করে ও কালেক্টরসাহেব কি ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত বিবরণক্রমে এক হলফনামা ঐ ফর্দ্দের সহিত যুড়িয়া দেন তাহার বিবরণ এই যে অমুক জাহাজের অমুক নাখোদা কিম্বা বহরদার অমুক তারিখে আমার সমক্ষে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া কহিল যে আপন জানত ও নিষ্ঠাক্রমে কহিতেছি যে ঐ জাহাজে তেজারতের যে সমস্ত জিনিসপত্র বোঝাই হইয়া এই কলিকাতার বন্দরে আসিয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ফর্দ্দতে লেখা আছে ইতি।

নাখোদা কিম্বা বহরদার পঞ্চোত্তরার কাছারীর দফ্তরখানায় তফসীলের ফর্দ্দ দাখিল করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের লিখিত ফর্দ্দ দাখিল হইলে পর নাখোদা কি বহরদারের কর্ত্তব্য যে ঐ ফর্দ্দের লিখিত কৈফিয়ৎ প্রকৃতপ্রস্তাব ও সত্যতার বিষয়ে উপরের লিখিত হলফনামার বিবরণক্রমে কলিকাতাশহরের এক জুষ্টিস্ পীস সাহেবের নিকটে গিয়া হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া পোলীসের কাছারীহইতে এই মজমুনে এক সনন্দ লয় যে অমুক নাখোদা কিম্বা বহরদার ঐ জাহাজের ফিরিঙ্গী জাতীয় সমস্ত খালাসীদিগের ইসমনবিসীর এক ফর্দ্দ প্রত্যেকের নাম ও নিবাসের কথা সম্বলিত দাখিল করিয়াছে এবং এই মজমুনে এক একরারনামা লিখিয়া দিয়াছে যে আমি নাখোদা আমার জাহাজের খালাসীদিগের কাহাকেও দিবারাত্রির কোন সময়ে অস্ত্রসহিতে ডাঙ্গার উপর উঠিতে দিব না এবং মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঐ তফসীলের ফর্দ্দসহিতে ঐ সনন্দ দাখিল করে ও যাবৎ উপরের উক্ত নিয়ম সকলের মতাচরণ না হয় ও ফিরিঙ্গীজাতীয় সমস্ত লোকদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দের নকল জাহাজের নাখোদা ও হুদ্দাদারদিগের ও কর্ত্তার নাম ও পথিকরূপে যাঁহারা তাহাতে চড়িয়া আসিয়া থাকেন তাঁহারদিগের নামসম্বলিত ইসমনবিসীর

তফসীলের ফর্দ্দের সত্যতার বিষয়ে দিব্যের কথা।

পোলীসহইতে সনন্দ লইবার কথা।

জাহাজের উপর যে সকল ফিরিঙ্গী লোক থাকে তাহারদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ দিবার কথা।

যে ফর্দ্দের নকল সমুদ্রহইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে আরকাটিকে দিতে জাহাজের নাখোদাদিগের প্রতি হুকুম আছে যাবৎ মাষ্টর আটেণ্ডেণ্টসাহেবের তরফহইতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে না পঁহুছে তাবৎ তেজারতের কোন এক জিনিস কোন জাহাজহইতে উঠিবার অর্থে অনুমতি থাকিবেক না কিন্তু ঐ সকল নিয়মমতাচরণ করিলে পর ও জাহাজের বোঝায়ের জিনিসসকলের মালিক কি কেরায়াদারের তরফহইতে নির্দ্ধারিত মাসুল আদায় হইলে কিম্বা তাহা আদায়হওনের কারণ জিনিসসকলহইতে কিছু জিনিস কিম্বা কোম্পানির কাগজ আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত মত রাখা যায় এপ্রকার মাতবর জামিনী দাখিল করিলে ঐ সকল জিনিস উঠাইবার অনুমতি হইবেক ইতি।

যেং নিয়মমতাচরণ করিলে জাহাজহইতে জিনিস উঠাইতে পারা যাইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের উক্ত জিনিসব্যতিরিক্ত জাহাজের নাখোদা কি হুদ্দাদারদিগের ও ঐ জাহাজেতে যে সকল পথিক লোক আসিয়া থাকে তাহারদিগের সম্পর্কীয় অন্য কোন জিনিসপত্র উঠাইবার অনুমতি থাকিবেক না ইতি।

উপরের প্রকরণের উক্ত জিনিসভিন্ন অন্য জিনিস উঠাইবার অনুমতি না হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সমুদ্রপথে যে সকল জিনিস ও নানাপ্রকার বস্তা আমদানী হয় তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীতে উঠান যাইবেক আর যদি কেহ গোপনে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অন্য স্থানে উঠায় কিম্বা তাহার চেষ্টা পায় তবে সে জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমস্ত বস্তা পঞ্চোত্তরার কাছারীতে উঠাইতে হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের এমত যত্নকরা কর্ত্তব্য যে কোন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে পুরাণা কিল্লা এতাবতা কুঠীর সম্মুখ এতাবতা তাহার উত্তরের বুরুজের সীমাহইতে এক্সপোর্ট ওএরহৌস অর্থাৎ রফ্তানী জিনিসের গুদামের ঘাটের সরহদ্দপর্য্যন্তের মধ্যব্যতিরেকে লাগান না হয় ও জাহাজসকলের জিনিসপত্র উঠাইবার কারণ যে সকল নৌকা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাব্যতিরিক্ত অন্য নৌকা ঐ সীমার মধ্যে থাকিবার অনুমতি না পায় ইতি।

পঞ্চোত্তরার ঘাটের সম্মুখে জাহাজ ও নৌকা সকল লাগানহওনের বিষয়ি দাঁড়ার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—প্রত্যেক জাহাজহইতে জিনিস উঠাইবার সময়ে কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিস উঠাইবার নিমিত্তে তাহা যে সকল নৌকাতে বোঝাই হয় সেই সকল নৌকার প্রত্যেকের সহিত জিনিসসকলের পরিমাণ ও রকমের কথাসম্বলিত একং রোকা কালেক্টরসাহেবের নামে লেখা যায় ও ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সকল রোকার প্রত্যেকেতে তাহার লিখিত জিনিসের ওজন ও তজবীজ তহকীককরণের ও তাহা ছাড়িয়া দেওনের বিষয়ে হুকুম লিখেন্ ও কোন এক জিনিস উপরের উক্ত রোকা সঙ্গে থাকনবিনা উঠান যাইবেক না ও এবিষয়ে অতিযত্নকরা আবশ্যক যে পরমিটের কাগজের লিখিত জিনিসব্যতিরিক্ত আরং জিনিস ছাড়িয়া না দেওয়া যায় ইতি।

জাহাজহইতে জিনিস উঠাইবার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—জাহাজহইতে সমস্ত জিনিস উঠান গেলে পর কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত রোকাসকল পূর্ব্বের প্রস্তাবিত তফসীলের ফর্দ্দের সহিত মোকাবিলা করা

জিনিস উঠিলে পর যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

করা যায় ও তাহার পরে মাসলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে যে মাসুল প্রকৃত দেনা ঠাহরে তাহার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন্ ইতি।

তফসীলের ফর্দ্দ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল না হইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—জাহাজেতে বোঝাইহওয়া সমস্ত জিনিসের তফসীলের ফর্দ্দের যে বৃত্তান্তেতে জাহাজের বহরদার কি জাহাজের মালিকের বোঝাইকরা জিনিসসকলব্যতিরিক্ত যেসকল জিনিস কেরায়া মতে বোঝাই হইয়াছে তাহাও লেখা থাকা আবশ্যক যথার্থের ব্যতিক্রম করিয়া কোন নাখোদা কি বহরদার যদি দাখিল করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ও ঐ সাহেবলোকের হজুরে তাহা প্রমাণ হইলে যত জিনিস তফসীলের ফর্দ্দে না লেখা গিয়া উঠিয়া থাকে তাহা নাখোদা কি বহরদারের হইলে জব্দের যোগ্য হইবেক আর যদি কেরায়া মতে বোঝাই হইয়া থাকে তবে সেই নাখোদা কি বহরদারের শিরে ঐ জিনিসের মূল্যের পরিমাণের অধিক না হয় এমত জরীমানা দেনা হইবেক ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হজুরহইতে হুকুম হইলেই ঐ জরীমানা লওয়া যাইবেক ইতি।

জরীমানার টাকা আদায় না হইলে বোর্ডের সাহেবলোকের ক্ষমতার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যদি ঐ নাখোদা কি বহরদার জরীমানার টাকা দিতে না চাহে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের ক্ষমতা থাকিবেক যে তখনপর্য্যন্ত যত জিনিস জাহাজের উপরহইতে না উঠিয়া থাকে তাহা উঠাইতে বারণ করেন্ এবং এ বিষয়েরো হুকুম দেন্ যে যাবৎ ঐ জরীমানার টাকা আদায় না হয় তাবৎ ঐ জাহাজ ছাড়িয়া দিবার হুকুমনামা না হয় এবং ঐ জাহাজের সঙ্গে রহিবার নিমিত্তে আরকাটীও নিযুক্ত না হয় ইতি।

কোম্পানির সরকারের জাহাজের বোঝায়ের জিনিসের বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে কোম্পানির সরকারের জাহাজসকলের নাখোদাদিগের তাহাতে বোঝাইহওয়া জিনিসসকল যদি সরকারের হয় কি জাহাজের হুদ্দাদারদিগেরি বা তাহারদিগের প্রিবিলেজ অর্থাৎ স্বত্বানুসারে তাহারদিগের হয় তবে তাহা আপনারদিগের তফসীলের ফর্দ্দে লিখিবার আবশ্যক নাহি বরং ঐ হুদ্দাদারদিগের প্রত্যেকের উচিত যে আপন২ জিনিসের তফসীলের ফর্দ্দ স্বতন্ত্র২ দাখিল করে আর যদি ঐ হুদ্দাদারদিগের কেহ যে সকল জিনিস আপন স্বত্বানুসারে আনিয়া থাকে তাহার তফসীলের ফর্দ্দ দাখিল করিতে ত্রুটি করে তবে ঐ সকল জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক এবং যেহেতুক কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের জাহাজসকলের নাখোদা ও হুদ্দাদারদিগের প্রতি যে তফসীলের ফর্দ্দ দাখিল করিতে হুকুম আছে তাহাতে কোন২ সময় যে সকল জিনিস পথের মধ্যে বন্দরসকলেতে বিক্রয় হইয়াছে তাহাও লেখা যায় ও এইপ্রযুক্ত জিনিসসকলের যে কৈফিয়ৎ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল করিবার মনস্থ রাখে তাহা যথার্থরূপে বুঝা যায় না এমতে ঐ সকল জাহাজের নাখোদা ও আর২ হুদ্দাদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ তফসীলের ফর্দ্দভিন্ন যে সকল জিনিস বিক্রয়ার্থে উঠায় তাহার

পথের মধ্যে বন্দরেতে জিনিস বিক্রয় হইলে দাঁড়ার কথা।

শরেওয়ার কৈফিয়ৎ ঐ সকল জিনিসের উপর যে মাসুল প্রকৃত দেনা হয় তাহা তিন মাসের মধ্যে দিব এই নিয়মে এক নিদর্শনপত্রের সহিত মাসুলের কালেকটরসাহেবের হজুরে দাখিল করে পরে যত জিনিস ঐ কৈফিয়তে না লেখা গিয়া উঠান যায় তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

হিন্দুস্থানের অন্যং বন্দরহইতে ভিন্নং লোকদিগের জিনিস কোম্পানির জাহাজে বোঝাই হইয়া আইলে তাহার তফসালের ফর্দ্দ দাখিল করিতে হইবার নহিলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—যেহেতুক অনেকং সময়ে এমত ঘটনা হইয়াছে যে লোকদিগের যে সকল জিনিস হিন্দুস্থানের অন্যং বন্দরহইতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের জাহাজে কেরায়ামতে বোঝাই হইয়া বাঙ্গালাতে আইসে তাহার তফসীলের ফর্দ্দ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হয় না একারণ ঐ সকল জাহাজের সমস্ত নাখোদা লোককে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ঐ সমস্ত জিনিসের তফসীলের ফর্দ্দ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল করা আবশ্যক ও তাহাতে ত্রুটি হইলে ঐ সকল জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ প্রকরণের উক্ত জরীমানা বিভাগ হইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—১১ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে যত জরীমানার টাকা তহসীল হয় তাহা এই আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিতানুসারে যেমত জব্দহওয়া জিনিসের মূল্যের টাকা অংশাংশি হয় সেইমতে অংশাংশি হইবেক ইতি।

৪৬ ধারা।

জিনিসের মাসুলের পরিমাণ কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

তফসীলের ফর্দ্দসকলের লিখিত জিনিসসকলের মাসুলের পরিমাণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হজুরে উপস্থিতহওন বিনা সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে নিষ্পত্তি পাইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

যে কালের মধ্যে মাসুল দিতে হইবেক তাহার ও তাহাতে ত্রুটি করিলে জামিনীর জিনিস কিম্বা টাকা জব্দ হইবার কথা।

মাসুলসকল এই আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বেওরা করিয়া লেখা হারমতে তহসীল হইবেক ও তফসীলের ফর্দ্দের নীচের যোড়া হলফনামার তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে আদায় হইবেক ও তাহাতে ত্রুটি হইলে ৪৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে জামিনীরূপে যত জিনিস কি কোম্পানির সরকারের কাগজ দাখিল হইয়া থাকে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

আমদানী জিনিসের মূল্য নির্দ্ধার্য্যকরণের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী কিম্বা ভিন্নাধিকারদেশের জাহাজেতে বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হয় তাহার তদন্ত ও মূল্যের নির্দ্ধার্য্যকরণার্থে নীচের উক্ত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

মাসুলের কালেক্টর

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে কিম্বা চুঁচড়া ও চন্দননগর কি

শ্রীরামপুরহইতে

সাহেবের হজুরে আসল চালান দাখিল হইবার কথা।

শ্রীরামপুরহইতে কলিকাতাশহরেতে আমদানী হয় কর্ত্তব্য যে তাহার আসল চালান মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হজুরে দাখিল হয় ও যে সকল প্রকারের ব্যতিক্রম এই ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত ঐ চালানের লিখিত টাকার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক আর যদি ঐ জিনিসের বিষয়ে শতকরা কিছু বেশী নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ বেশী টাকা চালানের লিখিত টাকার উপর বেশী করিয়া মোট সঙ্খ্যার উপর মাসুল লন ইতি।

আসল চালান দাখিল না করা গেলে কিম্বা তাহাতে সন্দেহ হইলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি ঐ আসল চালান কালেক্টরসাহেবের হজুরে উপস্থিত না করা যায় কি তাহা উপস্থিত করা গেলেই বা ঐ সাহেবের চিত্তে যদি এমত সন্দেহ জন্মে যে তাহাতে জিনিসের প্রকৃত মূল্য তাহা যে মোকামের উৎপন্নহওয়া কি বানান হয় তথাকার নিরিখ অর্থাৎ দরমতে লেখা নাহি এই দুই প্রকারেই ঐ জিনিস উঠাইবার সময়ে কলিকাতার যে নিরিখ হয় তদনুসারে মাসুল লওয়া যাইবেক আর যদি কিছু বেশী তাহার উপর এই আইনানুসারে উচিত হয় তাহাও বেশী করা যাইবেক ইতি।

জিনিসের কিছু আমানৎরূপে রাখিলে তাহা ছাড়িয়া দিবার ও আমানতের জিনিস ছাড়ানহওনপর্য্যন্ত পঞ্চোত্তরার কাছারীতে আসল চালান থাকিবার ও চালান দাখিল না হইলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৪ চতুর্থপ্রকরণ।—যখন জিনিস তাহার কিছু আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিতরূপে দাখিলহওনমতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিসের আসল চালান পঞ্চোত্তরার কাছারীতে থাকে ও যাবৎ সমস্ত জিনিস না ছাড়া যায় ও তাহার প্রকৃত মাসুলের হিসাব নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ ঐ চালান ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না আর যদি ঐ চালান দাখিল না হয় তবে ঐ জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামী যে সকল জিনিস আমানৎ রাখিবার মনস্থ রাখে তাহার মূল্য উপরের প্রকরণানুসারে কলিকাতার নিরিখ অর্থাৎ ভাওমতে হিসাব হইবেক কর্ত্তব্য যে ঐ আমানৎ লইবার পূর্ব্বে ঐ নিরিখের উপর সম্মতির কথাসম্বলিত এক লেখা মালিকের তরফহইতে দাখিল হয় ইতি।

কোম্পানির জাহাজের নাখোদা ও হদ্দাদারদিগের জাতীয় বাণিজ্যব্যাপারের জিনিসের ও ঐ সকল জাহাজের কি বিলায়তী অন্য জাহাজের সমস্ত লোকদিগের জিনিসের মাসুল আদায়হওনের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কোম্পানির সরকারের জাহাজের নাখোদা ও হদ্দাদারদিগের জাতীয় তেজারতের অর্থাৎ বাণিজ্যব্যবসায়ের জিনিস ও অন্যং লোকদিগের নানাপ্রকার তেজারতের যে সমস্ত জিনিস ঐ সকল জাহাজে কি বিলায়তী অন্যং জাহাজে বোঝাই হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে আমদানী হয় তাহার মাসুল তাহার চালানের লিখনক্রমের মূল্যের উপর কিম্বা ৩ প্রকরণের উক্তপ্রকারেতে কলিকাতার মূল্যের উপর বিনাবেশীকরণে লওয়া যাইবেক ইতি।

চন্দননগর ও চুঁচড়া ও শ্রীরামপুরে জাহাজের আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে সকল জিনিস ইঙ্গরেজের জাহাজেতে বোঝাই হইয়া চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুরেতে আমদানী হয় ঐ সকল জিনিস কলিকাতাতে আইসনের মতে তাহার মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

করোমণ্ডলের উৎপন্ন

৭ সপ্তম প্রকরণ।—করোমণ্ডলতীর অর্থাৎ সমুদ্রের ধার বালেশ্বর বন্দরহইতে দক্ষিণ দেশের সরহদ্দপর্য্যন্তের উৎপন্নহওয়া কিম্বা বানান জিনিসহইতে যে কিছু আ

হওয়া কি বানান জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

মদানী হয় তাহার চালানের লিখিত মূল্যের উপর পনের টাকা করিয়া শতকরা বেশী করা যাইবেক ও তাহার মাসুল মোট টাকার উপর লওয়া যাইবেক ইতি।

চীনের আমদানী জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—চীনদেশহইতে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার চালানের লিখিত মূল্যের উপর শতকরা ৩০ ত্রিশ টাকা হিসাবে বেশী করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

নীলের দরের ও মাসুলের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—নীলের নির্দ্ধারিত নিরিখ অর্থাৎ দর আমদানী কি রফ্তানীর সময়ে ইঙ্গরেজী মোনপ্রতি ১০০ এক শত টাকা হইবেক ও ঐ নিরিখমতে তাহার মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

বাতাবীর আরকভিন্ন শরাবের প্রতিপিপাতে ত্রিশ পৌণ্ডস্তেলিঙ্গ মূল্য ধরিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

পিপাহইতে শরাব ঝরিয়া পড়িলে দাঁড়ার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—বাতাবীর আরকভিন্ন আর২ যে নানাপ্রকার শরাব সমুদ্র পথে পিপায় করিয়া আমদানী হয় তাহার মূল্য প্রতিপিপাতে ৩০ ত্রিশ পৌণ্ড স্তেলিঙ্গ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার উপর এই আইনানুসারে যে মাসুল প্রকৃত চাহরে তাহা লওয়া যাইবেক ও পিপায় পূরা শরাব পিপাহইতে ঝরিয়া পড়নহেতুক প্রায় সর্ব্বদা কিছু২ কম হয় ইহার দৃষ্টে যদি ঐ সকল পিপা জাহাজের উপর কিম্বা জাহাজহইতে উঠান গেলে পর ডাঙ্গার উপর পূরা যায় নাহি ইহা কালেক্টরসাহেবের হজুরে নিশ্চয় জানা যায় তবে পূর্ব্বমত ঐ শরাবের মূল্যহইতে শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে মজুরা দেওয়া যাইবেক কিন্তু পিপাহইতে শরাব ঝরিয়া পড়নহেতুক ওজনে কমী হইয়া থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দেওনের পূর্ব্বে যদি পূরা যায় তবে কর্ত্তব্য যে তাহা ওজন করা যায় ও কিছু মিনাহ দেওনবিনা পিপাতে যে শরাব থাকে তাহার পরিমাণের উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে ঘাটহইতে শরাবের পিপাসকল লইয়া গেলে পর পরিমাণ কি আর কোন কমী বাবত কিছু মজুরা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

বাতাবীর আরকের মাসুলের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—বাতাবী আরকের মাসুল পূর্ব্বমত প্রতিলেগরেতে ৫৫ পঞ্চান্ন টাকা করিয়া হিসাব করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

মকাওদ্বীপহইতে পোর্ত্তুগীশের জাহাজেতে আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—মকাওদ্বীপহইতে পোর্ত্তুগীশের জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া যে জিনিস আমদানী হয় তাহার বিক্রয়ের মূল্যানুসারে মাসুল তহসীল হইবেক আর যদি ঐ সকল জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিরা বিক্রয়ের বৃত্তান্তের ফর্দ্দ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা কালেক্টরসাহেব এমত সন্দেহ করেন যে জিনিসের স্বামিদিগের দাখিলকরা ফর্দ্দেতে জিনিসের বিক্রয়ের যথার্থ মূল্য লেখা নাহি তবে এমত্তে তাহার খরীদের আসল মূল্যের উপর শতকরা ৪০ চল্লিশ টাকার হিসাবে বেশী করা গিয়া মোট সঙ্খ্যার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

কেপ গুড হো

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—কেপ গুডহোপের পশ্চিমের স্থানসকলহইতে আমেরিকার

কার জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার মাসুল আমেরিকার উৎপন্নহওয়া যে জিনিস তাহাভিন্ন ইউরোপহইতে ইঙ্গরেজের জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস আইসে তাহার মাসুলের হারমতে লওয়া যাইবেক ও আমেরিকার জাহাজে বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস কোম্পানির সরকারের তেজারত অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যস্থানহইতে আমদানী হয় তাহার মাসুল ঐ সীমার মধ্যগত স্থানহইতে ইঙ্গরেজের জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস আইসে তাহার মাসুলের হারমতে তহসীল হইবেক ইতি।

পের পশ্চিমের স্থান ও কোম্পানির সরকারের তেজারতের নির্দ্ধারিত অন্যং স্থানহইতে আমেরিকার জাহাজে করিয়া আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—আমেরিকার উৎপন্নহওয়া জিনিসহইতে যে কিছু ঐ আমেরিকার জাহাজে বোঝাই হইয়া আইসে তাহার মাসুল বিক্রয়ের যে মূল্য যথার্থ রূপে সত্য বোধ হয় তাহার উপর লওয়া যাইবেক ইতি।

আমেরিকার জাহাজে করিয়া তথাকার উৎপন্ন হওয়া যে জিনিস আমদানী হয় তাহার মাসুল আদায়ের কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—পোর্ত্তুগীসের জাহাজেতে মকাওদ্বীপহইতে কিম্বা আমেরিকার জাহাজে এমত যে সকল জিনিস আমদানী হয় যে তাহার সহিত উপরের তিন প্রকরণের লিখিত বিশেষ দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহাভিন্ন আরং যে নানা প্রকার জিনিস অন্যং দেশের জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া ইউরোপ কিম্বা অন্য স্থানহইতে আমদানী হয় সে সকল জিনিসের আসল মূল্যের উপর শতকরা ৬০ ষাইট টাকা করিয়া বেশী ধরিয়া মোট সঙ্খ্যার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

পোর্ত্তুগীসের জাহাজে করিয়া মকাওহইতে কি[illegible] আমেরিকার জাহাজেতে যে সকল জিনিস আইসে তাহাভিন্ন অন্যং দেশের জাহাজে করিয়া আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুল আদায়ের কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—বিলায়তী যে সকল জিনিস ও আরং যে নানাপ্রকার জিনিস সমুদ্রপথে চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুরপর্য্যন্ত পঁহুছিয়া তথাহইতে কলিকাতাতে আমদানী হয় তাহার উপর ভিন্নাধিকার দেশসকলের জাহাজে বোঝাই হইয়া যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে কলিকাতাতে আইসে তাহার মাসুলের হারমতে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

বিলায়তী যে জিনিস ও আর যে নানাপ্রকার জিনিস সমুদ্রপথে [illegible]ন্দননগর ও চুচড়া ও শ্রীরামপুরেতে পঁহুছিয়া কলিকাতাতে আমদানী হয় তাহার মাসুল আদায়ের কথা।

৪৯ ধারা।

শরাবইত্যাদি জিনিস নোক্সান হইয়াছে বলিয়া তাহার মাসুল মিনাহহওনের বিষয়ে কোন দাওয়া তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে খালাসহওনের পূর্ব্বে ঐ নোক্সানের প্রকরণ প্রকাশহওনব্যতিরিক্ত শুনিবার ও গ্রাহ্যের যোগ্য হইবেক না ও তাহার বৃত্তান্ত তদন্তকরণের সময়ে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে যদি এমত জানা যায় যে ঐ সকল জিনিসহইতে কিছু জিনিস এমত নোক্সান হইয়াছে যে তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের যোগ্য নহে তবে তাহার মাসুল কেবল এইপ্রকারে মিনাহ হইতে পারিবেক যে ঐ জিনিস তৎক্ষণাৎ নীলামের প্রকরণে বিক্রয় হয় যে তাহার বিক্রয়ের মূল্যের উপর মাসুল হিসাব করা যায় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যাবৎ ঐ সকল জিনিসের মালিক কি তাহার মোখ্তারকার জিনিসের তফসীল ও তাহা বিক্রয়ের দিবস ও সময়সম্বলিত ইশতিহারনামা সরকারের আখ্বারের কাগজে এতাবতা

শরাব ও অন্য নোকসানী জিনিসের মাসুল আদায়ের ও তাহা বিক্রয়ের মতাচরণের কথা।

নোক্সানী জিনিস নীলামহওনার্থে দাঁড়ার কথা।

কলিকাতার গেজেটেতে না লেখায় তাবৎ তাহা বিক্রয়ের অনুমতি পাইবেক না এবং কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিসের নীলাম পঞ্চোত্তরার কাছারীতে কালেকটর কিম্বা ডেপটী কালেকটরসাহেবের হজুরে হয় ও ঐ সকল জিনিসের লাটবন্দী কালেকটরসাহেবের মঞ্জুরীতে করা যায় ইতি।

ধারা।

সকল বস্তাইত্যাদিতে অক্ষর ও নম্বরের নিশানী করা থাকিবার কথা।

কোন জিনিসের বোক্‌চা ও পিপা ও বস্তা ও সিন্দুক ও পুলিন্দা তাহাতে অক্ষরের নিশানী কি নম্বর দাগা থাকনব্যতিরিক্ত কাছারীর গুদামে দাখিল না হয় ও তাহার রসীদ না দেওয়া যায় ইতি।

৫১ ধারা।

পঞ্চোত্তরার কাছারীর গুদামে ও তাহার ঘাটের উপর জিনিসথাকনের কালনিয়মের কথা।

কোন জিনিস পঞ্চোত্তরার কাছারীর গুদামে কি তাহার বারাণ্ডায় দাখিলহওনের পর বিশেষ অনুমতিহওনব্যতিরিক্ত ৭ সাত দিবসের অধিককাল থাকিবেক না আর যদি কোন২ জিনিস ঐ নিয়মিত কালের অধিক গুদামেতে থাকে তবে সে জিনিসের স্বামির স্থানে গুদামের কেরায়া লওয়া যাইবেক আর যদি ঐ সকল জিনিস কালেক্টরসাহেবের বিনানুমতিতে ১৪ চতুর্দ্দশ দিবসের অধিক পঞ্চোত্তরার ঘাটের সীমার মধ্যে কোন স্থানে থাকে তবে গুদামের ভাড়ার অর্দ্ধেক যাহা হয় সেই পরিমাণে ভাড়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

জাহাজেতে আমদানী হওয়া যে সকল জিনিস পঞ্চোত্তরার গুদামে দাখিল হয় তাহার রসীদ দিবার কথা।

জাহাজহইতে যত জিনিস খুস্কীতে উঠিয়া পঞ্চোত্তরার গুদামে দাখিল হয় যাহার উপর অক্ষরের চিহ্ন ও নম্বর দাগা না থাকে সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাব্যতিরিক্ত সে সকল জিনিসের রসীদ স্বামিদিগের দরখাস্তমতে দেন ও যত জিনিসের রসীদ দিয়া থাকেন তাহা ফিরিয়া দিবার বিষয়ে ঐ সাহেবের শিরে জওয়াব দিবার দায় থাকিবেক আর যদি নাখোদা কি জাহাজের হুদ্দাদারদিগের কেহ কিম্বা জাহাজেতে চড়িয়া যে সকল লোক আসিয়া থাকে তাহারদিগের কেহ আপন২ জিনিস গুদামে দাখিল করিয়া রসীদ না লয় তবে যদি পঞ্চোত্তরার গুদামেতে কার্য্যক্রমে ঐ সকল জিনিসহইতে কিছু হারায় তাহার মালিকেরা তাহা ধরিয়া পাইতে পারিবেক না ও জিনিস ছাড়িয়া দিবার সময়ে রসীদ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

রসীদ ফিরিয়া দিবার কথা।

৫৩ ধারা।

টৈডওএটর গুদামে দাখিলহওয়া জিনিসের সমস্ত বোকচার ফর্দ্দ রাখিবার কথা।

যত জিনিস পঞ্চোত্তরার গুদামে দাখিল হয় কি তথাহইতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় টৈডওএটর অর্থাৎ পালসওয়ারের কর্ত্তব্য যে তাহার ফর্দ্দ আপন নিকটে রাখে ইতি।

৫৪ ধারা।

৫৪ ধারা।

নীলামভরা জাহাজে এতাবতা যাহাতে তেজারতের জিনিস বোঝাই না থাকে পঁহুছিলে তাহার নাখোদার কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার দেয় ইতি।

নীলামভরা জাহাজ পঁহুছিলে তাহার সমাচার দিবার কথা।

৫৫ ধারা।

কলিকাতার বন্দরে যে কোন জাহাজ পঁহুছে তাহার উপরেতে শিকারী বন্দুক ও তপঞ্চা ও আর২ যে অস্ত্র লোকদিগের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে সুতরাং থাকে তাহা ব্যতিরিক্ত কিছু লড়ায়ের অস্ত্রশস্ত্রইত্যাদি দ্রব্যজাত আনা গেলে মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল অস্ত্র ও দ্রব্যজাতের সংখ্যা ও সে জাহাজের নাম ও নাখোদার নাম ও যে ব্যক্তি সে অস্ত্র ও দ্রব্যজাত পাঠাইয়া থাকে তাহার নাম সম্বলিত তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ কৈফিয়তে ইহাও লেখা থাকে যে ঐ অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র জাহাজ রওয়ানাহওনের মোকামহইতে সওদাগরীর মালমতে আসিয়াছে কি হিন্দুস্থানের মধ্যগত কোম্পানির আর২ সরকার হইতে পাওয়া গিয়াছে ইতি।

লড়ায়ের অস্ত্র ও দ্রব্যজাত ভিন্ন২ লোকদিগ্ হইতে আমদানী হইলে কালেক্টরসাহেব তাহার সমাচার দিবার কথা।

৫৬ ধারা।

জওয়াহের অর্থাৎ বহুমূল্য প্রস্তরসকলের মাসুল মাফ বটে কিন্তু কর্ত্তব্য যে আমদানী ও রপ্তানীর সময়ে তাহার কৈফিয়ৎ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে মূল্যসমেত লেখান যায় ও ইহাতে ত্রুটি করিলে যত মূল্য কালেক্টরসাহেব যথার্থ তদন্তক্রমে নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে জরীমানা লাগিবেক ইতি।

বহুমূল্য প্রস্তরসকল মূল্যসহিতে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লেখান যাইবার কথা।

৫৭ ধারা।

তামা ও আর২ যে সমস্ত জিনিস মোকাম মান্দ্রাজ ও কোম্পানির আর২ সরকারহইতে আমদানী হয় তাহার সঙ্গে যদি এই মজমূনে এক লেখা থাকে যে ঐ সকল জিনিস কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের সহিতহওয়া কোন কট্ এতাবতা করারদাদ বাবৎ পেশগী টাকার এওজ অর্থাৎ বদলে সরকারহইতে দেওয়া গিয়াছে কিম্বা সে সকল জিনিস সরকারের গুদামহইতে খরীদ হইয়াছে তবে এই নিয়মে বিনামাসূললওনে ঐ সকল জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু এই দাঁড়ার মজমুন স্পষ্টকরণার্থে জানান যাইতেছে যে ঐ লিখন যদি কেবল এই মজমুনে লেখা থাকে যে আমদানীর মাসুল ঐ সকল মোকামেতে আদায় হইয়াছে ও ঐ সকল বিশেষ নিয়মের প্রস্তাব না থাকে তবে ঐ সকল জিনিসের মাসুল মাফ হইবেক না। ইতি।

মান্দ্রাজ ও কোম্পানির অন্য২ সরকারহইতে আমদানীহওয়া তামা ও অন্য সমস্ত জিনিসের মাসুল যেমতে মাফ হইবেক তাহার কথা।

৫৮ ধারা।

যে সকল লোক জিনিস ফিরিয়া লইয়া যাইবার মনস্থে উঠায় কিম্বা কলিকাতার

ফিরিয়া লইয়া যাই

বন্দরেতে

বার মনস্থে যে সকল জিনিস উঠান যায় কি কলিকাতা বন্দরে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই হয় তাহার বিষয়ে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

কতক দিনের নিমিত্তে যে সকল জিনিস ডাঙ্গায় উঠান যায় তাহার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

বন্দরেতে এক জাহাজহইতে অন্য জাহাজের উপরেতে উঠায় এই দেশেতে বিক্রয় করিতে আনিবার মতে আমদানীর মাসুল কিম্বা তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট মালজামিন দিবেক কিন্তু যদি কোম্পানির জাহাজের নাখোদার। কি অন্যং লোকেরা তেজারতের জিনিসপত্র কি দ্রব্যজাত বিক্রয়করণের মনস্থ বিনা কতক দিনের নিমিত্তে কলিকাতাতে আনিবার ইচ্ছা করে তাহারদিগের এ বিষয়ের ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের লিখিতমতে নির্দ্ধারিত মাসুল কি মাতবর জামিন দেয় কিম্বা কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরখাস্ত দিয়া বিনা মাসুলদেওনে এ সকল জিনিস উঠায় কিন্তু শেষের প্রকারেতে নিয়ম এই যে এবিষয়ের একরারনামা লিখিয়া দেয় যে যে সকল জিনিস ফিরিয়া লইয়া যাইবার মনস্থে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে লেখাইয়াছি যদি তাহা উঠাইবার তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে পুনরায় সেই জাহাজে বোঝাই না করি তবে দুনা মাসুল দিব ইতি।

৫৯ ধারা।

ইঙ্গরেজ সাহেবলোকের আবশ্যকি জিনিসের যেং বস্তা বিলায়ত হইতে আইসে তাহা ছাড়িয়া দিবার ও শ্রীযুতের হুকুমবিনা কাহাকেও তেজারতের জিনিসের মাসুল মাফ না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজ সাহেবলোকের নিজের আবশ্যক খরচের দ্রব্যজাতের যত বস্তা বিলায়ত হইতে জাহাজে বোঝাই হইয়া আইসে তাহা কালেক্টরসাহেবের পরামর্শ ও বিহিত বিবেচনামতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনেরল বাহাদুরের বিশেষ হুকুমহওনবিনা কোন ব্যক্তিকে তেজারতের জিনিসের উপর এই আইনের নির্দ্ধারিত মাসুল দিবাতে মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হইবেক না অতএব যদি কোন ব্যক্তির জিনিসের নির্দ্ধারিত মাসুল দিবার মাফহওন হজুরে মঞ্জুর হয় তাহার বিষয়ে মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে বিশেষ হুকুম পঁহুছিবেক ইতি।

৬০ ধারা।

সিক্কার সরফ এতাবতা বাট্টার বিবরণের কথা।

সিক্কার সরফ এতাবতা বাট্টা কলিকাতার মাসুললওনেতে নীচের তফসীলমতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

কলিকাতার মাসুলের বাবত সিক্কার সরফের প্রকরণ।

দেশের নাম	জরবসকলের নাম	সরফের অর্থাৎ বাট্টার হারের বৃত্তান্ত
ইঙ্গলণ্ড	পৌণ্ড স্টের্লিঙ্গ	সিক্কা ১০ দশ টাকা হিসাবে।
জরমনী	ক্রৌণ	সিক্কা ২ দুই টাকা হিসাবে।
দীনমার্ক	রিকসডালর	সিক্কা ১৷৵ একটাকা দশআনা হিসাবে
সেলোন	ঐ	৸৵ চৌদ্দ আনা হিসাবে।
ফ্রান্স	লীবর তুরনওআ	তাহার ২৪ চব্বিশের বদলে সিক্কা ১০ টাকা।

দেশসকলের নাম	জরবসকলের নাম	সরফের অর্থাৎ বাট্টার হারের বৃত্তান্ত ...
ঐ	লিবরমরিশিঅশ	তাহার ৪৮ আটচল্লিশের বদলে ১০ দশ টাকা সিক্কা। ......
স্পানিয়া	স্পানিসডালর	সিক্কা ২।০দুই টাকা চারি আনা হিসাবে।
পোর্তুগাল ও মদেরা	মিলরী	সিক্কা ৩৸০ তিন টাকা বার আনা হিসাবে
বসরা..........	রেজ পিয়াস্তর	৸০ বারআনা হিসাবে। ....
চীন	টৈল	২।৴৪ দুই টাকা পাঁচ আনা চারি পাই ...
মান্দ্রাজ	স্টারপগোদা	৩৸০ তিন টাকা বার আনা হিসাবে।
ঐ	স্বামী ঐ	৪ চারি টাকা হিসাবে
আমেরিকা	পৌণ্ডস্তের্লিঙ্গেতে চলন নীচের লিখিতমতে হিসাব করা যাইবেক	
নূতন ইংগ্লণ্ড ...	তিনগুণ বেশী করিয়া তাহার চারি অংশের এক অংশ এক পৌণ্ডের সমান হইবেক ...	পৌণ্ডস্তর্লিঙ্গ সিক্কা ১০ টাকা হিসাবে প্রত্যেক পৌণ্ডেতে উপরের লিখিতমতে গণনা করা যাইবেক ও যদি চালানের মূল্য ডালরেতে লেখা থাকে তবে কর্ত্তব্য যে ডালর ২।০ দুই টাকা চারি আনা হিসাবে গণনা করা যায়।
বরজিনিয়া	ঐ	
নূতন য়ুর্ক	নয়গুণ বেশী করিয়া তাহার ষোল অংশের এক অংশ এক পৌণ্ডের সমান হইবেক......	
পেনসিলবানিয়া	তিনগুণ বেশী করিয়া তাহার পাঁচ হিস্যার এক হিস্যা এক পৌণ্ডের সমান হইবেক	
দক্ষিণ কারলৈনা	সাতাইশ হিস্যাহইতে এক হিস্যা বাদ দিয়া বাকী যাহা তাহা এক পৌণ্ডের সমান হইবেক	
জর্জীয়া	ঐ ঐ	

৬১ ধারা।

আমদানী জিনিসের রেজিষ্টরী বহী ও তাহার নক্সার কথা।

যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হয় তাহার তফসীলের নিমিত্তে দুই রেজিষ্টরী বহী নীচের নক্সামতে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে প্রস্তুত থাকে ইতি।

ফোর্ট উলিয়ম সমুদ্রপথে যে সকল জিনিস আমদানী হয় ও তাহার উপর যে সকল মাসুল তহসীল হয় তাহার রেজিষ্টরী বহী অমুক মাস অমুক সন।

রেজিষ্টরীর নম্বর	তারিখ	বস্তার সঙ্খ্যা ও প্রকার	জাহাজ	কোন স্থানের আমদানী	কোন দেশের জাহাজ	সওদাগরের নাম	জিনিসের প্রকার	জিনিসের পরিমাণ	চালানের টাকার সঙ্খ্যা কি কমিকা তার নিরিখ	মাসুলের হার	মাসুলের মোট সঙ্খ্যা

ফোর্ট উলিয়ম সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া যেসকল জিনিসের মাসুল মাফ আছে তাহার রেজিষ্টরী বহী।

রেজিষ্টরীর নম্বর	তারিখ	বস্তার সঙ্খ্যা ও প্রকার	জাহাজ	কোন্ স্থানের আমদানী	কোন্ দেশের জাহাজ	সওদাগরের নাম	জিনিসের প্রকার	জিনিসের পরিমাণ	চালানের টাকার সঙ্খ্যা।

রফ্তানীর জিনিস।

৬২ ধারা।

রফ্তানী জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবার মতের কথা।

রফ্তানীর জিনিসের মাসুল যে সকল প্রকারেতে তাহার বিষয়ে বিশেষ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে ১০ দশ হিস্যার ১ এক হিস্যা মিনাহ দিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৬৩ ধারা।

মোকাম চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুর ফিরিয়া দেওয়া গেলে পর কলিকাতাহইতে ঐ২ মোকামে যে সকল জিনিস রফ্তানী হয় তাহার মাসুলের কথা।

যদি সলা হইলে পর মোকাম শ্রীরামপুর ও চন্দননগর ও চুঁচড়া ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে বাঙ্গালাদেশের উৎপন্নহওয়া কি বানান যত জিনিস কলিকাতাহইতে ঐ সকল মোকামে রফ্তানী হয় তাহার মাসুল ঐ সকল জিনিসভিন্ন দেশের জাহাজে বোঝাই হইয়া কলিকাতাহইতে সমুদ্রপথে রফ্তানীহওনেতে যেমতে মাসুল লওয়া যাইত সেই মত লওয়া যাইবেক ইতি।

৬৪ ধারা।

রফ্তানীর জিনিস পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে জাহাজের উপর বোঝাই করা যাইবার কথা।

নীচেতে যে সকল জিনিস লেখা গেল তাহাভিন্ন ভিন্ন২ লোকদিগের যে সকলজিনিস জাহাজে রফ্তানীহওনের হয় তাহা সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের এক অনুমতিপত্রানুসারে পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে জাহাজে বোঝাই করা যাইবেক ও এ দেশের মফঃসলস্থানহইতে যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে যাইবার নিমিত্তে আইসে কর্ত্তব্য যে তাহা জাহাজে বোঝাইহওনের পূর্ব্বে পঞ্চোত্তরার কাছারীর ঘাটেতে তলাশী দেওনের ও দেখাইবার নিমিত্তে আনা যায় ইতি।

৬৫ ধারা।

নানাপ্রকার শস্য জাহাজে বোঝাইহওনের বিষয়ে বিশেষ অনুমতির কথা।

নানাপ্রকার শস্য কালেক্টরসাহেবের অনুমতিক্রমে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে তাহার কৈফিয়ৎ দাখিলহওনের পরে ঘাটহইতে জাহাজের উপর বোঝাই হইতে পারিবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

জাহাজের কেরায়া কোম্পানির সরকারে দিয়া লোকেরা আপনারদিগের জিনিস যে প্রকারে জাহাজে বোঝাই করিবেক তাহার কথা।

ভিন্ন২ লোকদিগের জিনিস যদি কেরায়ামতে কোম্পানির সরকারের জাহাজে বোঝাই হইয়া বিলায়তে রফ্তানী হয় তবে রফ্তানীর জিনিসের গুদামের মোস্তারকার সাহেব এক্তাবতা একস্পোর্টওএর হৌসৃকীপরে তলবকরণমতে ঐ সকল জিনিস রফ্তানীজিনিসের গুদামেতে আনা কর্ত্তব্য যে সেখানহইতে জাহাজের উপর বোঝাই করা যায় ও ঐ গুদামে সে সকল জিনিস পাঠাইবার সময়ে কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিসের মাসুল আদায় হইয়াছে এই কথাসম্বলিত কিম্বা সে সকল জিনিসের মাসুল মাফ থাকিলে, ৭৪ ধারার মতে ঐ সকল জিনিসের তফ্সীল

পঞ্চোত্তরার

পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হইয়াছে এ কথাসংযুক্তে মাসুলের কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে এক লিখনসহিতে মালিকের দস্তখতে দুই তফসীলের ফর্দ্দ তাহার সঙ্গে থাকে তাহা নহিলে ঐ সকল জিনিস জাহাজে বোঝাই হইবার অনুমতি হইতে পারিবেক না ইতি।

৬৭ ধারা।

অনুমতিলওনের দরখাস্তের ও তাহার মজমুনের কথা।

অনুমতিপত্রলওনের নিমিত্তে জিনিস বোঝাই হইবার জাহাজের নাম ও তাহার নাখোদার নাম ও যেখানে জাহাজ যাইবেক সে স্থানের নাম লিখিয়া দরখাস্তসকল বস্তার সঙ্খ্যা ও নিশানী ও প্রত্যেক জিনিসের প্রকার ও পরিমাণ ও তাহা যেখানকার বানান হয় সে স্থানের নাম ও কলিকাতার নিরিখঅনুসারে তাহার মূল্যের তফসীল লেখাসুদ্ধা চালানের ফর্দ্দসহিতে সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দিতে হইবেক তাহার পর যদি ঐ২ জিনিসের মাসুল মাফ না থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার মাসুলের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় ও যাবৎ ঐ বরাওর্দ্দের লিখিত টাকা আদায় না হয় কিম্বা তাহা ১০ দশ দিবসের মধ্যে দিবার নিমিত্তে মাতবর মালজামিনী দাখিল না হয় তাবৎ ঐ২ জিনিস জাহাজে বোঝাই হইবার অনুমতি হইবেক না ইতি।

৬৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কোন বস্তার কাপড় চালানের লিখনের ব্যতিক্রম বুঝিলে তাহার বিষয়ে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

যদি মাসুলের কালেক্টরসাহেব এমত বুঝেন যে কোন বস্তার কাপড় চালানের লিখিতমত নহে তবে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামিকে তলব করেন ও যখন সে আইসে তাহার সমক্ষে কাপড় ও তাহার মূল্যের ঠাহর ও তদন্ত এই কর্ম্মে যে সাহেব সরকারের তরফহইতে নিযুক্ত আছেন তাঁহার দ্বারা করেন আর যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে এমত ঠাহরে যে তাহার মূল্য চালানেতে কলিকাতার বাজারের মূল্যহইতে কম লেখা গিয়াছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন বিবেচনানুসারে কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে তাহার মূল্যের তদন্ত ও নিশ্চয় করেন ও আপন দস্তখতে তাহার সমাচারের ফর্দ্দ সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দাখিল করেন ও ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নিরূপণকরা মূল্যানুসারে ১০ দশ হিস্যার ১ এক হিস্যা বাদ দিয়া মাসুল লন আর যদি জিনিসের মালিক ঐ মূল্যানুসারে মাসুল দিতে না চাহে তবে তাহাকে জিনিস জাহাজে বোঝাই করিতে পারিবার অনুমতি থাকিবেক না কিন্তু এমতে জিনিসের মালিকের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ নিরূপণকরা মূল্যেতে উপরের উক্ত মিনাহবাদে কালেক্টরসাহেবের কৈফিয়ৎমতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের হুজুরে তাহা লওয়া মঞ্জুর হইলে আপন জিনিস সরকারেতে বিক্রয় করে ইতি।

যেমতে সরকারেতে জিনিস বিক্রয় হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৬৯ ধারা।

কোন বস্তাহইতে চালা

যদি কাপড়ের কোন বস্তাহইতে চালানের ফর্দ্দের লিখিত সঙ্খ্যাহইতে অধিক

কাপড়

নের লিখিত সঙ্খ্যাহইতে অধিক কাপড় বাহির হইলে যে শাস্তি হই বেক তাহার কথা।

কাপড় বাহির হয় তবে এমত যত বস্তাতে ঐ প্রকার অধিক পাওয়া যায় তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও যে সকল জিনিস তাহার মালিকের দাখিলকরা চালানের ফর্দ্দের প্রতি প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্বে বিনাতলাশীতে জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া থাকে তাহার উপর দুনা মাসুল লাগিবেক ইতি।

৭০ ধারা।

গ্রুফ জিনিস চালানের লিখিতহইতে তফাৎ হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

কাপড়ব্যতিরিক্ত যে সকল জিনিস দেখিতে অনেক দেখায় ও মূল্যেতে কম যাহাকে ইঙ্গরেজী ভাষাতে গ্রুফ কহে কি অন্য কোন জিনিস যখন রফ্তানী হয় সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তলাশী কি ওজনের নিমিত্তে তাহার সিন্দুক কি বোরা কি বস্তার মধ্যহইতে একটা কি তাহাহইতে অধিক বা খোলেন ও যদি জিনিস চালানহইতে তফাত বুঝা যায় তবে উপরের ধারাতে যত জরীমানা লেখা আছে তাহা দিবার দায় ঐ জিনিসের মালিকের শিরে রাখেন ইতি।

৭১ ধারা।

জিনিসভরা নৌকা পঞ্চোত্তরার ঘাটে আনিতে হইবার ও বিনানুমতিতে শহর কলিকাতা ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে ঐ নৌকার জিনিস জব্দ হইবার কথা।

তেজারতের জিনিসপত্র বোঝাই হইয়া যে সমস্ত নৌকা এ দেশের মফঃসল স্থান হইতে আইসে কর্ত্তব্য যে তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীর ঘাটে আনা যায় আর যদি কোন নৌকা মাসুলের কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে অনুমতি না লইয়া শহর কলিকাতা ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে তবে তাহাতে বোঝাইহওয়া জিনিস সকল জব্দকরণের যোগ্য ঠাহরিবেক।

৭২ ধারা।

যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি কেবল বাদশাহী জাহাজের আবশ্যকার্থে থাকে তাহার মাসুল মাফ না হওনের কথা।

বাদশাহসম্বন্ধীয় যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি বাদশাহী জাহাজের আবশ্যকের নিমিত্তে হয় বিনা কোন মাসুললওনেতে তাহা ছাড়ান হইতে পারিবেক কিন্তু সওদাগর ইত্যাদি কি তাহারদিগের গোমাস্তালোক চুক্তি অর্থাৎ ইজারারূপে যে সকল খাদ্য দ্রব্য বাদশাহী জাহাজে বোঝাই করিয়া আনে তাহার নির্দ্ধারিত মাসুল মাফ হইবেক না ইতি।

৭৩ ধারা।

লোকদিগের নিজখরচের জিনিস কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতানুসারে ছাড়ান হইবার কথা।

ভিন্নং লোকদিগের নিজের খরচের নিমিত্তে আবশ্যকি দ্রব্যজাতের যে সকল বস্তা থাকে তাহা মাসুলের কালেক্টরসাহেবের পরামর্শ ও বিহিতবিবেচনামতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

মাসুল মাফের জিনি

মাসুল মাফের জিনিস রফ্তানীহওনের সময়ে কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ যে সকল

সকল জিনিসের মাসুল লাগে তাহার বিষয়ের নির্দ্ধারিত মতে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হয় ইতি।

সের কৈফিয়ৎ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হওনের কথা।

৭৫ ধারা।

১২ ধারার ১ প্রকরণেতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ঐ প্রকরণের উক্ত কোনং জিনিস যদি রপ্তানী হয় তবে তাহার যে মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহাহইতে শতকরা নির্দ্ধারিত পরিমাণে ফিরিয়া দেওয়া যায় এবং জানান যাইতেছে যে যে কোন জিনিস পুনরায় ফিরিয়া লইয়া যাইবার মনস্থে আইসে ও তাহার বিষয়ে যদি বিশেষ কোন হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহার উপর আমদানীর যত মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ ফিরিয়া যাইবার সময়ে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে সকল জিনিস ১২ ধারাতে লেখা যায় নাহি তাহার রপ্তানীর মাসুল ফিরিয়া দিবার কথা।

৭৬ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল জিনিস রপ্তানীহওনের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত মতানুসারে পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে ও তাহা যে জাহাজে বোঝাই থাকে তাহার নাখোদা কি মালিক কলিকাতার বন্দরহইতে ঐ জাহাজ ছাড়িয়া দেওনের হুকুমনামার দরখাস্তের সহিত যে তফসীলের ফর্দ্দ কাছারীতে দাখিল করে তাহাতে লেখা থাকে সেই সকল জিনিসব্যতিরিক্ত কোন এক জিনিসের দেওয়া মাসুল হইতে কিছু ফিরিয়া পাইবার দাওয়া শুনিবার যোগ্য হইবেক না আর যদি ঐ জাহাজ ছাড়িয়া দেওনের বিষয়ে হুকুমনামা পাইয়া থাকে তথাপিও ঐ দাওয়া শুনিবার যোগ্য হইবেক না ইতি।

কোন জিনিসের দেওয়া মাসুল ফিরিয়া পাইবার দাওয়া শুনিবার যোগ্য না হওনের মতের কথা।

৭৭ ধারা।

সমুদ্রপথে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহার কোন এক বস্তাহইতে যদি কেবল কতক ফিরিয়া যায় এতাবতা কোন বস্তা যেমত আসিয়াছিল ফিরিয়া যাইবার সময়ে তেমন পূরা না থাকে তবে তাহাতে মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

কোন বস্তা পূরা না থাকিলে তাহার মাসুল হইতে কিছু ফিরিয়া না দেওয়া যাইবার কথা।

৭৮ ধারা।

কোন জিনিস জাহাজে বোঝাই না হওনের কথা বলিয়া তাহার মাসুল ফিরিয়া পাইবার অর্থে কোন দাওয়া ঐ জাহাজ সাগর মোকামহইতে রওয়ানা হইলে এতাবতা চলিয়া গেলে পর শুনিবার যোগ্য হইবেক না ইতি।

জিনিস জাহাজে বোঝাই হয় নাহি বলিয়া মাসুল ফিরিয়া পাইবার দাওয়া জাহাজ সাগর মোকামহইতে রওয়ানা হইলে শুনিবার যোগ্য না হইবার কথা।

৭৯ ধারা।

যে সকল লোকেরা কোম্পানির নীলামে ক্রয়করা আফীন রওয়ানা করিবার

কোন ব্যক্তি কোম্পা

অর্থাৎ

নির সরকারের নীলামে কেনা আফীন চালাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে যেমতাচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

যে আফীন সরকারের নীলামে খরীদ হয় নাহি তাহা ঐ নীলামে খরীদ হইয়াছে বলিয়া লইয়া যাইতে হইলে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা

অর্থাৎ চালাইয়া লইয়া যাইবার মনস্থ রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের হজুরহইতে কিম্বা তাঁহারদিগের আমলার নিকটহইতে ঐ আফীন কোম্পানির নীলামে খরীদ হইয়াছে এই কথাসম্বলিত এক দস্তাবেজ অর্থাৎ নির্দ্দর্শন লইয়া কালেক্টরসাহেবের হজুরে দাখিল করে ও ঐ দস্তাবেজে লাট খরীদগীর তফসীল এতাবতা প্রত্যেক সিন্দুকের দফা ও নিশানী ও নম্বর ও ক্রয়কর্ত্তার নাম ও আফীনের মূল্য ও নীলামের তারিখ লেখা থাকে পরে যদি কেহ যে আফীন প্রকৃতার্থ কোম্পানির নীলামে ক্রয় হয় নাহি ও তাহা ঐ নীলামের খরীদহওয়া বলিয়া রওয়ানা করিতে এতাবতা চালাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা পায় কি ঐ আফীন সেই দস্তাবেজের লিখিতমত না হয় এতাবতা তাহার লিখনের সঙ্গে না মিলে তবে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮০ ধারা।

যেং নিয়মে ভেটী ও সওগাতের জিনিস মাসুল দিয়া বিলায়তে পাঠাইতে পারা যাইবেক তাহার কথা।

বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবলোকের দেওয়া অনুমতিক্রমে যে সকল লোকেরা সওগাৎ এতাবতা ভেটীরূপে কোন সামগ্রী বাটীর আবশ্যকার্থে বিলায়তে পাঠাইবার মনস্থ করেন্ তাহারা সেই সামগ্রীর উপর রফ্তানীর মাসুল দিবেন ও ঐ হুদিয়া ও যে সওগাৎ অর্থাৎ ভেটীর সামগ্রীর মূল্য ৩০০০ তিন হাজার টাকার অধিক না হইবেক তাহার বস্তা ও বোক্চাসকলের কৈফিয়ৎ উত্তর কালে বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীসাহেবের দফ্তরে লেখান যাইবেক ও যখন কেহ বোকচা ও বস্তা লেখাইবার নিমিত্তে ঐ সাহেবের হজুরে দরখাস্ত দেয় কর্ত্তব্য যে ঐ দ্রব্যের মাসুল রফা হইয়াছে এই কথাসম্বলিত এক দস্তাবেজ কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে লইয়া ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করা যায় ও বোর্ড ত্রেডের সেক্রেটারীসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে ঐ দস্তাবেজ উপস্থিত হওনবিনা কোন বোক্চা ও বস্তা আপনার দফ্তরে লিখেন্ কিম্বা তাহা কোম্পানির কোন জাহাজে বোঝাই হইবার পরওয়ানগী অর্থাৎ অনুমতির হুকুম দেন্ ইতি।

৮১ ধারা।

যেং নিয়মে মাস্তর আটণ্ডেণ্ট সাহেবের তরফহইতে জাহাজের সঙ্গে আরকাটি নিযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

যাবৎ সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে এক দাস্তাবেজ এই মজমুনে যে অমুক জাহাজে বোঝাইহওয়া সমস্ত জিনিসের আমদানী ও রফ্তানীর সমস্ত মাসুল দাখিল হইয়াছে কি রফা করা গিয়াছে আর রফ্তানী জিনিসের মাসুল মা'ফহওনমতে এ মজমুনে যে ৭৪ ধারার হুকুমমতে তাহার কৈফিয়ৎ পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হইয়াছে এবং পোলীসের দফ্তরখানাহইতে অন্য এক কেতা দস্তাবেজ এই মজমুনে যে ঐ জাহাজের নাখোদা কি বহরদার ঐ জাহাজের চড়ন্দার ফিরিঙ্গী জাতীয় খালাসী লোকের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ এই দফ্তরখানায় দাখিল করিয়াছে মাস্তর আটণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে উপস্থিত না হয় তাবৎ ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে আপন তরফহইতে ঐ জাহাজের সঙ্গে আরকাটি নিযুক্ত করেন্ ইতি।

৮২ ধারা।

৮২ ধারা।

মাস্তুরআতেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল জাহাজ ছাড়িয়া দিবার হুকুমনা ম্‌ হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক জাহাজের আরকাটীকে এ প্রকার তাকিদ করেন্ যে মাসুলের কালেকটরসাহেবের তরফহইতে যে সকল জিনিসের সঙ্গে রফ্তু নীর মাসুল দিয়াছে কি তাহার রফা হইয়াছে এ কথাসম্বলিত দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র থাকে তাহাভিন্ন অন্য কোন জিনিস ঐ জাহাজে বোঝাই হইবার অনুমতি না দেয় ইতি।

যে জিনিসের সঙ্গে কালেকটরসাহেবের লিখন না থাকে আরকাটী তাহা জাহাজে বোঝাই করিতে না দিবার কথা।

৮৩ ধারা।

যদি কোন এক জাহাজের কোন নাখোদা আরকাটীর বারণকরাসত্ত্বেও যে সকল জিনিসের সঙ্গে উপরের ধারার নিদ্ধারিত দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র না থাকে তাহা আপন জাহাজে বোঝাই করে তবে ঐ আরকাটীর কর্ত্তব্য যে অতিশীঘ্র তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত মাস্তুরআতেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে লিখিয়া ঐ সাহেবের হজুর হইতে হুকুমহওনকালপর্য্যন্ত ঐ জাহাজ চলিয়া যাইতে না দেয় ও ঐ সকল জিনিস এবং যে সকল জিনিস কোন ব্যক্তি গোপনে জাহাজে বোঝাই করিবার চেষ্টা পায় ইহা প্রকাশ ও প্রমাণ হইলে তাহাও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

আরকাটী মানা করিলেও যদি নাখোদা জিনিস জাহাজে বোঝাই করে তবে আরকাটী সে জাহাজ যাইতে না দিবার কথা।

৮৪ ধারা।

যে সকল জিনিস মাসুলের কালেক্টরসাহেবের বিনানুমতিতে এক জাহাজহইতে অন্য জাহাজে বোঝাই হয় কিম্বা যে জাহাজে বোঝাই হইবার নিমিত্তে ঐ সকল জিনিস পঞ্চোত্তরার কাছারীহইতে ছাড়ান পাইয়াছে তাহার উপর বোঝাই না হইয়া অন্য জাহাজে বোঝাই করা যায় কিম্বা তাহার চেষ্টা পায় এইং প্রকারেতে ঐ সকল জিনিসের উপর দুনা মাসুল লাগিবেক ইতি।

কালেকটরসাহেবের বিনানুমতিতে জিনিস এক জাহাজহইতে আর জাহাজে বোঝাই করিলে কিম্বা যে জাহাজের নিমিত্তে রওয়ানা হয় না হি সে জাহাজে বোঝাই করিবার চেষ্টা পাইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৮৫ ধারা।

সিকারী বন্দুক ও তপঞ্চা ও আরং যে অস্ত্র ভিন্নং লোকেরা আপনারদিগের স্বাভাবিক আবশ্যকার্থে রাখে তাহাব্যতিরিক্ত লড়ায়ের কোন অস্ত্র ও দ্রব্যজাত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিশেষ হুকুমবিনা ও এই বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যোপদেশার্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং সমস্ত দাঁড়া ও হুকুমের মতাচরণকরণবিনা লইয়া যাইবার পরওয়ানগী অর্থাৎ অনুমতি হইবেক না ইতি।

লোকদিগের স্বাভাবিক আবশ্যকের অর্থব্যতিরিক্ত লড়ায়ের অস্ত্রাদি সরকারের বিনাহুকুমে লইয়া যাইবার অনুমতি না হইবার কথা।

৮৬ ধারা।

৮৬ ধারা।

রফ্তানী জিনিসের রেজিষ্টরা বহী ও তাহার নক্সার কথা।

কর্ত্তব্য যে যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে রফ্তানী হয় তাহার নিমিত্তে দুই রেজিষ্টরী বহী নীচের নক্সামতে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে প্রস্তুত থাকে ইতি।

নক্সা।

কোর্ট উলিয়ম সমুদ্রপথে রফ্তানীর জিনিস সকল ও তাহার উপর যে মাসুল তহসীল করা গেল তাহার রেজিষ্টরী বহী অমুক মাস অমুক সন।

রেজিষ্টরীর নম্বর	তারিখ	বস্তার রকমের সঙ্খ্যা	জাহাজ	যেখানে জাহাজ যাইতেছে	কোন্ দেশের জাহাজ	সওদাগরের নাম	জিনিস প্রস্তুত করণের কিম্বা পয়দা হওনের স্থানের নাম	জিনিসের রকম	জিনিসের পরিমাণ	জিনিসের মূল্য	মাসুলের মোট সঙ্খ্যা

কোর্ট

৮৭ ধারা।

ফোর্ট উলিয়ম মাসুল মাফের যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে রফ্তানী হয় তাহার রেজিষ্টরী বহী।

রেজিষ্টরীর নম্বর	তারিখ	বস্তার রক মের সংখ্যা নম্বর	জাহাজ	জাহাজ যে খানে যাইতেছে	যে দেশের জাহাজ	সওদাগরের নাম	জিনিস প্রস্তুত হওনের কি উৎপন্ন হওনের স্থানের নাম	জিনিসের রকম	জিনিসের পরিমাণ	চালানের টাকার সংখ্যা।

৮৭ ধারা।

সমুদ্রপথে যাইবার অর্থে মফঃসলহইতে যে কাপড় ও নীল রওয়ানা সহিতে কলিকাতাতে আমদানী হয় তাহার রেজিষ্টরী বহী রাখিবার কথা।

কলিকাতা মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ দেশের মফঃসল স্থানহইতে যত কাপড় ও নীল রওয়ানাসুদ্ধা কলিকাতাতে আমদানী হইয়া সমুদ্রপথে যাইবার নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার কাছারীতে দাখিল হয় তাহার রেজীষ্টরী বহী রাখেন্ ইতি।

৮৮ ধারা।

যেং নিয়মে দুনী ও অন্যং স্লুপের মালিকদিগকে জিনিস উঠাইতে ও জাহাজ বোঝাই করিতে অনুমতি হইবেক তাহার কথা।

দুনীনামে যে সকল জাহাজের ও অন্যং স্লুপের যে মালিক অর্থাৎ স্বামিরা সমুদ্রের ধারাহইতে তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপার করে ও তাহার উপর আরকাটীর মজুরীপ্রভৃতি দিতে হয় তাহারদিগের প্রতি ঐ মজুরীর টাকা দিয়াছে কি তাহা দিবার অর্থে মাতবর জামিনী দাখিল হইয়াছে এ বিষয়ের সমাচার যাবৎ মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হজুরে মাষ্টরআতণ্ডেণ্টসাহেব না দেন তাবৎ ডাঙ্গার উপর জিনিস উঠাইতে কি জাহাজের উপর বোঝাই করিতে অনুমতি থাকিবে না ইতি।

৮৯ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবের মধ্যে লিখনপত্র লেখাপড়ার শৃঙ্খলা অন্যের দ্বারাব্যতিরিক্ত থাকিবার ও কালেক্টর সাহেব ঐ সাহেবলোকের হুকুমমতে কার্য্য করিবার কথা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের হুকুমের সম্বাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হজুরে জানাইবার কথা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের ও সরকারী মাসুলের কালেকটরসাহেবের মধ্যেতে কোম্পানির জাহাজেতে আমদানী ও রফ্তানীহওনের জিনিসের সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় ও তনজ অর্থাৎ ঐ সকল জাহাজের বোঝাইয়ের ওজনের এবং ৬৮ ধারানুসারে যে সকল কাপড় সরকারের স্থানে বিক্রয়করণের অনুমতি আছে তাহার সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ের লেখাপড়ার শৃঙ্খলা অন্যের দ্বারাব্যতিরিক্ত থাকিবেক ও মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই দাঁড়ানুসারে যে নানাপ্রকার হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরহইতে তাঁহার নিকটে পঁহুছে তাহার মতে কার্য্য করিয়া আবশ্যকমতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হজুরে তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৯০ ধারা।

কোন ওজরবিনা কোন ব্যক্তি মাসুল দিলে পর তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া শুনা না যাইবার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি মাসুলের পরিমাণের বিষয়ে কোন ওজর ও অস্বীকারকরণবিনা আমদানী কি রফ্তানীর মাসুল দিয়া থাকে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার দেওয়া মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া পাইবার অর্থে তাহার দাওয়া কোন প্রকারে না শুনেন্ ইতি।

৯১ ধারা।

আমদানী ও রফ্তানীর জিনিস ওজন করিবার কথা।

আমদানী ও রফ্তানীর সমস্ত জিনিস সরকারের তরাজু ও বাটখারাতে ওজন করা যাইবেক ইতি।

৯২ ধারা।

৯২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৭ আইনের ২ ধারানুসারে কয়ালের যে দস্তুরী মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বকালের অর্থে রহিত থাকিবেক ইতি।

কয়ালী দস্তুরী মৌকুফ থাকিবার কথা।

৯৩ ধারা।

সরকারী মাসুলের নিমিত্তে সাধারণরূপে যে সমস্ত দাঁড়া এই আইনে লেখা গেল ও উপরের উক্ত বিশেষ দাঁড়ার ব্যতিক্রম না হয় তাহা কলিকাতা মোকামে খুশ্কী পথে কি সমুদ্রপথে আমদানী ও রফ্তানীহওনের জিনিসের উপর সরকারী মাসুল তহসীলের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই আইনের লিখিত যে সমস্ত দাঁড়া উপরের বিশেষ দাঁড়ার ব্যতিক্রম না হয় তাহা কলিকাতার আমদানী ও রফ্তানীর জিনিসসকলের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

চাটিগাঁ ও বালেশ্বর ও হুগলীর নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া।

৯৪ ধারা।

সমুদ্রপথে চাটিগাঁ ও বালেশ্বরমোকামে যে সকল জিনিস আমদানী হয় তাহাতে ঐ২ মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সমুদ্রপথে কলিকাতামোকামে আমদানীহওয়া জিনিসের মূল্য নির্দ্ধার্য্যকরণের বিষয়ে এই আইনে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথাসাধ্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল জিনিসের মূল্য নির্দ্ধার্য্য করেন্ ইতি।

চাটিগাঁ ও বালেশ্বরের কালেক্টরসাহেবেরা সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের মূল্যচাহর কলিকাতার দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবার কথা।

৯৫ ধারা।

যে সকল জিনিসের বিষয়ে এই আইনেতে বিশেষ কোন হুকুম লেখা গিয়াছে তাহাভিন্ন সমুদ্রপথে রফ্তানীহওনের জিনিসের উপর তাহা যে কোন বন্দরহইতে যায় কর্ত্তব্য যে সেই স্থানের বাজারের নিরিখমতে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার মাসুল লওয়া যায় ইতি।

সমুদ্রপথে রফ্তানী হইবার জিনিসের মূল্য নির্দ্ধার্য্যের কথা।

৯৬ ধারা।

শহর কলিকাতাহইতে রফ্তানীহওনের জিনিসের মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া দিবার বিষয়ে ৭৫। ৭৬। ৭৭ ধারাতে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা চাটিগাঁ ও বালেশ্বরের বন্দরের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

কলিকাতা ও চাটিগাঁ ও বালেশ্বরহইতে রফ্তানীহওনের জিনিসের মাসুল ফিরিয়া দিবার বিষয়ে কোন২ ধারার লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৯৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সমুদ্রপথে যে সকল জিনিস হুগলীর নদী এতাবতা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মোকাম চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুরেতে আমদানী হয় সে সকল জিনিস ঐ সকল মোকামহইতে এ দেশের মধ্যের মফঃসল স্থানেতে যাইতে হইলে ঐ সকল জিনিস ভিন্ন দেশের জাহাজেতে বোঝাই হইয়া কলিকাতাশহরে আসিতে

যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে চন্দননগর ও চুঁচড়া ও শ্রীরামপুরেতে আমদানী হইয়া এদেশের

মফঃসলস্থানেতে যায় তাহার মাসুল হুগলীর পঞ্চোত্তরার কাছারীতে আদায় হইবার কথা।

ঐ সকল জিনিস এদেশের মফঃসলস্থানেতে যাইবার সময়ে আর কোন মাসুল না লাগে এমত রওয়ানা দিবার কথা।

হইলে যত মাসুল প্রকৃত দিতে হইত তত মাসুল ঐ সকল জিনিসের উপর হুগলী মোকামের সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে দিতে হইবেক ও ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মাসুল লইয়া এক রওয়ানা দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ সকল জিনিস কলিকাতার তাবে দেশসকলের সরহদ্দের মধ্যের কোন স্থানে লইয়া যাইবার সময়ে কিম্বা খুশ্কীপথে তাহার সীমার বাহিরে যাইবার সময়ে সরকারী আর কোন মাসুল দিতে না হয় ইতি।

এদেশের মফঃসলস্থানহইতে যে জিনিস চন্দননগর ও চুঁচড়া ও শ্রীরামপুরেতে আইসে তাহার মাসুল হুগলী মোকামে আদায় হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চুঁচড়া ও চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মোকামে এদেশের মফঃসল স্থানহইতে যে সকল জিনিস আইসে তাহাতে হুগলীমোকামের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জিনিস কলিকাতা শহরহইতে ভিন্ন দেশের জাহাজের উপর বোঝাই হইয়া যাইতে হইলে যত মাসুল দিতে হইত তাহা ঐ মোকামে লইয়া যাইবার অনুমতিদেওনের পূর্ব্বে তত মাসুল লন ইতি।

পূর্ব্বে মাসুল আদায় হইয়া থাকিলে তাহা এই ধারার মাসুলের পরিমাণহইতে মিনাহ দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণসকলের উক্ত মতে মোকাম কলিকাতাতে কি পঞ্চোত্তরার অন্য কোন কাছারীতে যদি সরকারী মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ দেওয়া মাসুলের টাকা এই ধারার নির্দ্ধারিত মাসুলের পরিমাণহইতে মিনাহ দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১০ দশম আইন।

পরমিটের মাসুলনামেতে এক্ষণে যে সকল মাসুল তহসীল হইতেছে তাহা রহিত হইয়া তাহার বদলে অনেক খরচ হয় এমত বিশেষ কএক দ্রব্যের প্রতি নূতন পরমিটের মাসুল নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৬ সালের ২৯ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ২০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৬ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৫ রবীয়স্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

সরকারের জায়দাদ অর্থাৎ স্থিতেতে ক্ষতি ও হানি না হইয়া সমস্ত লোকদিগের প্রতি সরকারী মাসুলের দায় সমানহওনের যে সকল হেতু ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের হেতুবাদেতে স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ও উপর্য্যুপরি এতাবতা পুনঃ২ মাসুলসকল লওনহেতুক যে ব্যাঘাত ও বিতথ হইতেছে তাহার নিবারণের নিমিত্তে কৌন্সেলের সভাতে শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের অন্তঃকরণে এমত বিহিত বোধ হইল যে তেজারতের যে কএক জিনিসের উপর সরকারী মাসুলও দিতে হইত ইহার পূর্ব্বে তাহার উপর পরমিটের যে মাসুল লওয়া যাইত তাহা মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইয়া তাহার বদলে অনেক খরচ হয় এমত বিশেষ কোন২ জিনিসের উপর পরমিটের মাসুল ধার্য্য করা যায় যে ঐ সকল জিনিস যখন কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশের মধ্যগত বড়২ শহর ও কস্‌বাতে আইসে তখন তাহার উপর ঐ মাসুল লওয়া যায় একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত ঐ সকল দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৫ ও ১০ আইন ও ১৮০৫ সালের ৬ আইন যাহা শহর কলিকাতা ও পাটনা ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও বারাণস ও দত্ত ও জয় করা দেশসকলের মধ্যগত বড়২ শহর ও কস্‌বার মধ্যেতে পরমিটের মাসুল তহসীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা রদ ও রহিত হইল ও ঐ২ আইনানুসারে যে সকল মাসুল লওয়া যাইতেছিল তাহা উপরের প্রস্তাবিত তারিখঅবধি মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইল ইতি। পরমিটের মাসুলতহসীলের বিষয়ি কোন২ আইন রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

যেং শহর ও কস্‌বাতে এই আইনের উক্ত জিনিসেরে উপর তাহার লিখিত হারেতে পরমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি এই ধারার বেওরা করা জিনিসসকল বিক্রয়ার্থে কিম্বা রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে নীচের বেওরাকরা শহর ও কস্‌বাতে আমদানীহওনের সময়ে ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত শুধরণের দৃষ্টে এই ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখা হারে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

শহর ও কস্‌বার কথা।

শহর ও কস্‌বার তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

শহর।	কস্‌বা।
কলিকাতা। বারাণস। মুরশিদাবাদ। পাটনা। জাঁহাগীরনগর। আগরা। ফরোখাবাদ। আলাহাবাদ। বরেলী।	মেদিনীপুর। বৰ্দ্ধমান। হুগলী। কৃষ্ণনগর। যশোহর। নাটুর। দিনাজপুর। কুমিল্লা। ইসলামাবাদ। নসীরাবাদ। রঙ্গপুর। পূরণিয়া। শিলহট। ভাগলপুর। মুজঃফরপুর। ছাপরা। আরা। গয়া। মীরজাপুর। গোরক্ষপুর। বান্দা। কানপুর। ময়নপুরী। কোল। মুরাদাবাদ। মীরঠ।

জিনিস ও মাসুলের হারের কথা।

জিনিসের তফসীল অর্থাৎ বেওরা।	মাসুলের হার।
ধান্য ও চাউল ও গোম ও যব এইং শস্যের উপর ১০ দশম ধারার ২ প্রকরণের মতে লওয়া যাইবেক শতকরা।	২॥০
দাইল ও মাষকলায় ও বুটের উপর শতকরা।	৫
তৈল ও তৈলিক শস্যের উপর শতকরা।	৫
মিসরী ও চিনি ও গুড়ের উপর শতকরা।	৫
ঘৃতের উপর শতকরা।	১০
তামাকুর উপর শতকরা।	১০
সুপারীর উপর শতকরা।	৫
হরিদ্রার উপর শতকরা।	৫
কয়লা কেবল কলিকাতশহরেতে আসিতে হইলে তাহার উপর শতকরা।	৫
জ্বালানী কাষ্ঠ কেবল কলিকাতশহরেতে আসিতে হইলে তাহার উপর শতকরা।	৫

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি শহর কলিকাতাতে

সরকারের

সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়া লবণব্যতিরিক্ত অন্য নানাপ্রকার লবণ বারাণস শহরেতে ও আগ্রা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও বরেলী ও মীরজাপুর ও গোরক্ষপুর ও বান্দা ও কানপুর ও ময়নপুরী ও কোল ও মুরাদাবাদ ও মিরঠ এই সকল কস্বাতে আমদানীহওনের সময়ে তাহার উপর নীচের বেওরাকরা হারেতে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

লাহুরী লবণের মোনকরা।	১
সাম্বর ও দুদওয়ালী লবণের উপর মোনকরা।	॥০
বালম্বা ও সাম্বালা ও ফরুবাহ ও বোড়াড়ী লবণের উপর ও কলিকাতাতে সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়াব্যতিরেকে আর নানাপ্রকার ভক্ষণীয় অর্থাৎ খাইবার লবণের উপর মোনকরা।	।০

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণসকলের স্পষ্ট করিয়া লেখা জিনিস উপরের লিখিত শহর ও কস্বাতে বিক্রয় করিবার কিম্বা রাখিবার অথবা ঐ২ মোকামেতে খরচ করিবার নিমিত্তে আমদানীহওনের সময়ে তাহার উপর ঐ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মাসুল লাগিবেক ও তাহা এক শহর কি কস্বাহইতে অন্য কোন শহর কি কস্বাতে লইয়া যাওনের সময়ে পথের মধ্যেতে পরমিটের কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

এক শহর কি কস্বা হইতে অন্য শহর কি কস্বাতে লইয়া যাওনের সময়ে জিনিসের উপর মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

৪ ধারা।

শহর কলিকাতাছাড়া আর সর্ব্বত্র এই আইনের নির্দ্ধারিত পরমিটের মাসুল সকল বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের তাবে ও অনুমতিক্রমে তাঁহারদিগের হুকুমতের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য দেশসকলের দৃষ্টে সরকারের মঞ্জুরী মতে হয় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা নির্ণীত মিয়াদে ইজারা দেওয়া যাইবেক অথবা ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের নিযুক্তকরা কার্য্যকারকেরদিগের দ্বারা খাসেতে তহসীল হইবেক পরে প্রথম প্রকারেতে এতাবতা ইজারা দিতে হইলে ইজারার মিয়াদ এক বৎসর কি তাহাহইতে অধিক ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাক্রমে হইবেক ও ভূমি ইজারার দরখাস্ত তলব করা যাওনের মতানুসারে মাসুল ইজারার দরখাস্ত তলবের অর্থে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবেক ইতি।

শহরকলিকাতাভিন্ন অন্যত্র পরমিটের মাসুল মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা ইজারা দেওয়া যাইবার কথা।

৫ ধারা।

পরমিটের মাসুলের ইজারার বিষয়ের সমস্ত দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা

পরমিটের মাসুলের

ইজারার দরখাস্ত কালেক্টরসাহেব যে বোর্ডের হুকুমের তাবে হন্ তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে গুজরাইবার কথা।

দ্বারা ঐ কালেক্টরসাহেব যে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য হন্ সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে উপস্থিত করা যাইবেক ও যে সকল দরখাস্ত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরেতে গ্রাহ্য হইয়া সরকারের মঞ্জুরীক্রমে দৃঢ় হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কোন দরখাস্ত গ্রাহ্যের উপযুক্ত হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

দরখাস্তের সহিত এক কেতা মাতবর জামিনীও দাখিল করিতে হইবার কথা।

ঐ সকল দরখাস্ত দাখিলকরণের সময়ে ঐ দরখাস্তের করারদাদ অর্থাৎ নিয়ম করা টাকা প্রতিমাসে সমান কিস্তিবকিস্তি কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানাতে অর্থাৎ তহবীলে দাখিল করিবার নিমিত্তে তাহার সহিত এক কেতা মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য জামিনীও দাখিল হয় ইতি।

৭ ধারা।

ইজারদারকে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যে ইজারদারের দরখাস্ত বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে নামঞ্জুর ও দৃঢ় হয় তাহার দাখিলকরা উপরের ধারার উক্ত জামিনী পূরা হইলে ঐ ইজারদারকে এই আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়া ও নিয়মমতে ৩ ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখা মাসুলতহসীল করিতে পারিবার ক্ষমতার্পণের কথাসম্বলিত সনন্দ কিম্বা পরওয়ানা কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ ও কালেক্টরীর মোহরে দেওয়া যাইবেক আর কর্ত্তব্য যে ঐ ইজারদার ঐ সকল দাঁড়া ও নিয়মমতাচরণ করিবার নিয়মসংযুক্তে নীচের নক্সামতে এক কেতা কবুলিয়ৎ দাখিল করে ইতি।

কবুলিয়তের নক্সা।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য কবুলিয়ৎপত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের লিখনমতে এই তারিখঅবধি অমুক মিয়াদে এত টাকাতে অমুক শহর কি কস্বার পরমিটের মাসুল আমাকে ইজারা দিলেন একারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে ঐ টাকা এই কবুলিয়তের পৃষ্ঠের লিখিত কিস্তিবন্দীমতে প্রতিমাসে সমান কিস্তিবকিস্তি ও কোন কিস্তি কিম্বা কএক কিস্তির টাকা সময়ে দাখিল করিতে না পারিলে তাঁহার সুদ শতকরা মাসে এক টাকার হিসাবে যে সময়ে যত টাকা জমা হইবেক তাহার সহিত কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানা অর্থাৎ তহবীলে দাখিল করিব এই নিয়মে যে যদি কখন সরকারের হুকুমমতে আমার ইজারার মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময়ে কতক দিনের নিমিত্তে গল্লা অর্থাৎ শস্যের মাসুল মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত থাকে তবে ঐ মৌকুফ থাকনকালপর্য্যন্ত তাহার বদলে মাসং এত করিয়া মজুরা পাইব এবং একরার করিতেছি যে ঐ আইনের নির্দ্ধারিত যে সমস্ত হুকুম ও নিয়ম ঐ আইনের স্পষ্ট করিয়া লেখা পরমিটের মাসুলতহসীলের বিষয়েতে আমার কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কোন প্রকারে সে সকল হুকুম ও নিয়মের অন্য

মতাচরণ

মতাচরণ করিব না আর এই আইনানুসারে যে সকল মাসুল লওয়া সঙ্গত তাহা ব্যতিরিক্ত আর কোন মাসুল রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুস কিম্বা তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যদি কাহার স্থানে আপনি স্বয়ং লই কিম্বা আমার নিযুক্তকরা আমলাহইতে কেহ লয় তবে ঐ আইনের নির্ণীত প্রতিফলের অতিরিক্ত জরীমানারূপে তাহার ত্রিগুণ ফিরিয়া দিব ইতি।

৮ ধারা।

যে সীমার মধ্যে পরমিটের মাসুলতহসীলের নিমিত্তে কএক চৌকীনিরূপণ হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ঐ সীমানিরূপণ করিবার কথা।

সীমানিরূপণের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দিবার ও ছোটবড় সমস্ত লোককে জানাইবার কারণ ইশ্‌তিহার দিবার কথা।

ইজারদারের কর্ত্তব্য যে শহর ও কস্‌বার সরেরাস্তা ও তাহাতে যাতায়াতের পথের উপর যে মতে ঐ শহর কি কস্‌বার আশ্‌পাশ ও তাহার দুই ক্রোশ বেড়ের সমস্ত গঞ্জ ও বাজার মধ্যগত হয় এমত কএক চৌকী নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরমিটের মাসুলতহসীল করে ও কলিকাতাছাড়া ৩ ধারার বেওরা করিয়া লেখা সমস্ত শহর ও কস্‌বার সম্পর্কীয় কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইবামাত্র এই ধারার লিখিত সীমানিরূপণ করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ সে জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে জ্ঞাতহওনার্থে লিখিয়া পাঠান্ এবং ছোটবড় সমস্ত লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্তে কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে তাহার ইশ্‌তিহার দেন্ ইতি।

৯ ধারা।

ইজারদার সুপারী ও তৈল ও মিসরীর উপর নির্দ্ধারিত মাসুল লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যেহেতুক সুপারী ও তৈল ও মিসরীর উপর সরকারের ও পরমিটের এ দুই মাসুল দেওয়া আবশ্যক এমতে ইজারদারের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ সকল জিনিস বিক্রয় করিবার কিম্বা রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে আসিতে হইলে তাহার সঙ্গে রওয়ানা থাকে বা না থাকে নির্দ্ধারিত মাসুল লয় ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারের নীলামেতে যে লবণ বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাভিন্ন অন্য লবণের উপর বারাণসদেশে ও তাহার পশ্চিমের দেশসকলেতে সরকারের ও পরমিটের দুই মাসুল দেওয়া আবশ্যক এমতে বারাণসশহর ও আগরা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও বরেলী ও মীরজাপুর ও গোরক্ষপুর ও বান্দা ও কানপুর ও ময়নপুরী ও কোল ও মুরাদাবাদ ও মিরঠ এই সকল কস্‌বার পরমিটের মাসুলের ইজারদারের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়াছাড়া আর নানাপ্রকার লবণ বেচিবার কি রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে আমদানী হইতে হইলে তাহার সঙ্গে রওয়ানা থাকে বা না থাকে তাহার উপর নির্দ্ধারিত মাসুল লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কথাসকলের অনুসারে নীচের লিখিত বেওরাক্রমের শহর ও কস্‌বাসকলেতে কোন প্রকার লবণ আমদানী হইবার সময়ে কোন প্রকারে কিছু মাসুল লওয়া সঙ্গত হইবেক না ইতি।

শহর

শহর ও কস্‌বার তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

কলিকাতা। মুরশিদাবাদ। পাটনা। জাহাঁগীরনগর। মেদিনীপুর। বর্দ্ধমান। হুগলী। কৃষ্ণনগর। যশোহর। নাটুর। দিনাজপুর। কুমিল্লা। ইসলামাবাদ। নসীরাবাদ। রঙ্গপুর। পূবনিয়া। সিলহট্ট। ভাগলপুর। মুজঃফরপুর। ছাপরা। আরা। গয়া।

১০ ধারা।

নিরিখবহীর কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল জিনিসের উপর পরমিটের মাসুল অবশ্য দিতে হয় নীচের প্রকরণের স্পষ্ট করিয়া লেখা জিনিসছাড়া তাহার মূল্য বাজার ভাওদর সকলের মতে হিসাব করা যাইবেক ও কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসরের মধ্যে একরার অথবা ইজারার মুদ্দৎ অর্থাৎ নিয়মিত কালের নিমিত্তে জিনিস সকলের দরের নিরূপণসম্বলিত এক বহী প্রস্তুত করিয়া তাহার নকল আপনারদিগের দস্তখতে ঐ ইজারদারকে দেন্ ও তাহার অনুসারে ইজারদার মাসুলসকল তহসীল করিবেক এবং কর্ত্তব্য যে ঐ বহীর নকল ঐ সাহেবের দস্তখৎসহিত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ও কালেক্টরসাহেবের কাছারীতেও টাঙ্গান থাকে ইতি।

তণ্ডুলাদি শস্যের মূল্য নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চাউল ও গোম ও যব এই২ শস্যের মূল্য আশী সিক্কার ওজনের এক মোনেতে কলিকাতার সিক্কা ১ এক টাকা ও ধান্যের মূল্য মোন প্রতি ॥০ আট আনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে নিরূপণ থাকিবেক ও সমস্ত সওদাগর ও ব্যাপারিদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা মাসুল তহসীল হইতে হইলে যে সে মতে সর্ব্বদা নগদ দিতে হইবেক তাহাব্যতিরিক্ত নগদ অথবা জিনিস এতাবতা যে শস্যের প্রস্তাব প্রথমে হইল এতাবতা চাউল ও গোম ও যবের মোনকরা ১ একসের কিম্বা ৮ আষ্ট গণ্ডা নগদ ও ধান্যের মোনকরা ১ একসের অথবা ৪ চারি গণ্ডা নগদ এ দুই প্রকারেতেই শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার সমান পড়ে আপনারদিগের যাহা ইচ্ছা তাহা দিতে থাকে ইতি।

১১ ধারা।

তণ্ডুলাদি শস্যের মাসুল লওয়া মৌকুফ রাখিতে সরকারে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ইজারদার তণ্ডুলাদি শস্যের মাসুলতহসীল হওয়া মৌকুফ হইলে যাহা মজুরা চাহে তাহা দরখাস্তে লিখিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুত বৈস্‌প্রেসিডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের প্রতি কৌন্সেলের সভাতে ক্ষমতা থাকিবেক যে যখন বিহিত বুঝেন্ কতক দিবসের নিমিত্তে তণ্ডুলাদি শস্যের মাসুল লওয়া মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত রাখিবার হুকুম দেন্ অতএব এতদ্দৃষ্টে ইজারদারের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৩ ধারানুসারে যে নানাপ্রকার শস্য এতাবতা ধান্য ও চাউল ও গোম ও যব ও মাষকলায় ও বুটের প্রতি যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ঐ সমুদয় কি কোন এক জিনিসহইতে লওয়া মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত হইলে তাহার বদলেতে মাসমাসের কিস্তিতে কত করিয়া মজুরা চাহে তাহাও দরখাস্ত দিবার সময়ে তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখে ইতি।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আবশ্যকমতে কয়াললোকদিগকে নিযুক্ত করে কিন্তু এ নিমিত্তে কয়ালী কিম্বা অন্য কোন প্রকারে কিছু দস্তুরী লইতে পারিবেক না ইতি।

ইজারদার কয়াললোককে নিযুক্ত করিবার কিন্তু দস্তুরী না লইবার কথা।

১৩ ধারা।

ইজারদার গল্লা অর্থাৎ শস্যসকল কিম্বা অন্যং জিনিস মাপিবার কি ওজন করিবার অথবা আর কোন ওজরে ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ীর অধিক কাল বিলম্ব করিয়া রাখিতে পারিবেক না আর যদি ইহা করে তবে ইজারদার যত মাসুল তলব করিয়া থাকে তাহার ত্রিগুণ জরীমানারূপে তাহার শিরে প্রকৃত দেনা ঠাহরিবেক ইতি।

তণ্ডুলাদি কিম্বা অন্য কোন জিনিস ইং ২৪ ঘড়ীর অধিক কাল আটক না রাখিবার কথা।

ঐ দাঁড়ার মতাচরণ না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১৪ ধারা।

শস্যইত্যাদি ভারীং জিনিস রাখিবার নিমিত্তে উপযুক্ত স্থানেতে গোলা করিতে ইজারদার চাহে তবে তাহা পারিবার অনুমতি তাহার প্রতি থাকিবেক ও তাহার যে কেরেয়া ব্যাপারির সম্মতিক্রমে তাহার সহিত ধার্য্য হয় তাহা লইতে থাকে কিন্তু ব্যাপারির অসম্মতিতে তাহাহইতে জিনিস গোলাজাত করাইতে কোন প্রকারে ইজারদারের প্রতি অনুমতি থাকিবেক না ইতি।

শস্যাদি দ্রব্যজাত রাখিতে গোলা বানাইতে পারিবার ও তাহার ভাড়া লইবার কিন্তু জবরদস্তী করিয়া জিনিস তাহাতে না রাখাইবার কথা।

১৫ ধারা।

নিরূপণকরা কালের মধ্যে ব্যাপারী যে সকল জিনিস আনিবেক তাহার ওজন ও কোনপ্রকার তদন্তকরণবিনা ইজারদার ও ব্যাপারির প্রতি তাহারদিগের উভয়সম্মতিতে তাহার মাসুলের ধার্য্যকার্য্য করিতে পারিবার অনুমতি ও ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

জিনিসের ওজন ও অন্য তহকীকবিনা ইজারদার ও ব্যাপারি লোকেরা মাসুলের পরামর্শধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৬ ধারা।

হালওয়াইইত্যাদির মত দোকানদারদিগের প্রতি ইজারদারের সম্মতিক্রমে অনুমতি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের বিক্রয়ের জিনিসের আমদানীর মাসুলের বদলে মাসং যাহা হয় কিছু দিবার ধার্য্যের কথা স্থির করে ইতি।

হালওয়াইআদি দোকানদারেরা ইজারদারের সহিত মিলিয়া মাসুলের বদলে মাসং কিছুং দিবার ধার্য্য করিবার কথা।

১৭ ধারা।

ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপনার কবুলিয়তের লিখিত মাহওয়ারী অর্থাৎ মাসমাসের কিস্তির টাকা প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবাদে কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানা অর্থাৎ তহবীলে পঁহুছাইতে থাকে ও ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইজারদার যেটাকা দেয় তাহার রসীদ কালেক্টরীর মোহর ও আপনারদিগের দস্তখতে ইজারদারকে দিতে থাকেন্ পরে এমতে কোন কিস্তির টাকা দিতে ঐ মিয়াদের উপর বিলম্ব হইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে বাকীপড়নের তারিখ

ইজারদারের মাহওয়ারী কিস্তির টাকা অবাদে প্রতিমাসের ১০ তারিখপর্য্যন্ত দাখিল করিবার কথা।

.˙. কালেক্টরসাহেবেরা ঐ টাকার রসীদ দিবার কথা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নির্দ্ধারিত মতে সুদসমেত বাকী টাকা তহসীল করিতে হইবার কথা।

তিন কিস্তির টাকা বাকী পড়িলে ইজারদারের ইজারা রদ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে ইজারা দিতে কি খাসতহসীলের হুকুম করিতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

অন্যং প্রকারেতে ইজারা দেওনের বদলে মাসুলের তহসীল খাসে রাখিতে বোর্ডের সাহেব লোকের ক্ষমতার কথা।

অবধি আদায়হওনের দিনপর্য্যন্ত মাসে শতকরা ১ এক টাকা হিসাবে সুদসমেত ঐ বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে ইজারদার ও তাহার মালজামিনের প্রতি সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নির্দ্ধারিত মতাচরণ করেন্ এবং যদি ইজারার মিয়াদের মধ্যে ইজারদারের শিরে উপরাউপরি তিন মাসের কিস্তির টাকা বাকী পড়ে তবে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ইজারদারের ইজারা রদ ও রহিত করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ হজুরে জ্ঞাপনার্থে লিখিয়া পাঠান্ ও আপনারদিগের বিবেচনা মতে অন্য যে কোন ব্যক্তি মাজুল ইজারদারের মিয়াদের বাকী আপনার শিরে লয় তাহাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া ইজারা দেন্ কিম্বা কালেক্টরসাহেবের প্রতি মাসুল তহসীল করিবার হুকুম দেন্ ও ঐ দুই বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পরমিটের মাসুলের ইজারার দরখাস্তের লিখিত নিয়ম যদি মঞ্জুর না করেন্ কিম্বা মাসুল ইজারা দেওয়া ঐ সাহেবদিগের চিত্তে বিহিত বোধ না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের প্রতি তাঁহার কার্য্যকারক আমলার দ্বারা নিরূপিত মাসুল তহসীলকরণের হুকুম দেন্ অতএব ঐং প্রকারে ও সর্ব্বপ্রকারেতে বৎসরের প্রথমে অথবা অন্য যে কোন সময়েতে ইজারদারের প্রতি মাসুলতহসীলের ভার না থাকে তখন ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত যেং দাঁড়া ও হুকুম ইজারদারের কার্য্য চালাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিরূপিত মাসুল তহসীল করেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

ইজারা রদ হইলে ১৫। ১৬ ধারার ক্ষমতা মতে ধার্য্যহওয়া নিয়ম রদ হইবার কিন্তু নূতন ইজারদার তাহা দৃঢ় করিলে না হইবার কথা।

উপরের ধারার লিখনমতে যদি ইজারদারের ইজারা রদ করা যায় তবে ১৫ ও ১৬ ধারার উক্ত ক্ষমতানুসারে ঐ ইজারদার ও সওদাগর ও দোকানদারদিগের সহিত যে সকল নিয়ম ও বন্দেজ ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা নূতন যে ইজারদার মিয়াদের বাকী আপন শিরে গ্রহণ করে সেই ইজারদার কিম্বা খাসতহসীলহওনের মতেতে কালেক্টরসাহেব প্রথমাবধি সেই সকল নিয়ম ও বন্দেজ মঞ্জুর ও দৃঢ়করণ ব্যতিরিক্ত রদ হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

নির্দ্ধারিত মাসুল না দিয়া গোপনে জিনিস উঠাইলে যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

জরীমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ হইবার কথা।

যদি সরাসরী তহকীক অর্থাৎ তদন্তক্রমে কালেক্টরসাহেবের হজুরে প্রকাশ হয় যে কোন ব্যক্তি পরমিটের মাসুলী জিনিস মাসুল না দিয়া গোপনে আনিয়াছে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ব্যক্তির প্রতি ইজারদারের জন্যে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের সম্পর্কেতে মাসুলতহসীল হইতে থাকিলে সরকারী জরীমানার যাহাতে ঐ ব্যক্তির শিরে মাসুলের যে টাকা দেনা তাহরিত তাহার ত্রিগুণ দেনা হয় তাহার হুকুম দেন্ ও ঐ দুই প্রকারেতেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকের

ক্রোকের

ক্রোকের বিষয়ে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহার নির্দ্ধারিত দাঁড়া ও হুকুমের মতে সে ব্যক্তির অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ করেন্ ইতি।

২০ ধারা।

বিশেষরূপে যে সকল জিনিসের উপর মাসুল নিরূপণ হইল কি উত্তর কালে হয় তাহাভিন্ন অন্য জিনিসের উপর ও কাহার স্থানে যে সকল জিনিস এমত অল্প থাকে যে স্পষ্টতঃ কেবল তাহার নিজ কর্ম্ম ও খরচের নিমিত্তে বটে তাহার উপর পরমিটের মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের কিম্বা উত্তরকালে অন্য যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখিত বিশেষ২ জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য২ কোন জিনিসের উপর পরমিটের মাসুল লাগিবেক না এবং তলাশীর বাহানাতে মুসাফের অর্থাৎ পথিক লোকদিগের দুঃখ ও প্রতিবাধার নিবারণার্থে ও কোন লোকেরা আপনারদিগের কার্য্যকর্ম্মের নিমিত্তে শহর কি কস্‌বাতে উত্তরিবার সময়ে তাহারদিগের সঙ্গে কেবল আপনারদিগের খরচের নিমিত্তে এই আইনের ৩ ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখা জিনিসহইতে অল্পসল্প কোন জিনিস থাকিলে তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে কোন প্রকার মাসুল তলবকরণ ও অসঙ্গত করিয়া কিছু লওনের বারণার্থে এই ধারানুসারে প্রকাশ ও প্রচার করা যাইতেছে যে যদি কাহার স্থানে এমত অল্পসল্প কোন জিনিস থাকে যে তাহা বেচিবার কি স্তুপ অর্থাৎ ঢেরী করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ও ভারী বোঝার মতও না হয় বরং স্পষ্টতঃ কেবল সে ব্যক্তির নিজের আবশ্যকের নিমিত্তেই বোধ হয় এমত সকল প্রকারেতে ঐ সকল জিনিসের উপর কিছু মাসুল তলব করা কিম্বা তাহা আটক করা যাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

ঐ সকল দাঁড়ার অন্যমতাচরণ করিলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

কোন ইজারদার কিম্বা কালেক্টরসাহেব অথবা পরমিটের মাসুলতহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সকল হুকুম ও দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিয়া বিশেষতঃ যে সকল জিনিসের উপর মাসুল নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি কিম্বা উপরের ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখাকারণ ও হেতুপ্রযুক্ত তাহার মাসুল মাফ হইয়া থাকে সে সকল জিনিসের উপর মাসুল লইলে যে ব্যক্তির স্থানে লইয়া থাকেন্ তাহার দাওয়াকরণ মতে এ বিষয় প্রমাণ হইলে পর খরচা ও ফরিয়াদীর দুঃখের দৃষ্টে তাহার বদলে যাহা দিবার হুকুম হয় তাহাব্যতিরিক্ত তাহার স্থানে যত মাসুল লইয়া থাকেন্ জরীমানারূপে তাহার ত্রিগুণ সে ব্যক্তির অবশ্য দিতে হইবেক এবং যে কোন জিনিসের উপর পরমিটের মাসুল লাগিবেক না কোন ব্যক্তি যদি কোন বাহানাতে সে জিনিস অসঙ্গত আটক করিয়া রাখে তবে ইহাতে যদি তাহার স্থানে কিছু মাসুল না লইয়াও থাকে তথাপি খরচা ও ফরিয়াদীকে যাহা দিবার হুকুম হয় তাহার অতিরিক্ত সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানাও তাহার শিরে দেনা হইতে পারিবেক ইতি।

যে জিনিসের মাসুল লাগিবেক না তাহা অসঙ্গত বিলম্ব করিয়া রাখিলে যে প্রতিফল হইবে তাহার কথা।

২২ ধারা।

ইজারদার ও তাহার আমলার নামে নালিশ

কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইজারদারহইতে কিম্বা তাহার নিযুক্ত করা কার্য্যকারক লোকহইতে উপরের ধারার ও এই আইনের ১৩ ধারার লিখিত

প্রতিফল

শুনিতে ও নিরূপিত দণ্ড দেওয়াইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

প্রতিফল পাইবার যোগ্য কোন কর্ম্মহওনহেতুক ইজারদারের নামে যত নালিশ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় তাহা শুনিয়া তাহার সরাসরী তহকীক অর্থাৎ তদন্তক্রমে খরচা ও সে কর্ম্মহওনেতে যে ব্যক্তি পীড়া পাইয়া থাকে তাহাকে তাহার বদলে যাহা দিতে হয় তাহার সহিত প্রতিফলের টাকা দিবার হুকুম দেন্ এবং কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে অসঙ্গত করিয়া লওনহেতুক ইজারদারের কিম্বা তাহার তরফ কার্য্যকারকেরদিগের নামে যেং নালিশ উপস্থিত হয় তাহা শুনেন্ ও সরাসরী তহকীক অর্থাৎ তদন্তক্রমে তাহা প্রমাণ হইলে মাসুলের নির্দ্ধারিত হার হইতে যাহা অধিক লইয়া থাকে তাহার ত্রিগুণ তাহার স্থানহইতে ফরিয়াদীকে দেওয়াইয়া দেন্ ও ঐ সমস্ত প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের করা হুকুম সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের বিষয়ে চলনহওয়া আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমের মত ইজারদারের প্রতি খাটিবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের করা হুকুম জারীহওনের মতের কথা।

২৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের করা হুকুমেতে উভয়ের মধ্যে কেহ অসম্মত হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

ঐ নালিশ উপস্থিত হওয়াতে কালেক্টরসাহেবের করা হুকুম জারীহওনের নিবারণ না হইবার কথা।

ইজারদার কাহার নামে দাওযাকরণের মোকদ্দমায় কিম্বা তাহার ব্যতিক্রমে কোন ব্যক্তি ইজারদার অথবা তাহার কার্য্যকারকদিগের নামে দাওয়া করিয়া নালিশকরণের মোকদ্দমাতে উপরের ৩ ধারার উক্ত কোন জরীমানা কি প্রতিফল দিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমেতে যদি উভয়ের মধ্যে একজন অসম্মত হয় তবে তাহারদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ হুকুমহওনহেতুক তাহার আপনার যে ক্ষতি বোধ করিয়া থাকে তাহার বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিন্তু ঐ নালিশ উপস্থিতহওনেতে উপরের ধারার অর্পিত ক্ষমতানুসারে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুম জারীহওনের কিম্বা ১৯ ধারার লিখন মতে ক্রোকের যে কোন হুকুম করেন্ তাহার নিবারণ হইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইন কি মাসুল তহসীলের অর্থে আর যে কোন আইন পরে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার বিমত কর্ম্মকরণহেতুক কালেক্টরসাহেবের নামে যেং নালিশ উপস্থিত হয় তাহা শুনিবার ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা অমলালোক অসঙ্গত মাসুল লইলে

জানা কর্ত্তব্য যে যে সময়েতে মাসুলতহসীলের ভার ইজারদারের প্রতি না থাকিয়া কালেক্টরসাহেবের খাসে থাকে সে সময়ে অসঙ্গত করিয়া লওন অথবা অধিক তলবকরণ কিম্বা অসঙ্গত ক্রোকের কোন হুকুমদেওন বরং এই আইনের অথবা উত্তরকালে পরমিটের মাসুলতহসীলের বিষয়ে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার ব্যতিক্রমে কোন কর্ম্মকরণহেতুক কালেক্টরসাহেবের নামে যে সকল নালিশ উপস্থিত হয় তাহা ভূমির মালগুজারীতহসীলের ভারসম্পর্কীয় বিষয়ানুসারে যে সকল নালিশ মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নামে উপস্থিত হয় তাহা শুনিবার ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে চলনহওয়া আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে শুনা ও বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক এবং জানান যাইতেছে যে মাসুলতহসীলের ভার কালেক্টরসাহেবের প্রতি থাকিলে তাঁহার নিযুক্তকরা এদেশীয় আমলালোক এই আইনের ২০ ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিয়া অসঙ্গতরূপে কিছু

মাসুল

মাসুল লইলে তাহারদিগের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৮ ধারার লিখিত দাঁড়াসকল সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

২৫ ধারা।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি এই আইনের লিখনানুসারে যে অধিক শ্রমের ভার হইল তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতার্থে যে মাসুলতহসীল হয় তাহার সামুদায়িক মোট সঙ্খ্যার উপর সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকেরা যে রসুম নির্দিষ্ট করেন মাসুল ইজারাতে অথবা খাসতহসীলেতেই বা থাকে তাহা পাইবার অধিকার রাখিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগের তহসীল করা মাসুলের সঙ্খ্যার উপর রসুম পাইবার কথা।

শহর কলিকাতার নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া।

২৬ ধারা।

কলিকাতাশহর ও তাহার আশপাশ স্থানেতে সরকারী মাসুলের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাঁহার নায়েবসাহেবের সহকারিতায় এই আইনের নির্দ্ধারিত মাসুলতহসীল হইবেক ও ঐ দুই সাহেব এই ভারের দৃষ্টে পরমিটের মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরসাহেবপদবীতে খ্যাত হইবেন ইতি।

কলিকাতাশহরের পরমিটের মাসুল সরকারী মাসুলের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাঁহার নায়েবের সহকারিতায় তহসীল হইবার কথা।

২৭ ধারা।

শহর কলিকাতার পরমিটের কালেক্টরী ও ডেপুটি কালেক্টরী ভারের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা হজুরহইতে যে ব্যক্তি হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হন তাঁহার সাক্ষাৎ হলফ অর্থাৎ দিব্য ও হলফনামার উপর দস্তখৎ করিতে হইবেক ইতি।

কর্ম্মের ভারহওনার্থে দিব্যের কথা।

হলফনামা অর্থাৎ দিব্যপত্রের বিবরণ এই।

আমি অমুক হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি এই প্রকারে যে কলিকাতাশহরের পরমিটের মাসুলের কালেক্টরী কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরী ভারের ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও সত্যপ্রতিপালন করিয়া নির্ব্বাহ করিব ও সরকারের হুকুমানুসারে যে মাসুল লওয়া সঙ্গত ও সরকারী হিসাবেতে যাহা মজুরা হয় তাহাভিন্ন অন্য কোন মাসুল স্পষ্টতঃ অথবা চক্রান্তক্রমে আপনি নিজে অথবা অন্য কাহার দ্বারা লইব না সম্প্রতি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে যাহা সঙ্গত কিম্বা উত্তরকালে সঙ্গত হয় তাহাব্যতিরিক্ত কোন সওগাৎ কি লৌকতা অথবা রসুম কিম্বা আপন ভারসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মুনাফা আপনি নিজে লইব না ও জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও লইতে দিব না ইতি।

২৮ ধারা।

১৮ ধারা।

৩ ধারার উক্ত জিনিসের উপর তাহা কলিকাতাশহরে ও তাহার আশপাশের কোন স্থানেতে উঠিবার সময়ে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—৩ তৃতীয় ধারার বেওরা করিয়া লেখা জিনিস বেচিবার কি ঢেরি করিয়া রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে কলিকাতাশহরের কি তাহার আশপাশের যে কোন স্থানে আসিবার সময়ে তাহার উপর শহর কলিকাতার পরমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই আইনের মর্ম্মের দৃষ্টে ঐ আশপাশের সীমা এই প্রকারেতে প্রকাশ ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি।

কলিকাতাশহরের আশপাশের সীমা নির্দ্দিষ্টের কথা।

তফসীল।

উত্তর সীমা।

দমদমার পুলহইতে উত্তর ঘেঁসিয়া পশ্চিম দিগে কস্বা বরাহনগরের দক্ষিণ সরহদ্দপর্য্যন্ত ও সেখানহইতে বেঁকিয়া হুগলীর দরিয়া এতাবতা গঙ্গার পার বালির খাল বলিয়া কহে যে নালাকে তাহার দক্ষিণ কিনারাপর্য্যন্ত ইতি।

পশ্চিম সীমা।

হুগলীহইতে সাঁকরাইল মোকামে যাইবার সরে রাস্তার উপর যেখানে বালির খাল আছে ঐ বালির খালের সেইখানকার কিনারাহইতে শালকিয়া ও হাবড়া ও শিবপুর হইয়া শিবপুরের টেঁকে করনল কিড সাহেবের যে বাড়ী ও বাগিচা আছে তাহার পশ্চিম সরহদ্দের নিকটের ছোট খালপর্য্যন্ত ও সেখানহইতে গঙ্গার পারে দক্ষিণে বেঁকিয়া মুচিখোলার নূতন রাস্তার সীমামুড়াহইতে যেখানে নূতন রাস্তা সাবেক রাস্তার সহিত মিলিয়াছে সেইপর্য্যন্ত ইতি।

দক্ষিণ সীমা।

ঐ নূতন রাস্তার সীমামুড়াহইতে দক্ষিণ দিগে মোকাম টালীগঞ্জপর্য্যন্ত যেমত সূত্রপাত করিলে ঐ টালীগঞ্জ ও কস্বা এতাবতা হাটবালিয়া তাহার মধ্যগত হয় সেই সূত্রপর্য্যন্ত ইতি।

পূর্ব্ব সীমা।

ঐ টালীগঞ্জহইতে বালিয়াঘাটাপর্য্যন্ত ও সেখানহইতে এক টানা দমদমার পুল পর্য্যন্ত ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারার বেওরা করিয়া লেখা সীমার মধ্যভুক্ত যে সকল স্থান আছে সেই সকল স্থান ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের তৃতীয় আইনের ১৭ ধারাতে কলিকাতাশহরের যে সীমানিরূপণ হইয়াছে তাহার সহিত শহর কলিকাতার আশপাশ বোধ করা যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

খুশকীতে ও নৌকাপথে চৌকী নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

কলিকাতাশহরের পরমিটের সাহেবের কর্ত্তব্য যে গঙ্গার ধারে বালির খালের মহানার উপর এক চৌকী ও খিদিরপুরের ঘাটের উপর এক চৌকী এই দুই

চৌকী

চৌকী নিরূপণ করেন্ এবং কর্ত্তব্য যে আর২ ঘাট ও শহরের কিম্বা তাহার আশ পাশের স্থানেতে খুস্কীতে যাতায়াতের পথের উপর যত চৌকী তাঁহার বিবেচনানুসারে বানান বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুজুরে মঞ্জুর হয় তাহা নিরূপণ করেন্ ইতি।

৩০ ধারা।

পরমিটের মাসুলত হসীলহওনের সময়ের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নীচের প্রকরণের লিখিতছাড়া ৩ ধারার বেওরা করিয়া লেখা জিনিস মফঃসল স্থানহইতে যদি নৌকায় বোঝাই হইয়া আইসে তবে তাহা নৌকাপথের ঐ দুই চৌকীর এক চৌকীতে পঁহুছিবার সময়ে তাহার উপর পরমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক ও মফঃসল স্থানহইতে জিনিস খুস্কীপথে উপরের ধারার নিরূপিত সীমার মধ্যের কোন স্থানে আসিবার সময়ে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু কালেক্টরসাহেবের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ সকল জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিরা সে সকল জিনিসের প্রকৃত যত মাসুল দিতে হইবেক তাহা পনের দিবসের মধ্যে দিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের খাতিরজমা হইবার উপযুক্ত মাতবর জামিনীর সহিত দরখাস্ত দাখিল করে তবে ঐ সকল জিনিস কলিকাতাশহরের মধ্যেতে জলের ও খুস্কীপথের চৌকীতে মাসুল দেওনবিনা আসিবার পরওয়ানগী অর্থাৎ অনুমতিসম্বলিত ছাড়চিঠী তাহারদিগকে দেন্ ইতি।

পনের দিবসের মধ্যে মাসুল দাখিল হইবার নিমিত্তে জামিনী দাখিল করিলে ছাড়চিঠী দিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

সমুদ্রপারে যাইবার কি গঙ্গা দিয়া যাওয়া আসার মনস্থে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি কোন ব্যক্তি মফঃসল স্থানহইতে জিনিস নৌকায় বোঝাই করিয়া সমুদ্রের পারে লইয়া যাইবার মনস্থে আনে কিম্বা এ কথা জানায় যে গঙ্গা দিয়া যাইতে আসিতে সে সকল জিনিস শহরে কি তাহার আশপাশের স্থানেতে উঠাইবার ইচ্ছা রাখে না তবে সে সকল জিনিসের উপর তরী অর্থাৎ জলের পথের দুই চৌকীর কোন চৌকীতে কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না কিন্তু এ দুই প্রকারেতেই এমত সকল জিনিস বোঝাইকরা নৌকাতে চৌকীর পেয়াদাহইতে অনেক পেয়াদা তৈনাৎ থাকিয়া পরমিটের ঘরের ঘাটেতে পঁহুছাইতে হইবেক আর ঐ পেয়াদা ঐ সকল নৌকা ছাড়িয়া দিতে কিম্বা তাহার জিনিস পরমিটের ঘরব্যতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে উঠাইবার অনুমতি দিতে পারিবেক না ও যাবৎ ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের লিখিত দাঁড়ামতে এমত জিনিস রপ্তানী হইবার কি যাইবার বিষয়েতে ঐ২ জিনিস জাহাজে বোঝাই করিবার কিম্বা ছাড়িয়া দিবার পরওয়ানা না হয় কিম্বা বেচিবার অথবা রাখিবার কি খরচ করিবার নিমিত্তে তাহা উঠাইতে হইলে যাবৎ নির্দ্ধারিত মাসুল না দেয় তাবৎ পরমিটের ঘরে থাকিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

যে সকল নৌকা তলাশীর নিমিত্তে লাগান না করিয়া শহর ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা

তলাশীর নিমিত্তে যে

সকল নৌকা না লাগাইয়া যাইতে চাহে তাহার জিনিস জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

চেষ্টা পায় কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার আমলালোকদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল নৌকা আট্‌কাইয়া পরমিটের ঘরের নিকটে পঁহুছান্ আর যদি ঐ সকল নৌকা পরমিটের লোকদিগের ডাকহাঁক করাতে না লাগিয়া ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে তবে সে সকল নৌকাতে যেং জিনিস পাওয়া যায় তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতামতে সরকারে জব্দহওনের যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

৩২ ধারা।

নির্দ্ধারিত মাসুল দিতে যে কেহ ওজর কি অস্বীকার করে ও না দেয় ও তাহার নিমিত্তে মালজামিন না দেয় তাহার বিষয়ে কালেকটর সাহেব যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি পরমিটের যে নির্দ্ধারিত মাসুল জিনিসসকলের উপর প্রকৃত দিতে হয় তাহা দিতে ওজর কি অস্বীকার করে তাহার মাসুল না দেয় কিম্বা পনের দিবসের মধ্যে তাহা দিবার নিমিত্তে মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য মালজামিন না দেয় তবে এমতে ঐ সকল জিনিসের মধ্যহইতে মাসুলের সঙ্খ্যার তুল্য মূল্যের উপযুক্ত জিনিস ক্রোক্ হইবেক ও যাবৎ তাহার মাসুল না দেয় তাবৎ পরমিটের ঘরেতে কিম্বা যে গোলা কি গুদামে অথবা অন্য যে কোন স্থানে কালেক্টরসাহেবের বিবেচনামতে এমত জিনিস রাখণের স্থির পড়ে সেই স্থানে রাখা যাইবেক আর যদি পনের দিনের মধ্যে মাসুল না দেয় তবে ঐ সকল জিনিস নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি।

নীলামে বিক্রয়হওয়া জিনিসের বাকী টাকার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণমতে ঐ সকল জিনিস বিক্রয় হইলে তাহার মাসুল ও পরমিটের ঘরের খরচাবাদে তাহার যে টাকা বাকী থাকে তাহা তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামির দরখাস্তমতে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

নির্দ্ধারিত মাসুল না দিয়া গোপনে জিনিস উঠাইবার চেষ্টা পাইলে তাহা জব্দ হইবার কথা।

এই আইনের ৩ ধারামতে যে সকল জিনিসের উপর মাসুল দেওয়া আবশ্যক মাসুল না দিয়া সেই সকল জিনিস কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতাশহরে কিম্বা তাহার আশপাশের কোন স্থানে লুকাইয়া আনিবার চেষ্টা পায় তবে সেই সকল জিনিস সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

জব্দহওনের যোগ্য জিনিসের সমাচার দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন জিনিস কোনহেতুক উত্তরকালে সরকারে জব্দ হইতে পারিবার সম্ভাবনা হইয়া রাখা গেলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে তাহার সমাচার হুকুম হইবার নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।

জব্দহওয়া জিনিসের মূল্যের টাকার বিভাগ হওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে কোন জিনিস সরকারে জব্দ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় হইবেক ও তাহার মূল্যের টাকা নীচের লিখনমতে বিভাগ হইবেক ইতি।

তফসীল

তফসীল অর্থাৎ বেওরা।

পাঁচ হিস্যার মধ্যে এক হিস্যা কালেক্টরসাহেব ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেব যত করিয়া সরকারহইতে হুকুম হয় তত করিয়া পাইবেন আর সমান ২ দুই হিস্যা গোয়েন্দা ও সরকারের যে আমলালোক ক্রোক্ করিয়া থাকে তাহারা পাইবেক আর দুই হিস্যা সরকারে থাকিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল জিনিস সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য ঠাহরিয়া থাকে যদি বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সে সকল জিনিসের জব্দহওয়া সমুদায় কিম্বা কতক মাফ অর্থাৎ ক্ষমাকরা বিহিত বোধ হয় তবে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা জব্দের বদলে দ্বিগুণ মামুল লইবার হুকুম দিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

জব্দহওয়া মাফ কি কিছু জব্দ করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত ঐ দুই প্রকারেতে যদি জিনিস গোয়েন্দার সমাচারদেওনেতে ক্রোক্ হইয়া থাকে তবে তাহার মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন বিবেচনামতে যাহা বিহিত বোধ হয় ও ঐ সকল জিনিস সরকারে জব্দহওন মতেতে যে আন্দাজ পাইতে পারিত তাহাহইতে অধিকো না হয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক তাহা সেই গোয়েন্দাকে দিবার হুকুম দেন্ ও ঐ টাকা ৩২ ধারার বেওরা করিয়া লেখা দাঁড়ার মতে লওয়া যাইবেক ও উপরের প্রকরণের লিখিত কথার মতে মাসুলের দ্বিগুণ জরীমানার হুকুম হইলে তাহাও ঐ মতে উসুল হইবেক ইতি।

গোয়েন্দারা শ্রমের বেতন পাইবার মতের কথা।

ইনাম দেওয়া টাকা তহসীল করিবার মতের কথা।

মাসুলের দ্বিগুণ জরীমানার টাকা তহসালের মতের কথা।

৩৫ ধারা।

এই আইনানুসারে কলিকাতাশহরের পরমিটের যত মাসুলতহসীল হইবেক তাহা নীচের বেওরাকরা নক্সামতে রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

এই আইনের মতে যে মাসুল তহসীল হয় তাহার রেজিষ্টরী বহী রাখিবার কথা।

নক্সা।

ফোর্ট উলিয়ম ইঙ্গরেজী অমুক সালের মাই মাসের বাবৎ শহরকলিকাতাতে আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুলের বহী।

রেজিষ্টরীর নম্বর	সন তারিখ	যে স্থানের আমদানী সে স্থানের নাম	যে ব্যাপারী লইয়া আসিবেক তাহার নাম	জিনিসের রকম	জিনিসের আন্দাজ	মাসুলের বিবরণ	মাসুলের মোট সঙ্খ্যা

৩৬ ধারা।

পরমিটের মাসুলের কলেক্টর ও ডেপুটী কালেকটরসাহেব জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের তাবে থাকিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতাশহরের পরমিটের মাসুলের কালেক্টরসাহেব ও ডেপুটী কালেকটরসাহেব চলিত আইনানুসারে চব্বিশপরগনার আদালতে উপস্থিত হইবার ও শুনা যাইবার যোগ্য বিষয়সকলের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ঐ আদালতের তাবে থাকিবেন ও ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪০ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকল যেমত সরকারী মাসুলের কালেক্টরী ও ডেপুটী কালেক্টরী ভারের সম্পর্কীয় কর্ম্মকরণের বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের নামে নালিশহওয়া মোকদ্দমাতে সম্পর্ক রাখে পরমিটের মাসুলতহসীলের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ করিবার বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের নামে নালিশহওয়া মোকদ্দমার বিষয়েতে সেই মত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

ঐ সাহেবদিগের নামে নালিশ উপস্থিত হইলে দাঁড়ার কথা।

৩৭ ধারা।

কালেকটরসাহেবের নিযুক্তকরা আমলারা এই আইনের বিমত কর্ম্ম করিলে তাহারদিগের বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

পরমিটের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা আমলালোক এই আইনের কথার অন্যথায় যেং কর্ম্ম করে তাহার বিষয়েতে তাহারা জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের তাবে ও ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের নীচে থাকিবেক ও এই আইনের ২৪ ধারাতে মফঃসলের কালেক্টরসাহেবদিগের আমলালোকের অর্থে অধিক মাসুল তলবকরণের বিষয়েতে যত হুকুম ও প্রতিফল নিরূপণ হইয়াছে তাহা ঐ কালেক্টরসাহেবের আমলালোকের প্রতিও খাটিবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেব তাঁহারদিগের তহসীলকরা মাসুলের উপর রসুম পাইবার কথা।

কলিকাতাশহরের পরমিটের কালেকটরসাহেব ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের নিমিত্তে সরকারহইতে যত মুশাহেরা অর্থাৎ মাহিয়ানা কিম্বা এই আইনানুসারে তহসীলহওয়া মাসুলের মোট সঙ্খ্যার উপর যত রসুম নির্দ্ধার্য্য হয় তাহা পাইবার অধিকার রাখিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

বিশেষ দাঁড়াসত্ত্বে এই আইনের কোনং ধারার লিখিত দাঁড়া কলিকাতার পরমিটের মাসুল তহসীলের বিষয়ে খাটিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের ধারার স্পষ্ট করিয়া লেখা বিশেষ দাঁড়াসত্ত্বেও এই আইনের ৩।৯।১০।১১।১৩।২০ ধারার লিখিত হুকুম ও দাঁড়া কলিকাতাশহরের পরমিটের মাসুলতহসীলের সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়েতে যদি ঐং বিশেষ দাঁড়ার ব্যতিক্রম না হয় তবে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

VOL. V. 94.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২ ধারার ও ১০ দশম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত দাঁড়া শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেন্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৪ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১৫ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ২৯ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

পূর্ব্বের যে চলিত দাঁড়ানুসারে সমস্ত ইষ্টাম্পকাগজের উপর তাহার সিরিস্তার সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার কার্য্যকারক আমলাদিগের দস্তখৎকরা আবশ্যক ছিল ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৭ আইনের ২ ধারানুসারে তাহা এই নিয়মে রদ ও রহিত হইয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত যে সকল ইষ্টাম্পকাগজের উপর দস্তখৎ হইয়া থাকে তাহা বিক্রয়হওনেতে কোন প্রকার নিষেধ থাকিবেক না আর যেহেতুক ঐ সকল দস্তখতী ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়হওনার্থে সময়ের কোন নিয়মনিরূপণের আবশ্যক নাহি আর ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১০ আইনের লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আইনের নিরূপিত তামার নূতন সিক্কা এতাবতা পয়সা বারাণসদেশে চলন হইতে কুলাইবার উপযুক্ত তথাতে পঁহুছে নাহি এতদৃষ্টে শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৭ সপ্তম আইন নির্দ্দিষ্টহওনের তারিখের পূর্ব্বের চলিত দাঁড়ামতে ইষ্টাম্পকাগজের উপর দস্তখৎ হইয়া এখনপর্য্যন্ত তাহা যত প্রস্তুত থাকে সে সকল কাগজ দস্তখৎ না হওয়া ইষ্টাম্পকাগজের মত আদালতের ব্যাপারাদিতে চলিবেক ইতি।

ই° ১৮০১ সালের ৭ আইন নির্দ্দিষ্ট হওনের তারিখের পূর্ব্বের দস্তখৎহওয়া যত ইষ্টাম্পকাগজ এখনপর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকে তাহা চলন থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১০ দশম আইনের যে ৬ ধারার অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট

ই° ১৮০১ সালের ১০ আইনের ৬ ধারা

রদ ও রহিত হইবার কথা।

যে পয়সা এখনপর্য্যন্ত বারাণসদেশেতে চলন আছে তাহার বিষয়ে অন্য কোন হুকুমহওন পর্য্যন্ত চলন থাকিবার কথা।

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে ঐ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ৬ মাস কাল গত হইলে পর তাহার নিরূপিত পয়সাব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকার পয়সা দেনাপাওনার টাকা আদায়হওনের অর্থে চলিবেক না ঐ ৬ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল আর এখনপর্য্যন্ত যে সকল পয়সা বারাণসদেশে চলন আছে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের আজ্ঞাকরা ইশ্‌তিহারনামানুসারে যাবৎ এমত প্রকাশ ও প্রচার না হয় যে ঐ আইনের তিন ধারার নিরূপিত মণ্ডলাকার ও ওজনবিশিষ্ট পয়সা বারাণসদেশে চলন হইতে কুলাইবার উপযুক্ত তথাতে পঁহুছিয়াছে তাবৎ সরকারের ও সমস্ত লোকদিগের সমস্ত দেনাপাওনার বিষয়ে চলন থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

দেওয়ানী আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার নিমিত্তে ও উভয় পক্ষের রাজীনামানুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার অধিক রফা অর্থাৎ মিটমাটহওনার্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৪ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১৫ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ২৯ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে প্রথমতঃ কিম্বা আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণার্থে মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের দুই জন জজসাহেবের বৈঠককরণের আবশ্যকতা ও এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ঐ২ আদালতের দুই জন জজসাহেবের বৈঠকব্যতিরিক্ত সেই২ আদালতের হওয়া কোন ডিক্রী কিম্বা হুকুম পূরা বোধ হইবেক না কিন্তু কোন২ মফঃসল আপীল আদালতে আপীলের অনেক মোকদ্দমা একত্রহওন দেখা যাওনেতে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনানুসারে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক সঙ্খ্যার দাওয়ায় প্রথমত উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার বিষয়ে ঐ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া এমত আবশ্যক হইল যে ঐ দাঁড়া এ প্রকারে শুধরা যায় যে মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের এক কি ততোধিক সাহেবের বিদ্যমান থাকনেতে প্রতিদিন ঐ আদালতের বৈঠক হইতে থাকে ও সদর দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের আধিক্য ও বাহুল্যের দৃষ্টে আবশ্যক বুঝা গেল যে ঐ আদালতের বৈঠকের অর্থেও ঐ মত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় ও অনেক জিলা ও শহরের আদালতেতে এদেশনিবাসি কমিস্যনর লোকদিগের করা নিষ্পত্তিহইতে আপীলহওয়া অনেক মোকদ্দমা জড় হইয়াছে সেহেতুকও এমত আবশ্যক হইল যে ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের হুকুমতের ব্যাপ্য সীমানার কমিস্যনর লোকদিগের করা ফয়সলাহইতে আপীলহওয়া সমস্ত মোকদ্দমা ঐ সাহেবেরা নিজে শুনিবার অর্থে চলিত আইনানুসারে যে হুকুম হইয়াছে তাহা শুধরা যায় ও সমস্ত আদালতেতে রাজীনামানুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের প্রায় অনেক মিটমাটহওনের নিমিত্তে উচিত ও বিহিত বুঝা যাইতেছে যে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা সমাধা হওন ও সওয়াল ও জওয়াব পড়াযাওনের পূর্ব্বে রাজীনামানুসারে নিষ্পত্তি হয়

 তাহার

তাহার নালিশের রসুম ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে কিম্বা সমাপ্তহওনের ও সওয়াল জওয়াব পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হইলে অর্দ্ধেক রসুম ফিরিয়া দেওনের অর্থে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্টকরা যায় এহেতুক শ্রীযুত বৈস প্রসিডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার ব্যাপ্য দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে চলিত দাঁড়ানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জজসাহেবের বৈঠককরা আবশ্যক তাহা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতে ঐ আদালতের দুই জন জজসাহেবের বৈঠকহওনের আবশ্যকের অর্থে ও দুই জন জজসাহেবের বৈঠক বিনা ঐ আদালতের হওয়া কোন ডিক্রী পূরা না হওনের বিষয়ে চলিত আইনানুসারে যে হুকুম আছে তাহা নীচের বেওরাকরা কথার অনুসারে শুধরা গেল ইতি।

যে মতে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেব বৈঠক করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতের এক কিম্বা ততোধিক জজসাহেব হাজির অর্থাৎ উপস্থিত না থাকন কিম্বা অসুস্থ থাকনহেতুক কিম্বা ঐ কর্ম্মের ভার খালিথাকন অথবা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজসাহেবের বিদ্যমানক্রমে নির্ণীত বৈঠকহওয়া অসম্ভব হইলে ঐ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি একাকী নির্ণীত বৈঠক করিয়া চলিত আইনানুসারে নীচের বেওরাকরা দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হুকুম দেন্ ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

যে ফয়সলা কি হুকুম হইতে আপীল হয় তাহা বদল কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিলে মফঃসল আপীল আদালতের এক জজসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলা ও হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারের সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের যে জজসাহেব ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠক করিয়া থাকেন্ তাঁহার বিবেচনানুসারে যে ফয়সলা কি হুকুমেতে আপীল হয় তাহা ফিরাণ কিম্বা অদলবদল করা যদি বিহিত বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেব তাঁহার সঙ্গে ঐ আদালতের আর এক কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের বৈঠক হওন বিনা সে মোকদ্দমার ডিক্রী কিম্বা তাহাতে পূরা কোন হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

কোন জজসাহেব আপন দেওয়া হুকুমহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে বৈঠক না করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতের কোন জজসাহেবের প্রতি তাঁহারদিগের আপনারদিগের করা নিষ্পত্তি ও হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে বৈঠক করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এক জজসাহেবের করা ফয়সলা দুই জন কি ততো

উপরের ধারামতে মফঃসল আপীল আদালতের এক জজসাহেবের বৈঠকেতে যে সকল ফয়সলা হয় তাহা চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতের সাহেবদিগের

দুই জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বৈঠকেতে হওয়া ফয়সলার মত পূরা হইবেক এবং চলিত আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য অথবা অযোগ্য হইবেক ইতি।

ধিক জজসাহেবের করা ফয়সলার মত পূরা হইবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি ঐ আদালতের আর২ জজসাহেব অনুপস্থিত থাকনের সময়ে যে সকল ব্যাপার ও কর্ম্মকার্য্যকরণের ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহার নিরূপণ ও বিবরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ প্রথম আইনেতে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা এই আইনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের যে এক জন জজসাহেব বৈঠক করিবেন নীচের শুধরণের দৃষ্টে তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই আইনানুসারে যে এক জজসাহেব বৈঠক করিবেন ইং ১৮০৭ সালের ১ আইনের লিখিত দাঁড়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি এই আইনের ২ ধারার মতে তাঁহার আপনার কিম্বা চলিত আইনানুসারে ঐ মফঃসল আপীল আদালতের অন্য এক জন কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের করা অসম্পূর্ণ ডিক্রী ও হুকুম শেষ এতাবতা পূরা করিতে পারিবার অনুমতি থাকিবেক কিন্তু ঐ আদালতের অন্য এক জন কি ততোধিক জজসাহেবের করা ডিক্রী কি হুকুম ফিরাইতে ও অদলবদল করিতে কোন প্রকারে ঐ এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

এই আইনের ২ ধারানুসারে যে অসম্পূর্ণ ডিক্রী ও হুকুম হয় এক জন জজসাহেব তাহা পূরা করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি তাঁহার আপনার করা ফয়সলা ও দেওয়া হুকুমহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য২ যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত ঐ আদালতে উপস্থিত হয় তাহা মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু দরখাস্ত দিবার মিয়াদ অতীত হইয়া যাওন কিম্বা দাঁড়া ও নীতির ব্যতিক্রমহওন অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমার আপীল নামঞ্জুরীর হুকুম হইলে চলিত আইনানুসারে ঐ হুকুমের আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক এবং ঐ একৈক সাহেবের প্রতি তাঁহার আপনার করা ফয়সলা ও হুকুমহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমাভিন্ন ঐ মফঃসল আপীল আদালতে অন্য২ মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতেতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারকালে এবং আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা শুনিতে তথাকার যে এক জন জজসাহেব এই আইনের মতে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি সাক্ষির সাক্ষ্যবাক্য মঞ্জুরকরণ ও জোবানবন্দীলওনের ও মোকদ্দমার বিচারসম্পর্কীয় অন্য সমস্ত বিষয়েতে স্বীয় বিচারানুসারে ও চলিত আইনের মতে যে হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন তাহা দিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ আই

ইং ১৮০৭ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাক্ষির সাক্ষ্য বাক্য মঞ্জুরীর ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী লইবার ও মোকদ্দমার বি

নের

চারসম্পর্কীয় অন্য২ বিষয়ে হুকুম দিতে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

নের ৭ ধারার লিখিতদাঁড়ানুসারে এমত নির্দ্দিষ্টহইয়াছে যে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বৈঠককালে ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ এক জন জজসাহেবের সমক্ষে যে সাক্ষির জোবানবন্দী হইয়া থাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তাহার জোবানবন্দী লন্ ও আবশ্যক সময়ে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লন্ বরং ঐ এক জন জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের পরিবর্ত্তে অথবা শুধরণে কিম্বা নিবর্ত্তে যে হুকুম বিহিত ও চলিত আইনের মতানুযায়ী হয় তাহা দেন্ সে সকল দাঁড়া ঐ সকল প্রকারেতে খাটিবেক ইতি।

মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনিয়া সাক্ষির বিষয়ে এক জন জজসাহেবের যে ক্ষমতা তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ এক জন জজসাহেবের অগ্রে এই আইনমতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে যদি তাঁহার চিত্তে এমত বোধ হয় যে কোন সাক্ষী ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারার উক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে তবে তাহার মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হওনার্থে তাহাকে জামিনীতে কিম্বা কয়েদে রাখিতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

আরজী লইবার বিষয়ে এক জন জজসাহেবের যে ক্ষমতা তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতের যে এক জন জজসাহেব এই আইনানুসারে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে উপস্থিত মোকদ্দমা কিম্বা কোন জিলা কি শহরের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার মুৎফরক্কা আরজী যে সকল প্রকারেতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবলোক তাঁহারদিগেরপুরা বৈঠকের সময়ে তাহা লইতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহা সেই সকল প্রকারেতে বরং চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতে উপস্থিতহওনের ও শুনা যাওনের যোগ্য আর২ সমস্ত আরজী লইয়া ঐ আদালতে অর্পণহওয়া ক্ষমতা মতে এই আইনের লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিষয়েতে আচরণ করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের বৈঠক প্রত্যহ হইবার কথা।

এই আইনের লিখিত মজমুনমতে মফঃসল অপীল আদালতের বৈঠক ঐ আদালতের এক জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বিদ্যমানক্রমে রবিবার ও ছুটীর নির্দ্ধারিত দিবসব্যতিরেকে প্রতিদিন হইবেক আর তাহাব্যতিরিক্ত যদি ঐ আদালতের বৈঠকহওনেতে উপরাউপরি দুই দিন বাদ হয় তবে জ্ঞাপনার্থে তাহার কৈফিয়ৎ সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য ইতি।

৬ ধারা।

চলিত আইনের লিখিত যে দাঁড়ানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে দুই জন জজসাহেবের বৈঠকহওন আবশ্যক তাহা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতে ঐ আদালতের দুই জন জজসাহেবের বৈঠকহওয়া আবশ্যকের ও দুই জজসাহেবের বৈঠকবিনা ঐ আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী কি হুকুম পূরা না বুঝা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনানুসারে যে হুকুম আছে তাহা নীচের বেওরাক্রমের লিখনানুসারে শুধরা গেল ইতি।

যে মতে সদর দেও

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন কিম্বা ততোধিক জজ

সাহেব অনুপস্থিত কি অসুস্থ থাকনহেতুক অথবা কোন জজসাহেবের কর্ম্মস্থান খালী অর্থাৎ শূন্য থাকন কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের দুই জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বিদ্যমানক্রমে নির্ণীত বৈঠক হওয়া অসম্ভব হইলে ঐ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়া হুকুম দিতে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে চলিত আইনানুসারে নীচের বেওরাক্রমের কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আচরণ করেন্ ইতি।

য়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব একাকী বৈঠক করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতের হওয়া ফয়সলা কি হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে এক জন জজসাহেব ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠক করিয়া থাকেন্ যে হুকম কি ফয়সলাহইতে আপীল হইয়াছে তাহা ফিরাণ কি পরিবর্ত্ত করা তাঁহার চিত্তে যদি বিহিত বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের আর এক জন কি ততোধিক জজসাহেব তাঁহার সহিত বৈঠককরণ বিনা সে মোকদ্দমাতে ডিক্রীর কিম্বা পূরা কোন হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব যে ফয়সলা কি হুকুমহইতে আপীল হইয়াছে তাহা রদ করা কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজসাহেবের প্রতি তাঁহারদিগের আপনার করা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারেতে বৈঠক করিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

কোন জজসাহেব আপন নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা ও দেওয়া হুকুমের আপীলের বিচার করিতে বৈঠক না করিবার কথা।

৭ ধারা।

উপরের ধারামতে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের বৈঠকেতে যে সকল ফয়সলা ও হুকুম হয় তাহা চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজসাহেবের বৈঠকেতে হওয়া ফয়সলা ও হুকুমসকলের মত পূরা হইবেক ইতি।

এক জন জজসাহেবের করা নিষ্পত্তি দুই জন কি ততোধিক জজসাহেবের করা নিষ্পত্তির মত পূরা বঝা যাইবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের ৪ ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও ভারার্পণ হইল সেইমত ক্ষমতা ও ভার সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতি ঐ ধারার ৩ প্রকরণের নীচের লিখনক্রমে শুধরণের সহিত থাকিবেক ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইল সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের প্রতিও সেই ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আদালতের বৈঠকের সময়ে ঐ এক জন জজসাহেবের প্রতি আপনকরা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমেতে আপীলহওনের মোকদ্দমাব্যতিরেকে আর সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের কিম্বা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসা

এক জন জজসাহেবের

হেবের

প্রতি সেই আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজসাহেবের ফয়সলা কি হুকুম পরিবর্ত্ত করিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

হেবের প্রতি কোন প্রকারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজসাহেবের করা ফয়সলা কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমা শুনিতে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি যে দাঁড়ানুসারে হুকুম আছে তাহা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের আপনং হুকুমতের ব্যাপ্য সীমাতে নিযুক্তহওয়া এদেশীয় কমিস্যনরদিগের করা ফয়সলাতে আপীলহওয়া মোকদ্দমা নিজে শুনিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২২ ধারার কিম্বা চলিত কোন আইনের লিখনানুসারে যে হুকুম আছে নীচের লিখনক্রমে তাহা শুধরা গেল ইতি।

জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তিহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমা যে মতেতে সদর আমীন কি আদালতের কোন মৌলবী ও পণ্ডিতকে অর্পণ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জিলা ও শহরে যে সময়ে মফঃসলের কমিস্যনরদিগের করা ফয়সলাহইতে আপীলহওয়া মোকদ্দমা এত থাকে যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের দ্বারা শীঘ্র সে সকল মোকদ্দমা শুনা যাওয়া ও নিষ্পত্তি পাওয়াতে আরং উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওয়াতে বিলম্ব দর্শিবার সম্ভাবনা হয় এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে বরং তাঁহার আবশ্যক যে এমত মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের অনুসারে ও দত্ত ও জয়করা দেশে ঐ সনের ১৬ আইনের ২৬ ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া যে কোন সদর আমীনের কিম্বা আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১৫ আইনানুসারে সদর আমিনী কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ভারার্পণ হইয়াছে তাঁহারদিগকে অর্পণ করেন ইতি।

আপীলের যে মোকদ্দমা সদর আমীন কি আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতকে অর্পণ হয় তাহাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি পূরা হইবার ও তাহার কেবল খাস আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে যে সদর আমীন কিম্বা আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত সদর আমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন আপীলের যে সকল মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ হয় সে সকল মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি পূরা বুঝা যাইবেক কিন্তু যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেব আপীল হইবার অযোগ্য মোকদ্দমার খাস আপীলহওনের বিষয়ে চলনহওয়া দাঁড়ার মতে বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ঐ সকল মোকদ্দমাহইতে কোন মোকদ্দমা খাস আপীলমতে শুনা বিহিত বুঝিলে তাহা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

১০ ধারা।

সদর আমীন ও আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতেরা আপীলের মোকদ্দমার যথার্থ তদন্তক্রমে নিষ্পত্তি হইলে পর যে রসুম পাইবেন তাহার কথা।

যে সদর আমীনদিগকে ও সদর আমিনী কর্ম্মের ভারাক্রান্ত আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতেরদিগকে উপরের ধারামতে আপীলের মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাঁহারা সে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের তদন্তক্রমে নিষ্পত্তিহওনের পর প্রথম উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণে চলিত আইনানুসারে যে রসুম পাইয়া থাকেন তাঁহারা এ মোকদ্দমাতেও তাহা পাইবার অধিকার রাখিবেন কিন্তু আপীলের যে সকল মোকদ্দমা আপেলান্টের গরহাজিরী অর্থাৎ উপস্থিত না থাকাতে কিম্বা

 অন্য

অন্য কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত তাহার বৃত্তান্তের বিনাবিচার ও তদন্তে শুনা না যায় সে সকল মোকদ্দমাতে সদর আমীন কিম্বা মৌলবী ও পণ্ডিত নালিশের কিছু রসুম পাইতে পারিবেন না আর যদি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা রাজীনামানুসারে নিষ্পত্তি পায় নীচের ধারার লিখিত কথা তাহাতে খাটিবেক ইতি।

বৃত্তান্ততদন্ত না হইয়া কোন ত্রুটিক্রমে আপীলের মোকদ্দমা না শুনা গেলে তাহার রসুম না পাইতে পারিবার কথা।

রাজীনামানুসারে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার সহিত নীচের ধারার লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ। —প্রথম উপস্থিতহওয়া ও আপীলের মোকদ্দমা উভয় বিবাদির রাজীনামানুসারে অনেক মিটমাটহওনের নিমিত্তে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইন জারী হইলে পর প্রথম উপস্থিতহওয়া কি আপীলের যে কোন মোকদ্দমা সমাধাহওনের ও তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কাগজপত্র পড়া যাওনের পূর্ব্বে রাজীনামা দাখিলহওনমতে নিষ্পত্তি পাওনের সর্ব্বপ্রকারেতে সে মোকদ্দমা এদেশনিবাসি সদর কিম্বা মফঃসলের কমিস্যনরের নিকটে অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের অগ্রে কিম্বা মফঃসল অপীল আদালতে কি সদরেই বা উপস্থিত হইয়া যত রসুম দাখিল হইয়া থাকে তাহা সমস্ত উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি রসুম দিয়া থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

রাজীনামা দাখিল হইলে নালিশের সমস্ত রসুম ফিরিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। —মোকদ্দমা সমাধাহওনের ও তাহার সওয়াল জওয়াবের কাগজপত্র পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হইলে উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি নালিশের রসুম দিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে ঐ রসুমের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক আর বাকী অর্দ্ধেক সে মোকদ্দমা এদেশীয় কমিস্যনরের নিকেট কিম্বা কোন জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের অগ্রে উপস্থিত হইয়া থাকিলে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ৩। ৪ ধারার ও ৪৯ আইনের ৭ ও ১১ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে মতে নালিশের রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

অপরাধি লোকদিগের অপরাধক্ষমা কি শাস্তির অল্পতাকরণের বিষয়ে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার বিবরণের এবং মোকদ্দমা যাবৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে উপস্থিত থাকে তাবৎ কালের নিমিত্তে কোন২ প্রকারেতে আসামীদিগের হাজিরজামিন লইবার বিষয়ে দায়েরসায়ের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৬ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৪ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৭ সালের ২৫ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৩ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ও ৭ ধারার লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এমত সন্দেহ জন্মিল যে নিজামৎ আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে যদি সে মোকদ্দমার আসামীরা ঐ আদালতের মৌলবীদিগের উক্ত মুসলমানের শরার হুকুমমতে নির্ণীত কোন শাস্তি কি বধের যোগ্য না হয় কিন্তু সরকারের আইনে ঐ শরয়ীমতের সুধরণে যেমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তদনুসারে বধের যোগ্য হয় আর ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে ক্ষমা করিবার উপযুক্ত বোধ হয় তবে এ মতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোকদ্দমার কাগজপত্র ক্ষমাহওনের সম্মতির নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ কিম্বা ক্ষমাকরণে কি তাহারদিগের নির্ণীত শাস্তির অল্পতাকরণেতে আপনারদিগের বিবেচনানুসারে আচরণ করেন্ এবং এ বিষয়েরো সন্দেহ হইল যে যাহারদিগের নামে গুরুতরাপরাধের নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তাহারদিগের মোকদ্দমাতে অপরাধ প্রমাণহওনে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের মত ঐ আদালতের মৌলবীর মতের সহিত ঐক্য না হয় ও ঐ সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে উপস্থিতহওনের যোগ্য হয় এ মতেতে ঐ আসামীদিগের জামিনী লইতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে কি না অতএব এই২ প্রকারেতে সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ মিটাইবার নিমিত্তে এবং এতদ্দৃষ্টে যে সরকারের অনিষ্টকরণজন্য অপরাধের নালিশ যাহারদিগের নামে হয় তাহারদিগের মোকদ্দমাভিন্ন অন্য যে কোন মোকদ্দমাতে কোন গুরুতরাপরাধের কর্ম্মকরণেতে সঙ্গিহওন কি তাহার সম্ভেদ জাননের সন্দেহ যাহার কি যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারদিগের প্রতি ঐ অপরাধকরণিয়া লোক কি লোকদিগের সন্ধান জানিবার কি তাহারদিগকে ধরিবার কি তাহার হেতুবাদ।

 দিগের

দিগের অপরাধ প্রমাণকরণের নিমিত্তে অপরাধ ক্ষমাকরণ কি শাস্তির অল্পতাকরণ অথবা অপরাধ ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞাকরা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে বিহিত ও বিচারসঙ্গত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বৈঠকের অনুমতিবিনা আপনারাই তাহার হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ঐ ক্ষমতাচরণকরণের কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বমত সরকারেতেও বহাল ও স্থিরতর থাকে এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সরকারের অনিষ্টকরণাপরাধের অপবাদিত দিগের সহিত যাহা সম্পর্ক রাখে তাহাভিন্ন চলিত আইনের অন্য যে সকল কথানুসারে অপরাধ ক্ষমা কি শাস্তির অল্পতা করণেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি লওয়া আবশ্যক তাহা রদহইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৬ আইন ও ঐ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ১৯ ও ২০ ও ২১ ধারা ও চলিত আইনের লিখিত আর২ যে সকল কথানুসারে নিজামৎ আদালতের যে সাহেবদিগের নামে কোন এক অপরাধের নালিশ উপস্থিত কি অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে তাহারদিগের অপরাধ মাফ অর্থাৎ ক্ষমাকরণ কি শাস্তির অল্পতাকরণের অনুমতি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে লওয়া আবশ্যক সেই সকল কথা তাহার মধ্যে যাহা সরকারের অনিষ্টকরণজন্য অপরাধের অপবাদিত লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাছাড়া এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের সাহেবলোকের অপরাধির অপরাধ ক্ষমা কি শাস্তির অল্পতাকরণের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

সরকারের অনিষ্টকরণজন্য অপরাধের দাওয়ার যেং মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২০ আইনের ৫ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের হওয়া হুকুমের সহিত সরকারের হুকুম হইবার নিমিত্তে হজুরে পাঠান আবশ্যক তাহাভিন্ন ঐ নিজামৎ আদালতে উপস্থিত আর সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমাতে যদি ঐ আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়া কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ আইনের লিখনানুসারে জিলা ভাগলপুরের পাহাড়ীয়াদিগের সরদার লোকের যে সম্প্রদায় বৈঠক করে তাহারদিগের করা হুকুমানুসারে এক জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক আসামী এমত শাস্তির উপযুক্ত হয় যে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ও মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টিকরণাধীন নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে ন্যায়বিচারানুচারে অতিকঠিন বোধ হয় অথবা যে কোন আসামীর নামে সরকারের অনিষ্টকরণজন্য অপরাধের নালিশ উপস্থিতহওয়াভিন্ন সে যদি নিজামৎ আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে ঐ নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়া কিম্বা ভাগলপুরের পাহাড়ীয়ালোকের সরদারদিগের করা হুকুমানুসারে

হুকুমানুসারে বিশেষ কোন শাস্তির নিরূপণ না থাকিলেও সরকারের চলিত আইনের লিখিত হুকুম ও দাঁড়ানুসারে এমত শাস্তির যোগ্য হয় যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে বিচার্য্যমতে অতিশয় বোধ হয় তবে এই সকল প্রকারেতে নিজামৎ আদালতের দুই কিম্বা ততোধিক জজসাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ও মোকদ্দমার ভাবের অনুসারে যেং প্রকার ক্ষমা ও শাস্তির অল্পতাকরা বিচার্য্যমতে বিহিত বোধ হয় তাহার হুকুম দেন কিন্তু ঐ সমস্ত মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে এই ধারার প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে যেং প্রকার ক্ষমা ও শাস্তির অল্পতাকরণের হুকুম দেন তাহার বিবরণ লিখিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক কি জিলা ভাগলপুরের যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে তাহারদিগকে জ্ঞাপনার্থে লিখিয়া পাঠান্ আর ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ সাহেবলোকেরদিগকে হুকুম দেন্ যে যে আসামীর প্রতি উপরের উক্ত হুকুম হইয়াছে আদালতের বৈঠকের সময়ে তাহা তাহাকে জানান্ ইতি।

৪ ধারা।

উপরের ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতা ও ভারার্পণ হইল তাহা ঐ সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২৪ ধারা কিম্বা চলিত আইনের লিখিত অন্য কোন দাঁড়ানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের ও জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা ফৌজদারীর ছোট সাহেবের নিষ্পত্তিকরা যে সকল মোকদ্দমার মিসিল দৃষ্টি করেন্ তাহাতেও খাটিবেক এবং আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার মিসিল নজরসানী অর্থাৎ পুনর্ব্বার দৃষ্টিকরা ও তাহাতে হুকুম দেওয়া শাস্তির অল্পতাকরা বিহিত বুঝিলে তাহাতেও খাটিবেক কিন্তু দৃঢ় হেতু ও কারণ না পাওয়া গেলে ও তাহা আদালতের রুবকারীর মিসিলেতে বেওরা করিয়া না লিখিয়া ঐ ক্ষমতামতাচরণকরা ঐ আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য নহে ইতি।

এই ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা হইল তাহা যেং সাহেবের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা দৃষ্টিকরণেতে সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

যে মোকদ্দমাতে আপনারদিগের দেওয়া হুকুম পুনর্ব্বার দৃষ্টি করা উচিত হয় তাহাতেও ঐ ক্ষমতা খাটিবেক কিন্তু ঐ ক্ষমতামতাচরণ করিতে অতিসাবধান হওন আবশ্যকের কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—খুন কি ডাকাইতী কিম্বা গৃহদাহ এমতং গুরুতরাপরাধের নালিশের কোন মোকদ্দমাতে যদি তাহা করণিয়া সরদারদিগের এক কিম্বা ততোধিক জন ধরা না যায় কি তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ না হয় আর তাহারদিগের সন্ধান জানিবার কি পাকড়া করিবার অথবা অপরাধ প্রমাণ করিবার নিমিত্তে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে ঐ অপরাধকরণের কোন প্রকার সঙ্গি হওন কি সম্বেদ জানের দৃঢ় সন্দেহ যাহার কি যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারদিগকে ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞাকরা বিহিত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবলোকের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ অপরাধকরণের সমস্ত বৃত্তান্ত ও বিবরণ ও তাহাকরণের অংশিদিগের

যে মোকদ্দমাতে গুরুতরাপরাধের অংশী কি সম্বেদী এক কি ততোধিক ব্যক্তিকে সরদার অপরাধিদিগের সন্ধান জানিবার কি ধরিবার কি অপরাধপ্রমাণের নিমিত্তে ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞা করিবার হুকুম দিতে নিজামৎ আদালতের সাহেব

গের

লোকের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

ক্ষমাহওনের নিয়ম মতে আচরণ করিলে তাহা নিশ্চয়হওনের কথা।

গের নাম কহিয়া দেওনের নিয়মে ঐ সন্দেহহওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার প্রতিজ্ঞা করণের হুকুম দেন ও ঐ নিয়মমতে কার্য্য করিলে পর নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের মোহরে ও তথাকার রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক কেতা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের দ্বারা ঐ নিয়মিত ক্ষমাকরা নিশ্চয় করেন্ যে ঐ দস্তাবেজ তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ইতি।

জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও দায়ের সায়ের সাহেবদিগের চিত্তে উপরের কথার দৃষ্টে ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞা করা বিহিত বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে উপরের উক্ত কথার দৃষ্টে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে নিয়মিত ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞাকরা বিহিত বোধ হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ যে ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অনুমতি চাহেন্ তাহার ভেদিথাকনের কি অন্য প্রকার অপরাধের সম্বন্ধীয় যে নানাপ্রকার সমাচার জানা যায় তাহার সহিত ও সে মোকদ্দমার যত বিবরণ ও বৃত্তান্তানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক ঐ ক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞাকরা বিহিত কি না ইহা বুঝিতে পারেন্ তাহা সম্বলিত হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ সাহেবলোকের হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

লওয়াইয়া বুঝাইয়া ক্ষমাহওন কি শাস্তির অল্পতাহওনের আশাতে কোন ব্যক্তিকে অপরাধ কবুল করাইতে পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাদিগকে অনুমতি না থাকিবার কথা।

অত্যাবশ্যক না হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের অনুমতি বিনা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা কোন ব্যক্তিকে লওয়াইতে বুঝাইতে না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের কোন দারোগা কি এদেশীয় অন্য কোন আমলা লোককে কদাচ অনুমতি নাহি যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধকরণের দাওয়াতে ধরা পড়িয়া আসিলে সে ব্যক্তি অপরাধমাফ অর্থাৎ ক্ষমাহওনের কিম্বা শাস্তির অল্পতাহওনের আশাতে অপরাধকরণের কথা কবুল করে কি তাহার সম্পর্কীয় কোন কথা প্রকাশ করে তাহাকে এমত লওয়ায় কি বুঝায় এবং জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকের উচিত ও আবশ্যক যে গুরুতরাপরাধের মোকদ্দমাবিনা ও এমত আবশ্যক জানা যাওনব্যতিরিক্ত যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি আনাইতেং অপরাধিদিগের এক জন কি ততোধিক সরদার পলাইবে ঐ সাহেবদিগের হুজুরহইতে অনুমতি লওন বিনা অপরাধ ক্ষমাহওনের প্রত্যাশাতে কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার না লওয়ান্ ও বুঝান্ ইতি।

৬ ধারা।

যাহার নামে কোন অপরাধের নালিশ কি অপরাধপ্রমাণ হইয়া থাকে তাহাকে ক্ষমা করিবাতে শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্বের কথা।

এমত *মোকদ্দমাতে সরকারের সেক্রেটারী সাহেবের লিখনের দ্বারা সরকারের হুকুম গেলে তাহা সনন্দের মত জ্ঞান করিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মোকদ্দমাতে যাহার নামে কোন অপরাধের নালিশ উপস্থিত কি অপরাধপ্রমাণ হইয়াছে তাহাকে মাফ অর্থাৎ ক্ষমা করা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অন্তঃকরণে বিহিত বোধ হয় তবে এই আইনের লিখিত কোন দাঁড়া তাহার হুকুমদেওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না অতএব এই মত যে সমস্ত মোকদ্দমাতে সরকারের সেক্রেটারীসাহেবের তরফহইতে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে কিম্বা কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অথবা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের নামে লিখন পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ লিখন তাহার লিখিত ব্যক্তিকে মাফ অর্থাৎ ক্ষমাহওনের সনন্দের মত জ্ঞান করিয়া তাহার মতে কার্য্য করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের অনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের এমত ক্ষমতা আছে যে যাহারদিগের নামে চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে জামিনীর অযোগ্য অপরাধের নালিশ উপস্থিত থাকে যদি বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের সাহেবলোকের চিত্তে তাহারদিগের জামিনী গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য হয় তবে এমতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নামে ঐ আসামীদিগের স্থানে মাতবর জামিনলওনের হুকুম দেন্ এই ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি এমত ক্ষমতাও দেওয়া গেল যে যদি কোন আসামীর অপরাধপ্রমাণহওনের বিষয়ে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মত ঐ আদালতের মৌলবীর মতের সহিত অনৈক্যহওয়াতে তাহার মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে উপস্থিতকওনের যোগ্য হয় তবে এমতে ঐ আসামীর হাজিরজামিন লন্ কি তাহা লইবার হুকুম জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নামে দেন্ ও আসামী জামিন দিতে না পারিলে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের মিসিল ঐ আদালতের মৌলবীর ফতওয়ার নামঞ্জুরীর হেতুসম্বলিত লিখনের সহিত যত শীঘ্র হইতে পারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ আর ঐ নিজামৎআদালতের মৌলবীলোকের কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমা পাইলে পর অবিলম্বে তাহাতে ফতওয়া লিখেন্ যে ঐ আদালতের সাহেবলোক সে মোকদ্দমাতে কোন হুকুম দেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ৯ ধারানুসারে দায়েরসায়েরী অদালতে অর্পণহওয়া বিশেষ মোকদ্দমাতে জামিনলওনের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের নামে হুকুম দিবার ক্ষমতার কথা।

যে সকল আসামীর মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে উপস্থিতের যোগ্য তাহারদিগের স্থানে জামিন লইতে কি তাহা লইবার হুকুম মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগেরে দিতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের ক্ষমতার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,
M. H Turnbull,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশের মধ্যগত কোনং শহর ও কসবাতে টাক্সের টাকা এতাবতা ঘরের মাসুল লইবার বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২১ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২৩ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২২ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৮ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৬ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সরকারের মালগুজারীর অর্থাৎ রাজস্বের আধিক্যের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের সভাতে এমত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে শহর কলিকাতার মধ্যগত ঘরের উপর অনেক দিবসহইতে যে টাক্সের টাকা এতাবতা মাসুলতহসীল হইতেছে তাহা সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশের মধ্যগত শহর ও বড়২ কস্‌বার মধ্যগত ঘরের উপর নিরূপণ করা যায় একারণ ঐ মাসুলতহসীলের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের প্রতিটাক্সের টাকাতহসীলের ভার দিবার কথা।

টাক্সের টাকা ও ঘরের মাসুলতহসীলের কর্ম্মের ভার জিলার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক ও তাঁহারদিগের নিযুক্তকরা আমলা লোকের সহকারিতাতে তহসীল হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের ক্ষমতার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি যে কর্ম্মের ভারার্পণ হইল তাহার সম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্য চলনের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত ও আবশ্যক বুঝেন্ ঐ কালেক্টরসাহেবের প্রতি তাহা দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

যে সকল শহর ও কস্‌বাতে টাক্সের টাকা লাগিবেক তাহার ও

যে সকল শহর ও কস্‌বাতে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত থাকেন্ তাহাতে উপরের উক্ত মাসুল লাগিবেক ও ঐ সকল শহর ও কস্‌বার যে সীমা

পরমিটের

শহর ও কস্‌বার সীমানিরূপণের মতের কথা।

পরমিটের মাসুলের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের নির্দ্ধারিতমতে নিরূপণ হইয়াছে তাহাই নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

কলিকাতাশহরের সীমাতে টাক্সের টাকার ধার্য্যের ও তাহা তহসীলের মতের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের ২৮ ধারার ২ প্রকরণের নির্ণীত শহর কলিকাতার সীমাতে ঐ টাক্সের টাকা এতাবতা ঘরের মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইবেক ও চব্বিশ পরগনার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা তাহা তহসীল করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

দেবালয়ের টাক্সের টাকা মাফ অর্থাৎ ক্ষমার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত দেবালয়ের টাক্সের টাকা এতাবতা ঘরের মাসুল মাফ থাকিবেক অর্থাৎ লওয়া যাইবেক না ইতি।

ছাউনীর সীমার মধ্যগত লশ্করের ঘরসকল ইত্যাদির মাসুল মাফ অর্থাৎ ক্ষমার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—লশ্করের ছাউনীসকলের সীমার মধ্যগত যে২ ঘর ও বাঙ্গলা ও আর২ কোঠাতে বাদশাহী কি কোম্পানির সরকারের লশ্করহইতে বিলায়তের কিম্বা এদেশীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীলোক বাস করেন্ তাহার উপর এই আইনের নির্দ্ধারিত মাসুল মাফ থাকিবেক এতাবতা লওয়া যাইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শহর ও কসবার সীমার মধ্যকার ছাউনীর মধ্যগত অন্য যে সকল ঘর ও দোকানের উপর ঐ মাসুল প্রকৃত দিতে হয় এ মাফহওন সে সকল ঘর ও দোকানের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আমীনলোক নিযুক্তের ও তাহারদিগের দরমাহানিরূপণের কথা।

১ প্রথমপ্রকরণ —এই আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতানুসারে এক২ ঘরে আসামীওয়ারী টাক্সের মবলগবন্দীকরণার্থে এদেশীয় লোকদিগহইতে জনেক কি ততোধিক জন যাহা বিহিত হয় প্রতিশহর ও কস্‌বাতে ও কলিকাতাশহরের সীমাতে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেবের তরফ হইতে ঐ সাহেবলোকের লেখা কৈফিয়তের অনুসারে যে মাহিয়ানা সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বিবেচনাতে বিহিত বোধ হয় সেই দরমাহাতে আমীনরূপে নিযুক্ত হইবেক ইতি।

টাক্সের টাকা তহসীলের নিমিত্তে তহসীলদার নিযুক্তের ও তাহারদিগের আপন২ তহসীলকরা টাকার উপর রসুম পাইবার ও জামিন দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনানুসারে সাল তামামী অর্থাৎ সম্বৎসরের নিমিত্তে যে টাক্সের টাকা মবলগবন্দীমতে নিরূপণ হয় তাহা তহসীলের কারণ এদেশীয় লোকদিগহইতে জনেক কি ততোধিক জন বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেবলোকের তরফহইতে তহসীলদাররূপে নিযুক্ত হইবেক আর ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের লেখা কৈফিয়ৎঅনুসারে কৌন্সেলের সভাতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে ঐ তহসীলদারদিগের তহসীলকরা মোট টাকার উপর যত করিয়া রসুম দেওয়া বিহিত বোধ

হয় তাহা মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতনরূপে পাইবেক ও যে সকল লোকেরা এই আইনানুসারে টাক্সের টাকার তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা সম্বৎসরের নিরূপিত চতুর্থাংশের এক অংশের পরিমাণে মালজামিনী দাখিল করে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত মজমুনের সহিত সম্পর্ক রাখে যে সকল শহর ও কস্‌বাইত্যাদি তাহাতে এক জন আমীন ও এক জন তহসীলদার কি তাহা হইতে অধিকি বা নিযুক্ত থাকে কর্ত্তব্য যে ঐ সকল শহরইত্যাদির পরিসর ও বসতির দৃষ্টে ওয়ারুদ অর্থাৎ টোলা ২ এতাবতা মহল্লা২ রূপে বিভাগ করা যায় ও প্রতিটোলাতে সমস্ত পথের ও বাজারের ঘরের সঙ্খ্যা শৃঙ্খলারূপে নিরূপণ হয় ও কালেক্টরসাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল স্থান যেমত পোলীসের থানাবন্দী এতাবতা ওয়ারুদ অর্থাৎ টোলা২ হইয়া বিভাগ হইয়াছে এই বন্দোবস্তের বিষয়ে যথাসাধ্য সেই মত আচরণ করেন্ ইতি। টোলা বিলিক্রমে সকল শহরইত্যাদি বিভাগ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঘরের টাক্সের টাকার আমীন ও তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ কর্ম্মেতে নিযুক্তহওনের পূর্ব্বে নীচের লিখিত প্রণালীক্রমে কালেক্টরসাহেবের সমক্ষে হলফ্ অর্থাৎ দিব্য করিয়া হলফ্‌নামার উপর দস্তখৎ করে ইতি। আমীন ও তহসীলদারদিগকে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার কথা।

হলফ্‌নামার প্রণালী এই যে।

আমি অমুক অমুক শহর কি কসবার এত সঙ্খ্যার অমুক ওয়ারুদ অর্থাৎ মহল্লা এতাবতা টোলার অমুক সনের বাবৎ টাক্সের টাকা এতাবতা ঘরের মাসুল নির্দ্ধার্য্য কি তহসীলকরণের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইলাম একারণ হলফ্ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি যে ঐ টাক্সের টাকার নির্দ্ধার্য্য কি তহসীল যথার্থক্রমে ও বিনাপক্ষপাতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের অমুক আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে করিব ও তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত জিলার কালেক্টরসাহেবের হুজুরে গুজরাইব ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—আমীন ও তহসীলদার যদি এমত জাতি ও মর্য্যাদাপন্ন হয় যে সেহেতুক তাহার হলফকরা মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হইতে পারে তবে সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে হলফনামার মজমুন অর্থাৎ লিখনমতে ধর্ম্মত একরার অর্থাৎ নিয়ম করিয়া একরারনামাতে দস্তখৎ করে ইতি। হলফ মাফহওনের বিষয়ে দাড়ার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—দোকানভিন্ন অন্য যে নানাপ্রকার ঘর খড় কিম্বা মৃত্তিকা কি ইট কি প্রস্তর অথবা যে কোন দ্রব্য দিয়া নির্ম্মাণকরা অর্থাৎ বানান হয় তাহার সম্বৎসরের যে ভাড়া তাহার স্বামী পায় তাহার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে টাক্স নির্দ্ধার্য্য হইবেক আর যদি ঐ সকল ঘরের স্বামিরা আপনারা তাহাতে বাস করিতে থাকে কিম্বা যে কেহ তাহাতে থাকে তাহার স্থানে ভাড়া না লয় এমত হয় তবে যে প্রকার ঘরের উপর টাক্সের টাকা লাগিবেক তাহার মবলগ বন্দীর হারের কথা।

 এমত

এমত ঘরের মাসুল তাহারি মত আশপাশের যে সকল ঘর কাহার ভাড়াতে থাকে তাহার ভাড়ার দৃষ্টে অনুমান করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

দোকানের উপর মাসুল নির্দ্ধার্য্যের মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—দোকান এতাবতা যে সকল ঘরেতে একেবারে বিস্তর দ্রব্য কিম্বা অল্প ভিন্নং রূপে বিক্রয় করা যায় তাহার মাসুল তাহার সম্বৎসরের যে ভাড়া তাহার স্বামী পায় তাহার সঙ্খ্যার উপর শতকরা ১০ দশ দশ টাকা হিসাবে নির্দ্ধার্য্য হইবেক আর যদি ঐ ঘরের মালিকেরা অর্থাৎ স্বামিরা আপনারা তাহাতে বাস করিতে থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি তাহাতে বাস করে তাহার স্থানে কেরায়া না লয় এমত হয় তবে এমত ঘরের মাসুল দোকানের মাসুলের হারের বিষয়ে এই প্রকরণের লিখিত প্রভেদক্রমে উপরের প্রকরণের লিখনমতে নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক ইতি।

খালী ঘরের উপর মাসুল কিছু না লাগিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যে সকল ঘর খালী থাকে তাহার উপর কিছু মাসুল লাগিবেক না কিন্তু এই মাফী অর্থাৎ ক্ষমা করাইয়া লইবার নিমিত্তে ঘরের মালিকের আবশ্যক ও উচিত যে যখন তাহার ঘর খালী হয় তাহার সমাচার কালেক্টর সাহেবের হজুরে দিতে থাকে যে ঐ সাহেব আমীন কি তহসীলদারের কিম্বা অন্য কাহার দ্বারা ঐ ঘর প্রকৃতার্থে খালী কি না এ বিষয় তহকীক অর্থাৎ তদন্ত করিয়া তাহার স্বামী যে মাফ চাহে তাহা ন্যায় কি অন্যায় এ বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করেন কিন্তু এই দাড়ানুসারে যে সকল ঘরের টাক্সের টাকা মাফ হয় পুনর্ব্বার যখন কেহ তাহাতে বাস করে তখন ঐ টাক্সের টাকা নূতন করিয়া তাহার উপর লাগিবেক ইতি।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিসন্যরের সাহেবেরদের হজুরে টাক্সের টাকার মবলগবন্দীর চুম্বক কৈফিয়ৎ পাঠান যাইবার কথা।

কোন শহর কি কস্‌বার টাক্সের টাকার আসামীওয়ারী মবলগবন্দীর কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বৃত্তান্তের চুম্বক কথা আরং যে নানাপ্রকার সমাচার আবশ্যক বোধ হয় কিম্বা তলব হয় তাহার সহিত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে মঞ্জুরীর নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন ও ঐ মবলগবন্দী ঐ সাহেবদিগের হজুরে মঞ্জুর হইলে পর ঐ টাক্সের টাকা তহসীল হইতে আরম্ভ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

প্রতিসন মবলগবন্দী প্রস্তুত হইবার ও মঞ্জুরীর নিমিত্তে তাহা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিসন আমীনের সহকারিতায় গত সনের মবলগবন্দী পুনরায় দৃষ্টি করেন ও দৃষ্টি করিয়া ঘর ও দোকানের মূল্যের কিম্বা কমীবেশী দৃষ্টে যে সকল ফেরফার করা বিহিত ও ন্যায়মত বোধ হয় তাহার সহিত হাল সালের টাক্সের টাকার নির্দ্ধার্য্য করিতে থাকেন এবং কর্ত্তব্য যে যে সমস্ত মবলগবন্দী

লগবন্দী পুনরায় দৃষ্টিকরণাধীন প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মঞ্জুরীর নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

হজুরে পাঠান যাইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি তাহার ঘর কি দোকানের উপর আমীন টাক্সের টাকার যে মবলগবন্দী করিয়া থাকে তাহাতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ইহার আরজী কালেক্টরসাহেবের হজুরে দেয় যে ঐ সাহেব যদি তাহাতে কিছু ফেরফার করা বিহিত বুঝেন্ তবে তাহা করেন্ ইতি।

টাক্সের টাকার ধার্য্য হওয়াতে যাহারা অসম্মত হয় তাহারা যেমতাচরণ করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেব টাক্সের টাকার ধার্য্যকরণেতে কিছু কমান্ কি ফরিয়াদী ঐ সাহেবের রুবকারীতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে তাহাকে অনুমতি থাকিবেক যে জজসাহেবের হজুরে তাহার আপীল করে ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার তদন্ত করিয়া বিচার্য্যমতে ঐ টাক্সের টাকা যে নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বমত স্থিরতর রাখেন্ কিম্বা তাহাতে কিছু কমান্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবের হুকুমেতে ফরিয়াদী অসম্মত হইলে জজসাহেবের হজুরে আপীল করিবার ক্ষমতার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবের করা নিষ্পত্তি যে সকল প্রকারেতে আপীল আদালতের সাহেবলোক মোকদ্দমার ভাবগতিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার খাস আপীল মঞ্জুর করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহাব্যতিরিক্ত পূরা বুঝা যাইবেক ইতি।

কোনং প্রকারব্যতিরিক্ত জজসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি পূরা বোধ হইবার কথা।

১১ ধারা।

কেহ অনর্থক ও অকারণ আপীলের নালিশ না করে এ বিষয়ের অর্থে এই ধারানুসারে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তদন্তকরণাধীন কেবল মিথ্যা ও বিরোধ করণার্থে বোধ হয় এমত ওজর যাহারা আপনারদিগের শিরের টাক্সের টাকার ধার্য্যের বিষয়ে উপস্থিত করে মোকদ্দমার ভাব ও ফরিয়াদীর অবস্থা ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের উপর জরীমানার হুকুম দেন্ ইতি।

যাহারা অসঙ্গত আপীল করে তাহারদিগের জরীমানা করিতে জজসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—টাক্সের টাকা তিনং মাস করিয়া চারি কিস্তিতে তহসীলদারের দ্বারা তহসীল হইবেক ও তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে তিন মাসের টাক্সের কিস্তির প্রকৃত যে টাকা তাহার বাবৎ এক রসীদ কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে ঘর কি দোকানের বাসকরণিয়াকে দেয় আর যদি ঐ বাসকরণিয়ারা তাহা দিতে অস্বীকার কি টালমটাল করে তবে তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার কালেক্টরসাহেবের হজুরে দেয় ও ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ তহসীলদারের কৈফিয়তে সত্যতার বিষয়ে যথার্থ তদন্ত করিয়া ঘরইত্যাদিতে যে থাকে তাহার কি তাহার স্বামির

তিনং মাস করিয়া চারি কিস্তিতে টাক্সের টাকা তহসীল হইবার ও কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে রসীদ দিবার ও তাহা দিতে না চাহিলে কি বিলম্ব করিলে ক্রোক্ করণাধীন উসূল করিবার বিষয়ে ঐ সাহেবলোকের ক্ষমতার কথা।

স্বামির বস্তু ক্রোক্‌করণের দ্বারা বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে এক ওয়ারিণ্ট করেন্ এ সকল প্রকারেতে টাক্সের বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে প্রথমতঃ কেবল বাসকরণিয়ার বস্তু ও দ্রব্যজাত বিক্রয় করা যাইবেক কিন্তু যদি ঐ সকল জিনিসের মূল্যের টাকাতে ঐ বাকীর টাকা আদায় হইতে অকুলান হয় আর ঘরইত্যাদির স্বামী তহসীলদারের তলবকরণমতে পাঁচ দিবসের মধ্যে তাহা দিতে ক্রটি করে তবে তাহার জিনিস পত্র ক্রোক্ হইয়া বিক্রয় হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে এই দাড়ার লিখনক্রমে বাস করণিয়া ও স্বামী এক জন হইলেও খাটিবেক ইতি।

যে সকল দাঁড়ানুসারে ক্রোকের ব্যাপার হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের অনুসারে যে ক্রোকের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ভূমির মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ে চল নহওয়া আইনসকলের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে হইবেক ও যে কোন ব্যক্তি ইহাতে আপনাকে নিষ্পীড়িত বোধ করে তাহাকে অনুমতি থাকিবেক যে ইহার প্রতিকারের নিমিত্তে টাক্সের টাকার আমীনের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও যদি কোন তহসীলদার এই ধারানুসারে তাহার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে এই আইনের অন্যথাচরণ করিয়া কোন অসঙ্গত কর্ম্ম কি কোন আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইন ও ১৮০৯ সালের ৮ আইনের লিখিত মতানুসারে আপন কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসর হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

কালেকটরসাহেবদিগের রসুম পাইবার মতের কথা।

কালেকটরসাহেবেরা টাক্সের যত টাকা উসুল করেন তাহাহইতে আপনারদিগের নিযুক্ত করা আমলার খরচপত্রদেওনের পরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে রসুমরূপে পাইবেন ইতি।

১৪ ধারা।

কালেকটরসাহেবলোকের নামে হওয়া নালিশের বিচারের মতের কথা।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই আইনের অর্পিত ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করণের মধ্যে কোন কর্ম্মকরণহেতুক ঐ সাহেবলোকের নামের দাওয়া ও নালিশের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

১২ ধারার লিখিত ওয়ারিণ্ট জারীহওন ব্যতিরিক্ত পেয়াদাদিগের বাবত কাহার কিছু দিতে না হইবার কথা।

যেহেতুক আমীন ও তহসীলদারেরা কালেক্টরসাহেবের আমলার মধ্যহইতে এক জন পেয়াদা আপনং ভার সম্পর্কীয় কর্ম্মাদি চালাইবার নিমিত্তে আবশ্যকমতে পাইবেক অতএব কোন প্রকার তলবানা অর্থাৎ রোজ বাবত কাহার কিছু লাগিবেক না কিন্তু যদি কোন বাকীদারের নামে এই আইনের ১২ ধারার লিখিত ওয়ারিণ্ট

রিণ্ট করা কালেক্টরসাহেবলোকের আবশ্যক হয় তবে এমতে ঐ ওয়ারিণ্ট জারীকরণেতে যত জন মজকুরী এতাবতা ঠিকা পেয়াদা নিযুক্ত হয় তাহারা যেমত তলবানা অর্থাৎ রোজ পাইয়া থাকে তাহা ঐ বাকীদারদিগের দিতে হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে আদালতহইতে হওয়া হুকুমনামানুসারব্যতিরিক্ত কেহ ধরা যাইবার ও কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক না ইতি।

আদালতের হুকুমনামাব্যতিরিক্ত কেহ ধরা না যাইবার ও কয়েদ না হইবার কথা।

১৬ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে এদেশীয় আমলাহইতে কেহ উপরের ধারার দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে তাহাকে তাহার কর্ম্মহইতে তগীর করিবেন এবং জানান যাইতেছে যে ঘরের টাক্সের টাকা তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত এদেশীয় আমলালোকের নামে অগজতরূপে কিছু লওনহেতুক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে নালিশ উপস্থিতহওনের যোগ্য হইবেক আর যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে ঐ আমলারদিগহইতে কাহার প্রতি ইহা প্রমাণ হয় যে উপরের ধারানুসারে বিশেষরূপে যাহার অনুমতি আছে তাহাভিন্ন কোনপ্রকারে কিছু লইয়াছে কি লইবার চেষ্টা পাইয়াছে কিম্বা কোন বাহানা কি চক্রান্তক্রমে নজর কি রেশ্বৎ অর্থাৎ সেলামী ও ঘুসরূপে কিছু লইয়াছে তবে মোকদ্দমার ভাব বৃত্তান্ত ও সে ব্যক্তির অবস্থা ও পদের দৃষ্টে তাহার প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুসারে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যে ক্ষমতা হইয়াছে তদনুসারে জরীমানা ও কয়েদের ও বেত মারিয়া শাস্তিদেওনের হুকুম দেওয়া আবশ্যক হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বেত্রাঘাতের শাস্তি আমীন ও তহসীলদারদিগের প্রতি কোনপ্রকারে হইবেক না ও যে ব্যক্তি দুঃখ পাইয়া থাকে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে প্রতিকারের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে অপরাধির নামে নালিশ করে ইতি।

এ দেশীয় যে কোন আমলা উপরের লিখিত দাঁড়ার অন্যথাচরণ করে তাহার শাস্তির মতের কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. BAYLEY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্তহওনের বিষয়ে চলিত আইনে যেং নিয়ম আছে তাহা শুধরিবার এবং জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্ ও আসিস্টাণ্টমাজিস্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্ত করিবার এবং অপরাধি লোকের অপরাধপ্রমাণ হইলে যেপুরস্কার দেওয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহা দিবার নিমিত্তে যে হুকুম চলিতেছে তাহা মতান্তর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৯ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৯ রমজানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্তকরণের বিষয়ে যেং আইন চলিত আছে তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যগত জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেটী পদেও নিযুক্ত হইবেন কিন্তু কখনং মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে পৃথক্ কর্ম্মকারি নিযুক্তকরা উপযুক্ত বোধ হইল আরো চোর ও অন্য অপরাধি লোকেরদের অনুসন্ধান ও ধরিবার নিমিত্তে যেং আচরণ করা যায় তাহা সফল করিবার নিমিত্তে কোনং জিলার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের সহিত ঐ এলাকার নিকটবর্ত্তি অন্য এলাকার জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতা দিতে উপযুক্ত বোধ হইল এবং কোনং জিলাতে অপেক্ষা করা যায় যে আসিস্টাণ্টমাজিস্ট্রেট্‌সাহেব নিযুক্তহওয়াতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের সামান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণ আরো সুগম হইতে পারিবেক এইং হেতুক এবং অপরাধি লোকেরদের অনুসন্ধান ও ধরণের নিমিত্তে তাহারদের দোষ প্রমাণ হইলে নিশ্চিত পুরস্কার দেওয়াতে যে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূর করণের নিমিত্তে এবং অপরাধি লোকেরদের অনুসন্ধান ও ধরণের নিমিত্তে নিশ্চিত পুরস্কারের কথা প্রচার না হইলেও ঐ লোকেরদের অনুসন্ধান ও ধরণের দ্বারা দেশের যে মঙ্গল হয় তাহার পুরস্কার আরো সুন্দররূপ করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২। ৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা

লের ৯ আইনের ২।৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ২।৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২। ৩ ধারা রদ হইবার কথা।

সালের ১৬ আইনের ২। ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২। ৩ ধারা অথবা চলিত অন্য কোন আইনের যেং কথাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যগত জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটী পদেও নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা যে জিলা কি শহরেতে অবস্থিতি করেন ঐ জিলা কি শহরের মধ্যগত সকল স্থানে ঐং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিশেষ কর্তৃত্ব চলিবেক ঐং কথা এই প্রকরণদ্বারা নীচের লিখিতমত রদধরা যাইবার যোগ্য জানা গেল ইতি।

দেওয়ানী আদালতের জজব্যতিরেকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম করিতে কোন সাহেবকে নিযুক্ত করিবার এবং ঐ দেওয়ানী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন কি না ইহার হুকুম করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের জজব্যতিরেকে ঐ জিলা কি শহর কি তাহার কোন অংশে মাজিষ্ট্রেটী পদের কর্ম্ম করিতে কোন সাহেবকে নিযুক্তকরা উপযুক্ত বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেমত পূর্ব্বে করিতেন সেইমত মাজিষ্ট্রেটের পদেতে বিশেষ কোন সাহেবকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ ঐ সাহেবের সহিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন কি না ইহারো আজ্ঞা করিবেন ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের সহিত উপরের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কলিকাতা ও ঢাকা ও মরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে কোন জিলা কি শহর কি তাহার কোন অংশে মাজিষ্ট্রেটী পদ দিতে উপযুক্ত বোধ করিলে উপরের লিখিত হুকুম ঐং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

চলিত আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে সহকর্তৃত্ব অর্পণ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১৬ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা কোনং বিষয়েতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে ও তাঁহারদের পোলীসের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অন্য মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সহকর্তৃত্ব অর্পণ করা গেল এই ধারাদ্বারা তদতিরিক্ত ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওবাব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বে যেমত করিতেন কোন সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে সেইমত কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে তাঁহার নিকটবর্ত্তি অন্য কোন এলাকায় কি তাহার কোন অংশেতে ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সহিত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন ইতি।

কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে নিকটবর্ত্তি এলাকার মধ্যে সহকর্তৃত্ব অর্পণ হইবার কথা।

৪ ধারা।

কোন জিলা কি শহরে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসা

সরকারী কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে অথবা পোলীসের কোন অভিপ্রায় অথবা আর কোন হেতুপ্রযুক্ত কোন জিলা কি শহরে কি ঐ শহরের কোন অংশে আসিষ্টাণ্ট

মাজিষ্ট্রেট

মাজিষ্ট্রেটসাহেব নিযুক্ত করিতে উপযুক্ত বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে নিযুক্ত করেন ইতি।

হেবের আবশ্যক হইলে তাঁহার নিয়োগের নিয়মের কথা।

৫ ধারা।

এই আইনানুসারে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত সকল সাহেবেরা ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণকরণের পূর্ব্বে চলিত আইনের হুকুমেতে মাজিষ্ট্রেটী পদের নিমিত্তে যে দিব্য নিরূপণ করা গিয়াছে সেই দিব্য পদান্তরপ্রযুক্ত যে বাক্যান্তরের আবশ্যক তাহাতে দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তিনি যে কোন আদালত কি কর্ম্মকারক অন্য সাহেবকে ঐ কর্ম্ম করাইতে নিযুক্ত করেন তাঁহার সমক্ষে করিবেন ইতি।

এই আইনানুসারে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে দিব্য করিবেন তাহার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের ২ ধারানুসারে কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত কোন সাহেব ঐ পদের সমস্ত কার্য্য করিবার নিমিত্তে চলিত আইনের লিখিত কথার মতাচরণ করিবেন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের পদে নিযুক্ত সাহেবেরা সামান্য আইনেতে যে হুকুম তাঁহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ কর্ম্মের বিষয়ে ঐং আইনের কথার মতাচরণ করিবেন এবং তাঁহারদের কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম উপযুক্তমত করিবার নিমিত্তে এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে চলিত আইনের দ্বারা যেং ক্ষমতা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটকে অর্পণ হইল তাঁহারদের প্রতিও ঐ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

উপরের লিখিত ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যেং আইনানুসারে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

৭ ধারা।

উপরের লিখিত ধারাতে এবং তাহার মধ্যের লিখিত আইনেতে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল তদনুসারে তাঁহারদের যে বিশেষ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারদের নিযুক্তহওনের সময়ে সরকারের হুকুমের দ্বারা নিশ্চয় করা যাইবেক কিন্তু যে সকল বিষয় আদালতের আচার ও প্রকারের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং এই আইন কি অন্য কোন আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে বিশেষ হুকুম না হয় ঐ সকল বিষয়েতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

জাইণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ কর্ম্ম তাঁহারদের নিয়োগের সময়ে সরকারের দ্বারা দেওয়া হুকুমানুসারে হইবার কথা।

যাহা হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

৮ ধারা।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটহইতে যে পরওয়ানা ইত্যাদি বাহির হয় তাহাতে তাঁহার পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের

মোহরযুক্ত পরওয়ানা ইত্যাদি যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।

ঐ জারীকরণেতে জিলা ও শহরেরর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আমলালোক সহকারিতা করিবার কথা।

পরওয়ানাইত্যাদির প্রতিকূলাচরণে যেরূপ দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ঐ পরওয়ানা জারী করিতে যেমত উপযুক্ত এবং সরকারীকার্য্যের উপকারী বোধ হয় সেইমত জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আমলালোক কি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আমলালোকদ্বারা জারী করা যাইবেক জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে থাকা পোলীসের আমলা ও অন্য সকল লোকেরদিগ্‌কে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা এই আইনের হুকুমানুসারে নিযুক্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটহইতে তাঁহারদের পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎবিশিষ্ট যে কোন পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারীকরণার্থে তাহার সহকারিতা করে এবং এইপ্রকারে বাহিরহওয়া কোন পরওয়ানাইত্যাদির প্রতিকূলাচরণ হইলে এই ধারাতে জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের পরওয়ানার প্রতিকূলাচরণপ্রযুক্ত যে শাস্তির হুকুম আছে সেই প্রকার শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপন সামান্য কার্য্যকরণে যে২ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে থাকিবেন তাহার কথা।

জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপন মোকামহইতে অন্যত্র যাইবার সময়ে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার পদের কর্ম্মকরণব্যতিরিক্ত অন্য কালে ঐ আসিষ্টাণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপনার পদসম্পর্কীয় সকল কর্ম্মের বিষয়ে এই আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথা না হইলে আপন পদসম্পর্কীয় সকল কর্ম্মকরণে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে বোধ করা যাইবেক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্ কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ভিন্ন২ বিচার হইলে বিষয় বিশেষানুসারে পত্র পাঠাইয়া যেপর্য্যন্ত দায়েরসায়েরী আদালত কি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জওয়াব না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমমতাচরণ করিবেন কিন্তু ইহার এমত অভিপ্রায় নহে যে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব শাস্তি দিবার কি খালাস করিবার হুকুম দিলে তাহার উপর অথবা অপরাধি লোকেরদের কয়েদকরণের হুকুমের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতে তাহারদের মোকদ্দমা হইবার নিমিত্তে তাহারদিগ্‌কে খালাসকরণের উপর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে কেননা ঐ সকল বিষয়েতে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপন এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্তৃত্ব পাইয়াছেন এবং তাঁহার সকল কার্য্য দায়েরসায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের হুকুমের তাবে আছে ইতি।

১০ ধারা।

যাহা হইলে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব অন্য সাহেবের নিকটে

আসিষ্টাণ্টমাজিষ্ট্রেট জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের মোকামব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে অবস্থিতি করিলে যে২ বিষয়ে ত্বরা করার আবশ্যক ঐ সকল বিষয়েতে অন্যের দ্বারাব্যতিরেকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে

অথবা

অথবা নিজামৎ আদালতে কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব কি সরকারী কর্ম্মকারী অন্য সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে ক্ষমতা রাখেন কিন্তু আইনানুসারে কিম্বা সরকারের হুকুম কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের দ্বারা যে সকল মাসিক কি অন্য সাময়িক রিপোর্ট কি হিসাবইত্যাদি এবং আসিষ্টাণ্টমাজিষ্ট্রেটের আপন সকল পদপ্রযুক্ত যেং লেখাপড়া আপনার উপরিস্থ কোন আদালতে পাঠান কর্ত্তব্য এবং জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠানব্যতিরেকে যাহার ত্বরাকরণের আবশ্যক নাহি তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন এলাকার মোকামহইতে অন্য কোন মোকামে না গেলে ঐ সাহেবের দ্বারা পাঠান যাইবেক ইতি।

পাঠানব্যতিরেকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কি নিজামৎ আদালতে কি দায়েরসায়েরী আদালতে কি কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।

জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে পোলীস এবং অন্য যেং আমলা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে রাখার হুকুম হয় নাই তাহারা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক কিন্তু এই প্রকার কর্ম্মকারি সকল আমলালোকের প্রতি হুকুম হইয়াছে যে ঐ আইনেতে উপরের উক্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে জিজ্ঞাস্য সকল বিষয় জানায় এবং সামান্যতঃ ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব যে সকল হুকুম করেন তাহার মতাচরণ করে এবং তাহাতে তাচ্ছল্য কি ত্রুটি করিলে ঐপ্রকার অপরাধের নিমিত্তে সামান্য আইনেতে যেং হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সম্বাদপত্রপ্রযুক্ত তাহারদের দণ্ড কি তাহারা কর্ম্মে স্থগিত কি কর্ম্মচ্যুত হইবেক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেরো এই কর্ত্তৃত্ব আছে যে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৫। ৬। ৭। ৯ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে পোলীসের কোন অংশ কি সরকারের অন্য কোন কর্ম্মের অংশ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে হওয়াব্যতিরেকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তৃত্বের তাবে রাখেন ইতি।

পোলীস ও অন্য আমলালোকেরা অন্যের অধীনতাব্যতিরেকে জাইণ্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে না রাখা গেলে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটের হুকুমানুসারে কর্ম্ম করিবার কথা।

কিন্তু জাইণ্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমমতাচরণ করিবার এবং তাঁহারদের সকল জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর দিবার কথা।

সরকারী কোন কর্ম্মের কোন অংশ অন্যের তাবে হওয়াব্যতিরেকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের তাবে রাখিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ আইন ও ১৮১০ সালের ৮ আইনানুসারে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ঐং এলাকার মধ্যগত জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সহকর্ত্তৃত্বকারী হন অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পোলীস কি সরকারী অন্য কোন এলাকার কোন লোককে ঐং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের তাবে অন্যের অধীনতাব্যতিরিক্ত রাখিতে উপযুক্ত বোধ করিলে

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের তাবে যে কোন সরকা

উপরের

রী আমলাইত্যাদি রাখিতে উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহারদের সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

উপরের লিখিত ধারাতে যে২ হুকুম হইয়াছে তাহা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২৩ ধারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের যে ২৪ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারাক্রমে বারাণস দেশেতে চলন হইয়াছে তাহা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২৩ ধারাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে হুকুম হইয়াছে যে ধরা পড়া ও তাঁহারদের জিম্মায় দেওয়া প্রত্যেক ডাকাইতের দোষ প্রমাণ হইলে ঐ ডাকাইতধরণিয়া লোককে সিক্কা ১০ দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক তাহাও এই ধারাদ্বারা রদ হইল ইতি।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১৮ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১৮ ধারা ও ১৮০৭ সালের ১৪ আইনের ১৩ ধারার কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১৮ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১৭ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১৮ ধারার ও ১৮০৭ সালের ১৪ আইনের ১৩ ধারার অথবা চলিত অন্য কোন আইনের যে২ কথাতে পোলীসের যে কোন দারোগা কি কোতওয়াল কি অন্য কোন আমলার দ্বারা ডাকাইত কি চোর ধরা যায় ধরাপড়া ঐ ডাকাইত কি চোরের অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ দারোগাইত্যাদিকে দশ টাকা পুরস্কার দিতে হুকুম আছে ঐ২ কথা এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ২ ধারানুসারে ইশ্তিহারী ডাকাইতইত্যাদিকে ধরিবার নিমিত্তে ইনাম দিবার নিয়মের কথা।

ইশ্তিহারী ডাকাইতপ্রভৃতিকে ধরিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের যে পুরস্কার দেওয়া সম্মত হইল তাহা ঐ ইশ্তিহারী জনকে যে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা ঐ ইশ্তিহার জারী করা গেল ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা ঐ এলাকার মধ্যগত পোলীসের কোন দারোগার নিকটে উপস্থিত করিলে দেওয়া যাইবেক আরো এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে যদি ঐ প্রকার ইশ্তিহারী কোন জন অন্য কোন এলাকার মধ্যে ধরা যায় এবং যে এলাকায় ধরা যায় ঐ এলাকার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা তাহার মধ্যগত পোলীসের কোন দারোগার নিকটে উপস্থিত করা যায় তবে তাহার উপস্থিতকরণকালে ঐ ইশ্তিহারকরা পুরস্কার যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ ইশ্তিহার জারী করিয়াছেন তাহার নিকটে উপস্থিত করিলে যেমত দেওয়া যাইত সেই মত দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

উৎকটাপরাধ হইলে

ডাকাইতের ঝুণ্ডের দ্বারা ডাকাইতী কি খুন কি অন্য কোন উৎকটাপরাধ হইলে ঐ

ঐ অপরাধি লোকেরা জানা গেলে সুতরাং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ধারানুসারে ইশ্‌তিহারের দ্বারা তাহারদের ধরা যাওয়া অসাধ্য হইলে যে এলাকার মধ্যে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে ঐ এলাকার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনায় অপরাধি কি অপরাধিদিগের অনুসন্ধান ও ধরিবার নিমিত্তে পুরস্কার দিবার সম্বাদ প্রকাশ করা যদি উপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ সম্বাদ ও ঐ অপরাধইত্যাদির সকল বেওরা ঐ এলাকার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরদের নিকটে বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন এবং যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন্ তাঁহারো বিশেষ ঐ পত্রেতে লিখিবেন দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ সম্বাদপত্রের বিবেচনা করিয়া পুরস্কারের কথা প্রকাশ করিতে উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা যে সংখ্যানুসারে দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ সেইমত পুরস্কার দিবার কথা প্রকাশ করিতে পারেন্ কিন্তু কোনপ্রকারে তাহার ইশ্‌তিহার করাতে যে ঝুণ্ডের সরদারের অনুসন্ধান করা ও ধরা যায় তাহার নিমিত্তে ১০০ এক শত টাকার অধিক হইবে না এবং সামান্য অপরাধিরদের ধরণের নিমিত্তে ২০ টাকার অধিক হইবেক না দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় তাহার অধিক পুরস্কার দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা নিজামৎ আদালতে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের রিপোর্ট এবং যে পুরস্কার দেওয়া তাঁহারা উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই পুরস্কারের সংখ্যার বিষয়ে তাঁহারদের বিবেচনার কথা পাঠাইয়া দিবেন এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐপ্রকার পুরস্কার দিতে উপযুক্ত বোধ করিলে ঝুণ্ডের সরদারের ধরণের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ এবং সামান্য অপরাধিরদের ধরিবার নিমিত্তে ১০০ টাকার অনূর্দ্ধ পুরস্কারের ইশ্‌তিহার দেওয়াইতে পারেন্ বিশেষ কোন এমত বিষয় হইলে এই২ পুরস্কার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় যদি অপ্রচুর বোধ হয় তবে তাহার সমাচার তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনা ও হকুমের নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

ও অপরাধিরা জানা না গেলে তাহারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে ইনাম দিতে উপযুক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দের আচরণের প্রকারের কথা।

উপরের লিখিত প্রকার হইলেদায়েরসায়েরীআদালতের সাহেবেরদের এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা হইবার কথা।

যাহা হইলে শ্রীযুতের হজুরের হকুম পাওয়া যাওনার্থে রিপোর্ট করিতে হইবার আবশ্যকের কথা।

১৭ ধারা।

উপরের লিখিত ধারানুসারে যে সকল বিশেষ পুরস্কার দায়েরসায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের দ্বারা অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে উপযুক্তরূপে স্বীকৃত হয় তাহা দায়েরসায়েরী আদালতে ঐ অপরাধি কি অপরাধিরদের অপরাধ প্রমাণ হইলে দেওয়া যাইবেক ঐ ধরাপড়া লোকেরদের অপরাধপ্রমাণ না হইলেও যদি তাহারদের অতিকুব্যবহার হওয়ার প্রমাণ এবং আদালতে দেওয়া সকল প্রমাণের দ্বারা তাহারা যে নিশ্চিত দোষযুক্ত এমত না বুঝা যায় তবে ঐ অপরাধি লোকেরদের অপরাধপ্রমাণের বিষয়ে যে২ কথা জানান গিয়াছে তাহা সত্য এইপ্রকার বোধের হেতু হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা এই ধারাক্রমে বিশেষ করিয়া লেখা ঐ পুরস্কা-

উপরের লিখিত ধারাক্রমে সম্মত ইনাম যে সময়ে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ধরাপড়া লোকেরদের অপরাধ প্রমাণব্যতিরেকেও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ বিষয়ের ইনাম কি তাহার কোন অংশ দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

রের

ঐ ধরাপড়া লোক দিগের অপরাধপ্রমাণ হইলে ও যাহা হইলে দায়েরসায়েরী আদাল তের সাহেবেরা উপরের ধারার লিখিত ইনাম আটক করিতে পারিবার কথা।

রের কোন অংশ দিতে হুকুম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ ধরাপড়া লোকদিগের দোষপ্রমাণ হইলেও যদি তাহার মোকদ্দমাকরণসময়ে জানা যায় যে ঐ অপরাধি লোককে নিশ্চিত দোষযুক্ত করিবার নিমিত্তে সন্ধানি লোক অনুচিত কোন কর্ম্ম করিয়াছে অথবা ঐ অপরাধি লোক ঐ সন্ধানি লোক কি তাহার পক্ষীয় লোকের দ্বারা কোন কঠিন ব্যবহার ভোগ করিয়া থাকে তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ সমুদয় পুরস্কার কিম্বা তাহার কোন অংশ আটক করিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।

১৮ ধারা।

বিশেষ কোন ইনাম দিবার হুকুম না হইলে ও অপরাধি লোকেরদের অনুসন্ধান কি ধরণের অর্থেও পোলীসের আমলাকে কি অন্য লোকদিগকে করা উত্তম কর্ম্মের নিমিত্তে ইনাম দিবার হুকুম করিতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ক্ষমতা রাখিবার কথা।

যাহা হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

উৎকটাপরাধি লোকেরদের অনুসন্ধান করিবার ও ধরিবার অর্থে বিশেষ কোন পুরস্কার ঐ লোক কি লোকেরদিগকে দেওয়া যাওনের কথা প্রকাশ না হইলেও এ প্রকার উত্তম কর্ম্ম পোলীসের আমলালোক কি অন্য লোকের দ্বারা করা গেলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ কর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মসিদ্ধি করিবার নিমিত্তে যে যত্ন ও তাহাতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে এই সকল বিবেচনা করিলে পর সরদারকে ধরিবার নিমিত্তে ১০০ এক শত টাকার অনূর্দ্ধ এবং সামান্য অপরাধিদিগকে ধরিবার নিমিত্তে ১০ দশ টাকার অনূর্দ্ধ টাকা দিতে বিহিত বুঝিলে তাহার হুকুম করিতে পারেন তদতিরিক্ত ইনাম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ বিষয়ের সকল বিবরণ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং তাঁহারা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক কোন সংখ্যার টাকা ইনাম দিবার নিমিত্তে হুকুম করিতে ক্ষমতা রাখেন বিশেষ এমত কোন বিষয় হইলে যদি ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক ইনাম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনা ও হুকুম পাওয়া যাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠাইবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. B. Bayley,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার অনুসারে যে সকল মাসুল খাদ্য লবণের উপর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও অসঙ্গতরূপে ঐ লবণ আমদানী ও রফ্তানী হইতে না পারিবার বিষয়ে সুন্দর নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ৯ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৭ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ৯ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক সরকারের কর্ত্তৃত্বভারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকের বিবেচনাতে এমত বিহিত বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারানুসারে খাদ্য লবণের উপর যে মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা যায় ও দত্ত ও জয়করা দেশের মধ্যে পঞ্চোত্তারার কোন২ কাছারী মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হয় ও অসঙ্গতরূপে লবণ আমদানী ও রফ্তানী হইতে না পারিবার নিমিত্তে ভাল নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় এতদ্দৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার ২ প্রকরণের অনুসারে খাদ্য লবণের উপর যে মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের অক্তোবর মাসের তারিখঅবধি কলিকাতাশহরে শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের নীলামে বিক্রয়হওয়া লবণব্যতিরিক্ত সরকারের দেশের কিম্বা ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নহওয়া সমস্ত লবণ দত্ত ও জয়করা দেশের কোন স্থানেতে আমদানী কি রফ্তানী হইতে হইলে তাহার উপর ও ঐ লবণ যদি বারাণস দেশের মধ্যে আইসে তবে তাহার নির্দ্ধারিত মাসুল না লওয়া গিয়া থাকিলে নীচের লিখিত হারে মাসুল লাগিবেক ইতি। ই০ ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারাতে লবণের যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার বদলে মাসুল নির্দ্ধার্য্যের কথা।

তফসীল।

নানাপ্রকার লবণ।	......	....	......	মাসুলের হার।
লাহুরী ও সাম্বর ও দুদওয়ানী লবণের উপর।	মোনকরা।	...	...	

বালম্বা

বালম্বা ও বোড়াড়ী লবণের উপর।	....	মোনকরা।	....	৶০
সালম্বা ও ফরুরাহ্ লবণের উপর।	....	মোনকরা।	....	||০
কলিকাতাতে কোম্পানির নীলামে বিক্রয়হওয়া ভিন্ন নানাপ্রকার খাদ্য লবণের উপর।	....	মোনকরা।	....	|০

৩ ধারা।

অসঙ্গত প্রকারে লবণ আমদানী ও রপ্তানীহওনের বোঝাই নৌকা ইত্যাদি ক্রোক্হওনের কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে অসঙ্গতরূপে যে লবণ আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণেতে যে জব্দের কথা লেখা গিয়াছে সেই মতে যে সকল নৌকা ও গাড়ী ও বলদ ও মহিষ ও উট ও ঘোড়া ও খচর ও গাধাতে ঐ প্রকার লবণ বোঝাই থাকে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

বোঝাইহওয়া যে নৌকাইত্যাদি ক্রোক্ হয় তাহার মূল্য বিভাগহওনের কথা।

লবণ জব্দহওন ও তাহা নীলামে বিক্রয়হওন ও তাহার মূল্য বিভাগহওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মতে ঐ লবণ বোঝাইথাকা নৌকা ও গাড়ী ইত্যাদি জব্দ ও নীলামে বিক্রয় ও তাহার মূল্য বিভাগ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

অসঙ্গত প্রকারে লবণ আমদানী ও রপ্তানী হওনের বিষয়ে পঞ্চোত্তরার কাছারীর নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক আলগী ও তাচ্ছল্য করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

যদি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হুজুরে ইহা প্রমাণ হয় যে দত্ত ও জয় করা দেশের মধ্যগত পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর নিযোজিত এ দেশীয় কোন কার্য্যকারক বিনারওয়ানাতে কোন প্রকার লবণ আমদানী কি রপ্তানীহওনের বিষয়ে আলগী ও তাচ্ছল্য করিয়াছে তাহার উপর তাহার ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত জরীমানা হইবেক ও সরকারের উকীলের দ্বারা ঐ জরীমানার সঙ্খ্যাসম্বলিত বোর্ডের সাহেবেরদের দস্তখতী হুকুমনামার নকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে আদালতের ডিক্রী জারীহওনের নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঐ আদালতহইতে ঐ জরীমানার হুকুম জারী হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

অসঙ্গত প্রকারে আমদানী ও রপ্তানীর লবণ ক্রোকের বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারকদিগের সহকারের কথা।

এই ধারানুসারে পোলীসের দারোগা ও তহসীলদারদিগের প্রতি ক্ষমতা বরং হুকুম আছে যে মাসুলের সিরিস্তার সম্পর্কীয় কোন আমলার দরখাস্তঅনুসারে কিম্বা তাহার লেখা সমাচারমতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যত লবণ তাহার সঙ্গে রওয়ানাথাকনবিনা জব্দের যোগ্য হয় তাহা ক্রোক্ করেন্ আর ঐ লবণ জব্দ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারানুসারে যে ইনামদেওনের নিরূপণ আছে তাহাই পাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

ঐ কার্য্যকারকদিগের ক্রোক্করা লবণের বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

উপরের উক্ত ঐ কার্য্যকারকদিগের উচিত যে লবণ ক্রোক্করণের পরে ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে ঐ ক্রোক্সম্পর্কীয় সমস্ত বিবরণসম্বলিত কৈফিয়ৎসমেত তাহার সমাচার তাহারা যে সাহেবের তাবে থাকে তাঁহার হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও যখন ঐ ক্রোকের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের হজুরে পহুঁছে তখন ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্যকারকদিগের পাঠান কৈফিয়ৎ বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবলোকেরা ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে জব্দের বিষয়ে যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহাই স্থির করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

কোন২ শহর ও কস্বার পরমিটের মাসুল তহসালের দাঁড়ার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়া শুধরণেতে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে বারাণসদেশে ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও ঢাকা ও আগরা ও ফরোখাবাদ ও আলাহাবাদ ও হুগলী ও ইস্লামাবাদ ও মীরজাপুর ও কানপুর ও মিরঠেতে পরমিটের মাসুলতহসীলের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি ছিল উত্তরকালে ঐ মোকামসকলের সরকারী মাসূলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা তহসীল হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ১৯ ঊনবিংশ আইন।

মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালা এবং অন্যং প্রকারের খরচের নিমিত্তে দেওয়া ভূমির খাজানা এবং উৎপন্ন উপযুক্তরূপে ঐং খরচে দেওয়া যাইবার এবং পুল ও সরাই ও কটরা এবং ধর্ম্মার্থে দেওয়া ঘরবাটীইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামৎকরণের এবং নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারির অভাবেতে রাজা যে ধন পান তাহার রক্ষণাবেক্ষণের অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের তারিখ ১৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৩ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১৮২৫ সালের ১৬ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালাইত্যাদি ও ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয়ে অনেক ভূমি ঐং দেশের পূর্ব্ববর্ত্তি রাজাইত্যাদিতে দেওয়া গিয়াছে এবং যেহেতুক ঐং *ভূমির দানকর্ত্তার অভিপ্রায়ের অন্যথায় ঐ ভূমির উৎপন্ন ঐং স্থানের অধ্যক্ষদিগের* নিজ লাভের নিমিত্তে দেওয়া যায় এই বিষয়ে এ প্রকার বোধ করার হেতু হইয়াছে এবং যেহেতুক প্রত্যেক দেশের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কর্ত্তব্য যে ঐং প্রকার দত্ত দ্রব্য দানকর্ত্তার অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে দেওয়া যাইতে উদ্যোগ করা যায় এবং যেহেতুক সরকারের খরচেতে কিম্বা বিশেষ কোনং লোকের ব্যয়েতে সমস্ত লোকের হিতার্থে যেং পুল ও সরাই ও কটরাইত্যাদি ও অন্যং গাঁথনি করা গিয়াছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে উদ্যোগ করা যায় এবং নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারী না থাকাতে যে ভূম্যাদি রাজা পান তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে উপযুক্ত নিয়ম করা যায় ইহা উচিত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐং হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মসজিদইত্যাদির খরচের নিমিত্তে দেওয়া ভূমি ও পুল সরাইইত্যাদি সরকারী অন্যং এমারতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

মসজিদ ও দেবালয় ও পাঠশালাইত্যাদি ও অন্য ধর্ম্মকর্ম্মের অর্থে দেওয়া সমস্ত ভূমির এবং সরকারী সকল এমারৎ অর্থাৎ পুল ও সরাই ও কটরা ও অন্যং এমারতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই ধারাক্রমে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের তাবে দেশেতে ঐং বোর্ডের সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ করা যাইতেছে ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

ঐ প্রকার এমারৎইত্যাদির নিমিত্তে যে ভূম্যাদি দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ কর্ম্মেতে দিবার এবং ঐ২ এমারতের মেরামতী উপযুক্তরূপে করা যাইবার নিমিত্তে ঐ২ বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্তরূপে যত্ন করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত প্রকার সকল এমারৎইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণার্থে যাহা দেওয়া গিয়াছে তাহা সরকার কিম্বা যে ব্যক্তিতে ঐ দান করা গিয়াছে তাঁহারা যদর্থে ঐ দান করিয়াছেন তদর্থে দেওয়া যায় ঐ প্রকারও ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারের সম্মতিক্রমে তাঁহারা এইক্ষণকার কি পূর্ব্বকার কর্ত্তৃত্বকারী সাহেব অথবা অন্য২ কোন ব্যক্তির ব্যয়েতে যে২ সকল এমারৎইত্যাদি করা গিয়াছে এবং যাহা এখন লোকেরদের হিতকারী হইয়াছে অথবা অল্প আয়াসেতে লোকেরদের হিতকারী হইবেক তাহার মেরামৎইত্যাদি উপযুক্তরূপে করান্ ইতি।

৪ ধারা।

যে এমারৎইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কিম্বা মেরামৎ হইলে কাহার ফল তাহাতে হইবেক না তাহার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কিন্তু উপরের লিখিত কোন এমারৎ এমত ভাঙ্গিয়া কি পড়িয়া গিয়াছে যে তৎপ্রযুক্ত কি অন্য কোন২ হেতুপ্রযুক্ত তাহার মেরামৎ অনায়াসে হইতে পারে না অথবা মেরামৎ হইলে তাহাতে লোকেরদের অধিক ফল হইতে পারিবেক না এইমত হইলে বোর্ডের সাহেবেরা ঐ২ এমারৎইত্যাদি সরকারের নিমিত্তে বিক্রয় করা যাইবার কি অন্য কোন প্রকারে দেওয়া যাইবার অর্থে শ্রীযুতের হজুরে নিবেদন করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

ভূমি অথবা সরকারী এমারৎইত্যাদি কোন জনের নিজলাভার্থে না দেওয়া যাইবার যত্ন বোর্ডের সাহেবেরা করিবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত এমারৎইত্যাদির রক্ষণার্থে দেওয়া ভূমি কোন ব্যক্তির নিজ হিতার্থে না দেওয়া যায় অথবা দানকর্ত্তার অভিপ্রায় ও ইচ্ছার অন্য কোন প্রকারে না দেওয়া যায় এবং সরকারহইতে সকল মেরামৎ বিশেষ কোন ব্যক্তির অধিকারে বলেতে কি ছলেতে না পড়ে এতদর্থে বারণ করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আবশ্যক মেরামৎ ইত্যাদির খরচের ফর্দ্দ শ্রীযুতের সমীপে পাঠাইয়া দিবার কথা।

যদি কোন সময়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরদের বিবেচনায় উপরের উক্ত কোন এমারৎইত্যাদির মেরামৎ করা কর্ত্তব্য হয় তবে তাঁহারা ঐ কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে যত ব্যয়ের আবশ্যক তাহার এক ফর্দ্দ করাইবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি পাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

নজুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বোর্ডের সাহে

সকল নজুল অর্থাৎ উত্তরাধিকারী না থাকাতে যে ধন রাজা পান তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই ধারাক্রমে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের প্রতি

অর্পণ

অর্পণ করা যাইতেছে এবং ঐ সাহেবেরা ইহার পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ঐ২ প্রকার সকল ধনের বিষয় জ্ঞাত হইবেন এবং তাহা সরকারের নিমিত্তে বিক্রয় করা অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহা অর্পণ করা কি দেওয়া যাওয়া তাহারদের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হইলে তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

বদিগেরে অর্পণ হইবার কথা।

৮ ধারা।

এই আইনেতে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করা ভারের সকল কর্ম্ম সহজে সিদ্ধ হইবার নিমিত্তে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব ও হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলায় তৎস্থানের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবদিগের ভারের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ঐ২ স্থানের কর্ম্মকারক লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

৯ ধারা।

জিলার কালেক্টরসাহেব আপন পদপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মকর্ত্তারদের এক জন হইবেন এবং তাঁহার সহিত রাজকর্ম্মসম্বন্ধীয় কি সৈন্যসম্বন্ধীয় কি চিকিৎসাসম্পর্কীয় যে সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

জিলার কালেকটরসাহেব স্বপদপ্রযুক্ত এবং অন্য যে২ সাহেবদিগকে শ্রীযুত উপযুক্ত বোধ করেন তাহারা ঐ কর্ম্মকারক হইবার কথা।

১০ ধারা।

এই আইনের হুকুমানুসারে ঐ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সরকারী লেখাপড়াদ্বারা এবং উপরের লিখিত সকল দেওয়া ভূমি কি এমারৎইত্যাদির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা এবং সকল নজুল অর্থাৎ উত্তারাধিকারী না থাকাতে রাজগামি ধনের বিষয় পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইবেন এবং যে বোর্ডের তাবে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারা থাকেন যদি ঐ ভূমি কি এমারৎইত্যাদি উপযুক্তরূপে দানকর্ত্তার অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে ব্যয় না করা যায় তবে তাহার বিষয়ের বিবরণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন এবং এই কর্ম্ম করাতে সাবধান হইবেন যে কোন লোকের স্বত্বাধিকারের হানি না করেন ও অনাবশ্যক ক্লেশ কাহাকেও না দেন ইতি।

ঐ২ কার্য্যকারক সাহেবেরা দত্ত সকল ভূমি ও এমারৎ ও নজুলের বিবরণ নিশ্চয় করিবার এবং বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে তাহার রিপোর্ট দিবার কথা।

১১ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ নানাপ্রকার এমারৎইত্যাদির ইদানীন্তন মোত্তাকার কি কর্ম্মকর্ত্তা কি অধ্যক্ষের নাম এবং অন্য বিবরণ নিশ্চয় করিয়া বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং নিশ্চয় করিবেন কি তাহা মুতবলি কি অন্য কোন নামেতে খ্যাত এবং যাহার দ্বারা ও যে হুকুমেতে তাহারা নিযুক্ত কি অভিমত হইলেন তাহা এবং তাহার স্থাপন কি দানকর্ত্তার মূলদান বিষয়ের বিশেষ হুকুমমানুসারে অথবা ঐ২ প্রকার এমারৎইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখণযোগ্য অন্য কোন নিয়মের দ্বারা করা গেল তাহাও লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ২ এমারৎইত্যাদির ইদানীন্তন মোত্তারইত্যাদির নাম ও যে হুকুমানুসারে তাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাহার বিবরণ নিশ্চয় করিবার এবং রিপোর্ট করিবার কথা।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

পদ শূন্যহওয়া অথবা মৃত্যুইত্যাদি যাহা ঘটে এবং ঐ কর্ম্ম প্রার্থনাকারিরদের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্বের কথা কার্য্যকারক সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

যে জন কি জনেরা ঐ২ এমারৎইত্যাদির অধ্যক্ষতা ভারের প্রার্থনা করেন বোর্ডের সাহেবেরদের তাহাতে অধিকারিত্ব কি অনধিকারিত্বের বিচার করিতে পারিবার নিমিত্তে তৎস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে অন্য সকল অধ্যক্ষেরদের পদ শূন্য কি তাহারদের মৃত্যুইত্যাদি হইলে তাহার রিপোর্ট করিবেন বিশেষতঃ পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মের অধিকারিত্ব পিতা পুত্রইত্যাদিক্রমে হইল কি না অথবা অধিকারী অন্যকর্তৃক পসন্দ করা গিয়াছে তাহা হইলে যাহার দ্বারা মনোনীত করা গিয়াছে তাহা অথবা ঐ এমারৎ কি ধর্ম্মার্থে কোন বিষয়ইত্যাদির মূলকর্ত্তা কি তাহার উত্তরাধিকারী কি তৎস্থলাভিষিক্ত কিম্বা ঐ২ এমারৎইত্যাদির কোন অধ্যক্ষেতে অথবা সরকারের কোন কর্ম্মকর্ত্তা কি তৎস্থলাভিষিক্ত অথবা সাক্ষাৎ সরকারের দ্বারা সে অধিকারির নাম লেখা গিয়াছে তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

ঐ পদস্থ লোকেরদের নাম লেখনের ভার সরকারের প্রতি হইলে কার্য্যকারক সাহেবেরা উপযুক্ত লোকেরদের নাম লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

এইক্ষণকার অথবা পূর্ব্বকার সরকারের দ্বারা অথবা সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা কোন জনের দ্বারা ঐ নাম লেখা গেলে অথবা ঐ রক্ষণাবেক্ষণার্থের পদ পাওয়া যাইবার নিমিত্তে উপযুক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি না থাকনপ্রযুক্ত ঐ নাম লেখার ভার সরকারের প্রতি হইলে তৎস্থানের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ এমারৎ কি কর্ম্মইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে যে জন পসন্দ করা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং মূলদানের কি স্থাপনের বিশেষ নিয়মের প্রতি এবং ঐ২ সকল বিষয়ে সেই২ দেশের প্রসিদ্ধ নিয়ম কি ব্যবহারেতে দৃষ্টি করিয়া তাহার অধ্যক্ষ কি রক্ষণাবেক্ষণের কর্তৃত্বপদের নিমিত্তে উপযুক্ত লোক কি লোকদিগের নামে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের সম্মতি এবং সাব্যস্তহওনার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

১৪ ধারা।

বোর্ডের সাহেবেরা ঐ দেওয়া ভূমিইত্যাদির নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা আবশ্যক বোধ করেন এমত লোক নিযুক্ত করিবার কি অন্য কর্ম্মকরণের হুকুম দিবার কথা।

উপরের লিখিত ধারাতে যে বিবরণপত্রইত্যাদি লিখনের আবশ্যক তাহা পাইবামাত্র বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের সম্মতিপ্রযুক্ত যে২ লোকের নাম লেখা গিয়াছে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন অথবা তৎস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরদের স্থানে আবশ্যক অন্য কোন সম্বাদ তলব করিয়া ঐ এমারৎ কি ধর্ম্মক্রিয়া স্থাপনের প্রকার ও নিয়মানুসারে তাহার কর্তৃত্ব রক্ষণাবেক্ষণার্থে অন্য কোন উপযুক্ত উপায় করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

যে লোক এই আইনা

এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তদ্ধেতুক উপরের

বিবরণ

বিবরণ করিয়া লেখা ভূমি কি এমারৎইত্যাদির অধিকারিত্ববিষয়ে উপরের লিখিত সাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন তাহার বিষয়ে নালিশের হেতু আছে ইহা বোধ করিলে নালিশ করিতে না পারে এবং আইনের লিখিত প্রকারানুসারে সরকার কি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা এক পক্ষ হইলে আইনেতে যে প্রকার হুকুম করা গিয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা অধিকারমানি কোন লোক কি অন্য কোন ব্যক্তির নামে জাবেতামতে হইলে তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে অথবা তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে ইহা বোধ করিলে ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে চলিত আইনানুসারে ঐ নালিশ করিতে পারে ইতি।

নুসারে করা কোন হুকুমের দ্বারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তাহারা আইনানুসারে আপনারদের অধিকারার্থে কি ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে নিবারিত না হইবার কথা।

১৬ ধারা।

স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের অভিপ্রায় এই পরহিতার্থে দেওয়া ভূমি ইত্যাদির উৎপন্ন দানকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারে দেওয়া যায় এবং সরকারের নিমিত্তে তাহার কি তাহার উৎপন্নের কিছু বাজেয়াপ্ত না করা যায় ঐ প্রকারেও ইহার স্পষ্ট অভিপ্রায় আছে যে পরের হিতের নিমিত্তে পূর্ব্বকার কি এক্ষণকার সরকারেতে নির্ম্মিত সকল এমারৎ ভাঙ্গিয়া পড়াতে অথবা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত যাহার মেরামৎ হইতে না পারে অথবা মেরামৎ হইলে আধুনিক অবস্থাপ্রযুক্ত পরের হিতের নিমিত্তে আর হইতে পারিবেক না তাহাব্যতিরেকে যদর্থে করা কি দেওয়া গিয়াছে তদর্থে হয় ইতি।

এই আইনের অভিপ্রায় এই যে দেওয়া ভূমি ও পরের হিতার্থে নির্ম্মিত এমারৎইত্যাদি উপযুক্তরূপে থাকিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
M. H. TURNBULL,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ২০ বিংশ আইন।

লশ্করী সিরিস্তাসম্পর্কীয় লোকেরা কোন২ প্রকারেতে লশ্করী আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের উপযুক্ত হইবার এবং ফৌজসম্পর্কীয় যে সকল লোকেরা সরকারহইতে মোকররী মাহিয়ানা পান্ তাঁহারদিগের নিমিত্তে এবং আপনারদিগের দিনগুজরাণের সংস্থান করিবার জন্যে যে সকল লোকেরা কিলা ও ছাউনী ও কায়েমী মোকামসকলের তৈনাতী সিপাহীলোকদিগ্‌কে ও পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগকে রসদইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী পঁহুছিয়া দেয় তাহারদিগের জন্যে ভাল২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী১৮১০ সালের তারিখ ২৯ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ১৬ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ১৯ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ১৭ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৫ সালের ২ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে যত লশ্করী আইন বাদশাহী ও কোম্পানির সরকারের ফৌজসম্পর্কীয় কর্ম্মাদির সুন্দর বন্দোবস্ত ও তাহা ভালমতে নির্ব্বাহ হইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে যে নানা প্রকার লোকেরা লড়াইতে উদ্যত থাকিবার সময়ে ফৌজের সঙ্গে কার্য্যকর্ম্ম করে তাহারা যদি মোকররী সিপাহীও না হয় তথাপি ঐ আইনের হুকুম ও দাঁড়ার তাবে থাকিবেক কিন্তু এদেশীয় অনেক লোক ফৌজের সমভিব্যাহারী ও সম্পর্কীয় হইয়াছে এপ্রযুক্তও ঐ সকল লোকেরা সিপাহীদিগের আরামের নিমিত্তে প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যকর্ম্ম করে এ নিমিত্তে আবশ্যক হইল যে ঐ সকল দাঁড়াতে যেমত২ লেখা গিয়াছে তাহা ফৌজ যুদ্ধবিগ্রহ অর্থাৎ লড়াইভেড়াইতে নিযুক্ত থাকনের সময়ভিন্ন অন্য সময়েও খাটে বরং ফৌজসম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে অসঙ্গত ক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ ঐ সকল দাঁড়া কএক নিয়মে সর্ব্ব সময়ে জারী হয় ও ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ তৃতীয় আইনানুসারে ছাউনী ও লশ্করী বাজারসকলের সীমার মধ্যের স্থানাদির পোলীসের কর্ম্মাদির বন্দোবস্তের ও তাহা নির্ব্বাহকরণের ও তথাতে যাহাতে স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা থাকে এমত কর্ম্মাদির ভার ঐ২ মোকামের তৈনাতী ফৌজের সরদার সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে কিন্তু ঐ আইনানুসারে ঐ সরদার সাহেবলোকের প্রতি কেবল এইপর্য্যন্ত ক্ষমতা ও ভার আছে যে যাহাতে অপরাধের ক্রিয়া না হইতে পারে ও তাহা করণিয়া লোকেরা ধরা যায় এমত উদ্যোগ ও তদারক করেন্ আর তাঁহার দিগকে হেতুবাদ।

দিগকে

দিগকে মারিপিট ও গালিগালাজইত্যাদি ক্ষুদ্র অপরাধের মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদী অপরাধের কর্ম্মকরণের কালেতে ধরাযাওনব্যতিরিক্ত হাত দিতে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি বরং ঐ আইনানুসারে এমত২ মোকদ্দমা গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমার মতে শুনিতে বিশেষরূপে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের প্রতি অনুমতি আছে কিন্তু ক্ষুদ্র২ অপরাধের বিচার ও তাহার শাস্তির অর্থে ফৌজের সঙ্গী ও সম্পর্কীয় লোকদিগকে লশকরী আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের তাবে করিলে স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা হয়একারণ উচিত ও বিহিত বুঝা গেল যে নীচের ধারাসকলের স্পষ্ট করিয়া লেখা দাঁড়া ও নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া এমত২ মোকদ্দমা শুনিতে ক্ষমতা লশকরের সরদার সাহেবের হুকুমমতে যে কোর্টমার্স্যল এতাবতা লশকরী আদালতের সংগ্রহ হইবেক সেই আদালতের কর্ত্তাদিগের প্রতি অর্পণ হয় এবং দোকানীপসারীইত্যাদি ব্যাপারি লোকদিগের আরাম ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে ও তাহারা লশকরী বাজারসকলেতে থাকে এমত প্রবৃত্তি ও সম্মতি তাহারদিগের হওনার্থে বিহিত বুঝা যাইতেছে যে হুদ্দাদারদিগের কি সিপাহীলোকের অথবা ফৌজসম্পর্কীয় অন্য কোন লোকের ও লশকরী বাজারেতে তেজারৎকরনিয়া লোকদিগের মধ্যের অল্প সঙ্খ্যার কর্জ্জা টাকা আদায় করণের হুকুমদেওনের ও দেওয়ানীর আর২ ছোট২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ভার ঐ কোর্টমার্স্যলেতে অর্পণ হয় অতএব উপরের লিখিত কথারদৃষ্টে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

যে২ মতেতে সরকারের দরমাহাদার ফৌজসম্পর্কীয় যে সকল লোকেরা কোর্ট মার্স্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের উপযুক্ত হইবেক তাহার বেওরার কথা।

ফৌজসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যকারক লোক অর্থাৎ আম্বারখানা ও সেলাখানাইত্যাদির কিম্বা অন্য কোন সিরিস্তাসম্পর্কীয় খালাসীলোক কি এদেশীয় চিকিৎসক লোক ও মুহরির লোক ও ভিস্তী ও পখালী ও সাইস ও ঘাসিয়াড়া ও হাতির মাহুত ও উটের রক্ষক ও সরকারের চতুষ্পাদ জন্তুইত্যাদিসম্পর্কীয় অন্য২ লোক ও বেলদার ও কারীগর ও অন্য কোন কর্ম্মের নিযুক্তহওয়া লোকইত্যাদি যাহারা ফৌজসম্পর্কীয় সিরিস্তার কার্য্যভারাক্রান্ত হুদ্দাদার সাহেবের মারফতে সরকার হইতে মোকররী মাহিয়ানা পায় যদি তাহারদিগের নাম সরকারের মোকররী মোকামী বহীতে দাখিল থাকে তবে তাহারা যে ছাউনী কি কিলা কিম্বা ফৌজ ইতনাৎ থাকিবার আর২ যে২ মোকামে নিযুক্ত আছে সেখানে আপন২ তাহের কার্য্যকর্ম্ম করিতে অন্য মত করিলে কিম্বা অসঙ্গত ক্রিয়া করিলে অথবা ঐ ফৌজের সরদার সাহেবের কিম্বা ঐ মোকামের যে সাহেবের প্রতি হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার থাকে তাঁহার নিরূপণকরা হুকুম ও দাঁড়ার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিলে তাহারা কোর্টমার্স্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সাল ২০ বিংশ আইন।

৩ ধারা।

আরো কর্ত্তব্য যে বাদশাহী লশ্করী কায়দার ২৪ বাবের ২ ধারা কিম্বা কোম্পানির সরকারের লশ্করী কায়দার ১৫ বাবের ২ ধারানুসারে মোকর্‌রা চাকর সিপাহীদিগের প্রতি যে শাস্তি উপযুক্ত হয় উপরের উক্ত লোকদিগের কোন ব্যক্তির প্রতি তাহাহইতে অতিরিক্ত কি অধিক শাস্তির হুকুম দিতে ঐ কোর্ট মার্স্যালের কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা থাকিবেক না কিন্তু ফৌজ যুদ্ধ অর্থাৎ লড়াইয়ের স্থানে থাকিলে ক্ষমতা থাকিবেক কেননা এমত সময়ের নিমিত্তে এক্ষণকার লশ্করী চলিত আইনেতে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত কোন প্রকারে এই আইনের লিখিত কথার অনুসারে বোধ হইবেক না ইতি।

ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে শাস্তির হুকুম দিবার নির্ভর কোর্ট মার্স্যালের কর্ত্তাদিগের ক্ষমতার প্রতি আছে তাহার কথা।

৪ ধারা।

লশ্করী হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকর লোক তাহারা সরকারহইতে মাহিয়ানা না পাইলেও কোন ছাউনী কি কিলা অথবা মোকাম কিম্বা লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যেতে থাকিলে তথায় চিন্তা ও উদ্বেগ না থাকিবার নিমিত্তে লশ্করের সরদার সাহেবের কিম্বা যে সাহেবের প্রতি হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার থাকে তাঁহার হজুরহইতে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সকল দাঁড়া ও হুকুমের তাবে থাকিবেক ও তাহার অন্যথাচরণ করিলে কোর্ট মার্স্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেক ইতি।

হুদ্দাদার সাহেবলোকের চাকরবাকর লোকেরা সরকারহইতে মাহিয়ানা না পাইলেও ছাউনী ও মোকামসকলের নিরূপিত দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিলে কোর্ট মার্স্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবার কথা।

৫ ধারা।

যে সকল ছাউনী ও কিলাতে এক কুণ্ড কি এক পল্টনের অর্দ্ধেকের কম না হয় এমত ফৌজ তৈনাৎ থাকে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ আইনানুসারে তাহার সীমাসরহদ্দ নিরূপণ না হইয়া থাকে সেই সকল ছাউনী ও কিলার সরদার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইবামাত্র মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সহযোগে ঐ সকল ছাউনী ও কিলা ও তাহার সম্পর্কীয় বাজারের সীমাসরহদ্দ নিরূপণ করেন্ ও যে সকল মোকামহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার লিখিত কৈফিয়ৎ এপর্য্যন্ত না পাঠান গিয়া থাকে সে সকল মোকামের সরদার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ সকল ছাউনী ও কিলার সীমাসরহদ্দ নিরূপণের কৈফিয়ৎ ঐ মোকাম যে জিলার ব্যাপ্য অধিকারেতে হয় সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সহযোগে প্রস্তুত করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনার বিবরণসহিতে সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সাহেবের দ্বারা হজুরের হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ও সরদার সাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎমতে হজুরহইতে ঐ সীমাসরহদ্দ মঞ্জুর হইলে ঐ সীমার নক্সা তাহার সম্পর্কীয় বাজারসহিতে প্রস্তুত করা যাইবেক ইতি।

ছাউনীইত্যাদির সীমা নিরূপণের মতের কথা।

৬ ধারা।

৬ ধারা।

সীমার নক্সা যে থানে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের উক্ত নক্সার চারি নকল হইয়া তাহাতে সরদার সাহেবের ও জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তখৎ হইবেক পরে তাহার এক নকল ঐ মোকামের লশকরের প্রধানের নিকটে ও আর এক নকল মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে থাকিবেক ও আর দুই নকল সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক যে ঐ সাহেব তাহার এক নকল আপন নিকটে রাখিয়া আর এক নকল সরকারের কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৭ ধারা।

ব্রিগেডমেজর কি ঐ মত অন্য হুদ্দাদার সাহেবের দফ্তরেতে ছাউনী ইত্যাদির সীমার বসিয়া কোন২ লোকদিগের নাম দাখিলহওনের কথা।

ঐ২ নক্সার বেওরা করিয়া লেখা কিলা কি ছাউনী কিম্বা মোকামের সীমার মধ্যের বাটীঘরওয়ালা ও দোকানদার ও অন্য২ নিরূপিত জায়গাওয়ালা যে লোক সে থানে বাণিজ্যের ব্যবসায় করে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সিপাহাদিগ্কে রসদ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দিয়া কিম্বা তাহারদিগের চাকুরী করিয়া আপন২ দিন পাত করে সে সমস্ত লোকদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে লেখা যাইবেক ও ঐ বহী ব্রিগেড মেজর কিম্বা ঐ মোকামের ঐ প্রকার অন্য কোন হুদ্দাদার সাহেবের দফ্তরে উপযুক্ত সময়ে সকল লোকের দেখিবার নিমিত্তে মৌজুদ থাকিবেক এবং ঐ বহীতে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরে ও যে জিলার মধ্যেতে ঐ মোকাম হয় সেই জিলার চলিত ভাষায় ও অক্ষরে ও প্রত্যেক ব্যক্তির নামে২ তাহারদিগের ব্যবসায়ের ও বাসস্থানের নাম বহীতে নাম দাখিল হইবার তারিখের সহিত ঐ বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

ঐ ইসমনবিসীর বহীতে নাম দাখিলহওয়া লোকদিগের সম্বন্ধে দাঁড়ার কথা।

উপরের উক্ত ইসমনবিসার বহীতে কোন ব্যক্তির অসম্মতিতে তাহার নাম দাখিল করা যাইবেক না ও ইসমনবিসীর বহীতে নামদাখিলহওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুমতি থাকিবেক যে যখন চাহে তখন আপন নাম ঐ বহীহইতে বাহির করিয়া লয় ও জানা কর্ত্তব্য যে ইসমনবিসীর বহীর লিখিত লোকেরা যেপর্য্যন্ত ঐ২ মোকামের সীমার মধ্যের কোন ঘরে কি দোকানে কি নিরূপিত অন্য কোন স্থানে বাণিজ্যের ব্যবসায় কি রসদ পঁহুছাইবার সম্পর্কীয় অন্য কারবার অথবা সিপাহীদিগের চাকুরী করে কেবল সেপর্য্যন্ত ঐ বহীতে নাম লেখাথাকনেতে ঐ সকল লোকেরা যে ফল পাইতে পারে তাহা পাওনের যোগ্য থাকিয়া যে সকল দাঁড়া ও হুকুম ঐ মোকামের বাজারের মধ্যে কোন চিন্তা ও উদ্বেগ না থাকিবার ও সুনীতি ও সদাচরণ থাকিবার নিমিত্তে সরদার সাহেবের হজুরহইতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সকল দাঁড়া ও হুকুমের তাবে থাকিবেক ও তাহার অন্যথাচরণ করিলে এদেশীয় হুদ্দাদারের বৈঠকের কোর্ট মার্স্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় সমস্ত লোকের নামও ইসমনবিসীর বহীতে লেখা যাইবেক ও ঐ বহী উপযুক্ত সময়ে যে সমস্ত লোক দেখিতে চাহে তাহারদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে সেই পল্টনের লশ্করের মীর অর্থাৎ প্রধানের থাকিবার স্থানে মৌজুদ থাকিবেক আর সমস্ত বৃত্তান্ত ৭ ধারার উক্ত ইসমনবিসীর বহীর নির্দ্ধারিতমতে লেখা যাইবেক ইতি।

পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের নাম সেই পল্টনের লশ্করের মীর অর্থাৎ সরদারের ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল হইবার কথা।

১০ ধারা।

পল্টনী বাজারের ইসমনবিসীর বহীতে কোন ব্যক্তির নাম তাহার অসম্মতিতে দাখিল করা যাইবেক না ও ইসমনবিসীর বহীতে দাখিলহওয়া লোকদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে তাহারা যখন চাহে তখন আপনং নাম ঐ বহীহইতে খারিজ করিয়া লইয়া অবসর হইয়া যায় কিন্তু যদি ঐ পল্টন লড়াইতে তৈনাৎ থাকে কিম্বা ত্বরায় কুচহওনের কল্প থাকে এমত সময়ে সেই ফৌজের সরদার সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সরকারের কর্ম্মকার্য্যের নিমিত্তে যাবৎ আবশ্যক থাকে তাবৎ তাহারদিগকে বিদায় না দেন্ ইতি।

ঐ সকল লোকদিগের সম্বন্ধে দাঁড়ার কথা।

১১ ধারা।

পল্টনের মোকামকরণের সময়ে যে সকল লোকেরা তাহার বাজারের নিরূপিত স্থানেতে যে বাণিজ্য কি অন্য যে ব্যবসায়ের কথা তাহারদিগের নামে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়া থাকে ক্রমিক তাহা করে সে সকল লোকভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তির নাম ঐ পল্টনের বাজারের সম্পর্কীয় বলিয়া ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়াছে সে ব্যক্তি ঐ বহীতে নাম লেখা থাকনের ফলপাওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

ইসমনবিসীর বহীর হুকুমের যোগ্য লোকদিগের বেওরার কথা।

১২ ধারা।

যে সমস্ত লোকদিগের নাম পল্টনের বাজারের সম্পর্কীয় বলিয়া ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়া থাকে সে সকল লোকেরা ঐ পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় থাকন পর্য্যন্ত বাজারের মধ্যেতে চিন্তা ও উদ্বেগ না থাকিবার ও সদাচরণ থাকিবার নিমিত্তে এবং তাহারদিগের ব্যবসায়ের কর্ম্মকার্য্য ভালমতে চলিবার অর্থে সেই মোকামের সরদার সাহেবের কিম্বা অন্য যে সাহেবের প্রতি হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার থাকে তাঁহারদিগের হজুরহইতে যে সকল হুকুম ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সকল হুকুম ও দাঁড়ার তাবে থাকিবেক ও তাহার অন্যথা কোন প্রকারে করিলে এদেশীয় হুদ্দাদার লোকের বৈঠকের কোর্টমার্শ্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেক ইতি।

ইসমনবিসীর বহীতে নাম দাখিলহওয়া লোকেরা সরদার সাহেবের নির্দ্ধারিত হুকুমের তাবে থাকিবার ও তাহাতে অন্য মত করিলে কোর্টমার্শ্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবার কথা।

১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে শাস্তির হুকুম দিবার নির্ভর কোর্ট মার্স্যালের কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা আছে তাহা নিরূপণের কথা।

কোর্ট মার্স্যালের কর্ত্তাদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে পল্টনী বাজার কি মোকামী বাজারের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কিম্বা হুদ্দাদার সাহেবলোকের চাকর বাকরের মধ্যে কেহ সেই স্থানের নির্দ্ধারিত হুকুম ও দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহার প্রতি ৫০ পঞ্চাশ কেট মারিবার কিম্বা ১৪ দিবস মিয়াদে কয়েদের অধিক শাস্তি অথবা বড় অপরাধের মোকদ্দমাতে এই দুই প্রকার শাস্তি হইতে অধিক শাস্তির হুকুম দেন্ ও পল্টনী কিম্বা মোকামী বাজারসম্পর্কীয় যে সকল লোকেরা মুদিবাকালী ও চাকরবাকর কিম্বা ছোট কারীগর লোকহইতে অধিক মর্য্যাদা রাখে তাহারা ঐ হুকুম ও দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিলে প্রথম বার শারীরিক শাস্তির যোগ্য বোধ হইবেক না কিন্তু তাহারদিগের প্রতি ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম হইবেক আর ঐ জরীমানার টাকা যদি শীঘ্র আদায় না হয় তবে সরদার সাহেবের দস্তখতী হুকুমমতে অপরাধি ব্যক্তির যত জিনিস কিলা কিম্বা ছাউনী অথবা বাজারের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক্ করিয়া নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক আর ঐ সীমার মধ্যে যে জিনিস পত্র পাওয়া যায় তাহাতে ঐ টাকা আদায় হইতে অকুলান হইলে সরদার সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে ঐ অপরাধিকে ধরিয়া এক মাসপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যদি টাকা না দেয় তবে কয়েদ রাখেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের কাহার প্রতি ঐ স্থানের নিরূপিত আইন ও দাঁড়ার অন্যথায় কর্ম্মকরণ হেতুক কোর্ট মার্স্যালের বিচারানুসারে জরীমানার হুকুম হইলে সে যদি তাহা দিতে ত্রুটি করে তবে পুনরায় অপরাধকরণ তাহার উপর প্রমাণ হইলে তাহার অবস্থামতে বিবেচনাক্রমে দোকানীপসারী ও চাকরবাকর কিম্বা ছোট কারীগর লোকের মত শারীরিক শাস্তি পাইবার অথবা তাহারদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীহইতে খারিজ করিয়া দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

ঐ শাস্তিহইতে এড়াইবার যোগ্য লোকদিগের শারীরিক শাস্তির বদলে জরীমানা লইবার ক্ষমতার কথা।

যদি কোর্ট মার্স্যাল আদালতের বিচারানুসারে কাহার প্রতি শারীরিক শাস্তির হুকুম হয় আর সে ব্যক্তি উপরের ধারানুসারে আপনাকে ঐ শাস্তিহইতে এড়াইবার যোগ্য ঠাহরায় তবে সে মোকামের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার দরখাস্ত দৃষ্টি করিয়া ঐ শাস্তিহইতে সে এড়াইতে পারিবার যোগ্য বটে ইহা প্রমাণ হইলে তাহার বদলে ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম তাহার প্রতি দেন্ আর প্রথমতঃ কোর্ট মার্স্যাল আদালতহইতে জরীমানার হুকুম হইলে তাহা যেমতে তহসীল হইত সেই মতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

উপরের উক্ত লোকেরা ছাউনীইত্যাদির সী

কিলা ও ছাউনী ও লশ্করী বাজারেতে সুন্দর স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা থাকে ইহার

 ক্ষুষ্টে

দৃষ্টে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের ২ ধারার বেওরা করিয়া লেখা ফৌজের সঙ্গি লোকের মধ্যে কেহ কিম্বা হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকরলোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা যে কোন ব্যক্তির নাম সদর বাজার কি মোকামী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের শামিলে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা থাকে সে ব্যক্তিই বা যদি অস্মুৎ মারিপিটকরণের কিম্বা যাহাতে বিরোধবিসম্বাদ জন্মে কি ঐ সকল কিলা ও ছাউনী কি বাজারের স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছন্দতার বিষয়ে ব্যাঘাত হয় অন্য এমত কোন কর্ম্ম সরকারের নির্দ্দিষ্টকরা নক্সার বেওরা করিয়া লেখা সীমার মধ্যে কোন স্থানে করণের তহমত অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত হয় তবে সে ব্যক্তি এদেশীয় হুদ্দাদারদিগের বৈঠকের কোর্ট মার্শ্যাল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের উপযুক্ত হইবেক ও ঐ কোর্ট মার্শ্যালের কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর তাহাকে ২০ কুড়ি দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ রাখেন্ অথবা ৫০ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় এমত জরীমানা করেন্ কিম্বা পঞ্চাশ ঘার অধিক না হয় এমত কেট মারিবার হুকুম দেন্ কিন্তু যদি ঐ অপরাধী এই আইনের ২ ধারার লিখিত প্রকারের লোক হয় আর তাহার নামে যে দাওয়ার নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতে লশ্করী দাঁড়াসকলের ব্যতিক্রম অপরাধের আচরণ বুঝা যায় তবে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত দাঁড়া মতে ঐ অপরাধির প্রতি শাস্তির হুকুম হইবেক ইতি।

মার মধ্যে অস্মুৎ মারিপীট কি বিরোধজনক অন্য কোন কর্ম্ম করিলে কোর্ট মার্শ্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবার কথা।

১৬ ধারা।

এই আইনের ২ ধারাতে ফৌজের সমভিব্যাহারী যে সকল লোকের কথা বেওরা করিয়া লেখা গিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকরলোকদিগের মধ্যে কেহ অথবা যাহার নাম সদর বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের সহিত ইসমনবিসীর বহীর মধ্যে লেখা থাকে এমত কোন ব্যক্তি ছাউনী কি বাজারের যে সীমা নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন স্থানে বিনাজবরদস্তীতে ১০০ এক শত টাকাহইতে অধিকের না হয় এমত চুরীকরণের অপবাদগ্রস্ত হইলে তাহা এদেশীয় হুদ্দাদারদিগের বৈঠকের কোর্ট মার্শ্যল আদালতে শুনা ও বিচার করা যাইবেক ও ঐ কোর্ট মার্শ্যালের কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ অপরাধির প্রতি ১০০ এক শতঘাপর্য্যন্ত কেট মারিবার কিম্বা এক মাসপর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেন্ ইতি।

ঐ সকল লোকেরা বিনাজবরদস্তীর চুরীর অপবাদগ্রস্ত হইলে কোর্ট মার্শ্যল আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবার কথা।

১৭ ধারা।

যে ব্যক্তি ফৌজের সমভিব্যাহারী কি সম্পর্কীয় এবং হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকরের মধ্যে এবং বাজারসম্পর্কীয় যে সকল লোকের নাম ইসমনবিসীর মধ্যে লেখা থাকে তাহারদিগের মধ্যে নহে এমত ব্যক্তি কিলা কি ছাউনী অথবা লশ্করী বাজারের সীমানার মধ্যে এই আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার বেওরা করিয়া লেখা অস্মুৎ

যাহারা লশ্করী মোকামসকলের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে না হয় তাহারা ঐ সকল

মোকামের সীমার মধ্যে অমুক অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত হইলে তাহারদিগের বিষয়ে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

অমুকং অপরাধের কর্ম্ম করিলে সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি ঐ অপরাধিকে কিলা কি ছাউনী কি বাজারের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই মত অন্য অপরাধের মোকদ্দমা শুনন ও বিচারের বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে সেইং আইনের নির্দ্ধারিতমতে ঐ অপরাধের বৃত্তান্ত তহকীক ও তদন্ত করিয়া অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধিকে শাস্তি দেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

সরদার সাহেব যে সকল লোকদিগকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইবেন তাহার কথা।

কিলা ও ছাউনী ও লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে যে সকল অপরাধের কর্ম্ম হয় ও এই আইনের লিখিত মজমুনমতে তাহা কোর্ট মার্স্যল আদালতে উপস্থিত হওনের যোগ্য না হয় এমত সমস্ত অপরাধের মোকদ্দমাতে সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধের কর্ম্মকরণিয়া যে প্রকার লোক কেন না হয় তাহাকে ঐ সকল সীমার মধ্যে পাওয়া গেলে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

লশ্করী মোকামের সীমার মধ্যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাতে গ্রেফ্তারীর হুকুমনামা জারীহওনের মতের কথা।

সুপ্রিমকোর্ট আদালতের হুকুমনামাভিন্ন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন হুকুমনামা কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে কিলা কি ছাউনী কি লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে জারী করিবার আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি ঐ হুকুমনামা জারী করিবার ভার থাকে তাহারদিগের উচিত যে ঐ হুকুমনামা প্রথম সরদার সাহেবের হজুরে আর যদি সরদার সাহেব সেখানে না থাকেন্ তবে সে কিলা কি ছাউনী কি মোকামে হুদ্দাদার সাহেবলোকের মধ্যে যিনি প্রধান থাকেন্ তাঁহার নিকটে লইয়া যায় ও ঐ সরদার সাহেব কিম্বা ঐ প্রধান হুদ্দাদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমনামা দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপন দস্তখৎ করিয়া তৎক্ষণাৎ হুকুমনামার লিখিত ব্যক্তিদিগের সন্ধান জাননেতে পুরা মনোযোগ ও উদ্যোগ করেন্ ও অপরাধী কিলা কি ছাউনী কিম্বা মোকাম অথবা বাজারের সীমার মধ্যে থাকিলে তাহাকে ধরাইয়া ঐ হুকুমনামার লিখিতমতে তাহা জারী করিবার ভার যাহারদিগের প্রতি থাকে তাহারদিগের হাওয়ালা করিয়া দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তারকরণব্যতিরিক্ত কেবল হাজির করিবার নিমিত্তে যে সকল তলবচিঠী ও সপীনা কিম্বা এই প্রকার আরং যে সকল হুকুমনামা প্রকাশ হয় তাহা মুল্কি আদালতের কার্য্যকারকদিগেরো নিজে জারী করিতে এই ধারানুসারে কোন প্রকারে নিষেধ নাহি ইতি।

ঐ দাঁড়া গ্রেফ্তারীর ভিন্ন অন্য কোন হুকুমনামা জারীহওনের বিষয়ে না খাটিবার কথা।

২০ ধারা।

ঐ সকল দাঁড়া লশ্করী যেং মোকামের

কিলা ও ছাউনী ও মোকাম ও লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যেতে হওয়া ছোট অপরাধের বিচারের বিষয়ে এবং ইসমনবিসীর বহীর লিখিত মোকাম ও

বাজারের

বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগকে ধরিবার নিমিত্তে হুকুমনামা জারীকরণের বিষয়ে এই আইনেতে যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা কেবল যে সকল কিলা ও ছাউনী ও মোকামের সীমা নির্দ্দিষ্ট এই আইনের ৫ ধারার লিখিতমতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে মঞ্জুর ও সাব্যস্ত হইয়াছে সেই সকল কিলা ও ছাউনী ও মোকামের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং ঐ সীমা নির্দ্দিষ্টের নক্সাসকল ৬ ধারার লিখিতমতে লশকরের সরদারসাহেবের থাকিবার মোকামে ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে দাখিলহওনের সময়াবধি ঐ সকল কিলাইত্যাদিতে উপরের লেখা ঐ সকল কথা জারী ও চলন হইবেক ও এই আইনের লিখনের তাৎপর্য্যার্থে যে কিলা কি ছাউনী ও মোকামের সীমানিরূপণহওয়া অসম্ভব হয় তাহার নিমিত্তে উত্তরকালে বিশেষ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও যত দিন তাহা না হয় তত দিন এমতং কিলা ও ছাউনী ও লশকরী মোকামেতে ও তাহার সম্পর্কীয় বাজারেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।

সহিত সম্পর্ক রাখিবার তাহার কথা।

২১ ধারা।

যে সকল লোকের নাম পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের ইসমনবিসীর বহীর মধ্যে লেখা থাকে যে কর্ম্মের নামেতে তাহারদিগের নাম বহীতে লেখা গিয়াছে যাবৎ তাহাতে নিযুক্ত থাকে তাবৎ তাহারদিগের প্রতি পোলীসসম্পর্কীয় আচরণের ক্ষমতা ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ আইন ও এ আইনের উক্তক্রমে পল্টনের সরদারসাহেবের প্রতি থাকিবেক আর যদি ঐ সকল লোকেরা এই আইনের বেওরা করিয়া লেখা ছোটং কোন অপরাধের কর্ম্ম করে তবে সদর বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের অপরাধের বিচার ও শাস্তির পরিমাণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও নিয়ম লেখা গিয়াছে তদনুসারে কোর্ট মার্সাল আদালতে তাহার বিচার করা ও শাস্তি দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ অপরাধের কর্ম্ম পল্টন তৈনাত থাকিবার মোকামে কিম্বা কুচকরণের সময়ে পল্টন উত্তরিবার কোন এক মোকামহইতে এক ক্রোশের অধিক দূরেতে হয় আর ঐ অপরাধী অপরাধের কর্ম্ম করিবার সময়েতেই ধরা পড়ে তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপন হুকুমের তাবে স্থানের আরং মোকদ্দমার মত সে অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে আচরণ করেন্ কিম্বা যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ অপরাধিকে তাহার মোকদ্দমার বিচার কোর্ট মার্সাল আদালতে হওনের নিমিত্তে সরদারসাহেবের হাওয়ালে করিয়া দেন্ ইতি।

পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের প্রতি পোলীসসম্পর্কীয় আচরণের ক্ষমতা হুদ্দাদার সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

কোনং প্রকারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

২২ ধারা।

হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের নামে ও এই আইনের ২ ধারার বেওরা করিয়া লেখা

হুদ্দাদার সাহেব ও

িপাহী ও অন্যং লোক
দির নামে দুই শত টা.
র কমের কর্জ্জাইত্যা
হওয়া দাওয়ার
াকদ্দমার বিচারের ম
ার কথা।

লেখা মত সঙ্কী ও সম্পর্কীয় লোকদিগের নামে ও সদর ও পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে যাহারদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে লেখা থাকে তাহারদিগের নামে ও হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকর লোকদিগের নামে কর্জ্জাইত্যাদির দাওয়া যদি ঐ দাওয়া ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের না হয় ও যে প্রকরণের দাওয়া সেই প্রকরণহওনের সময়ে আসামী উপরের বেওরা করিয়া লেখা লোকদিগের মত হইয়া থাকে তবে কেবল কোর্ট মার্স্যল আদালতে উপস্থিত ও বিচার হওনের যোগ্য হইবেক আর যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী বিলায়তনিবাসি হুদ্দাদারসাহেব হন্ তবে কোর্ট মার্স্যল আদালতের কর্ত্তারাও বিলায়তনিবাসি সাহেবদিগের মধ্যহইতে হইবেন ও আর সমস্ত প্রকারেতে এদেশীয় হুদ্দাদারদিগের মধ্য হইতে কএক জন কোর্ট মার্স্যল আদালতের কর্ত্তা হইবেন এবং ঐ আদালতের কর্ম্ম চালাইবার ও রুবকারী লেখাইবার নিমিত্তে বিলায়তনিবাসি এক সাহেব নিযুক্ত হইবেন ও ঐ কোর্ট মার্স্যলের সংগ্রহ যথাসাধ্য পাঁচ জনেতে হইবেক ও তিন জনের কমেতে কখন হইবেক না ও তাঁহারদিগের মধ্যহইতে এক জন প্রধান হইবেন ও পল্টনের ও মোকামের সরদার সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসেতে দরমাহা বাটিবার পূর্ব্বে যে দিন বিহিত হয় এক দিন ঐ কোর্ট মার্স্যলের সংগ্রহ করেন্ ও ঐ কোর্ট মার্স্যল আদালতের কর্ত্তাদিগের প্রতি ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক যে কর্জ্জা কিম্বা হুরমৎ বহা কি অন্য ক্ষতিপূরণের কোন দাওয়া প্রমাণ হইলে বিশেষ কোন হুকুমব্যতিরিক্ত কেবল ঐ দাওয়ার টাকা আদায়ের হুকুম দেন্ কিম্বা যদি বিহিত বুঝেন্ তবে হাতের মাসের কিম্বা আইন্দা মাসের মাহিয়ানাহইতে কতক কি তাহা সম্যক্ কাটিয়া লইয়া ফরিয়াদীকে দেওয়ান্ আর যদি বিশেষ কোন হুকুম ব্যতিরিক্ত কেবল দাওয়ার টাকা আদায়করণের হুকুম হয় আর শীঘ্র দিতে না পারে তবে আসামীর যে জিনিসপত্র কিলা কি ছাউনী কি লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা আদালতের ফয়সলার হেতু বিবরণসম্বলিত সে স্থানের সরদারসাহেবের দস্তখতী হুকুমমতে ক্রোক্ হইয়া ঐ কর্জ্জা আদায়ের নিমিত্তে নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক আর ঐ সীমার মধ্যে যে জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহাতে ঐ কর্জ্জা আদায় হইতে যদি অকুলান হয় তবে আসামী গ্রেপ্তার হইয়া কিলা কি ছাউনী কিম্বা লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে যে খানে উচিত হয় সেই স্থানে দুই মাস মিয়াদ অতীতহওনের পূর্ব্বে টাকা না দিলে কয়েদ থাকিবেক আর যদি উত্তরকালে ঐ সীমার মধ্যে তাহার কোন জিনিস পাওয়া যায় তাহা সরদার সাহেবের হুকুমমতে ক্রোক্ হইয়া ঐ দাওয়ার টাকা আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের লিখিত
হেতুদৃষ্টে কোর্ট মার্স্যল

এই আইনের লিখনানুসারে যে কোর্ট মার্স্যল আদালত ও লশ্করী আদালত সংগ্রহহওনের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা লশ্করী মোকামের ও কিলাজাতের

ও তৈনাতী ফৌজের সরদার সাহবলোকের হুকুমমতে সংগ্রুহ হইবেক ও যখন কোন পল্টন স্বতন্ত্র হইয়া মফঃসলেতে নিযুক্ত থাকে তখন ঐ মত পল্টনের সরদারসাহেবের হুকুমমতে সংগ্রুহ হইবেক ইতি।

আদালতের সংগ্রুহহওনের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২৪ ধারা।

দুই শত টাকার অধিকের দাওয়ার মোকদ্দমাব্যতিরিক্ত ফয়সলার পূর্ব্বে গ্রেফ্তারীর কোন হুকুমনামা মুলকী আদালতহইতে না হইবার ও ঐ সঙ্খ্যাহইতে অধিক টাকার দাওয়ার মোকদ্দমার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

কিলা কি ছাউনী কিম্বা লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে কোন বাটীতে কি দোকানে কিম্বা নিরূপিত অন্য কোন স্থানেতে যে ব্যক্তি বাস করে কি বাণিজ্যব্যাপার কিম্বা সিপাহীদিগের চাকরীকরণের কি রসদ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দিবার সম্বন্ধীয় ব্যবসায় করে তাহার নামে কোন দাওয়া উপস্থিতহওয়াতে যদি ঐ দাওয়ার নালিশের আরম্ভেতে ইহা না লেখা থাকে যে দাওয়ার টাকা ২০০ দুই শতের অধিক কিম্বা এ কথা যে আসামী ঐ লশ্করী সীমার মধ্যে বাস কিম্বা বাণিজ্যব্যাপার কি ব্যবসায় করে অথচ ঐ বাস কি বাণিজ্য কি ব্যবসায়ের নামেতে তাহার নাম ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল নাহি অথবা নাম ও ব্যবসায় ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল আছে অথচ তিন মাসহইতে ঐ সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় করে না তবে তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে কোন হুকুমনামা মুল্‌কী আদালতহইতে হইবে না অতএব ঐ সকল মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমাতে যদি গ্রেফ্তারীর হুকুমনামা হয় তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া দাওয়া ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামী ইসমনবিসীর বহীর নাম লেখা ব্যক্তি নহে অথবা ইসমনবিসীতে নাম ও ব্যবসায়ের কথা দাখিল থাকনেতে যে মত্যাচরণ হইতে পারে আসামী তাহার যোগ্য নহে এই সকল কথার যাহা হয় তাহা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন্ আর যদি আসামী কিলা কি ছাউনী কিম্বা লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে থাকে তবে ঐ হুকুমনামা সে মোকামের সরদারসাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাঁহার দ্বারা আর২ মোকদ্দমার হুকুমনামার মতে জারী হইবেক কিন্তু যদি আসামীকে কিলা কিম্বা ছাউনী কি লশ্করী বাজারের সীমার বাহিরে পাওয়া যায় তবে মুল্‌কী আদালতের কার্য্যকারকদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে হুকুমনামানুসারে তাহাকে গ্রেফ্তার করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে এই প্রকার যে সমস্ত মোকদ্দমাতে আসামী ঐ সীমার ভিতরে কি বাহিরে ধরা যায় যদি ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দাওয়া ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামী লশ্করী সীমার মধ্যেতে বসতবাস ও বাণিজ্য ও ব্যবসায় করে ও তাহার নাম ইস্মনবিসীর বহীতে দাখিল নাহি অথবা ইসমনবিসীর বহীতে নাম ও ব্যবসায়ের কথাও দাখিল আছে ও ফলে তিন মাসহইতে ঐ সীমার মধ্যে ব্যবসায় করে না এই সকল কথার যে কথা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লেখা থাকে তাহা প্রমাণ না করে তবে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া মোকদ্দমার খরচা তাহার শিরে দেনা হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

২৫ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমাতে পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের বিষয়ের ছাড়ার কথা।

যে ব্যক্তির নাম পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়াছে ও সে ঐ পল্টনের বাজারের নিরূপিত কোন স্থানে আপন নামেতে যে বাণিজ্য কি ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে লেখাইয়াছিল ফলে তাহাই করে সে ব্যক্তি ২০০ দুই শত টাকার অনূর্দ্ধের দাওয়ার নিমিত্তে কোন মুল্কী আদালতের হুকুমনামানুসারে ধরা যাইবার যোগ্য হইবেক না অতএব যদি উপরের উক্ত লোকেরা মুল্কী আদালতের হুকুমনামানুসারে ধরা যায় কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজীতে এ কথা লেখা থাকে যে দাওয়ার বিষয় ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে ও এমতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে দাওয়ার বিষয় ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে এ কথা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া দস্তখৎ করেন্ আর ফরিয়াদী যদি সে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দাওয়ার বিষয় যে দুই শত টাকাহইতে অধিকের ইহা প্রমাণ না করে তবে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া আদালতের খরচা ঐ ফরিয়াদীর শিরে দেনা হইবেক ও যে ব্যক্তির নাম পল্টনী বাজার সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়াছে ও সে লশ্করী বাজারের নিরূপিত সীমার মধ্যে কোন স্থানে আপন নামেতে যে ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে লেখাইয়াছিল ফলে সেই ব্যবসায় করে সে যদি কখন মুল্কী আদালতের যে হুকুমনামার পৃষ্ঠে উপরের উক্ত কথা না লেখা থাকে তদনুসারে ধরা পড়ে ও ঐ পল্টনের সরদারসাহেব যথার্থ তদন্তক্রমে ইহা নিশ্চয় বুঝেন্ যে সে ব্যক্তি তাহার আপন নামের লেখা ব্যবসায় যথার্থই ঐ সীমার মধ্যেতে করিতেছিল তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত কথাক্রমে এক কেতা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন্ ইতি।

আমি অমুক সরদার অমুক হুদ্দাদার আমি যথার্থ তদন্ত করিয়া ইহা লিখিতেছি যে অমুক অমুক সনের অমুক তারিখে পল্টনী বাজারের লোকদিগের মধ্যেতে অমুক ব্যবসায়করণের নামেতে ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল হইয়াছিল সে অমুক তারিখে ধরাযাওনের সময়ে পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ঐ বাজারের নিরূপিত সীমার মধ্যে তাহার ব্যবসায়ের কর্ম্ম করিতে যথার্থই নিবিষ্ট ছিল পরে ঐ সরদারসাহেবের দস্তখতী ঐ দস্তাবেজ যে জজসাহেব ঐ হুকুমনামা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে পঁহুছিলে ঐ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দস্তাবেজ দফ্তরে দাখিল করিয়া সে ব্যক্তির খালাসীর হুকুম দেন্ কিন্তু ফরিয়াদী যদি আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ঐ মুল্কী আদালতেই করা বিহিত বুঝে তবে তাহা করিতে পারিবেক কিন্তু মোকদ্দমার বিচারের সময়ে ফরিয়াদীর ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে দাওয়ার বিষয় ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামীর নাম বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা ছিল না অথবা যদি তাহার নাম ও ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল ছিল কিন্তু

ফলতঃ নালিশ উপস্থিতহওনের সময়ে তাহা করিত না আর ইহাতে ত্রুটি হইলে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া আদালতের খরচা তাহার শিরে দেনা হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে লশ্করী বাজারসকলের সীমার মধ্যের কোন ভূমির কিম্বা বাটীর মালিক অর্থাৎ অধিকারী ইসমনবিসীর বহীতে বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে আপন নাম লেখাইতে না চাহিলে কিম্বা ইসমনবিসীর বহীতে নাম লেখা থাকনেতে যে ফল পাইতে পারে তাহা লোপ কিম্বা ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাহার ভূমি কি বাটী বেদখল করিতে সরদার হুদ্দাদার সাহেবলোকের প্রতি এই আইনের লিখনানুসারে ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক না ও ঐ সকল বাজারের নিরূপিত সমুদায় কি কিঞ্চিৎ ভূমি সরকারের স্বত্বসম্বন্ধীয় থাকিলে ও তাহা ভিন্নং লোকেরা কেবল সরকারের অনুমতিক্রমে দখল করিলে সরদার হুদ্দাদার সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই ভূমিতে যে সকল বাটী ঘর ও দোকান ও আরং স্থান থাকে তাহা ভোগ দখলহওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা বিহিত বুঝেন্ তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরীক্রমে নির্দ্দিষ্ট করেন্ ও ঐ সকল দাঁড়া ও হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইলে পর তাহা সে জিলার চলন ভাষাতে তাহার তরজমাসহিতে সে মোকামের হুকুমের বহীতে লেখা গিয়া ইশ্তিহার দেওয়া যাইবেক ও ঐ মোকামের বাজারের সীমার মধ্যে তাহা প্রকাশহওনাবধি ১৪ চৌদ্দ দিবস গত না হইলে ঐ সকল দাঁড়া ও হুকুম জারী না হয় ইতি।

লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যের ভূমি ও বাটীর মালিকদিগকে বে দখল করিতে সরদার সাহেবদিগের ক্ষমতা না থাকিবার ও এ সীমার মধ্যে সরকারের স্বত্বসম্বন্ধীয় যে ভূমি থাকে তাহার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

M. H. TURNBULL,

Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১১
সালের যে২ তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২
আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয়। তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১৫ ফেব্রুআরী।

বাটী ঘর ও ডেরা ও নৌকাতে সিন্ধ দেওনাপরাধের বিষয়ে ও যে সকল লোকেরা চুরীর কিম্বা লুঠের দ্রব্যসামগ্রী লয় কিম্বা ক্রয় করে তাহারদিগের শাস্ত্যর্থে এবং সেক্‌রা ও কাঁসারী ও কামার ও বন্ধকলওনিয়া ও তামা কি পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া ও ব্যবহারকরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া পাইকার লোকদিগ্‌কে সনন্দ দিবার বিষয়ে বিহিত ও সুন্দর দাঁড়া নির্দ্দিষ্টকরণার্থে।

২ দ্বিতীয় আইন। ৫ আপ্রিল।

সরকারের ফৌজসম্পর্কীয় এ দেশীয় যে সকল ছোট বড় হুদ্দাদার লোক ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তাহারদিগের জীবিকা অর্থাৎ গুজরাণের সংস্থান নিরূপণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন হইয়াছে তাহা শুধরিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৩০ আপ্রিল।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ব্রিটনীয় অধিকারস্থ বন্দর ও নগরাদিতে বাণিজ্য কর্ম্মের দাঁড়া ধার্য্য হইবার এবং ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে যেং বন্দর ও নগরাদি আছে তাহাতে ঐ বাণিজ্যদ্রব্যের উপর মাসুল নিরূপণ হইবার।

৪ চতুর্থ আইন। ২৮ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনানুসারে টাক্‌সের টাকা এতাবতা বাটী ঘরের উপর যেং মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা কোনং প্রকারে মাফ অর্থাৎ ক্ষমাহওনের।

৫ পঞ্চম আইন। ২৮ মাই।

যে আরককে পচুই বলে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের উপর মাসুলের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরণ ও পরিবর্ত্তের।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১৪ জুন।

লাখেরাজদার লোক ও সরকারের মালগুজারদার লোকেরা কিছু পাইতে পারিবেক এ যে কথা সায়েরাতের মাসুল মৌকুফের বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনেতে লেখা যায় তাহা রদ ও রহিত করিবার।

৭ সপ্তম

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয়।
তাহার ফিরিস্তি।

---

৭ সপ্তম আইন। ২৫ জুন।

পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগাও জমীদারদিগকে অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদি লোকদিগকে ও তাহা করণের সন্দেহ যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারদিগের অর্থে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহার নিরূপণের ও তাহা স্পষ্ট ও বেওরা করিয়া লিখিবার।

১০ দশম আইন। ৬ আগস্ত।

ভিন্নাধিকার দেশসকলহইতে গোলাম ও কনীজ অর্থাৎ দাস ও দাসী সকল আনিয়া কলিকাতার ব্যাপ্য দেশসকলেতে বিক্রয়করণের নিবারণার্থে।

১১ একাদশ আইন। ২০ আগস্ত।

যে ভূমি দুই কি তাহাহইতে অধিক অংশেতে বিভাগহওনের হুকুম হয় সেই ভূমির নিরূপিত জমার বিবেচনা ও বিচার পুনর্ব্বার করিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ চলিত আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতিশয়করণার্থে।

১২ দ্বাদশ আইন। ২৭ আগস্ত।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের বিবেচনাতে ঐ আদালতের জজ সাহেবদিগের সংখ্যা অধিক করা আবশ্যক বোধ হইলে তাহার হুকুম দিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১৮ অক্তোবর।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি যেং বিষয়ের ক্ষমতা ও ভার দেওয়া গিয়াছে তাহা ভালমতে নির্ব্বাহ হইবার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ৩ দিসেম্বর।

অপরাধিদিগকে দেশহইতে বাহির করিয়া সমুদ্রপারে পাঠানদ্বারা শাস্তি দিবার বিষয়ে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহার লিখিত কথাসকল শুধরিবার নিমিত্তে ও জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাছারীর বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. MACKENZIE,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১ প্রথম আইন।

বাটী ঘর ও ডেরা ও নৌকাতে সিন্ধদেওনঅপরাধের বিষয়ে ও যে সকল লোকেরা চুরীর কিম্বা লুঠের দ্রব্যসামগ্রী লয় কিম্বা ক্রয় করে তাহারদিগের শাস্ত্যর্থে এবং সেক্‌রা ও কাঁসারী ও কামার ও বন্ধকলওনিয়া ও তামা কি পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া ও ব্যবহারকরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া পাইকাড় লোকদিগকে সনন্দ দিবার বিষয়ে বিহিত ও সুন্দর দাঁড়া নির্দ্দিষ্টকরণার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ১৫ ফিব্রুআরী মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ৫ ফাল্‌গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ৭ ফাল্‌গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ৬ ফাল্‌গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৭ সালের ৭ ফাল্‌গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ২০ শহর মোহর্‌রমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যগত জিলার অধিকারস্থ বাটী ঘর ও ডেরা ও নৌকাতে অনবরত সিন্ধদেওনের পদ্য হইয়াছে ও প্রজালোকদিগের ধন প্রাণ রক্ষণাবেক্ষণার্থে ঐ অপরাধকরণিয়া লোকদিগের এবং যাহারা জানিয়া শুনিয়া চুরীর ও লুঠের দ্রব্যসামগ্রী লয় কি ক্রয় করে তাহারদিগের অর্থে যথার্থ শাস্তিনিরূপণকরা উচিত ও আবশ্যক হইল ও বিহিত ও কর্ত্তব্য বুঝা গেল যে সেক্‌রা ও কাঁসারী ও কামার ও বন্ধকলওনিয়া ও তামা ও পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া ও ব্যবহারকরা দ্রব্যজাত বিক্রয়করণিয়া পাইকাড় লোকদিগের প্রতি ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী লওনের বিষয়ে বিহিত হুকুম ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল লোকদিগের নামে সিন্ধদেওন কি অন্য কোন প্রকারে ঘর ভাঙ্গিবার অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তির বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৩ আইনের ৬ ধারা ও চলিত অন্য২ আইনের লিখিত কথা নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

ইং ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ চুরীর মনস্থে রাত্রে কি দিবসে পাথরের কি ইটের কি মৃত্তিকার কি কাষ্ঠের কি খড়ইত্যাদির ঘর কিম্বা ডেরা কি নৌকা অথবা লোক

যে অপরাধের বিষয়ে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার কথা।

 দিগের

দিগের বাসকরণের অন্য কোন স্থান কাটিয়া কি সিন্ধ দিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে ও ঐ চুরী করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে কোন বস্তু কি দ্রব্য লূঠ যায় বা না যায় সে ব্যক্তি যে অপরাধের বিষয়ে এই আইনের লিখিত কথা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই অপরাধের অপরাধী বোধ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল লোকেরা রাত্রিতে উপরের উক্ত অপরাধের কর্ম্ম করে তাহারদিগের প্রতি যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি ইহার পর সূর্য্য অস্তহওনাবধি উদয় কাল পর্য্যন্ত এতাবতা রাত্রির মধ্যে উপরের ধারার উক্ত অপরাধের ক্রিয়া করে ও দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবলোকের হজুরে ঐ অপরাধকরণ অপরাধী স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করে কিম্বা বিশিষ্ট সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা নিশ্চয়বোধক কোন দৃঢ় আকার ও আভাসে প্রমাণ হয় তবে ঐ অপরাধির প্রতি ৩৯ উনচল্লিশ কোড়ার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির সহিত ১৪ চৌদ্দবৎসর কয়েদের ও সে জিলা হইতে অন্য জিলাতে পাঠাইবার হুকুম হইবেক ইতি।

যে সকল লোকেরা দিবসে ঐ অপরাধের কর্ম্ম করে তাহারদিগের প্রতি যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ সূর্য্য উদয়হওনাবধি অস্তপর্য্যন্ত এতাবতা দিবসের মধ্যে ঐ অপরাধের ক্রিয়া করে তাহা প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধির প্রতি শারীরিক শাস্তি ২০ কুড়ি ঘার অধিক না হয় এমত কোড়ার মারিসহিতে ৭ সাত বৎসর মিয়াদে কয়েদের ও সে জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠাইবার হুকুম হইবেক ইতি।

গোলা ঘরইত্যাদিতে যে লোক চুরীর মনস্থে ঢুকে তাহারদিগের যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উত্তরকালে যে কোন ব্যক্তি দিবারাত্রিতে চুরীর মনস্থে কোন গোলাঘরে কিম্বা দ্রব্যসামগ্রী যত্ন করিয়া রাখিবার অন্য কোন স্থানে প্রবেশ করে ইহা প্রমাণ হইলে যদি ঐ চুরী করিতে প্রবৃত্তহওয়াতে বস্তু ও দ্রব্যাদিহইতে কিছু চুরী যায় বা না যায় তথাপি ঐ অপরাধির প্রতি শারীরিক শাস্তি ২০ কুড়ি ঘার অধিক না হয় এমত কোড়ার মারিসহিতে ৭ সাতবৎসর মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক কিন্তু যাহারদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য ও নিষ্পীড়নক্রমে ডাকাইতীকরণের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তির নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই আইনের লিখিত কোন কথা সেই সকল দাঁড়ামতে কার্য্য করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

কোন ব্যক্তি কোন অপরাধকরণের কি তাহা করিতে উদ্যত হইবার সময়ে কোন ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহার প্রতি যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের উক্ত অপরাধহইতে কোন এক অপরাধের ক্রিয়াকরণের কিম্বা করিতে উদ্যতহওনের সময়ে কোন ব্যক্তিকে বধ করে তবে ঐ অপরাধির প্রতি বধের হুকুম হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

অপরাধ করণিয়া

যদি কাহার প্রতি ইহা প্রমাণ হয় যে উপরের ধারার বেওরা করা অপরাধ

হইতে কোন অপরাধ করিবার সময়ে আপনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহায়তা ও সহকারিতা করিয়াছে কিম্বা যদি তথায় উপস্থিত ছিল না কিন্তু মজুরী কি পরামর্শ কি হুকুম দিয়া ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত করিয়াছে কি তাহা করিতে প্রবৃত্তহওনের মনস্থ করাইয়াছে অথবা পূর্ব্বে তাহারদিগের মধ্যে যেং মতাচরণ করণের কথা স্থির হইয়াছিল তদনুসারে অন্য কোন প্রকারে চোরেরদিগের পরামর্শের সাথী হইয়াছে তবে উপরের ধারার প্রকরণের অনুসারে ঐ অপরাধকরণিয়াদিগের যে শাস্তি উপযুক্ত হয় ঐ অপরাধির প্রতি সেই শাস্তির হুকুম হইবেক ইতি।

দিগের যে শাস্তি নিরূপণ আছে তাহার সহকারি লোকেরা সেই শাস্তি পাইবার কথা।

৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার আসামীদিগহইতে যে কোন আসামী বধের যোগ্য হয় এবং দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীর উক্ত ফতওয়া ঐ আদালতের জজসাহেব নামঞ্জুরকরণহেতুক যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার যোগ্য হয় এপ্রকার মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে যাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ না হইয়া থাকে তাহারদিগের খালাসার হুকুমব্যতিরিক্ত কোন হুকুম দেন্ বরং কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ আপনার বিবেচনার বৃত্তান্তসহিতে হুকুম হইবার নিমিত্তে নিজামৎআদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

যে সকল মোকদ্দমাতে কোন হুকুম দেওয়া দায়েরসায়ের সাহেবের কর্ত্তব্য নহে ও তাহা আপনার বিবেচনার কথাসুদ্ধা নিজামৎআদালতে পাঠান কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬ ধারা।

উত্তরকালে এতাবতা ইহার পর যাহার নিকটে সিন্ধকাটী পাওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে যাবৎ সে ব্যক্তি মাতবর ফেয়াল জামিন না দেয় কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রুবকারী দেখিয়া সে মোকদ্দমাতে মুচলকা লইয়া ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম না দেন্ তাবৎকাল কয়েদ করিয়া রাস্তাবন্দীর কর্ম্মেতে নিযুক্ত করেন ও ইহাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিদওরাতে এপ্রকার কয়েদী লোকের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের হজুরে উপস্থিত করিতে থাকেন্ ইতি।

যাহারদিগের স্থান হইতে সিন্ধকাটী পাওয়া যায় তাহারদিগের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৭ ধারা।

ইহার পর যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া চুরীর দ্রব্যজাত কি গরু মহিষইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু কি অলঙ্কার কি কোন প্রকার চুরীর জিনিস লয় কিম্বা ক্রয় করে আর এই অপরাধকরণের কথা অপরাধির স্বেচ্ছাধীন স্বীকারকরাতে কিম্বা প্রত্যয়স্থ সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা নিশ্চয়বোধক দড় আকার ও আভাসে প্রমাণ হয় তবে ঐ অপরাধির প্রতি শারীরিক শাস্তি ৩০ ঘার অধিক না হয় এমত কোড়ার মারিসহিতে ৭ সাতবৎসর মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক ইতি।

যাহারদিগের প্রতি জানিয়া শুনিয়া চুরীর দ্রব্যলওনের কি কেননের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

যাহারদিগের প্রতি জানিয়া শুনিয়া ডাকাই তীর দ্রব্যলওনের কি কেননের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের শাস্তির কথা।

ডাকাইতী কি রাহাজানী করিয়া এই দ্রব্য লুটিয়া আনিয়াছে ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি সেই দ্রব্য লয় কি ক্রয় করে ইহা প্রমাণ হইলে তাহার প্রতি শারীরিক শাস্তি ৩৯ উনচল্লিশ ঘার অধিক না হয় এমত কোড়ার মারিসহিতে ১৪ চৌদ্দবৎসর কয়েদের হুকুম হইবেক কিন্তু দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব অপরাধির বয়ঃক্রম কি দুর্ব্বলতা দেখিয়া শারীরিক শাস্তি অল্প কি মাফ অর্থাৎ ক্ষমা করা বিহিত বুঝিলে তাহার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

৯ ধারা।

সিন্ধ দিবার সঙ্গি লোকেরদিগকে যেং মতে মাফ হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার বিবরণ করিয়া লেখাকোন ঘর কি ডেরা অথবা নৌকায় সিন্ধদেওন অপরাধের ভাগী কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার বেওরা করিয়া লেখা ডাকাইতীকরণ অপরাধের ভাগী হয় কিন্তু যদি তাহা করণেতে খুন কি অঙ্গক্ষত কি শরীরে পীড়া ও ক্লেশ জন্মে এমত অন্য যে কোন কর্ম্ম করিলে অপরাধ অতিশয় হয় তাহা না হইয়া থাকে আর সে ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকে বা না থাকে কিন্তু যদি সে আপন নামে অপরাধপ্রমাণহওনের পূর্ব্ব কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে এমত সমাচার দেয় যে তাহাতে যাহারা লুঠের কি চুরীর দ্রব্য লইবাতে কি কিনিবাতে সম্যক প্রকারে সম্পর্করাখে তাহারা ধরা যায় ও তাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ হয় তবে সে ঐ অপরাধহইতে মাফ অর্থাৎ ক্ষমা পাইবার যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ গোয়েন্দার নামে নালিশের বিষয়ে যত রোয়দাদের কাগজ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার নকলের সহিত সে মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্ত লেখা কৈফিয়ৎ অতিশীঘ্র নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারার লিখনানুসারে আদালতের মোহরমুদ্রা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রদ্বারা ঐ মাফকরণের কথা দৃঢ় করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন যে লুঠের কি চুরীর দ্রব্যলওনিয়া ও কেননিয়াদিগের অপরাধপ্রমাণ হইলে পরে মাফ অর্থাৎ ক্ষমাপাওনের যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ দস্তাবেজ দেওয়া যায় ইতি।

মাফকরণের সম্মতির অর্থে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণেতে যেং প্রকার অপরাধের ক্রিয়ার কথা বেওরা করিয়া লেখা গিয়াছে তাহার কোন এক অপরাধের ক্রিয়ার সম্ভেদ ও অন্তরাজাননিয়া কি সহকারী কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারাতে নিষ্পীড়ন ও দৌরাত্ম্যক্রমের যে মত শব

খুনী

খুনী অর্থাৎ ডাকাইতীর কথা বেওরা করিয়া লেখা গিয়াছে ও আর তাহাতে খুন কিম্বা অঙ্গক্ষত অথবা দৌর্জ্জন্য ও দৌরাত্ম্যের অন্যং যে ক্রিয়াকরণেতে অপরাধ অতিশয় হয় তাহা হইয়া থাকে এমত ডাকাইতীর সম্ভেদ ও অন্তরাজাননিয়া কি সহকারী কোন ব্যক্তি সে যদি কয়েদ থাকে অথবা না থাকে কিন্তু যদি ঐ অপরাধের কর্ম্মকরণের সরদারদিগের মধ্যের কেহ না হয় এমত কোন ব্যক্তির সহিত এ নিয়মে যে ঐ ব্যক্তি এ প্রকার কথা জ্ঞাত করায় কি সমাচার দেয় যে যাহাতে যাহারা চুরীর কি লুঠের দ্রব্য লইবাতে কিম্বা কিনিবাতে সম্যকপ্রকারে সম্পর্ক রাখে তাহারদিগের সন্ধান জানা যায় কি তাহারা ধরা পড়ে কি তাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ হয় অপরাধক্ষমাকরণের প্রতিজ্ঞা করা বিহিত বুঝিলে তাহার কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও দায়রসায়েরী আদালতের সাহেবলোকের ইহাও কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির অপরাধক্ষমাকরণের নিমিত্তে পরামর্শ চাহেন্ তাহার সম্ভেদ জাননের ও আর২ প্রকার ত্রুটির বিষয়ের নানা প্রকার সমাচার ও সম্বাদ ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকেরা সে মোকদ্দমার যে সকল বৃত্তান্তানুসারে ইহা বুঝিতে পারেন্ যে ঐ ক্ষমাকরা বিহিত কি না তাহাও ঐ সাহেবলোকের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

> চুরীর দ্রব্যলওনিয়া ব্যক্তি যে মতেতে ক্ষমার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া চুরীর জিনিসপত্র কি গরুমহিষইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু কিম্বা অন্য প্রকার দ্রব্যজাত লয় কি কেনে আর ঐ ব্যক্তি ঐ অপরাধ প্রমাণহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের কোন দারোগার নিকটে ঐ সকল জিনিস ও গরুমহিষইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু ও দ্রব্যজাত দাখিল করিয়া এমত কথা জ্ঞাত করায় কি সমাচার দেয় যে যাহাতে তাহা বিক্রয়করণিয়া লোক কিম্বা চুরী কি ডাকাইতীকরণিয়া লোক ধরা পড়ে কি তাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ হয় তবে এ মতে ঐ ব্যক্তি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব নিজামৎ আদালতে যে কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠান্ তদনুসারে ঐ অপরাধ হইতে ক্ষমা পাইবার যোগ্য হইবেক ও ঐ ক্ষমাহওনের দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্র ঐ নিজামৎ আদালতের মোহরসহিতে উপরের ধারার লিখনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

> ভূম্যধিকারী ও মালগুজারী সম্পর্কের এদেশীয় আমলালোক চুরীর দ্রব্য দিলওনিয়া লোকদিগের সম্পর্কীয় সমাচার দি

সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্যং খেরাজী ও লাখেরাজী অর্থাৎ সকর ও নিষ্কর ভূমির অধিকারী ও সদরী সমস্ত ইজারদার ও মফঃসলী নানাপ্রকার ইজারদার ও তালুকদার ও নায়েব ও অন্যং সরবরাহকারলোকের ও সরকারের তরফহইতে কিম্বা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোকের তরফহইতে এদেশীয় যে

সকল

বার বিষয়েতে জিজ্ঞাসাবাদের উপযুক্ত ও তাহাতে ত্রুটি করিলে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবার কথা।

সকল লোকেরা মালগুজারী তহসীলের কিম্বা ইজারার ভূমির টাকা তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের উচিত ও অবশ্যকর্ত্তব্য যে চুরীর দ্রব্যসামগ্রী লয় কি কেনে এইরূপে খ্যাত ব্যক্তি তাহারদিগের আপন মহালাতের সরহদ্দের মধ্যে থাকনের বিষয়ে যত সমাচার পায় তাহার সম্বাদ তৎক্ষণাৎ মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের দারোগার নিকটে আপনং বিবেচনাক্রমে গোপনে কিম্বা অগোপনে দেয় ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ভূম্যধিকারী কি অন্যং যে লোকদিগের প্রতি এই ধারানুসারে যে সমাচারদেওন আবশ্যক হইল তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি ঐ সমাচার মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের দারোগার নিকটে দিতে তাচ্ছল্য কি আলস্য করে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ নবম আইনের ১৩ ধারার লিখনক্রমে তদন্তকরণানুসারে ইহা প্রমাণ হইলে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তির উপর ঐ ১৩ ধারার নির্ণীতহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা ও কয়েদের হুকুম দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

চুরীর দ্রব্যতলাশীর বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নীচের উক্ত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চুরীর দ্রব্যজাতের সন্ধানানুসন্ধান এতাবতা খোজতলাশ করা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে চুরীর দ্রব্যজাতের সন্ধানানুসন্ধান অর্থাৎ খোজতলাশ যে সকল প্রকারেতে লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরিক্ত সর্ব্বদা দিবসেতে ও মাজিস্ট্রেটসাহেবের ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তকদ্বারা হইবেক ও ঐ সকল দস্তক নীচের লেখা নক্সামতে জারী হইবেক ইতি।

তলাশীর দস্তকের নক্সা।

যেহেতুক বিশিষ্ট হেতু ও কারণপ্রযুক্ত এ বিষয়ের সন্দেহ হইল যে অমুক সাকিনের অমুক জাতি অমুকের বাটীতে অথবা সীমানাতে চুরীর দ্রব্যজাত ছাপান আছে এহেতুক তোমার ক্ষমতা বরং তোমার প্রতি হুকুম আছে যে আরং যেং লোকের সহকারিতার আবশ্যক হয় তাহারদিগের সহিত অমুকের বাটীর কিম্বা সীমানার মধ্যে গিয়া যে সকল দ্রব্য সেখানে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কিছু যদি চুরীর দ্রব্যের মত সন্দেহ হয় তবে তোমার উচিত ও আবশ্যক যে ঐ দ্রব্য উপরের উক্ত অমুকের সহিত এই আদালতে হাজির কর ইতি।

তলাশীর দস্তক যাহারদিগের নামে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে তলাশীর যত দস্তক জারী হইবেক কর্ত্তব্য যে যে বাটী কিম্বা সীমানাতে তলাশীকরা উচিত সে বাটী ও সীমানা পোলীসের যে দারোগার হকুমতের সীমার মধ্যে হয় সেই দারোগার নামে কিম্বা সরকারের মোকররী চাকর পোলীসের অন্য যে কোন আমলার প্রতি ঐ কর্ম্ম করিবার ভার

দেওয়া

দেওয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনাতে বিহিত বোধ হয় সেই আমলার নামে ঐ সমস্ত দস্তক লেখা যায় ইতি।

যে মতেতে ওয়ারণ্ট জারী হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সত্যং চুরী হইয়াছে ও কোন বিশিষ্ট প্রকারেতে ইহা বোধ হইতেছে যে অমুকের বাটীতে কি স্থানেতে ঐ চুরীর দ্রব্য রাখিয়াছে ফরিয়াদী কিম্বা গোয়েন্দা ইহা হলফ্ করিয়া কি হলফনামায় দস্তখৎ করিয়া না বলিলে কিম্বা চুরীর দ্রব্য অমুক মোকামে রাখিয়াছে ইহা কোন মত উপস্থিতহওয়াতে কোন গতিকে নিজে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব না ঠাহরাইলে চুরীর দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে কোন দস্তক প্রকাশ করা ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য নহে ইতি।

ওয়ারণ্ট জারীহওনের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—তলাশীর দস্তকমতে যে বাটীতে কিম্বা স্থানেতে তলাশী করিতে হয় সেই বাটী ও স্থান যে মোকামেতে থাকে সেই মোকামের বসিয়া তিন চারি জন মান্য ও ভদ্র লোকের সমক্ষে দস্তকের লিখনমতে তলাশী ও খোজবাজ করা কর্ত্তব্য ও ঐ বাটীর কিম্বা স্থানের মালিক অর্থাৎ কর্ত্তাকে সর্ব্ব প্রকারে অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য যে তলাশীর সময়ে আপনিও সঙ্গেং থাকে ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি বাটীর মালিক অর্থাৎ কর্ত্তা এমত সম্ভ্রান্ত লোক হয় যে সে নিমিত্তে এ দেশের রীতি ও ব্যবহারমতে পোলীসের আমলালোকের তাহার জনানামহাল অর্থাৎ অন্দরের মধ্যে যাওয়া উচিত না হয় তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১০ ধারাতে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহার মতে কার্য্য করা উচিত ও কর্ত্তব্য কিন্তু তলাশীর নিমিত্তে যে লোকেরা নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল দাঁড়ার মর্ম্মেতে দৃষ্টি রাখিয়া এমত সাবধান ও তোকেতাকে থাকে যে ঐ অন্দরেতে যে সকল দ্রব্য থাকে তাহার কোন দ্রব্য কেহ লুকাইয়া বাহির করিতে না পারে ইতি।

যে দ্রব্যেতে চুরীর দাওয়া উপস্থিত হয় কি যে দ্রব্য মন্দ প্রকারে পাওনের সন্দেহ হয় তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে সকল বাটী তলাশীর নিমিত্তে দস্তক জারী হয় সে সকল বাটী তলাশীকরণেতে যদি এমত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় যে যে ফরিয়াদী কিম্বা গোয়েন্দার কহতমতে তলাশীর দস্তক জারী হয় তাহারা ঐ দ্রব্য চুরীর কিম্বা লুঠের বলে কিম্বা আর কোন বিশিষ্ট প্রকারেতে যদি এমত অতিসন্দেহ হয় যে ঐ দ্রব্য কোন মন্দ ও অসঙ্গত প্রকারেতে পাইয়াছে তবে এমতে দারোগা কিম্বা পোলীসের আর যে আমলালোক ঐ তলাশীতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তখনি সেই দ্রব্য ও সে দ্রব্য যাহার বাটীতে পাওয়া যায় তাহাসুদ্ধা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

উপরের প্রস্তাবিত দ্রব্যসম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—ঐ দ্রব্য ও তাহা যাহার বাটীতে পাওয়া গিয়া থাকে সে লোকসুদ্ধা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পঁহুছিলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবেক যে ঐ দ্রব্য সে ব্যক্তি যে প্রকারে পাইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত বলে আর ঐ দ্রব্য কিনিয়া থাকিলে তাহা যাহার স্থানে কিনিয়া থাকে তাহার নাম ও নিবাসের স্থান

 বেওরা

বেওরা করিয়া কহে পরে যদি ঐ ব্যক্তি উপরের ঐ জিজ্ঞাসাবাদেতে ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আরং জিজ্ঞাসাকরাতে ঐ দ্রব্যপাওনের বৃত্তান্ত ঠিকঠাক না বলে তবে ইহাতেও ঐ মোকদ্দমার আর ভাবগতিক দেখিয়া কোন বিশিষ্ট কারণেতে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মনে যদি এমত লয় যে প্রকৃতই ঐ দ্রব্য চুরীতে কিম্বা আর কোন মন্দ ও দুষ্ট প্রকারেতে পাইয়াছে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দ্রব্য আপন নিকটে রাখেন্ ও তখনপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের দাওয়াদার লোকেরা না পঁহুছিয়া থাকিলে ঐ দ্রব্যের সমস্ত বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া লিখিয়া ও একথা লিখিয়া ইশ্‌তিহারনামা দেন্ যে সেই দ্রব্যের দাওয়াদার যাহারা থাকে তাহারা ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী হওনের তারিখঅবধি ৬ মাসের মধ্যে হাজির হইয়া ঐ দ্রব্য যে তাহার বটে এ কথা প্রমাণ করে ইতি।

উপরের প্রস্তাবিত দ্রব্যের দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও তদন্তের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণেতে যেমনং লিখা গেল সেমতে যে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় সেই দ্রব্যের উপর যদি কোন ব্যক্তি দাওয়া করে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মতে তাহার মোকদ্দমার তজবীজ তহকীক করেন্ ইতি।

নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাওয়া উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— এই ধারার লিখিত দাঁড়ার মতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে যে দ্রব্য রাখা থাকে তাহার দাওয়াকরণের নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হওনের তারিখঅবধি ৬ ছয় মাসের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি হাজির না হয় আর যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল সে ঐ দ্রব্য সত্য ও ভালমতে পাইয়াছে ইহা যদি ঐ ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে প্রমাণ করিতে না পারে ও ঐ দ্রব্য দুষ্ট ও মন্দ প্রকারে পাওনের বিষয়ে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা না মিটায় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দ্রব্য সরকারে জব্দ করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

সরকারে জব্দহওয়া রূপা কি সোণার গহনা অথবা তামা কি পিতলের বাসন ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের চিত্তে যদি এমত লয় যে সোণা ও রূপার যে সকল অলঙ্কার ও তামা ও পিতলের যে সকল বাসন সরকারে জব্দ হইয়া থাকে উত্তরকালে তাহা রাখণের আবশ্যক নাহি তবে কর্ত্তব্য যে ঐ সকল অলঙ্কার ও বাসন ভাঙ্গিয়া আপন কাছারীর মধ্যে বিক্রয় করেন্ ইতি।

চুরীর কি হারাণ দ্রব্য কেহ পাইলে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার দ্রব্য আপনার বাটীতে কি সীমানাতে পাইয়া যদি ইহা ঠাহরায় যে এ চুরীর কি হারাণ দ্রব্য হইবে কিম্বা শত্রুতা করিয়া কোন ব্যক্তি রাখিয়া গিয়াছে তবে ঐ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে ঐ দ্রব্য পাওনের পর ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে আপনার নিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে ঐ দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিয়া তাহা পাওনের বৃত্তান্ত কহে ও দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ বৃত্তান্ত লিখিয়া তাঁহা লেখা হওনের সময়ে যেং সেখানে থাকে তাহার মধ্যহইতে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎ ঐ লেখা কাগজেতে করাইয়া সে দ্রব্যের সহিত তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

 ১৩ ত্রয়োদশ

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—এই ধারার ২ প্রকরণেতে এমত নির্দিষ্ট হইয়াছে যে যে সেমতে কেন না হউক অর্থাৎ সকল প্রকারেতে চুরীর দ্রব্যের তলাশী মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দস্তক নিদর্শনে দিবসে হইবেক কিন্তু যদি কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত মাজিষ্ট্রেট্সাহেব এমত বুঝেন্ যে তলাশী করিতে গৌণ হইলে ঐ দ্রব্য স্থানছাড়াকরণের সন্দেহ হয় তবে এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে দিনে কিম্বা রাত্রেই তৎক্ষণাৎ তলাশীকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

চুরীর দ্রব্য তলাশীর সময়ের সম্বন্ধে দাঁড়ার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তকবিনা চুরীর কিম্বা লুঠের দ্রব্যের তলাশী পোলীসের দারোগাদিগের করিতে হইলে নীচের বেওরা করিয়া লেখা দাঁড়া দেখিয়া তাহা করিতে হইবেক ইতি।

বিনাওয়ারণ্টে তলাশীর সম্বন্ধে দাঁড়ার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—চুরী হইয়াছে ও চুরীর দ্রব্যের কর্ত্তা নিজেই গোয়েন্দা কিম্বা চুরীর সঙ্গী কেহ অথবা যে কেহ হউক তাহার কোন বিশিষ্ট কারণেতে এমত বোধ হয় যে ঐ চুরীর দ্রব্য অমুক বাটীতে কিম্বা স্থানেতে রাখিয়াছে এ সকল কথা লিখিয়া দরখাস্ত না দিলে পোলীসের দারোগাদিগকে অনুমতি থাকিবেক না যে কোন বাটীর মধ্যে লুঠের কি চুরীর দ্রব্যের তলাশী করে ইতি।

বিনাদরখাস্তে কোন বাটী ঘরের মধ্যে দারোগাদিগের তলাশী করা কর্ত্তব্য না হইবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—উপরের প্রকরণে যে দরখাস্তের কথা লেখা গেল সেই২ মত দরখাস্ত পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে পঁহুছিলে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তলাশী করিতে যাইবার সময়ে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে জানাইবার নিমিত্তে ও ঐ সাহেব সে বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ সেই হুকুমহওনের নিমিত্তে ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ঐ দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—তলাশী করিবার সময়ে পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তকমতে ঐ তলাশীকরণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে কার্য্য করে ইতি।

বিনাওয়ারণ্টে তলাশীকরণের সম্বন্ধে দারোগাদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার কথা।

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার ২ ও ১৩ প্রকরণেতে যে দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহার মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সকল প্রকারেতে তলাশীতে গৌণ করিলে চুরীর দ্রব্য স্থানছাড়াহওনের সন্দেহ হয় তাহাব্যতিরিক্ত চুরীর দ্রব্যের তলাশী সর্ব্বদা দিবসেতে করে ইতি।

ঐ তলাশী করিবার সময়ের কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত লোকদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারা যে জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করে সেই জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তরফহইতে সনন্দ না লইয়া ও এই আইনের ১৪ ধারার লিখিত মুচলকা দাখিল না করিয়া নীচের বেওরা করিয়া লেখা ব্যবসায়ের কারবার না করে ইতি।

লোকদিগকে বিনা সনন্দে কোন২ ব্যবসায় করিতে নিষেধের কথা।

তফসীল

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১ প্রথম আইন।

তফসীল।

সেকরার ব্যবসায়। কাঁসারীর ব্যবসায়। কামারের ব্যবসায়। বন্ধকলওন। তামা ও পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণ। ব্যবহারকরা দ্রব্যজাতের পাইকাড়ী করণ।

উপরের প্রকরণের লিখিত কথা লিখিয়া ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামায় উপরের প্রকরণের লেখা নিষেধের কথা ও যে সকল লোকেরা ঐ উপরের প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা কোন ব্যবসায়করণের ইচ্ছা করে তাহারা এই ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের তারিখঅবধি দুই মাসের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কাছারীতে ঐ ব্যবসায়ের সনন্দ লইবার নিমিত্তে অবশ্য হাজির হয় এ সকল কথা লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া আপনং হুকুমের তাবে অধিকারের কস্‌বা ও বড়ং গ্রামেতে ও আপনং সদর কাছারীতে লটকাইয়া দেন্ ইতি।

৩ তৃতীয় সনন্দ।

কামারেরদিগের সনন্দের প্রকার।

অমুক ব্যক্তি সাকিন অমুক থানার কি ওয়াডের মোতালক অমুক শহর কি কস্‌বা কি গ্রাম তোমাকে লোহার দ্রব্যজাত গড়িতে দোকান করিবার নিমিত্তে ও এই তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্ত ঐ মোকামে ঐ কারবার চালাইতে অনুমতি দেওয়া গেল অতএব তুমি তাকীদ জানিবা যে নীচের বেওরা করিয়া লেখা নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া এই সনন্দ মতে কার্য্য করিলে এ সনন্দ জারী থাকিবেক ইতি।

সনন্দের নিয়ম।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—কোন এক সিন্ধকাটী ও সিন্ধদেওনের নিমিত্তে আর যেং অস্ত্র বিখ্যাত আছে তাহা গড়িবা না ও তগল্লবী অর্থাৎ কৃত্রিম ছোড়ানকাটী ও কুলুপ খুলিবার আর কোন তগল্লবী দ্রব্য তাহা বিক্রয় করিবা না ইতি।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—টাকা ও মোহর খুটা করিতে যে অস্ত্র লাগে তাহা গড়িবা না ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—যত অস্ত্র শস্ত্র গড়িবা তাহার বৃত্তান্ত ও যাহার স্থানে তাহা বিক্রয় কর তাহার নাম ও নিবাস ও তাহা বিক্রয়ের তারিখ লিখিয়া এক বহী প্রস্তুত রাখিবা ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—তোমার দোকান যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কিম্বা পোলীসের দারোগার হুকুমতের অধিকারে হয় ঐ বহী সেই মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কিম্বা পোলীসের দারোগা দেখিবার নিমিত্তে যখন তলব করেন্ তখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবা ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—আপন সনন্দের লিখিত শহর কি কস্‌বা কিম্বা গ্রামেতে আপন ব্যবসায়ের কর্ম্মকার্য্য কেবল এক দোকানেতে করিবা ইতি।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—এই সকল নিয়মের কোন নিয়মের অন্যথা করিলে কিম্বা

তোমার

তোমার আপন কারবারের মধ্যে কোন অসঙ্গত কর্ম্মকরা প্রমাণ হইলে এই সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

এই স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ হইবেক।

৪ চতুর্থ সনন্দ।

বন্ধকলওনিয়া লোকদিগের সনন্দের নক্সা।

অমুক ব্যক্তি সাকিন অমুক থানার কি ওয়ার্ডের মোতালক অমুক শহর কি কস্‌বা কিম্বা গ্রাম তোমাকে এই তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্ত ঐ মোকামেতে বন্ধক লওনের কারবার করিতে অনুমতি দেওয়া গেল অতএব তুমি তাকীদ জানিবা যে নীচের বেওরা করিয়া লেখা নিয়মসকলেতে দৃষ্টি রাখিয়া এই সনন্দমতে কার্য্য করিলে এ সনন্দ জারী থাকিবেক ইতি।

সনন্দের নিয়ম।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—সোণা ও রূপার ব্যবহার করা যে অলঙ্কারেতে ও গৃহস্থালীর তামা কি পিতলের যে বাসনেতে এমত সন্দেহ জন্মে যে ইহা চুরী করিয়া আনিয়াছে কিম্বা অন্য কোন মন্দ ও দুষ্ট প্রকারেতে পাইয়াছে তাহা খরীদ করিবা না ও বন্ধকরূপে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে লইবা না ইতি।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—যে কোন দ্রব্যেতে চুরীর বলিয়া সন্দেহ হয় এমত কোন প্রকার দ্রব্য তোমার নিকটে বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে আনিলে এমত দ্রব্য রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার তুমি যে পোলীসের দারোগার হকুমতের অধিকারে বাস কর সেই দারোগার নিকটে দিবা ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—ব্যবহার করা যত জিনিস ও দ্রব্যজাত খরীদ করিবা কিম্বা বন্ধকেতে কি অন্য কোন প্রকারেতে লইবা তাহার এক যথার্থ বহী করিয়া তাহাতে ঐ দ্রব্য যাহার হয় তাহার নাম ও নিবাস ও ঐ জিনিসের বেওরা কথা ও তাহা খরীদ করিবার কি বন্ধক লইবার তারিখ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবা ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা পোলীসের দারোগার হকুমতের অধিকারে তোমার দোকান হয় ঐ বহী সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা পোলীসের দারোগা দেখিবার নিমিত্তে তলব করিলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবা ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—যে শহর কিম্বা কস্‌বা অথবা যে গ্রামে তোমার নিবাস হয় সেখানে কেবল এক দোকানেতে আপন ব্যবসায়ের কার্য্যকর্ম্ম করিবা ইতি।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—ঐ সকল নিয়মহইতে কোন নিয়মের অন্যথা করিলে কিম্বা

কিম্বা তোমার কারবারের মধ্যে কোন অসঙ্গত ও মন্দ কর্ম্মকরা প্রমাণ হইলে এই সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

এই স্থানে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ হইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম সনন্দ।

তামা পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণিয়া লোকদিগের সনন্দের নক্সা।

অমুক ব্যক্তি সাকিন অমুক থানার কি ওয়ার্ডের মোতালক অমুক শহর কি কস্বা কিম্বা গ্রাম মোতালকে এই সনন্দানুসারে এই তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্ত ঐ মোকামেতে তামা ও পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণের দোকান করিয়া ব্যবসায় করিতে অনুমতি দেওয়া গেল অতএব তুমি তাকীদ জানিবা যে নীচের লিখিত নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার মতে কার্য্যকর্ম্ম করিলে এই সনন্দ জারী থাকিবেক ইতি।

সনন্দের নিয়ম।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—তামা ও পিতলের ব্যবহার করা যে কোন বাসনের উপর এমত সন্দেহ জন্মে যে এ দ্রব্য চুরী করিয়া কিম্বা অন্য কোন মন্দ ও অসঙ্গত প্রকারে পাইয়া আনিয়াছে তাহা খরীদ করিবা না ও বন্ধক কিম্বা অন্য প্রকারেও লইবা না ইতি।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—তোমার নিকটে কেহ তামা ও পিতলের ব্যবহার করা কোন বাসন বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে আনিলে যদি তাহাতে এমত সন্দেহ হয় যে এ দ্রব্য চুরা করিয়া কিম্বা অন্য কোন মন্দ ও অসঙ্গত প্রকারে পাইয়া আনিয়াছে তবে এমত দ্রব্য আপনি রাখিয়া তুমি পোলীসের যে দারোগার হকুমতের অধিকারে বাস কর তৎক্ষণাৎ সেই দারোগার নিকটে তাহার সমাচার দিবা ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—সম্বৎসরের মধ্যে তামা ও পিতলের ব্যবহার করা যত বাসন খরীদ করিবা তাহার বহী প্রস্তুত করিয়া রাখিবা ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—ঐ সকল জিনিস আপন সনন্দের লেখা শহর কি কস্বা কিম্বা গ্রামের মধ্যে কেবল এক দোকানেতে বিক্রয় করিবা ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—যে সকল নিয়মের কথা লেখা গেল তাহার কোন নিয়মের অন্যথা করিলে কিম্বা তোমার কর্ম্মসম্পর্কে আর কোন মন্দ ও অসঙ্গত কর্ম্মকরা প্রমাণ হইলে এই সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

এই স্থানে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ হইবেক।

৬ ষষ্ঠ সনন্দ।

ব্যবহারকরা দ্রব্যাদি বিক্রয়করণের পাকাড় লোকদিগের সনন্দের নক্সা।

অমুক ব্যক্তি সাকিন অমুক শহর কি কস্বা কি গ্রাম তোমাকে এই তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্ত ব্যবহার করা জিনিস বেচা কেনা করিতে সনন্দ দেওয়া গেল অতএব তুমি তাকীদ জানিবা যে সম্যক্ প্রকারে নীচের বেওরাক্রমের লিখনানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিলে এই সনন্দ জারী থাকিবেক ইতি।

১ প্রথম

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—ব্যবহারকরা যে কোন জিনিসের উপর এমত সন্দেহ জন্মে যে চুরী করিয়া কিম্বা অন্য কোন মন্দ ও অসঙ্গত প্রকারে পাইয়া আনিয়াছে তাহা খরীদ করিবা না ও বন্ধক লইবা না ইতি। সনন্দের নিয়ম।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—এমত দ্রব্য যদি তোমার নিকটে কেহ লইয়া আইসে তবে তাহা আপনি রাখিয়া কোতওয়ালের নিকটে কিম্বা পোলীসের যে দারোগার হুকুমতের অধিকারে তোমার নিবাস সেই দারোগার নিকটে লইয়া যাইবা ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—ব্যবহারকরা যে সকল জিনিস তুমি খরীদ করিবা তাহার কোন জিনিস বাজার ও গঞ্জ ও হাটব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে ও দিবসভিন্ন অন্য সময়ে বিক্রয় করিবা না ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—আপন সনন্দের লিখিত শহর কি কস্‌বা কি থানার অধিকারব্যতিরিক্ত কোন দ্রব্য কেনা বেচা করিবা না ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—ব্যবহারকরা যত দ্রব্য খরীদ ও বিক্রয় করিবা তাহার প্রকৃতপ্রস্তাব এক বহী করিয়া তাহাতে বেচনিয়া ও কেননিয়ার নাম ও তাহারদিগের নিবাস ও ঐ দ্রব্য বেচিবার ও কিনিবার তারিখ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবা ইতি।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—তুমি যেখানে বাস করহ সেখানকার মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি পোলীসের দারোগা ঐ বহী দেখিবার নিমিত্তে তলব করিলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবা ইতি।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে।—উপরেতে বেওয়া করিয়া যে সকল নিয়ম লেখা গেল তাহার কোন নিয়মের অন্যথা করিলে কিম্বা তোমার কারবারসম্পর্কে আর কোন মন্দ ও অসঙ্গত কর্ম্মকরা প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমমতে এই সনন্দ ফিরিয়া লইবার যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

এই স্থানে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের মোহর ও দস্তখৎ হইবেক।

১৪ ধারা।

উপরের লিখনানুসারে যাহারা সনন্দ লইবেক তাহারদিগের স্থানে সনন্দের লিখিত নিয়মমতে কার্য্য করিবার করারে নীচের নক্সামতে মুচলকা লওয়া যাইবেক ইতি। যাহারা সনন্দ পায় তাহারদিগের স্থানে মুচলকালওনের কথা।

লিখিতং শ্রী অমুক মুচলকাপত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরহইতে অমুক থানার কি ওয়ার্ডের মোতালক অমুক স্থানেতে দোকান করিয়া এই তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্ত অমুক ব্যবসায়ের মুচলকার নক্সা।

সায়ের কারবার করিতে সনন্দ লইলাম একারণ একরার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছি যে সনন্দের বেওরা করিয়া লেখা নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার মতে কার্য্য করিব যদি ইহাতে ত্রুটি করি তবে এই সনন্দ রদ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

সনন্দের লেখা কারবার করিবার নিমিত্তে স্থান নির্দ্দিষ্টের কথা।

এই আইনের লিখনানুসারে যে সকল সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার অনুসারে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার সনন্দের লেখা বাড়ী ঘর কি দোকান কিম্বা মোকাম যেখানে সে বাস করে নীচের ধারার বেওরা করিয়া লেখা প্রকারব্যতিরিক্ত সেই স্থানভিন্ন অন্য স্থানে সোণা কি রূপা কি তামা কি পিতলের বাসন গড়িয়া তাহার কারবার করিতে অনুমতি থাকিবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

সেকরাদিগকে চাকর রাখিবার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

নীচেতে যে সকল দাঁড়া ও নিয়ম লেখা যাইতেছে সেই সকল দাঁড়া ও নিয়মমত ব্যতিরিক্ত যে সেকরারা ঐ সকল দাঁড়ানুসারে সনন্দ লইয়া থাকে তাহারদিগের ভিন্ন অন্য সেকরাকে চাকর রাখিতে নিষেধ হইল অতএব যদি কোন ব্যক্তি আপন বাটীতে কর্ম্মকার্য্য করিতে সেকরা চাকর রাখিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার অনুমতিপাওনের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে দরখাস্ত দেয় আর এ প্রকার সমস্ত সেকরাদিগেরও আবশ্যক যে আর২ দোকানদার সেকরাদিগের মত সনন্দ লয় ও যে ব্যক্তি সেকরা চাকর রাখিবার মনস্থ করে তাহার কর্ত্তব্য যে সেকরা চাকর রাখিবার অনুমতিপাওনের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে আপন তরফহইতে এই২ কথা লিখিয়া এক জামিনী দাখিল করে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে সময়ে ঐ সেকরাকে তলব করিবেন তাহাকে হাজির করিয়া দিব ও তাহাতে ত্রুটি করি ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরীমানা দাখিল করিব ইতি।

১৭ ধারা।

যে সেকরারা সনন্দ না পাইয়া থাকে তাহারদিগকে বিনানুমতিতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে জরীমানার কথা।

যে সকল সেকরারা সনন্দ লইয়াছে তাহারদিগের ভিন্ন অন্য কোন সেকরাকে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনানুমতিতেও উপরের লিখনমতে ঐ সেকরাকে হাজির করিয়া দিবার জামিনো আপনি না থাকিয়া আপন বাটীতে চাকর রাখে তবে এমত অপরাধপ্রমাণ হইলে সে ব্যক্তির ১০০ এক শত টাকা জরীমানা হইবেক আর যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে ৩ তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ঐ ব্যক্তি কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১৮ ধারা।

সনন্দের নম্বর ও বহীর কথা।

এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকেরা যত সনন্দ দিবেন কর্ত্তব্য যে তাহার

নম্বর

নম্বর বিলী থাকে ও প্রত্যেক প্রকার সনন্দের বহী যে নক্সা এই আইনের ২৪ ধারাতে লেখা যাইবেক সেই মতেতে প্রস্তুত হইয়া মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে থাকে ইতি ।

১৯ ধারা।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে পোলীসের দারোগার অধিকারেতে যত লোক সনন্দ পায় সেই লোকদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ মাসং সেইং দারোগার নিকটে পাঠান্ ইতি।

দারোগাদিগের নিকটে মাসমাসের সনন্দের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ পাঠাইবার কথা।

২০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগার ও আরং আমলাদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার বেওরা করিয়া লেখা কোন ব্যবসায় যদি কেহ সনন্দ না লইয়া করে কিম্বা উপরের লিখিত ঐ ইসমনবিসীর বহীতে তাহার নাম লেখা না থাকে তবে তাহাকে ধরিয়া ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ির মধ্যে অতিসাবধানে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় পরে যাহার নামে ঐ অপরাধপ্রমাণ হয় তাহার উপর ১০০ এক শত টাকা জরীমানা হইবেক আর যদি ঐ জরীমানার টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে ৩ তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে তাহাকে কয়েদ রাখা যাইবেক ইতি।

বিনাসনন্দে যে সকল লোকেরা ঐ সকল ব্যবসায়ের কোন ব্যবসায় করে তাহারদিগেরে ধরিতে দারোগারদিগের ক্ষমতার ও তাহা প্রমাণ হইলে ঐ লোকদিগের জরীমানা হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যে কেহ সনন্দ না লইয়া ও নিরূপিত মুচলকা দাখিল না করিয়া বন্ধকলওনের কি ব্যবহারকরা ও খুজরা জিনিস বিক্রয়ের কারবার করে তাহাকে ধরিয়া মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ অপরাধপ্রমাণ হইলে ঐ ব্যক্তি উপরের প্রকরণের নিরূপিত শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

বন্ধকলওনিয়া ও ব্যবহারকরা খুজরা জিনিস বিক্রয় করণিয়াদিগের প্রতি উপরের উক্ত দাঁড়া খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের মতে যে কোন ব্যক্তির উপর জরীমানা হয় সে ব্যক্তি যদি সে জরীমানার টাকা দিতে না চাহে তবে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাকে কয়েদ করিয়া ঐ জরীমানার টাকা আদায়ের জন্যে নিরূপিত মতে তাহার দ্রব্যজাত ক্রোক্ করিয়া বিক্রয় করেন্ আর ঐ অপরাধির যে দ্রব্যজাত পাওয়া যায় তাহাতে জরীমানার টাকা আদায়হইতে যদি অকুলান হয় তবে ঐ মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে ৩ তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে তাহাকে ফৌজদারী আদালতের জেহলখানাতে কয়েদ রাখিয়া কঠিন শ্রমেতে নিযুক্ত করেন্ ইতি।

যাহারা জরীমানার টাকা দিতে না চাহে তাহারদিগের বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

২১ ধারা।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে পোলীসের দারোগাদিগকে এ বিষয়ের তাকীদ করেন্ যে তাহারা যে সকল সেকরা ও কাঁসারী ও কামার ও তামা পিতলের

ঐ সকল লোকদিগের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে ও সন্ধান জানিতে দারো

গাদিগের প্রতি হুকুমের কথা।

খুজরা বাসন বিক্রয়করণিয়া ও বন্ধকলওনিয়া ও ব্যবহার করা জিনিস বিক্রয়ের পাইকারেরা সনন্দ লইয়া থাকে তাহারদিগের আচরণ এবং গতিক ও প্রকরণেতে সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে ও তাহার সন্ধান করে ও তাহার মূচলকাতে যেমন২ লিখিয়া দিয়াছে তাহার ব্যতিক্রমে কোন কর্ম্ম করিয়াছে জানিতে পাইলে এবং মরণইত্যাদি যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাও জানিতে পাইলে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠায় যে সে সকল কথা ঐ সাহেবের বহীতে দাখিল হয় ইতি।

২২ ধারা।

সনন্দের নিয়মের অন্যথা করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকেরা সনন্দ রাখে তাহারদিগের মধ্যে কেহ যদি ঐ সনন্দের লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রমকর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করে ও সে কর্ম্ম এমত না হয় যে তাহার জন্যে সে ব্যক্তি দায়েরসায়েরে সোপর্দ্দ হয় তবে ঐ অপরাধ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে প্রমাণ হইলে তাহার সনন্দ ফিরিয়ালওনের অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি ৩ তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ফৌজদারী আদালতের জেহলখানাতে উৎকট শ্রমকরণের সহিত কয়েদ থাকিবার যোগ্য ঠাহরিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যাহারা সনন্দ রাখে তাহারা চোর কি ডাকাইতইত্যাদিদিগকে আশ্রয় দিলে তাহারদিগের বিষয়ে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

যে সকল লোকেরা সনন্দ লইয়াছে তাহারদিগের মধ্যে কাহার প্রতি চোর কিম্বা ডাকাইতকে আশ্রয়দেওন কি তাহারদিগের সহকারিথাকন অথবা চুরীর দ্রব্য জাত লওন এমত২ গুরুতর অপরাধকরণ কিম্বা যে আর কোন অপরাধের বিষয়ে চলিত আইনের দাঁড়ানুসারে শাস্তিনিরূপণ আছে এমত২ অপরাধের কর্ম্মকরণের কথা প্রকাশ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধির মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে বিচারহওনার্থে তাহাকে কয়েদ রাখেন্ কিম্বা তাহার বিষয়ে চলিত আইনের মধ্যে যেমত নির্দ্দিষ্ট থাকে সেইমত কর্ম্ম করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

মিয়াদ গত হইলে সনন্দ ফিরিয়া লওনের বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

এই আইনানুসারে যে সমস্ত লোকেরা সনন্দ পায় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতি বৎসর গত হইলে পর নূতন সনন্দলওনের সময়ে সাবেক সনন্দ ফিরিয়া দেয় কিম্বা যদি নূতন সনন্দলওনের নিমিত্তে আপনি নিজে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কাছারীতে হাজির না হয় তবে ঐ মিয়াদ গতহওয়া সনন্দ আপনার বাসস্থানের পোলীসের দারোগার নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে সে সনন্দ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় যে সনন্দ ফিরিয়া পাওনের বৃত্তান্ত নীচের লিখিত নক্সার শেষের ঘরে দাখিল হয় ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরো কর্ত্তব্য যে যাহাকে যে বৎসরের নিমিত্তে সনন্দ দেওয়া যায় সে যদি সেই বৎসর গতহওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে আপন সনন্দ ফিরিয়া না দেয় তবে তাহাকে আপন হুজুরে তলব করেন্ ইতি।

অমুক জিলার অমুক সনের সেকরাদিগের সনন্দ সকলের বহীর নক্সা।

সনন্দের নম্বর।	সনন্দের তারিখ।	যাহাকে সনন্দ দেওয়াগিয়াছে তাহার নাম।	সনন্দলওনিয়া যে শহর কি গ্রাম কি কস্বাতে থাকে তাহার নাম।	ঐ শহরইত্যাদি যে থানার কি ওয়ার্ডের মধ্যে হয় তাহার নাম।	সনন্দ রদ্দ ও জরীমানা ও শাস্তি ও বৎসরের মধ্যে মৃত্যুহওনের ও মিয়াদ গতহওয়া সনন্দ ফিরিয়া পাওনের তারিখ।

কাঁসারী

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১ প্রথম আইন।

কাঁসারী ও কামার ও তামা পিতলের খুজরা জিনিস বিক্রয়করণিয়াদিগের ও বন্ধকলওনিয়াদিগের ও পাইকাড়দিগের সমস্ত সনন্দের বহী উপরের নক্সামতে প্রস্তুত করা যাইবেক ইতি।

VOL. V. 168. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
M. H. TURNBULL.
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সরকারের ফৌজসম্পর্কীয় এদেশীয় যে সকল ছোট বড় হুদ্দাদার লোক ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তাহারদিগের জীবিকা অর্থাৎ গুজরাণের সংস্থান নিরূপণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন হইয়াছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ৫ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৭ সালের ২৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৬১ সালের ১০ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের ফৌজসম্পর্কীয় এদেশীয় ছোট বড যে সকল হুদ্দাদার লোক ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যদিগের মধ্যে গণনীয় এবং কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মাদিকরণের শক্তি রাখে না তাহারদিগের জীবিকা অর্থাৎ গুজরাণের সংস্থানের ধার্য্যহওনের অর্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া চলন হইয়াছে তাহার লিখিত দাঁড়ার অনুসারে তাহারদিগকে এ বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে জায়গীরের ভূমি লইয়া মাহিয়ানাহইতেও কিছু২ আপন২ হুদ্দার দরজা অর্থাৎ পদের অনুসারে লইতে থাকে কিম্বা কেবল ঐ মাহিয়ানা লইয়া শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের যেখানে ইচ্ছা স্বাধীন হইয়া বাসকরে ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল হুদ্দাদারদিগের গুজরাণের নিমিত্তে ভূমি দিবার তাৎপর্য্য সরকারের কেবল এই যে তাহারা যাবৎ জীবদ্দশাতে থাকে তাবৎ যথাসাধ্য স্বচ্ছন্দে ও সুখে এবং নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে কাল কর্ত্তন করে কিন্তু সম্প্রতি ইহা জানা গেল যে ঐ বন্দোবস্তের সার্য্য করাতে সরকারেতে ও ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হুদ্দাদারদিগের ও তাহারদিগের পরিবারের পক্ষে কএক প্রকার দোষ জন্মিয়াছে সে এই যে তাহারদিগের গুজরাণের নিমিত্তে যে সকল ভূমি লওনের মনস্থ করা গিয়াছিল অনেক২ সময়ে তাহা পাওয়া অতিকঠিন হইয়াছে আর এই নিমিত্তে ঐ জীবিকাদেওনেতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে আর যদি ভূমি খরীদ করা গিয়াছে তাহাও প্রায় সকলি ঘোরতর জঙ্গলের নিকটে কি মধ্যে হইয়াছে আর ইহাতেও যদি ঐ সকল ভূমি চাসবাস করিবার যোগ্য হইয়াছে তথাচ সেখানকার জলবাতাস লোকদিগকে সহে না এবং ইম্বলীদ সিপাহী লোক এমত অনভ্যাসী ও বৃদ্ধ হইতেছে যে সেপ্রযুক্ত তাহারা চাসবাসের মেহনৎ অর্থাৎ শ্রম করিতে পারে না আর দোষ এই যে ঐ সকল ইম্বলীদ লোক জায়গীরের ভূমি হেতুবাদ।

পাইবাতে প্রায় অনেকে আপনং দেশহইতে আপনং পরিবার অল্প দিবস যে স্থান আবাদ হইয়াছে সেই স্থানে লইয়া আইসে ইহাতে পূর্ব্বে যেমত লেখা গেল সেখানকার জলবাতাসে অতিবিগুণ করে অতএব ঐ বন্দোবস্তেতে এ প্রকার লোক দিগের স্বচ্ছন্দ ও সুখে থাকনের ব্যাঘাত জন্মে একারণ উপরের উক্ত কথার প্রতি ও এদেশীয় সিপাহীদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার ও আরং কারণেতে দৃষ্টি করিয়া ও সর কারের কর্ম্মাদি অনায়াসে চলিবার দৃষ্টে শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হই বেক ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৮০৪ সালের ১ আইনের কোনং কথা ও ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ২০ ধারা রদ হইবার কথা।

এদেশীয় ছোট বড যে সকল ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হুদ্দাদার লোকেরা কিলার নেগাহবানীর শক্তি রাখে না তাহারা ইন্বলীদের মতেতে জায়গীরের ভূমি পাইতে পারিবার অথে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের লিখনানুসারে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ২০ ধারা যাহার অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ছোট বড় যে সকল হুদ্দাদার লোকেরা ইন্বলীদের সিরিস্তাতে দাখিল হইয়াছে জায়গীরের ভূমিহইতে তাহারদিগের যে প্রাপ্তি হয় তাহাব্যতিরিক্ত মুশাহেরাহইতে আর কিছুং আপনং হুদ্দা অর্থাৎ পদানুসারে নির্দ্ধারিত পরিমাণমতে পাইবেক তাহাও এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি এদেশীয় যে সকল হুদ্দাদার ও সিপাহালোক ইন্বলীদের মধ্যে দাখিল হয় তাহারা জায়গীরের ভূমি না পাইবার কিন্তু যাহারা কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মের অযোগ্য তাহারা আপনং পদানুসারে ছয় মাসের মুশাহেরা পাইবার ও সরকারের শাসিত দেশসকলের যেখানে ইচ্ছা বাস করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এদেশীয় ছোট বড় যে সকল হুদ্দাদারেরা এই আইন জারী হওনের পরে ইন্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যদিগের মধ্যে দাখিল হয় তাহারা জায় গীরের ভূমি পাইতে পারিবেক না কিন্তু ঐ সকল হুদ্দাদারদিগের মধ্যে যে কেহ ও সিপাহীদিগের মধ্যে যে কেহ কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মকার্য্যকরণের শক্তি না রাখে তাহারা এই ধারার ২ প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা পরিমাণক্রমে আপনং দরজা অর্থাৎ পদানুসারে ছয় মাসের মাহিয়ানা পেশগীরূপে অর্থাৎ আগাম পাইবেক ও তাহাকে অনুমতি হইবেক যে সরকারের শাসিত দেশসকলের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে স্বাধীন হইয়া বাস করে ইতি।

ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহা লোকেরা আপনং জীবনাবধি আপনং

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এদেশীয় ছোট বড় যে সকল হুদ্দাদার লোকেরা ও সিপাহীলোকেরা এই আইন জারীহওনের পরে ইন্বলীদের সমুদার মধ্যে দাখিল হয় এবং কিলার নেগাহবানীর কর্ম্মকার্য্যকরণের শক্তি না রাখে তাহারা দিনগুজরাণের

নিমিত্তে

নিমিত্তে আপন২ দরজা অর্থাৎ পদানুসারে মাহিয়ানাহইতে কিছু২ যাহা ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ফিব্রুআরী মাসের ১৫ তারিখে সরকারের হুকুমানুসারে নীচের বেওরাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা যাবজ্জীবন পাইবেক ইতি।

দরজাঅর্থাৎ পদানুসারে মুশাহেরাহইতে কিছু২ পাইতে পারিবার কথা।

সরকারের ফৌজের নিরূপিত সিরিস্তামতে তুরুকসওয়ার ও গোলন্দাজলোক ও পয়দল সিপাহীলোক ও সুরঙ্গীলোক ও বেলদারলোক ও তোপখানার খালাসী ও গাড়োয়ানলোকের যোগেতে যে সকল পল্টনের বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই সকল পল্টনসম্পর্কীয় ইন্বলীদ হুদ্দাদার ও সিপাহীলোকের মুশাহেরার পরিমাণ।

সুবাদারদিগের জনপ্রতি।	১৫	সনাৎ
জমাদার ও সারজ্জলোকের জনপ্রতি।	১২	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসক ও টণ্ডেল ও দোআস্‌লা তম্বুরচী লোকের জন প্রতি।	৭	সনাৎ।
তুরুকসওয়ার ও সিপাহী ও যে তম্বুরচীরা দোআস্‌লা নহে তাহারদিগের ও তুরীবাজানিয়া ও বেলদার ও প্রথম দরজার সুরঙ্গী লোকদিগের ও তোপখানার খালাসী লোকদিগের জনপ্রতি।	৪	ঐ
তোপখানার গাড়োয়ানলোকের ও দ্বিতীয় দরজার সুরঙ্গীলোক ও সাল্‌তর্‌ অর্থাৎ ঘোড়ার চিকিৎসক ও ভিস্তী ও সইস ও ঘাসিয়াড়া লোকের ও কওয়াটর মাস্তরের খালাসী লোকদিগের জনপ্রতি।	৩	ঐ

ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহারা সরকারের কর্ম্মেতে এতাবতা লড়াইতে নিযুক্তথাকনের সময়ে তাহারদিগের কোন এক অঙ্গের হানি হইয়া থাকে কি অন্ধ হইয়াছে কিম্বা কোন স্থানে ক্ষতহওন প্রযুক্ত অশক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের নিমিত্তে উপরের লিখিত মুশাহেরার পরিমাণহইতে অতিরিক্ত যে মুশাহেরা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পরিমাণ।

	বেশী	একুন	
সুবাদারদিগের জনপ্রতি।	১৫	৪০	সনাৎ
জমাদার ও সারজ্জ লোকদিগের জনপ্রতি	৮	২০	ঐ

	বেশী	একুন	সনাৎ
হাওয়ালদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসক ও টণ্ডেল ও দোআঁস্লা তম্বুরচী লোকদিগের জনপ্রতি।	৫	১২	ঐ
তুরুকসওয়ার ও সিপাহী ও যে তম্বুরচীরা দোআঁস্লা না হয় তাহারদিগের ও নফীর লওয়াজান অর্থাৎ তুরীবাজানিয়া ও বেলদার ও প্রথম দরজার সুরঙ্গীদিগের ও তোপখানার খালাসীদিগের জনপ্রতি।	৩	৭	ঐ
তোপখানার গাড়োয়ানদিগের ও দ্বিতীয় দরজার সুরঙ্গীদিগের ও সালতরদিগের ও ভিস্তী ও সহিস ও ঘাসিয়াড়া ও কোওয়াটর মাস্তরের খালাসীদিগের জনপ্রতি।	২	৫	ঐ

রামগড়ের ও জিলা ভাগলপুরের মধ্যের পাহাড়ের যে সকল পল্টন রামগড় পল্টন ও হিল রেঞ্জর পল্টননামেতে খ্যাত সেই সকল পল্টনসম্পর্কীয় যে সকল ইস্বলীদ লোক আলুফাদারদিগের মধ্যে দাখিল হয় তাহারদিগের মুশাহেরার পরিমাণ।

রামগড় পল্টনের লোকসকলের ও হিল রেঞ্জর পল্টনেতে যে সকল হিন্দুস্থানীলোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের মুশাহেরার পরিমাণ।

সুবাদারদিগের জনপ্রতি	১৮	সনাৎ
জমাদারদিগের জনপ্রতি।	৯	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসকদিগের জনপ্রতি।	৫৷৷০	ঐ
সিপাহী ও তম্বুরচী ও ভিস্তীলোকের জনপ্রতি।	৩৷৷০	ঐ

হিল রেঞ্জর পল্টনেতে যে সকল পাহাড়িয়া লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের মুশাহেরার পরিমাণ।

সুবাদারদিগের জনপ্রতি।	৭	সনাৎ
জমাদারদিগের জনপ্রতি	৪	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েকদিগের জনপ্রতি।	৩	ঐ
সিপাহী ও তম্বুরচীদিগের জনপ্রতি	২৷৷০	ঐ

সরকারের

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সরকারের কর্ম্মেতে এতাবতা লড়াইতে নিযুক্ত থাকনের সময়ে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহারদিগের কোন এক অঙ্গের হানি হইয়া থাকে কি অন্ধ হইয়াছে অথবা কোন স্থানে ক্ষতহওনপ্রযুক্ত অশক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের নিমিত্তে উপরের উক্ত মুশাহেরার পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত যে মুশাহেরা নিরূপণ হয় তাহার পরিমাণ।

রামগড় পল্টনের লোকসকলের ও হিলরেঞ্জর পল্টনেতে যে সকল হিন্দুস্থানী লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের মুশাহেরার পরিমাণ।

	বেশী	একুন	
সুবাদারেরা।	১৫	৩৩	সনাৎ
জমাদারেরা।	৮	১৭	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসকেরা।	৫	১০॥০	ঐ
সিপাহী তম্বুরচী ও ভিস্তিরা।	৩	৬॥০	ঐ

যে সকল পাহাড়িয়া লোক হিলরেঞ্জর পল্টনেতে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের মুশাহেরার পরিমাণ।

	বেশী	একুন	
সুবাদারেরা।	৭	১৪	সনাৎ
জমাদারেরা।	৪	৮	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েকেরা।	৩	৬	ঐ
সিপাহী ও তম্বুরচীরা।	২॥০	৫	ঐ

প্রোবিন্স্যল কোর নামেতে যে সকল পল্টন জিলাসকলেতে তৈনাত থাকে সেই সকল পল্টনসম্পর্কীয় ইস্বলীদ লোকেরা সরকারের ফৌজের কর্ম্মাদি সম্পর্কীয় শিরিস্তার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে অলুফাদারদিগের মধ্যে দাখিল হইলে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।

সুবাদারদিগের জনপ্রতি।	১৫	সনাৎ
জমাদারদিগের জনপ্রতি।	৭॥০	ঐ
হাওলদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসকদিগের জনপ্রতি।	৫	ঐ
সিপাহী ও তম্বুরচীদিগের জনপ্রতি।	৩	ঐ

সরকারের কর্ম্মেতে এতাবতা লড়াইতে নিযুক্ত থাকনের সময়ে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহারদিগের কোন এক অঙ্গ হানি হইয়া থাকে

কিম্বা

কিম্বা অন্ধ হইয়াছে অথবা কোন স্থানেতে ক্ষতহওনপ্রযুক্ত অশক্ত হই য়া থাকে তাহারদিগের যে মুশাহেরা নিরূপণ হয় তাহার পরিমাণ।

	বেশী	একুন	
সুবাদারেরা।	১০	২৫	সনাৎ
জমাদারেরা।	৫	১২।।০	ঐ
হাওয়ালদার ও নায়েক ও এদেশীয় চিকিৎসকদিগের জনপ্রতি।	৪	ঐ	ঐ
সিপাহী ও তম্বুরচীরা।	২	৫	ঐ

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৫ ফেব্রুআরির পূর্ব্বে যাহারদিগের ইস্থলাদের নিরূপিত মুশাহেরা নিরূপণ হইয়াছে তাহারদিগের সহিত উপরের উক্ত পরিমাণের সম্পর্ক না থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১৫ তারিখেতে সরকারের যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে যাহারদিগের ইস্থলীদের নিরূপিত মুশাহেরা নিরূপণ হইয়াছে তাহারদিগের সহিত উপরের নক্সা সকলের বেওরা লেখা ঐ পরিমাণের সম্পর্ক থাকিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

ঐ মুশাহেরা দিবাতে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের যে২ ধারার লিখিত দাঁড়ায় দৃষ্টি রাখা যাইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে সকল লোকেরা মুশাহেরা পাওনের যোগ্য হয় তাহারদিগকে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ২৩। ২৪ ২৫। ২৬। ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

VOL. V. 174.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

হিন্দুস্থানের মধ্যে বৃটনীয় অধিকারস্থ বন্দর ও নগরাদিতে ভিন্নাধিকারদেশীয়েরদের বাণিজ্যকর্ম্মের দাঁড়া ধার্য্য হইবার এবং ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে যেং বন্দর ও নগরাদি আছে তাহাতে ঐ বাণিজ্যদ্রব্যের উপর মাসুল নিরূপণ হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈসপ্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ৩০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১৯ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৭ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ৬ রবীয়ঃসানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

শ্রীযুত তৃতীয় জর্জের অধিকারের ৩৭ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট আক্ট পার্লিমেণ্টের ১১৭ পর্ব্বে হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকারি মহাজনের কোম্পানি বাদুরের কোর্ট ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা হিন্দুস্থানস্থিত বৃটনীয় অধিকারস্থ বন্দর ও নগরাদিতে ভিন্নাধিকারদেশীয়েরদের বাণিজ্যের নিমিত্তে কতকং বিধি স্থাপন করিতে এবং ঐং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর যেং মাসুলনিরূপণ হইবে তাহা স্থির করিতে সম্মত হইলেন ঐং বিধি এক আইনস্বরূপ করা যাইতেছে এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সহিত সন্ধিযুক্ত যে ভিন্নাধিকারদেশীয় ইউরোপীয়েরা হিন্দুস্থানের মধ্যে আপনারদের কোন বন্দরাদি রাখে তাহারদের জাহাজ তাহারদের নিজদেশহইতে অন্য কোন স্থানে লাগান না করিয়া কিম্বা হিন্দুস্থানস্থ অন্য কোন বন্দর ও নগরাদিহইতে ঐং বন্দরে অবাধে আসিতে পারে এবং ঐং স্থানেতে যে নিয়মইত্যাদি ধার্য্য হয় তদনুসারে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া বস্তুতে বাণিজ্য করিতে পারে ঐ জাহাজ হিন্দুস্থানের অন্য কোন বন্দর কি স্থানে যাইবার নিমিত্তে ছাড়চিঠী পাইতে পারে কিন্তু ইউরোপে যাইবার নিমিত্তে ছাড়চিঠী চাহিলে ঐ জাহাজ যেং দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই দেশের অন্য কোন স্থানে লাগান না করিয়া যাইবার নিমিত্তে ছাড়চিঠী পাইবেক ইতি।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারিদেশীয়েরদের বন্দরাদি আছে তাহারা বৃটনীয় বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবার ও তাহাহইতে ছাড়চিঠী পাইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে জাতীয়েরদের বন্দরাদি নাই তাহারদের এবং আমেরিকাদেশীয় জাহাজের নিয়মের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইউরোপীয় যে ভিন্নাধিকারদেশীয়েরদের হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন বন্দরইত্যাদি নাই এবং আমেরিকার একত্রীভূত দেশের জাহাজ ঐ২ দেশস্থ অধিকারি লোক বৃটনীয় শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহের সহিত সন্ধির অবস্থাতে থাকিলে তদ্রূপেও অবাধে হিন্দুস্থানস্থ বৃটনীয় বন্দর ও খালইত্যাদিতে আসিতে পারে এবং সেখানে সন্ধিবিশিষ্ট লোকেরদের ন্যায় গৃহীত হইতে পারে এবং ঐ স্থানের নিয়মানুসারে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে পারে কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে ঐ জাহাজ আপন দেশীয় বন্দরহইতে হিন্দুস্থানে আইসনের সময়ে অন্য কোন বন্দর কি স্থানে অত্যাবশ্যক না হইলে এবং ঐ যাত্রাতে যে ক্লেশ কি আপদ ঘটে তাহা দূর করিবার নিমিত্তে খাদ্যদ্রব্য কি জাহাজ মেরামতের নিমিত্তে লাগানকরণব্যতিরেকে পথে অন্য কোন স্থানে লাগান করিবে না আর ঐ আবশ্যক হওয়া প্রমাণদেওয়ার ভার ঐ জাহাজস্থ লোকেরদের উপরে থাকিবেক ইতি।

ঐ জাহাজ হিন্দুস্থানস্থ বৃটনীয় দেশহইতে আপন২ দেশে যাইবার কারণব্যতিরেকে অন্য দেশে বাণিজ্য করিবার নিমিত্তে দ্রব্যাদি না লইয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত ইউরোপদেশীয় কি আমেরিকাদেশীয় জাহাজ আপনার দ্বারা আমদানীহওয়া কোন বস্তু ঐ বৃটনীয় অধিকৃত দেশহইতে আপনদেশের অধিকৃত যে বন্দর কি স্থানে ঐ বোঝাইকরা জিনিস উঠায় তাহাব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে লইয়া যাইবেক না হিন্দুস্থানের সমুদ্রের তীরে স্থানে২ বাণিজ্য করিবার নিমিত্তে ঐ জাহাজে ছাড় চিঠী দেওয়া যাইবেক না কিন্তু যে জাহাজের আসল বোঝাই কিম্বা তাহার কোন অংশ বৃটনীয় এক বন্দরহইতে অন্য বন্দরে উঠাইবার কারণ যায় ঐ২ জাহাজ সমুদ্রের স্থানে২ বাণিজ্যকারি জাহাজের ন্যায় বোধহইবেকে না।

ঐ জাহাজের মূলবোঝাই দ্রব্যের কি তাহার এক অংশ বোঝাইব্যতিরেকের কথা।

ঐ জাহাজ বৃটনীয় বন্দরহইতে ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকেরদের কিম্বা হিন্দুস্থান কি চীনের কোন রাজার বন্দরইত্যাদিতে অত্যাবশ্যকব্যতিরেকে না যাইবার এবং কলিকাতা যাইবার নিমিত্তভিন্ন অন্য কারণ হইলে নদীতে প্রবেশ না করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত আবশ্যকতা থাকনব্যতিরেকে ঐ২ জাহাজ বোঝাই লইয়া কি বোঝাইব্যতিরেকে ঐ বৃটনীয় অধিকৃত দেশহইতে হিন্দুস্থানের মধ্যগত ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারির কোন বন্দর ইত্যাদিতে অথবা হিন্দুস্থান কি চীনের মধ্যস্থ কোন রাজাইত্যাদির দেশে যাইতে ছাড়চিঠী পাইবে না এবং ঐ আবশ্যকতার প্রমাণ দেওয়ার ভার ঐ জাহাজস্থ লোকেরদের উপরে থাকিবে এবং বঙ্গদেশস্থ বৃটনীয় অধিকারস্থ নদীতে বাণিজ্য কি খাদ্য দ্রব্য কি জাহাজ মেরামৎ করণের নিমিত্তে কলিকাতার বন্দরে যাইবার কারণভিন্ন অন্য কোন কারণে নদী প্রবেশ করিতে পারিবে না ইতি।

ঐ জাহাজ ছাড়চিঠী পাইবার সময়ে যে বন্দরের নিমিত্তে ছাড়চিঠী পায় সেই বন্দরে ঐ জিনিস উঠাইবার কারণ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—আপন২ দেশে যাইবার সময়ে তাহারা যে ছাড়চিঠী পায় তাহা ঐ জাহাজ ইউরোপীয় হউক কিম্বা আমেরিকীয় হউক অন্য কোন স্থানে লাগান না করিয়া যাইবার কারণ পাইবেক এবং এই দেশবাসি এক জনকে জামিনস্বরূপ দিয়া এমত একরার লিখিয়া দিবে যে তাহারা যে বন্দরের নিমত্তে ছাড়চিঠী লেখা গিয়াছে ঐ বন্দরে ঐ বোঝাইহওয়া জিনিস পাঠাইবে এবং ঐ বন্দর

ইত্যাদিতে

ইত্যাদিতে বাসকারি ব্রিটনীয় কনসল অথবা সুখ্যাত বাণিজ্যকারি ব্রিটনীয় দুই জনের ঐ বোম্বাই ঐ বন্দরে উপযুক্তরূপে উঠান যাইবার সর্টিফিকট পাইলে ঐ একরারনামা অকর্ম্মণ্য হইবেক ইতি। একরারনামা দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ প্রকার কর্ম্ম হইলে যে একরারনামা লওয়া যাইবেক তাহার প্রকার নীচে লেখা যাইতেছে। একরারনামার প্রকারের কথা।

সকল লোককে এই পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমুক দেশের আমরা অমুকনামেতে খ্যাত যে জাহাজ এখন বঙ্গদেশস্থ হুগলীনদীতে আছে এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতানিবাসি অমুক হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকারি ইঙ্গরেজ কোম্পানির সাহেবেরদের কিম্বা তাঁহারদের উত্তরাধিকারী কি উকীলাদির স্থানে এত সংখ্যক টাকা দিব এবং ঐ টাকা সত্যতাপূর্ব্বক দেওনের নিমিত্তে আমরা আপনারদিগকে এবং আপনারদের মধ্যের প্রত্যেক জনকে ও আমারদের একসেকুটর ও আডমিনিষ্ট্রাটরেরদিগকে এই একরারনামাতে বদ্ধ করি অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের আমারদের মোহরকরা একরারনামা এই।

এই একরারনামার এই নিয়ম যে অমুকনামেতে খ্যাত পূর্ব্বোক্ত জাহাজের উপর যে দ্রব্য হুগলীনদীতে বোঝাই করা গিয়াছে বোঝাইকরা ঐ দ্রব্যের বিশেষ তাহার রপ্তানী মানিফেষ্টের মধ্যে লেখা গিয়াছে এবং উপরের লিখিত বদ্ধ অমুক জন কি জনেরদের তাহাতে স্বাক্ষর হইয়াছে এবং অমুকনামেতে খ্যাত ঐ জাহাজের ছাড়চিঠীতে লিখিত এবং উপরের উক্ত অমুক জনকে দেওয়া গেল।

অতএব ঐ উপরের উক্ত অমুক জন অথবা ঐ অমুক জন মরিলে কি অসমর্থ হইলে ঐ উপরের উক্ত জাহাজের অমুকের কর্তৃত্বে যে জন তাহার উত্তরাধিকারী হইবে সে জন সমুদ্রেতে এবং দেশের শত্রুতে যে আপদ ঘটিতে পারিবে তাহাব্যতিরেকে ঐ উপরের উক্ত বোঝাইহওয়া দ্রব্য ও তাহার প্রত্যেক অংশ অমুক দেশস্থ অমুকনামেতে খ্যাত বন্দরে উপযুক্তরূপে ও সত্যতাপূর্ব্বক উঠাইবে এবং সমুদ্রের পারে অন্য কোন বন্দরে কি স্থানে উঠাইবে না আরো যদি ঐ উপরের উক্ত অমুক অথবা অন্য কোন জন কি জনেরা উপরের লিখিত একরারনামায় দস্তখৎহওনের তারিখঅবধি এত সংখ্যক বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতাস্থ তৎকালীন সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঐ বাণিজ্য বস্তুর ঐ প্রকারে উঠান যাওনের অর্থে অমুক দেশের উপরের উক্ত অমুক বন্দরে থাকা ব্রিটনীয় কনসলের দস্তখৎ ও মোহরবিশিষ্ট অথবা ব্রিটনীয় কোন কনসল সেখানে না থাকিলে উপরের উক্ত ঐ অমুক বন্দরে থাকা ব্রিটনীয় বাণিজ্যকারি দুই জনের কিম্বা কোন ব্রিটনীয় মহাজন সেখানে না থাকিলে উপরের উক্ত অমুক বন্দরের মাসুলের তহসিলকারি প্রধান জনের এবং ঐ উপরের উক্ত বন্দরে থাকা অন্য কোন মহাজনের

দস্তখৎ

দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত সর্টিফিকট দিতে পারে তবে উপরের লিখিত একরারনামা এবং ঐ প্রকার কথাতে লিখিত অন্য এক একরারনামা অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক হইবেক অন্যথা হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ যে স্থানে না চলে সেই স্থানে অমুকের সমক্ষে এই একরারনামাতে মোহর করা গেল ও তাহা সমর্পিত হইল।

টাকার এক জামিনির সংখ্যা যেরূপে নিরূপণ করা যাইবে তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই ধারার পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণেতে যত টাকার এবং লোকের জামিনী লওয়া যাইবেক তাহা ঐ জাহাজের টনিজ বিবেচনা করিয়া স্থির করা যাইবেক এবং সামান্যতঃ ফিটনেতে এক শত টাকার হারে গণা যাইবেক কিন্তু এই প্রকরণদ্বারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ টাকা কমি করিবার উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহা করিতে পারেন এই বিষয়ে যে দরখাস্ত করা যাইবেক তাহা সরকারের মাসুলের কালেকটরসাহেবের দ্বারা করিতে হইবেক এবং তিনি ঐ বিষয়েতে আপনার বিবেচনার কথা লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমপাওনের নিমিত্তে ঐ দরখাস্ত তথায় পাঠাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজেতে আমদানী কি রফ্তানীহওয়া বাণিজ্য দ্রব্যের উপর ব্রিটনীয় জাহাজেতে আমদানী কি রফ্তানীহওয়া বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুলের দ্বিগুণ লাগিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজেতে আমদানী কি রফ্তানীহওয়া বাণিজ্য দ্রব্যের উপর ব্রিটনীয় জাহাজেতে আমদানী কি রফ্তানীহওয়া বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুলের দ্বিগুণ লাগিবেক ইতি।

ব্রিটনীয় ও ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানীহওয়া দ্রব্যের উপর মাসুল লইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে হেতুকে সমুদ্রহইতে আমদানীহওয়া যেং দ্রব্যের উপর মাসুলস্থাপন কর্ত্তব্য তাহা এই আইনের শেষের লিখিতব্য প্রথম নম্বরের তফসীলঅনুসারে ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে তদনুসারে ও ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজ হইলে তদনুসারে ঐং জাহাজে আমদানীহওয়া দ্রব্যের উপর উপযুক্ত মাসুল লাগিবেক।

যাহাং হইলে ভিন্নাধিকারদেশীয় বাণিজ্যকারিরা মাসুল ফিরিয়া পাইতে না পারে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ভিন্নাধিকারদেশীয়েরদের বাণিজ্য দ্রব্যের উপর দ্বিগুণ মাসুল ধার্য্যকরণহেতুক ব্রিটনীয় প্রজারা যে মাসুল ফিরিয়া পাইতে পারে আমদানীর সময়ে যে মাসুল দেওয়া যায় ঐ ফিরিয়া পাওয়া টাকা তাহার অর্দ্ধেক হইলে কিছু ফিরিয়া পাইতে পারিবে না এবং ব্রিটনীয় প্রজারা আমদানীর মাসুলের অর্দ্ধেকের অধিক ফিরিয়া পাওন উপযুক্ত হইলে ভিন্নাধিকারদেশীয়েরা যে মাসুল ফিরিয়া পাইবেক তাহা ব্রিটনীয় প্রজার যে সমুদয় মাসুল দাতব্য তাহার বিবেচনার দ্বারা দুই নম্বরের তফসীলানুসারে নিরূপণ করা যাইবেক ইতি।

বিশেষ কারণ থাকি

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ব্রিটনীয় প্রজারা যে মাসুল ফিরিয়া পায় তাহা আমদানীর

মাসুলের

মাসুলের অর্দ্ধেকের কম হইলে ভিন্নাধিকারদেশীয় রফ্তানীকরণিয়া অধিক রফ্তানীর মাসুলের দায়ী ৩ নম্বরের তফসীলানুসারে হইবেক ইতি।

লে অধিক মাসুলদায়ী হইবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৩ । ১৫ ধারার হুকুমের পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৩ । ১৫ ধারার পরিবর্ত্তে নিচের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের কথা।

৬ ধারা।

নওয়াব উজীরের দেশের কিম্বা নেপালের কিম্বা ভিন্নাধিকার অন্য কোন দেশের উৎপন্নহওয়া কি প্রস্তুতকরা দ্রব্যের উপর শতকরা ২৷৷০ টাকার অধিক না হয় এমত আমদানী কি ঐ দেশের মধ্য দিয়া যাওনসময়ে মাসুল লওয়া গিয়াছে ঐ দ্রব্য কলিকাতা কি চাটিগাঁ কি বালেশ্বরহইতে সমুদ্রপথে রফ্তানীহওনসময়ে বৃটনীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা অতিরিক্ত মাসুল ভিন্নাধিকার দেশের জাহাজে রফ্তানী হইলে শতকরা ৭৷৷০ সাড়ে সাত টাকা মাসুল লাগিবেক।

নওয়াব উজীরের দেশে অথবা নেপালইত্যাদি দেশহইতে আমদানহওয়া জিনিসের উপরে রফ্তানীহওনসময়ে অধিক মাসুল লাগিবার কথা।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণেতে মাসুলরহিত দ্রব্যভিন্ন উপরের উক্ত তফসীলেতে বিশেষরূপে না লেখা সকল বাণিজ্যদ্রব্য সমুদ্রহইতে আমদানীহওনসময়ে অথবা কলিকাতা কি চাটিগাঁ কি বালেশ্বরহইতে সমুদ্রপথে রফ্তানীর সময়ে বৃটনীয় জাহাজে আমদানী কি রফ্তানী হইলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা এবং ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী কি রফ্তানী হইতে হইলে শতকরা ১০ টাকা মাসুল লাগিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণে মাসুল রহিত বাণিজ্যবস্তুব্যতিরেকেউপরের যে লিখিত বাণিজ্য দ্রব্যের উপর যে মাসুল লাগিবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

রফ্তানীর নিমিত্তে যে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয় তাহা রফ্তানীহওনসময়ে বৃটনীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে আমদানীর সময়ে দেওয়া মাসুলের তিন অংশের দুই অংশ এবং ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে রফ্তানীর মাসুলের তৃতীয়াংশ ফিরিয়া পাইবেক আমদানীর সময়ে যেং বাণিজ্যদ্রব্যের উপর দ্বিগুণ মাসুল অর্থাৎ ভিন্নাধিকারদেশীয় লোকেরদের যে মাসুল লওয়া কর্ত্তব্য তাহা দিয়াছে ঐ বাণিজ্যদ্রব্যহইতে ভিন্নাধিকারদেশীয় অথবা বৃটনীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে রফ্তানীকরণিয়া ঐ মাসুলের তিন অংশের দুই অংশ ফিরিয়া পাইবে কিন্তু তাহা এই আইনের শেষের লিখিতব্য তফসীলেতে যেং দ্রব্যের আমদানীর সময়ে ফিরিয়া পাওনের বিশেষ হার লিখিত আছে ঐং দ্রব্যব্যতিরেকে ইতি।

রফ্তানীর নিমিত্তে যে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী হয় তাহার মাসুল ফিরিয়া পাওনের নিয়মের কথা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারার ১২। ১৩। ১৪। ১৫ প্রকরণ এই ধারাক্রমে রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারার ১২। ১৩। ১৪। ১৫ প্রকরণ এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

Vol. V. 180.

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKEN'.IE,

Acting *Translator of R gulations.*

---

১ তফসীল।

নীচের লিখিতব্য জিনিস সমুদ্রপথে বৃটনীয় জাহাজ কি অন্য দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে তাহার উপরে যে মাসুল লওয়া যাইবে তাহা।

জিনিসের প্রকার।	বৃটনীয় জাহাজ হইলে। শতকরা	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে। শতকরা
আলম্লাইসের উপর।	১০৲	২০৲
অগুরুর উপর।	৭৷৷০	১৫৲
সোরার উপর।	১০৲	২০৲
তাম্বরের উপর।	৭৷৷০	১৫৲
	লিগরপ্রতি	
বাতাবীর আরকের উপর।	৫৫৲	১১০৲
ইউরোপীয় ও আমেরিকীয় আরকের উপর। ...	১০৲	২০৲
আসিয়াস্থিত ভিন্ন রাজার অধিকারদেশহইতে আনীত আরকের উপর।	৩০৲	৬০৲
হরিতাল ও মনঃশিলা ও শিমুলক্ষারের উপর। ...	১০৲	২০৲
হিঙ্গের উপর।	ঐ	ঐ
আলতার উপর।	৭৷৷০	১৫৲
আচ অর্থাৎ মোরিন্দার উপর।	ঐ	ঐ
গুটিকা তাহার মালা ও তসবিরের উপর।... ...	ঐ	ঐ
সুপারীর উপর।	ঐ	ঐ
সুপারীর টৌনড়্টী অর্থাৎ শহরের হাসিল। ...	৫৲	১০৲
লোবানবিশেষের উপর।	৭৷৷০	১৫৲
সোহাগার উপর।	৫৲	১০৲
ইউরোপ অথবা আমেরিকাহইতে আনীত ব্রাণ্ডীশরাবের উপর।	১০৲	২০৲
আসিয়াস্থিত ভিন্নাধিকারদেশহইতে আনীত ব্রাণ্ডীশরাবের উপর।	৩০৲	৬০৲

পিতলের

জিনিসের প্রকার।	ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
পিতলের উপর।	১০৲	২০৲
গন্ধকের উপর।	ঐ	ঐ
জরবস্তু অর্থাৎ জরীর জিনিসের উপর।	৭।।০	১৫৲
বয়ড়ার উপর।	১০৲	২০৲
বকমকাষ্ঠের উপর।	৭।।০	১৫৲
কাল জীরার উপর।	ঐ	ঐ
কর্পূরের উপর।	১০৲	২০৲
কান্‌বসের উপর।	৫৲	১০৲
নিগেলা অর্থাৎ কাল জীরার উপর।	৭।।০	১৫৲
গাড়ীর উপর।	ঐ	ঐ
দারুচিনিবিশেষের উপর।	১০৲	২০৲
শঙ্খের উপর।	৭।।০	১৫৲
চিরতার উপর।	১০৲	২০৲
চীনার জিনিসের উপর।	৭।।০	১৫৲
লবঙ্গের উপর।	১০৲	২০৲
কৃমিদানার উপর।	৭।।০	১৫৲
নারিকেলের উপর।	৫৲	১০৲
কাওয়ার উপর।	৭।।০	১৫৲
কায়েরের উপর।	৫৲	১০৲
কলম্বমূলের উপর।	১০৲	২০৲
কুসুমফলের উপর।	৭।।০	১৫৲
কহরুবার উপর।	১০৲	২০৲
তামার উপর।	ঐ	ঐ
প্রবালের উপর।	ঐ	ঐ
হামারের উপর।	৫৲	১০৲
কড়ির উপর।	ঐ	ঐ
কৃমিদানার উপর।	৭।।০	১৫৲
ডামারের উপর।	৫৲	১০৲
ধাইফুলের উপর।	৭।।০	১৫৲
হাতির দাঁতের উপর।	ঐ	ঐ
কিমখাবের উপর।	ঐ	ঐ
ইউরোপীয় জিনিসের উপর।	১০৲	২০৲

গন্ধবিরোজার

জিনিসের প্রকার।	বৃটনীয জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
গন্ধবিরোজার উপর।	৭॥০	১৫৲
গালবানমের উপর।	১০৲	২০৲
কুলিঞ্জনের উপর।	৭॥০	১৫৲
ঘৃতের উপর।	৫৲	১০৲
ঘৃতের টৌনডুটী অর্থাৎ শহরের মাসুল।	১০৲	২০৲
ইউরোপ অথবা আমেরিকাহইতে আনীত জিনশরাবের উপর।	ঐ	ঐ
আসিয়াস্থিত ভিন্নাধিকারদেশহইতে আনীত জিনশরাবের উপর।	৩০৲	৬০৲
গোপীমাটীর উপর।	১০৲	২০৲
বাবলার গোঁদের উপর।	ঐ	ঐ
গন্ধবিরোজার উপর।	৭॥০	১৫৲
হরার উপর।	১০৲	২০৲
হরশিংহার ফুলের উপর।	৭॥০	১৫৲
হরিতালের উপর।	১০৲	২০৲
নীলের উপর।	৫৲	১০৲
কাঁচা লৌহ এবং গড়া লৌহের উপর।	১০৲	২০৲
জটামাংসীর উপর।	ঐ	ঐ
হাতির দাঁতের উপর।	৭॥০	১৫৲
কুলিঞ্জনের উপর।	ঐ	ঐ
খদিরের উপর।	৫৲	১০৲
সীসা ও সীসার চাদর ও থান ও বুন্দা ও ছিটাগুলীর উপর।	১০৲	২০৲
লোধের উপর।	৭॥০	১৫৲
লোবানের উপর।	ঐ	ঐ
জৈত্রীর উপর।	১০৲	২০৲
মঞ্জিষ্ঠার উপর।	৭॥০	১৫৲
মহাগনি কাষ্ঠের উপর।	ঐ	ঐ
মরীনষ্টোর্স অর্থাৎ জাহাজের আবশ্যক দ্রব্যের উপর। ...	৫৲	১০৲
মস্তকের উপর।	১০৲	২০৲
মীনার উপর।	ঐ	ঐ
মোরিন্দার উপর।	৭॥০	১৫৲
মঞ্জিষ্ঠার উপর।	ঐ	ঐ
মৃগনাভির উপর।	ঐ	ঐ
মৈরোবালানের উপর।	১০৲	২০৲

গন্ধরসের

জিনিসের প্রকার।	ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
গন্ধরসের উপর।	১০৲	২০৲
জায়ফলের উপর।	ঐ	ঐ
তৈল অর্থাৎ বীজজাত অথবা পশ্বাদিজাত তৈলের উপর।	৭।।০	১৫৲
ঐ প্রকার তৈলের শহরের মাসুল।	৫৲	১৫৲
সর্ষার উপর।	৭।।০	১৫৲
সর্ষার শহরের মাসুল।	৫৲	১০৲
আতর ও সুগন্ধি তৈলের উপর।	৭।।০	১৫৲
হরিতালের উপর।	১০৲	২০৲
আতরের উপর।	৭।।০	১৫৲
আমলার উপর।	১০৲	২০৲
কাল মরিচ ও গোলমরিচের উপর।	ঐ	ঐ
কাপড়ের থানের উপর।	৭।।০	১৫৲
রেশমের থানের উপর।	ঐ	ঐ
গর্ভসূতির উপর।	ঐ	ঐ
পৈমেণ্টের উপর।	১০৲	২০৲
শীশার যে তক্তা ভিন্নং হইয়া আইসে তাহার উপর। ...	৭।।০	১৫৲
আরবী নীলের উপর।	১০৲	২০৲
পচাপাতের উপর।	৭।।০	১৫৲
পারার উপর।	১০৲	২০৲
বেতের উপর।	৭।।০	১৫৲
কাঁচা চামড়ার উপর।	৫৲	১০৲
রক্ত চন্দনের উপর।	৭।।০	১৫৲
ধূনার উপর।	৫৲	১০৲
গোলাবের উপর।	৭।।০	১৫৲
ইউরোপ অথবা আমেরিকাহইতে আনীত রম শরাবের উপর।	১০৲	২০৲
আসিয়াস্থ ভিন্নাধিকারদেশহইতে আনীত রম শরাবের উপর।	৩০৲	৬০৲
কুমকুমের উপর।	১০৲	২০৲
শাগুদানার উপর।	৭।।০	১৫৲
রক্তচন্দনের উপর।	ঐ	ঐ
শ্বেত ও পীত চন্দনের উপর।	ঐ	ঐ
বকম কাষ্ঠের উপর।	ঐ	ঐ
সোণার উপর।	১০৲	২০৲

সোণামুখির

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

জিনিসের প্রকার।	বৃটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
সোণামুখীর পাতের উপর।	১০৲	২০৲
জটামাংসীর উপর।	ঐ	ঐ
কাঁচা অথবা গড়া ইশপাতের উপর।	ঐ	ঐ
স্তোরাক্সের উপর।	ঐ	ঐ
দলুয়া ও চিনী ও গুড়ের উপর।	৫৲	১০৲
চিনির শহরের মাসুল।	ঐ	ঐ
গন্ধকের উপর।	১০৲	২০৲
ফিতার উপর।	৭॥০	১৫৲
তেজপত্রের উপর।	১০৲	২০৲
চার উপর।	ঐ	ঐ
সূতার উপর।	৭॥০	১৫৲
রাঙ্গের উপর।	১০৲	২০৲
সোহাগার উপর।	৫৲	১০৲
তামাকুর কেবল শহরের মাসুল।	১০৲	২০৲
কুঁদফুলের উপর।	৭॥০	১৫৲
টগরের উপর।	ঐ	ঐ
হরিদ্রার উপর।	৫৲	১০৲
হরিদ্রার শহরের মাসুল।	ঐ	ঐ
তরপেন তৈলের উপর।	৫৲	১০৲
দস্তার উপর।	১০৲	২০৲
অম্বুরুর উপর।	ঐ	ঐ
হিঙ্গুলের উপর।	১০৲	২০৲
বেরদির উপর।	ঐ	ঐ
মোমের উপর।	ঐ	ঐ
মোমবাতীর উপর।	ঐ	ঐ
সরাবের উপর।	ঐ	ঐ
জিনিসপত্র গঠনার্থ সকল প্রকার কাঠের উপর।	৭॥০	১৫৲
বনাতের উপর।	৫৲	১০৲
গোপীমাটীর উপর।	১০৲	২০৲

দ্বিতীয় তফসীল।

অর্থাৎ বেওরা করিয়া নীচের লিখিতব্য জিনিস মফঃসলহইতে অথবা সমুদ্রপথে আমদানী

আমদানী হইলে কলিকাতাহইতে ব্রিটনীয় জাহাজ অথবা ভিন্নাধিকার দেশীয়ের দের জাহাজে রফ্তানী হইলে যাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা।

জিনিসের প্রকার।				ব্রিটনীয় জাহাজ হইতে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
জওয়াইনের উপর।	...	..	...	২॥০	০
অগুরুর উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
মৌরীর উপর।	..	..	...	ঐ	ঐ
আলতার উপর।	...	..	...	ঐ	ঐ
আচু অর্থাৎ মোরিন্দার উপর।		...	..	ঐ	ঐ
বয়ড়ার উপর।	...	..	...	ঐ	ঐ
বকমকাষ্ঠের উপর।	...	..	...	ঐ	ঐ
কাল জীরার উপর।	...	...	.	ঐ	ঐ
কপূরের উপর।	...	...	..	ঐ	ঐ
নিগেলার উপর।	...	...	..	ঐ	ঐ
চিরতার উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
কুমিদানার উপর।	..	..	...	ঐ	ঐ
কলম্বমূলের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
কুসুমফুলের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
কহ্রুবার উপর।	...	..	...	ঐ	ঐ
ধনিয়ার উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
বমিদানার উপর।	..	..	...	ঐ	ঐ
জীরার উপর।	..	..	..	ঐ	ঐ
ধনিয়ার উপর।	...	..	..	ঐ	ঐ
ধাইফুলের উপর।	...	.	...	ঐ	ঐ
শুণ্ঠীর উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
গালবানমের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
বাবলার গোঁদের উপর।	...	..	...	ঐ	ঐ
হরার উপর।	..	..	...	ঐ	ঐ
হরশিংহ ফুলের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
কাটিয়া ও ঝুরি ও চাপড়া ও ঢিমা ও বাতালার উপর।...				ঐ	ঐ
লোধের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
লম্বা মরিচ ও তাহার মূলের উপর।		...	...	ঐ	ঐ
মস্তুকের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ

মরিন্দার

জিনিসের প্রকার।				বৃটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
মোরিন্দার উপর।	...	...	...	২॥০	০
মৌরীর উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
মঞ্জিষ্ঠার উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
মেরোবালানের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
গন্ধরসের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
আমলার উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
সূতার কাপড়ের উপর।	...	...	...	৫৲	২॥০
রেশমের কাপড় লণ্ডননগরে রপ্তানী হইলে তাহার উপর।...				ঐ	ঐ
গড়সতী লণ্ডননগরে রপ্তানী হইলে তাহার উপর।			...	ঐ	ঐ
রক্ত ও শ্বেত ও পীত চন্দনের উপর।		...	...	২॥০	৬৲
বকমকাষ্ঠের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
সোণার উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
বিলাযতের মতে বানান কাচা রেশম কেবল লণ্ডননগরে রপ্তানী হইলে তাহার উপর।	...	...	...	৫৲	২॥০
বাঙ্গালার মতে বানান কাচা রেশমের উপর।			...	ঐ	ঐ
তসরের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
রেশমের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
মৌরীর উপর।	...	...	...	২॥০	০
সোণামুখীর পাতার উপর।		...	...	ঐ	ঐ
জটামাংসীর উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
স্তারাক্সের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
চিনী ইউরোপে কি আমেরিকায় রপ্তানী হইলে তাহার উপর।				ঐ	ঐ
তুঁদফুলের উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ
টগরের উপর।	..	...	...	ঐ	ঐ
অগুরুর উপর।	...	...	...	ঐ	ঐ

তৃতীয় তফসীল।

নীচের লিখিতব্য জিনিস মফঃসল হইতে আমদানী হইয়া সমুদ্র পথে কলিকাতা হইতে বৃটনীয় কি ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে রপ্তানী হইলে তাহার উপর যে মাসুল লাগিবে তাহার তফসীল।

জিনিসের তফসীল।				বৃটনীয় জাহাজ	অন্যদেশীয় জাহাজ
জওয়াইনের উপর।	...	...	...	০	২॥০

 সাজিমাটীর

জিনিসের প্রকার।				বৃটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
সাজিমাটীর উপর।	...	...	...	ঐ	৫৲
ফটকিরির উপর।	...	...	...	ঐ	১০৲
আম্বরের উপর।	...	...	...	ঐ	৭॥০
নেপালহইতে আমদানীহওয়া আম্বরের উপর।			...	২॥০	ঐ
মৌরীর উপর।	...	...	...	০	২॥০
হরিতাল ও মনঃশিলা ও শিমুলক্ষারের উপর।			...	ঐ	১০৲
হিঙ্গের উপর।	..	..	...	ঐ	ঐ
আলতার উপর।	..	...	...	ঐ	২॥০
আচু অর্থাৎ মোরিন্দার উপর।		...	...	ঐ	ঐ
সুপারীর উপর।	...	...	...	ঐ	৭॥০
নেপালহইতে আমদানীহওয়া লোবানের উপর।			...	২॥০	ঐ
এতদ্দেশে বানান কম্বলের উপর।		...	...	০	৫৲
নেপালহইতে আমদানীহওয়া কম্বলের উপর।			..	২॥০	৭॥০
বুট ও জুতা ও চামের উপর।		...	..	০	৫৲
দেশজাত সোহাগার উপর।		...	...	০	ঐ
নেপালহইতে আমদানীকরা সোহাগার উপর।			...	২॥০	৭॥০
দেশজাত পিতলের উপর।	..	...	...	০	১০৲
নেপালহইতে আমদানীকরা পিতলের উপর।			...	২॥০	৭॥০
গন্ধকের উপর।	...	...	...	০	১০৲
বয়ড়ার উপর।	...	...	...	০	২॥০
বকমকাষ্ঠের উপর।	...	...	...	০	ঐ
কালা জীরার উপর।	...		...	০	ঐ
কর্পূরের উপর।	...	...	...	০	ঐ
নিগেলার উপর।	...	...	...	০	ঐ
শতবঞ্চির উপর।	...	...	...	০	৭॥০
নেপালহইতে আমদানীকরা দারুচিনি বিশেষের উপর।			...	২॥০	ঐ
শঙ্খের উপর।	...	...	...	০	ঐ
চিরতার উপর।	..	...	...	০	২॥০
চামরের উপর।	...	...	...	০	৫৲
নেপালহইতে আমদানীকরা চামরের উপর।			...	২॥০	৭॥০
চকরাসা কাষ্ঠের উপর।	...	...	...	০	ঐ
চূণের উপর।	...	...	...	০	১০৲

ছত্তার

জিনিসের প্রকার।	ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
ছত্তার উপর।	০	৫৲
এতদ্দেশজাত জবাদের উপর।	০	৭॥০
নেপালহইতে আমদানীকরা জবাদের উপর।	২॥০	ঐ
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা লবঙ্গের উপর।	ঐ	ঐ
কৃমিদানার উপর।	০	২॥০
নারিকেলের উপর।	০	৫৲
কলম্বমূলের উপর।	০	২॥০
কুসুমফুলের উপর।	০	ঐ
কহরুবার উপর।	০	ঐ
এতদ্দেশজাত তামার উপর।	০	১০৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা তামার উপর।	২॥০	৭॥০
প্রবালের উপর।	০	১০৲
ধনিয়ার উপর।	০	২॥০
৯৬ সিক্কার ওজনী মোনকরা তূলার উপর।	০	৸০
তূলার সূতার উপর।	০	৭॥০
গরুর লেজের উপর।	০	৫৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা গরুর লেজের উপর।	২॥০	৭॥০
কৃমিদানার উপর।	০	২॥০
জীরার উপর।	০	ঐ
ডামরের উপর।	০	৫৲
ধাইফুলের উপর।	০	২॥০
শুণ্ঠীর উপর।	০	ঐ
হাতির দাঁতের উপর।	০	৭॥০
কিংখাব ও জরবাফ্তের উপর।	০	ঐ
নওয়াব উজীরের অথবা নেপালহইতে আমদানীকরা কিংখাব ও জরবাফ্তের উপর।	২॥০	৭॥০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা গন্ধবিরোজার উপর।	ঐ	ঐ
ঝালরের উপর।	০	ঐ
নওয়াব উজীরের অথবা নেপালদেশহইতে আমদানীকরা ঝালরের উপর।	২॥০	ঐ
ফর অর্থাৎ সলোম চর্ম্ম বিশেষের উপর।	০	৫৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা ফরের উপর।	২॥০	৭॥০

গালবানমের

জিনিসের প্রকার।				বৃটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
গালবানমের উপর।	...	...	...	০	২॥০
বাবলার গোঁদের উপর।	...	...	...	০	ঐ
চট ও চটের থলীর উপর।	...	...	...	০	৫৲
শূকরের চরবীর উপর।	...	...	...	৫৲	১০৲
হুকা ও হুকার নলের উপর।		...	...	০	৬॥০
হরার উপর।	...	...	...	০	২॥০
হরসিংহের উপর।	...	...	...	০	ঐ
সাদা ও লাল জারুলকাষ্ঠের উপর।		...	...	০	১০৲
নীলের উপর।	...	...	...	০	৫৲
নওয়াব উজীরের দেশজাত নীলের উপর।			...	২॥০	৭॥০
এতদ্দেশজাত কাঁচা ও গড়া লৌহের উপর।			...	০	১০৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা কাচা ও গড়া লৌহের উপর।				২॥০	৭॥০
জটামাংসীর উপর।	...	...	...	০	২॥০
হাতির দাঁতের উপর।	...	..	...	০	৬॥০
কেওড়ার আরকের উপর।		...	...	০	ঐ
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা কেওড়ার আরকের উপর।				২॥০	ঐ
খদিরের উপর।	...	...	....	০	৫৲
সোণা ও রূপার তারের উপর।		...	...	০	ঐ
কষা চামড়ার উপর।	...	...	...	০	ঐ
লোধের উপর।	...	...	...	০	২॥০
এতদ্দেশজাত লোবানের উপর।		...	...	০	৭॥০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা লোবানের উপর।			...	২॥০	ঐ
লম্বা মরিচ ও তাহার মূলের উপর।		...	...	০	২॥০
লুইয়ের উপর।	...	...	...	০	৫৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা লুইয়ের উপর।			...	২॥০	৭॥০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা জৈত্রীর উপর।			...	ঐ	ঐ
মস্তকের উপর।	...	...	...	০	২॥০
পলিতার প্রত্যেক বন্দুকের উপর।		...	...	০	২৲
মেটিয়া সিন্দূরের উপর।	...	...	...	০	১০৲
মৌরীর উপর।	...	...	...	০	২॥০
মঞ্জিষ্ঠার উপর।	...	...	...	০	ঐ
এতদ্দেশজাত মৃগনাভির উপর।		...	...	০	৭॥০

নেপালদেশজাত

জিনিসের প্রকার।	ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
নেপালদেশজাত মৃগনাভির উপর।	২৷৷০	৭৷৷০
মৈরোবোলানের উপর।	০	২৷৷০
গন্ধরসের উপর।	০	ঐ
নেপালদেশজাত জায়ফলের উপর।	২৷৷০	৭৷৷০
বৃক্ষজাত বা পশ্বাদিজাত তৈলের উপর।	০	ঐ
শর্ষার উপর।	০	ঐ
আতর অথবা সুগন্ধি তৈলের উপর।	০	ঐ
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা আতর ও সুগন্ধি তৈলের উপর।	২৷৷০	ঐ
আতরের উপর।	০	ঐ
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা আতরের উপর। ...	২৷৷০	ঐ
আমলার উপর।	০	২৷৷০
বাঙ্গলা কাগজের উপর।	০	৫৲
পিউড়ির উপর।	০	১০৲
কাল ও গোলমরিচের উপর।	০	ঐ
নওয়াব উজীরের দেশ অথবা নেপালদেশহইতে আমদানীকরা সূতার কাপড়ের উপর।	২৷৷০	৭৷৷০
রেশমী কাপড় লণ্ডননগরে রফ্তানী না হইলে তাহার উপর।	০	ঐ
নওয়াব উজীরের অথবা নেপালদেশহইতে আমদানীকরা রেশমী কাপড়ের উপর।	২৷৷০	ঐ
গর্ভসূতি লণ্ডননগরে রফ্তানী না হইলে তাহার উপর। ...	০	ঐ
নওয়াব উজীরের অথবা নেপালদেশহইতে আমদানীকরা কোন প্রকার কাপড়ের উপর।	২৷৷০	৭৷৷০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা পৈমেণ্টের উপর। ...	ঐ	ঐ
পীপার যে কাষ্ঠ ভিন্ন২ থাকে তাহার উপর। ...	০	ঐ
আরবী নীলের উপর।	০	১০৲
পর্সরের ষ্টোর্সের উপর।	৫৲	ঐ
পচাপাত্তের উপর।	০	৭৷৷০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা পচাপাত্তের উপর। ...	২৷৷০	ঐ
পটীর উপর।	০	৫৲
রাঙ্গামাটীর উপর।	০	১০৲
বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশম লণ্ডননগরে রফ্তানী না হইলে তাহার উপর।	০	৭৷৷০

বাঙ্গালার

জিনিসের প্রকার।		ব্রিটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
বাঙ্গালার মতে বানান কাঁচা রেশমের উপর।	...	২॥০	৭॥০
তসরের উপর।	... ...	ঐ	ঐ
চসমের উপর।	... ...	ঐ	ঐ
কাঁচা চামড়ার উপর।	... ...	০	৫৲
গোলাবের উপর।	... ...	০	৭॥০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা গোলাবের উপর।	...	২॥০	ঐ
কুমকুমের উপর।	... ...	০	১০৲
নিশাদলের উপর।	... ...	০	৫৲
লবণাক্ত খাদ্য সামগ্রীর উপর।	... ...	৫	১০৲
সোরার উপর।	... ...	০	৭॥০
রক্ত ও শ্বেত ও পীত চন্দনের উপর।	... ...	০	২॥০
বকমকাষ্ঠের উপর।	... ...	০	ঐ
শালকাষ্ঠের উপর।	... ...	০	১০৲
শিশুকাষ্ঠের উপর।	... ...	০	ঐ
সোণার উপর।	... ...	০	২॥০
শতরঞ্জির উপর।	... ...	০	৭॥০
শালের উপর।	... ...	০	১০৲
প্রত্যেক ঢালের উপর।	... ...	০	।০
শিটশালের উপর।	... ...	০	৭॥০
শাবানের উপর।	... ...	০	৫৲
মোরীর উপর।	... ...	০	২॥০
সাজিমাটীর উপর।	... ...	০	৫৲
সোণামুখীর পাতের উপর।	... ...	০	২॥০
সুঁদরী কাষ্ঠের উপর।	... ...	০	১০৲
জটামাংসীর উপর।	... ...	০	২॥০
এতদ্দেশজাত কাঁচা বা গড়া ইশ্পাতের উপর।	...	০	১০৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা কাঁচা বা গড়া ইশ্পাতের উপর।		২॥০	৭॥০
পাথরের বাসনের উপর।	... ...	০	৫৲
তোবাক্কের উপর।	... ...	০	২॥০
চিনী ইউরোপে কি আমেরিকাতে রফ্তানী না হইলে তাহার উপর।		০	৫৲
গন্ধকের উপর।	... ...	০	১০৲
প্রত্যেক তলওয়ারের উপর।	... ...	০	১৲

চরবী

জিনিসের প্রকার।	বৃটনীয় জাহাজ হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজ হইলে।
চরবী ও চরবীর বাতীর উপর।	৫৲	১০৲
এতদ্দেশজাত ফিতার উপর।	০	৭৷৷০
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা ফিতার উপর। ...	২৷৷০	ঐ
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা তেজপাতের উপর। ...	ঐ	ঐ
এতদ্দেশজাত সূতার উপর।	০	ঐ
নওয়াব উজীরের এবং নেপালদেশহইতে আমদানীকরা সূতার উপর।	২৷৷০	ঐ
সোণা ও রূপার তারের উপর।	০	৫৲
এতদ্দেশজাত সোহাগার উপর।	০	৫৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা সোহাগার উপর। ...	২৷৷০	৭৷৷০
তাস ও গোটার উপর।	০	৫৲
তুঁদকাষ্ঠের উপর।	০	৭৷৷০
তুঁদ ফুলের উপর।	০	২৷৷০
তুতিয়ার উপর।	০	৫৲
টগরের উপর।	০	২৷৷০
অগুরুর উপর।	০	ঐ
হিঙ্গলের উপর।	০	১০৲
বেরদির উপর।	০	ঐ
বিদরীর জিনিসের উপর।	০	৭৷৷০
মোমের উপর।	০	১০৲
মোমবাতীর উপর।	০	ঐ
এতদ্দেশজাত বনাতের উপর।	০	৫৲
নেপালদেশহইতে আমদানীকরা বনাতের উপর। ...	২০	৭৷৷০
গোপীমাটীর উপর।	ঐ	১০৲

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনানুসারে টাক্সের টাকা এতাবতা বাটীঘরের উপর যে যে মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা কোনং প্রকারে মাফ অর্থাৎ ক্ষমাহওনের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ২৮ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ১৭ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ৫ শহর জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের ৪। ৫। ৬ ধারানুসারে এমত নির্দিষ্ট হইয়াছে যে কোনং শহরের ও কসবার মধ্যগত হিন্দু ও মুসলমানের দেবারাধনার স্থানভিন্ন অন্য বাটীঘরের উপর টাক্সের টাকা এতাবতা মাসুল লওয়া যাইবেক ও এক্ষণে এমত বিহিত বোধ হইল যে ঐ আইনের লিখিত টাক্সের মাসুল মাফের হুকুম স্পষ্ট ও বেওরা করিয়া লেখা যায় যে তদনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের দেবারাধনার স্থানব্যতীত পুণ্য ও ধর্ম্মার্থের আরং সমস্ত বাটীঘর নানাজাতীয় উদাসীন ও ফকীর ও ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগের বাটীঘরের উপর মাসুল মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হয় এবং গরীব ও দুস্থ লোকদিগের আসানের নিমিত্তে বিহিত বোধ হইল যে এ প্রকার লোকদিগের থাকিবার স্থানেরো ঐ মাসুল লওয়া মাফ হয় অতএব শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশে রাজী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—হিন্দু ও মুসলমানসম্পর্কীয় নীচের বেওরা করা স্থানের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের নিরূপিত মাসুল লাগিবেক না ইতি। যেং স্থানের মাসুল মাফ হইল তাহার কথা।

তফসীল।

মুসলমানসম্পর্কীয় স্থানসকল।	হিন্দুসম্পর্কীয় স্থানসকল।
১ মস্জিদ।	১ ঠাকুর বাটী।
২ এমাম বাড়ী	

২ এমাম বাড়ী।	২ আখড়া।
৩ ইদগাহ্।	৩ সঙ্গৎ।
৪ দরগাহ্।	৪ সমাধি বাড়ী
৫ মদরসা।	৫ চৌপাড়ী।
৬ মোকবেরা।	৬ সদাব্রতের স্থান।
	৭ ধর্ম্মশালা।

পুণ্য ও ধর্ম্মার্থের অ। রং স্থানের মাসুল মাফ করিতে বোর্ডের সাহেব দিগকে ক্ষমতাপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউব ও বোর্ড কমিস্যনর সা হেবদিগের প্রতি এমত ক্ষমতার্পণ হইল যে এই আইনের হেতুবাদে দেবারাধনার ও পুণ্য ও ধর্ম্মার্থের যে সকল স্থান স্পষ্ট ও বেওরা করিয়া লেখা গেল তহ্কীককরণেতে অন্যং যে স্থান তাহার মত বোধ হয় তাহার উপর ঘরের নিরূপিত মাসুল অর্থাৎ টাক্সের টাকা না লন্ ইতি।

৩ ধারা।

দোকানদারীর কার বারের স্থানছাড়া পাঁচ আনার কম ভাড়ার স্থানের মাসুল মাফের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—লোকদিগের বাসকরণের যেং স্থানের ভাড়া মাহওয়ারী ।৵০ পাঁচ আনার কম হয় তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ আইনের নিরূপিত মাসুল লাগিবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ মাফের কথা যে সকল স্থানেতে দোকানদারীর কারবার এতাবতা অল্প কি অধিক জিনিসবিক্রয় হয় তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না বরং এ প্রকার স্থানসকলের যত ভাড়া হয় নির্দ্ধারিত হারমতে তাহার উপর মাসুল লাগিবেক ইতি।

ঐ দফার মর্ম্ম দুস্থ লোকের ঘরবাটীর সহিত তাহাতে ঘরওয়ালা নিজে কি কেরায়াদার থাকিলেও সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের প্রথমের লিখিত কথা গরীব ও দুঃখি লোকদিগের বাসকরণের যে ঘরবাটীতে তাহার মালিক আপনি কি ।৵০ পাঁচ আনার কম ভাড়া দিয়া কোন কেরায়াদার থাকে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও যদি মালিক নিজে তাহাতে থাকে তবে কর্ত্তব্য যে ঐ ঘরের প্রকার ও তাহা যত বড় হয় তাহার দৃষ্টে যথাসাধ্য অনুমান করা যায় যে যদি কাহার ভাড়ায় থাকিততবে মাসমাস কত ভাড়া তাহাহইতে পাওয়া যাইত ইহা ঠাহরাইয়া তাহার মতে মাসুল মাফ হইতে পারে কি না ইহা বিবেচনা করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

যে আরককে পচুই বলে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের উপর মাসুলের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরণ ও পরিবর্ত্তের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ২৮ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ১৭ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ৫ শহর জমাদীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক চলিত আইনের অনুসারে শরাব অর্থাৎ মদিরা ও তাড়ীইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের বাবৎ মাসুললওন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও এমত সন্দেহ জন্মিল যে যে আরককে পচুই বলে তাহার সহিত ঐ সকল আইনের কথা সম্পর্ক রাখে কি না আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণের ও ১৫ ধারার লিখিত কোন২ কথা শুধরণ ও পরিবর্ত্ত করা বিহিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের বিনাসনন্দে কেহ পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয় না করিবার কথা।

সমুদয় লোকদিগকে নিষেধ হইল যে কালেক্টরসাহেবের হজুরহইতে সনন্দ না লইয়া ও দররোজা নির্দ্ধারিত হিসাবে মাসুলের টাকা দিবার অর্থে কবুলিয়ৎ দাখিল না করিয়া যে আরককে পচুই বলে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয় না করে ইতি।

৩ ধারা।

পচুয়ের মাসুলের হার।

১ প্রথম প্রকরণ।—পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়ের উপর প্রায় সকল প্রকারেতে নীচের বেওরাকরা হিসাবে মাসুলের টাকা লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

শহর ও কস্‌বাসকলেতে ১ প্রথম রকম দোকান।

প্রতি দররোজা

প্রতি দররোজা। ২ টাকা হিসাবে।

কস্বা ও গ্রামসকলেতে ২ দ্বিতীয় রকম দোকান প্রতি দররোজা। ১ টাকা হিসাবে।

কস্বা ও গ্রামসকলেতে ৩ তৃতীয় রকম দোকান প্রতি দররোজা। ।০ আট আনা হিসাবে।

কস্বা ও গ্রামসকলেতে ৪ চতুর্থ রকম দোকান প্রতি দররোজা। ।০ চারি আনা হিসাবে।

বোর্ডের সাহেবলোক পচুয়ের উপর মাসুলের অঙ্ক যেপর্য্যন্ত বাড়াই তে পারিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক কোন স্থানেতে উপরের প্রকরণের মাসুল বেশী করা যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে ঐ বেশীকরণের হুকুম দেন্ এই নিয়মে যে মোটে মাসুলের অঙ্ক নীচের লিখিত সংখ্যাহইতে অধিক না হয় ইতি।

তফসীল।

শহর ও কস্বাসকলেতে প্রথম রকম দোকান প্রতি দররোজা।	৪ টাকা
কস্বা ও গ্রামসকলেতে দ্বিতীয় রকম দোকান প্রতি দররোজা।	৩ টাকা
কস্বা ও গ্রামসকলেতে তৃতীয় রকম দোকান প্রতি দররোজা।	২ টাকা
কস্বা ও গ্রামসকলেতে চতুর্থ রকম দোকান প্রতি দররোজা।	১ টাকা

৪ ধারা।

পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়ের সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

শরাব অর্থাৎ মদিরা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে চলিত আইনানুসারে সনন্দ ও কবুলিয়তের শরওয়া ও তাহা বিক্রয়ের স্থান নিরূপণ ও মাসুলতহসীল ও বাকী উসুলের ও হুকুমের অন্যথামতে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয় করিলে জরীমানা লওনের প্রকরণাদিক্রমে যে২ দাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ দাঁড়া পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়েতেও খাটিবেক কিন্তু ভাটীর বিষয়ের নিরূপিত হুকুম যে আরক খমীর রূপে অর্থাৎ পচাইয়া প্রস্তুত করা যায় কোন প্রকারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে না ইতি।

৫ ধারা।

যে২ কথানুসারে মদিরাদি মাদক দ্রব্যের মাসুল বেশীকরণার্থে সাময়িক কর্ত্তার অনুমতি লওয়া আবশ্যক তাহা রদহওনের ও ঐ মাসুলের উপর কি পর্য্যন্ত বোর্ডের সাহেবেরা বাড়াইতে পারিবেন তাহার কথা।

চলিত আইনের যে২ হুকুমানুসারে শরাব অর্থাৎ মদিরাদি মাদক সামগ্রীর মাসুল বেশীকরণার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ও অন্য সাময়িক কর্ত্তার অনুমতি লইতে হয় তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে বিহিত বুঝিলে ঐ মাসুলের চলিত হার বেশী করিবার হুকুম দেন্ এই নিয়মে যে মাসুলের মোট অঙ্ক নীচের লিখিত হারহইতে অধিক না হয় ইতি।

তফসীল

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

তফসীল।

শরাবের মাসুলের হার।	অন্যং মাদক দ্রব্যের মাসুলের হার।
শহর ও কস্‌বাসকলেতে প্রথম রকম ভাটীপ্রতি দররোজা। ১০ টাকা	শহর ও কস্‌বাসকলেতে প্রথম রকম দোকানপ্রতি দররোজা। ৪ টাকা
কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে দ্বিতীয় রকম ভাটীপ্রতি দররোজা। ৮ টাকা	কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে দ্বিতীয় রকম দোকানপ্রতি দররোজা। ৩ টাকা
কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে তৃতীয় রকম ভাটীপ্রতি দররোজা। ৬ টাকা	কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে তৃতীয় রকম দোকানপ্রতি দররোজা। ২ টাকা
কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে চতুর্থ রকম ভাটীপ্রতি দররোজা। ৪ টাকা	কস্‌বা ও গ্রামসকলেতে চতুর্থ রকম দোকানপ্রতি দররোজা। ১ টাকা

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

লাখেরাজদার লোক ও সরকারের মালগুজারদার লোকেরা কিছু পাইতে পারিবেক এ যে কথা সায়রাতের মাসুল মৌকুফীর বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনেতে লেখা যায় তাহা রদ ও রহিত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখে ১৪ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ৮ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৮ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ২ জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের জুন মাসের ১১ তারিখের নির্ণীত যেং দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের মাই মাসের ১ তারিখে আইনের মতে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে এ মত নিদ্ধার্য্য হইয়াছে যে যে লাখেরাজদার লোকেরা হাট ও বাজার ও গঞ্জ বসাইবার অর্থে সরকারহইতে অনুমতি লইয়া মাসুল লইবার ক্ষমতা রাখিত তাহারা ঐ মাসুল মৌকুফীর বদলেতে কিছু পাইতে পারিবেক এবং যে মালগুজারদার লোকেরা আপন২ মালগুজারীর অধিকারের সীমা সরহদ্দেতে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের মাসুল ও অন্য২ মাসুল লইবার অনুমতি ও হুকুম রাখিত তাহারদিগের ঐ মাসুলেতে যে প্রাপ্তি হইত তাহারা সেই আন্দাজে তাহার বদল পাইতে পারিবেক কিন্তু ঐ সকল লোকেরা সেইঅবধি এপর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঐ বদলের দাওয়া উপস্থিত করিবার ও তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে অনেক অবকাশ পাইয়াছে অতএব এক্ষণে তাহা শুনিবার ও বিচার করিবার মৌকুফীর কারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কটক জিলাভিন্ন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইহার পর সায়রাতের মাসুল মৌকুফীর বদল পাইবার কোন দাওয়া শুনা না যাইবার কথা।

সায়রাতের মাসুল মৌকুফীর বদল পাইবার বিষয়ে কোন দাওয়া যদি এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যেখানে ঐ দাওয়া শুনা ও বিচার করা যাইত সেখানে উপস্থিত না হইয়া থাকে তবে তাহা শুনিবার যোগ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারদিগকে অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদিত লোকদিগকে ও তাহা করণের সন্দেহ যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারদিগের অর্থে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা নিরূপণের ও তাহা স্পষ্ট ও বেওরা করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ২৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ১৯ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ১৩ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ৩ শহর জমাদীয়ঃসানীতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

হেতুবাদ।

অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদিত লোকদিগকে কি তাহা করণের সন্দেহ যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারদিগকে আদালতে হাজির করিবার জন্যে পোলীসের কর্ম্মের ভারাক্রান্ত দারোগা ও জমাদারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারা সে মতে কার্য্যকরণেতে দৌরাত্ম্য ও মন্দাচরণ করিতেছে এমত অনুমান হইল ও ইহাও বিহিত বুঝা গেল যে ঐ দারোগা ও জমাদারেরা সমস্ত লোকের খবরদারী ও তাহারা যাহাতে সুস্থির ও নিরুদ্বেগে থাকে তাহা করণব্যতিরিক্ত ও যে সকল লোকদিগের প্রতি এমত গুরুতর অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদ কি সন্দেহ হয় যে তাহাতে লোকদিগের সুস্থির ও সুখে থাকনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মে তাহারদিগকে ধরিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহার মতে কর্ম্মকরণব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে হাত না দেয় একারণ উপরের উক্ত কথাসকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

চলিত আইনের কোনং হুকুম রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— চলিত আইনের যেং হুকুমানুসারে পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারদিগের প্রতি এই ধারার ২ প্রকরণের প্রথমের বেওরা করিয়া লেখা অপরাধের নালিশ শুনিবার বিষয়ে ক্ষমতা আছে সে সকল হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

উপরের উক্ত অপরাধসকলের বেওরার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের উক্ত পোলীসের সম্পর্কীয় কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগকে পরদারী কি কোন অপবাদের

কিম্বা

কোনং অপরাধের সহিত ঐ নিষেধের সম্পর্ক না থাকিবার কথা।

কিম্বা গালিগালাজ অথবা অল্প মারিপীটের দাওয়ার নালিশ শুনিতে ও তাহার বিচার করিতে নিষেধ করা গেল কিন্তু অঙ্গক্ষত কিম্বা খানাজঙ্গী অথবা হঙ্গামা করিবার মনস্থে লোক জমা হইলে যাহাতে লোকদিগের ধন প্রাণ রক্ষাকরণার্থে পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের খবরদারী ও নিবারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহাতে ঐ নিষেধের সম্পর্ক থাকিবেক না ইতি।

কাহার বদমাইশীর নালিশ পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কার্য্যোপদেশের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি বদমাইশী অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিকরণেতে মশহুর অর্থাৎ খ্যাতহওনের কি তাহার প্রতি ইহার অতিসন্দেহহওনের মোকদ্দমার নালিশের আরজী পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে অতিশীঘ্র অপরাধি ব্যক্তির উপজীবিকা ও গুজরানের বৃত্তান্ত যথাসাধ্য তথ্য ও তদন্ত করিয়া যদি তাহারদিগের বিবেচনাতে ঐ নালিশের বিষয় সত্য বোধ হয় কি তাহাতে দৃঢ় সন্দেহ জন্মে তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ ঐ অপবাদিত ব্যক্তিকে ধরিয়া তাহার উপজীবিকা ও গুজরাণের বৃত্তান্ত সম্বলিত সাক্ষিগণের জোবানবন্দীর সহিত জিলার মাজিস্ট্রেটসাহেবের হজুর পাঠায় আর যদি ঐ তথ্য ও তদন্তকরণেতে এমত বোধ হয় যে ঐ নালিশ কেবল অমূলক ও অনর্থক কিম্বা নালিশের আরজীতে তাহার বদমাইশীর কথা অনেক সাজাইয়া ও বাড়াইয়া লিখিয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে কেবল তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত লিখিয়া জ্ঞাতকরণ ও হুকুমহওনার্থে ঐ মাজিস্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দিবেক ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার ২ প্রকরণের ১ প্রথমের উক্ত অপরাধসকলের নালিশ একেবারে মাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছারীতে উপস্থিত হইবার কথা।

যদি কেহ উপরের ধারার ২ প্রকরণের ১ প্রথমের বেওরা করিয়া লেখা অপরাধসকলের কোন অপরাধের নালিশ করিবার মনস্থ করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত ঐ দারোগা ও জমীদারদিগের নিকটে তাহা উপস্থিত না করিয়া আপনি নিজে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে আপন মোখ্তারকারের দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম যে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের ব্যাপ্য অধিকারেতে হইয়া থাকে একেবারে সেই মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে নালিশ করে ইতি।

৪ ধারা।

ফৌজদারী হুকুমসকল জারীহওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা পরিবর্ত্তহওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারার ২।৩ প্রকরণানুসারে ফৌজদারী সমস্ত হুকুম ও সমনসকল জারীহওনের বিষয়ে যে সকল কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার শুধরণ ও পরিবর্ত্তে ইহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ইহার পর ঐ কথা কেবল গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও এই আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের প্রথমের লিখিত ক্ষুদ্র অপরাধের মোকদ্দমাসকলেতে

পেয়াদা

পেয়াদা ও অন্য লোকদিগের মারফৎ ফৌজদারীর হুকুমসকল জারী হইবেক এ মতে ঐ সকল পেয়াদা ও লোকদিগের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তরফহইতে অনুমতি থাকিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণেতে তলবানা অর্থাৎ রোজের যে পরিমাণ লেখা গিয়াছে তাহাই লয় ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ তলবানা অর্থাৎ রোজ প্রথমতঃ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যদি ফৌজদারীর সাহেবের চিত্তে কোন নালিশ কেবল বিরোধের কি দুঃখ ও ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে কিম্বা অতিঅসঙ্গত ও অমূলক বোধ হয় তবে এই ধারানুসারে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ দাওয়া যে করিয়া থাকে সেই ফরিয়াদীর প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারার লিখিত শাস্তির আধিক্য এমত প্রকারে করিয়া যে দাওয়ার আমূল ও তাহার ফলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ৬ ছয় মাসের অধিক না হইয়া যাহা উচিত বোধ হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দেন্ ইতি।

দাওয়া কেবল বিরোধের ও দুঃখ দিবার নিমিত্তে হইলে তাহা করণিয়া ফরিয়াদীর শাস্তির আধিক্যের কথা।

৬ ধারা।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ হইল যে এই আইনের ২ ধারার উক্ত দারোগা ও পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য লোকদিগকে ঐ ধারানুসারে যে কোন নালিশ শুনিতে বারণ আছে তাহার তহকীকাত অর্থাৎ তথ্য তদন্ত করিতে ও কৈফীয়ৎ লিখিবার নিমিত্তে ঐ দারোগা ও পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগকে ভার না দেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল দাওয়ার মধ্যে যে কোন দাওয়া যথার্থ কি অযথার্থ ইহা জানিবার নিমিত্তে যেং বিবেচনা ও বিচার করিতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সর্ব্বদা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কি ফৌজদারীর ছোট সাহেবের সমক্ষে চলিত আইনানুসারে তাঁহারদিগের কাছারীর যেং আমলার সহকারিতাতে সঙ্গত হয় তাহারদিগের সহকারিতাতে হয় ইতি।

এই আইনের ২ ধারার লিখা নালিশ দারোগা ও পোলীসের আরং কার্য্যভারাক্রান্ত লোককে অর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগকে নিষেধের কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপনি কি ফৌজদারীর ছোট সাহেবের দ্বারা ঐ দাওয়ার বিবেচনা ও সন্ধান করিবার কথা।

৭ ধারা।

পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারদিগকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ হইল যে খুনী কি ডাকাইতী কি অন্য অপরাধের বৃত্তান্তের তহকীককরণাথে যেখানে সে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মোকামে গিয়া তহকীককরণের সময়ে কিম্বা চলিত আইনানুসারে তাহারদিগকে যে সকল কর্ম্মকরণের ভার দেওয়া গিয়াছে তাহার কোন এক কর্ম্মনির্ব্বাহের সময়ে সাক্ষিদিগকে তাহারদিগের কথার সত্যতার্থে হলফ অর্থাৎ দিব্য না করায় ইতি।

পোলীসের কার্য্যভারাক্রান্ত দারোগা ও জমীদারেরা সাক্ষিদিগকে দিব্য না করাইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১০ দশম আইন।

ভিন্নাধিকার দেশসকলহইতে গোলাম ও কনীজ অর্থাৎ দাস ও দাসীসকল আনিয়া কলিকাতার ব্যাপ্য দেশসকলেতে বিক্রয়করণের নিবারণার্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ২৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ২৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ১৫ শহর রজবে জারী করিলেন ইতি।

কোন২ সময়ে ভিন্নাধিকারদেশহইতে গোলাম ও কনীজ অর্থাৎ দাস ও দাসী সরকারের শাসিত কোন দেশেতে আমদানী হয় ও এপ্রকার তেজারত অর্থাৎ বাণিজ্য কেবল দৌরাত্ম্য ও নিষ্পীড়নের কারণ ও এদেশের সমস্ত বিষয়ব্যাপারের বন্দোবস্তের মূলীভূত কারণ যেসকল দাঁড়া ও নীতি তাহার ব্যতিক্রম বোধ হইতেছে এ হেতুক শ্রীযুত বৈস্প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতেনীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ২ দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

সমস্ত লোকদিগকে সম্পূর্ণ নিষেধ করা যাইতেছে যে ভিন্নাধিকার কোন দেশহইতে গোলাম ও কনীজ অর্থাৎ দাস ও দাসীসকল খুশকী পথে কি সমুদ্রপথে কলিকাতার ব্যাপ্য দেশসকলেতে না আনে আর যদি কেহ এই নিষেধ না মানিয়া আনে তবে সে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইবার ও ঐ অপরাধের প্রতিফল পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি। খুশকী কি নোকাপথে দাস ও দাসী আনিতে নিষেধের কথা।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হইলে পর কোন ব্যক্তি কোন গোলাম কি কনীজ অর্থাৎ দাস কি দাসী সরকারের শাসিত দেশে আনিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে তাহার প্রতি ৬ ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের ও তাহার সংস্থান ও শক্তি বুঝিয়া ২০০ দুই শত টাকাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম হইবেক আর যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে আর ৬ মাসের মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক ইতি। নিষেধ না মানিলে শাস্তির কথা।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

দাস কি দাসীরূপে যাহারা আনীত হয় তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিবার কি ফিরিয়া দেশে পাঠাইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে কেহ গোলাম কি কনীজ অর্থাৎ দাস কি দাসীরূপে সরকারের শাসিত কোন দেশের মধ্যে আনীত হয় তাহাকে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে এ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পায় তাঁহার বিবেচনানুসারে দাসত্ব কি দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক অথবা যে দেশহইতে আসিয়াছিল তথাতে তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

কোন২ জাহাজের নাখোদা কি বহরদারেরা সেই জাহাজে বোঝাই থাকা জিনিস উঠাইবার পূর্ব্বে মুচলকা লিখিয়া দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কলিকাতার বন্দরেতে গোলাম ও কনীজ অর্থাৎ দাস ও দাসী লইয়া আইসনের নিবারণ ভালমতে হওনের নিমিত্তে এমত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে কোম্পানির সরকারের জাহাজভিন্ন অন্য যে কোন জাহাজ যখন কলিকাতার বন্দরে আইসে তাহার নাখোদা কি বহরদার যাবৎ এই মজমুনে যে যদি কোন গোলাম কি কনীজ অর্থাৎ দাস কি দাসী কোন প্রকারে কোন ব্যক্তিকে দি তবে আমি পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা দিব এক মুচলকা লিখিয়া দাখিল না করে তাবৎ সে জাহাজে বোঝাইথাকা কোন জিনিস উঠাইবার অনুমতি পাইবেক না ইতি।

যে সাহেবের নিকটে মুচলকা দাখিল হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত মুচলকা শহর কলিকাতার জুষ্টিস্ পীস্সাহেবলোকের মধ্যে এক জনের নিকটে দাখিল, হইবেক ও ঐ সাহেব ঐ মুচলকা উচিতমতে লেখা যাওনের বিষয়ে মনোযোগ করিবেন ইতি।

মামুলের কালেক্টর সাহেব মুচলকা দাখিল হওনের সমাচার না পাইয়া জাহাজহইতে জিনিস উঠাইতে না দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কলিকাতার সরকারী মামুলের কালেক্টরসাহেবের উচিত যে ঐ মুচলকা দাখিলহওনের সমাচারপাওনের পূর্ব্বে কোম্পানির সরকারের জাহাজভিন্ন অন্য কোন জাহাজহইতে কোন এক দ্রব্য উঠাইবার অনুমতি না দেন্ ইতি।

মুচলকার শরওয়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত মুচলকা নীচের লিখিত কথাক্রমে লেখা যাইবেক ইতি।

মুচলকার নক্শা।

লিখিতং শ্রীঅমুক সুবে বাঙ্গালার মধ্যগত হুগলীর দরিয়া অর্থাৎ গঙ্গার মধ্যে সম্প্রতি যে অমুক জাহাজের লঙ্গর করা গিয়াছে তাহার নাখোদা আমি এই প্রকারে একরার করিতেছি যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারেতে কিম্বা ঐ সরকারের মোখ্তারকার কি উত্তরাধিকারী অথবা অধ্যক্ষদিগের সরকারে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী কিম্বা অধ্যক্ষেরা সুবে বাঙ্গালার চলন সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত নিয়মসকলেতে মুচলকা লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতেতে মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য করিতেছি ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

তাহার বিবরণ এই যে আমি অমুক ব্যক্তি যে সকল লোকেরা অমুক জাহাজের

উপর

উপর চড়িয়া সুবে বাঙ্গালাতে আসিয়াছেন তাঁহারদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দের কৈফী য়ৎ যদি আমি কলিকাতার সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে প্রকৃত প্রস্তাবে দাখিল করিয়া থাকি ও আমি এবার সুবে বাঙ্গালাতে পঁহুছিয়াছিঅবধি কোন এক গোলাম কিম্বা কনীজ অর্থাৎ দাস কি দাসী অমুক জাহাজের উপরহইতে ক্রয়বিক্রয়রূপে কি অন্য কোন প্রকারে কোন ব্যক্তিকে দিবার মনঃস্থে না নামাইয়া থাকি ও আমি কি অমুক জাহাজ ঐ সুবার অধিকারে থাকনের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ মনঃস্থে না নামাই ও যে কোন গোলাম কি কনীজ অমুক জাহাজেতে এবার আসিয়াছে তাহারদিগকে সুবে বাঙ্গালাতে কিম্বা যে সকল দেশ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সংক্রান্ত কিম্বা ঐ সরকারের তাবেদার কোন গবর্নর সাহেব কি অন্য সাহেবের এতমামের কোন দেশে কোন ব্যক্তিকে বিক্রয়রূপে কি অন্য কোন প্রকারে না দিয়া থাকি কি না দিই তবে এই মুচলকা বাতিল বোধ হইবেক নতুবা সর্ব্বপ্রকারে বহাল থাকিবেক ইতি।

এই স্থানে মুচলকা দেওনিয়ার মোহর ও দস্তখৎ হইবেক ও যে স্থানে ইস্টাম্প কাগজ না থাকে সেখানে সাক্ষিদিগেরো দস্তখৎ হইবেক।

 সমাপ্ত।

A True Translation,
H. MACKENZIE,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১১ একাদশ আইন।

যে ভূমি দুই কি তাহাহইতে অধিক অংশেতে বিভাগহওনের হুকুম হয় সেই ভূমির নিরূপিত জমার বিবেচনা ও বিচার পুনর্ব্বার করিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ চলিত আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতিশয়করণার্থে এই আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ২০ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ১৬ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ১ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ২৯ রজবে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৫ ধারা যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে বারাণস দেশে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৫৫ ধারানুসারে দত্ত ও জয়করা দেশসকলেতে চলন হইয়াছে তাহাতে যে ভূমি দুই কি তাহাহইতে অধিক অংশেতে বিভাগহওনের হুকুম হয় সেই ভূমিতে সরকারের মালগুজারীর জমানিরূপণের বিষয়ে এমত লেখা গিয়াছে যে ঐ ভূমির অংশিরা আপন২ অংশ ভোগদখলকরণের সময়াবধি তিন বৎসরের মধ্যে যদি কখন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ভূমি বিভাগহওনের সময়ে এক২ অংশের জমা কারসাজী কি ভুলক্রমে প্রকৃত নিরূপণ হইয়াছিল না এমতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে পুনরায় তাহার এক২ অংশের জমা নিরূপণ করিবার হুকুম দেন্ এবং সরকারের রাজস্বের জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থান সর্ব্বদা স্থিরতর থাকনের নিমিত্তে উচিত যে ঐ মিয়াদ অতিশয় হয় এ কারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ২ দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার ব্যাপ্য সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

প্রথমতঃ ভূমির জমা ধার্য্যহওনেতে ভুল কি চাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ হইলে তাহার তদারক ও উপায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহদুর যে মিয়াদের মধ্যে ঐ ভূমির জমা পুনরায় নিরূপণ করিতে হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ সেই মিয়াদনিরূপণের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৫ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৫ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২৬ আইনের ২

 ১৮০৫ সালের

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১১ একাদশ আইন।

ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৫৫ ধারার লিখিত কোন ২ কথা রদ হইবার কথা।

১৮০৫ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ৫৫ ধারাতে যে সকল কথা লেখা যায় তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

কোন ভূমির জমার ধার্য্য হইলে পর তাহাতে কিছু ভুল কি প্রবঞ্চনা হইয়াছে ইহা দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীযুতের হুজুরে নিশ্চয় বোধ হইলে পুনরায় তাহার জমা ধার্য্যের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

এই আইন জারী হইলে পর ভূমি দুই অংশ কি তাহাহইতে অধিক অংশেতে বিভাগহওনের হুকুম হইলে সেই ভূমির বিভাগহওন ও তাহার একং অংশের জমা নিরূপণহওনের সময়াবধি ১০ দশ বৎসরের মধ্যে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে এমত নিশ্চয় জানা যায় যে ঐ জমা নিরূপণহওনেতে কিছু চাতুরী প্রবঞ্চনা কি বড় ভুল হইয়াছে এমতে ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে পুনরায় তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকের মঞ্জুরীর তারিখ অবধি উপরের উক্ত মিয়াদের গণনা হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দশসনী মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে তারিখে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে বোর্ডের ব্যাপ্য অধিকারেতে ঐ ভূমি আছে সেই রোডের সাহেবলোকের হজুরহইতে তাহা বিভাগ ও তাহার জমার নিরূপণহওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে হুকুম হয় সেই তারিখঅবধি হইবেক ও যাবৎ কোন এক ভূমির বিভাগহওন ও তাহার জমার ধার্য্যহওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হজুরহইতে নিদ্ধারিত মতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম না হয় তাবৎ ভূমিবিভাগ ও তাহার জমার নিরূপণ পূরা বোধ হইবেক না চলিত আইনের এই মর্ম্ম ইতি।

কোন ভূমির অংশ শ্রীযুতের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের মঞ্জুরী বিনাপাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে স্বতন্ত্রং বোধ না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারার ১ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কোন ভূমির প্রত্যেকে এতাবতা একং অংশের অর্থে তাহুদ অর্থাৎ পাট্টা ও তাহার মোকাবিলায় কবুলিয়ৎ লেখা গেলেও কিন্তু যাবৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কি বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরহইতে তাহা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত মতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম না হয় তাবৎ ঐ সকল অংশ স্বতন্ত্রং ভূমির মত বোধ হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. MACKENZIE,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের বিবেচনাতে ঐ আদালতের জজ সাহেবদিগের সংখ্যা অধিককরা আবশ্যক বোধ হইলে তাহার হুকুম দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ২৭ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৮ সালের ২৩ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৮ সালের ১৩ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৮ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ৭ শহর শাবানে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারাতে এমত লেখা গিয়াছে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎআদালতের নকশা ইহার পর এই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইবেক যে ঐ২ আদালতের প্রধান জজের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর ও সরকারের সমস্ত ফৌজের সরদার এতাবতা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিসাহেব ভিন্ন কৌন্সেলের এক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক ও ঐ প্রধান জজসাহেবব্যতিরিক্ত আর তিন জজসাহেব শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকর সাহেবদিগের মধ্যহইতে নির্ব্বাচন হইয়া ঐ২ আদালতের কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেন এক্ষণে ঐ২ আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার আধিক্য ও বাহুল্য প্রযুক্ত উচিত ও বিহিত বুঝা যাইতেছে যে ঐ২ আদালতের জজসাহেবদিগের সংখ্যা অধিক হয় একারণ শ্রীযুত বৈস প্রেসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ২ দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে ইহার পর প্রধান জজ এক সাহেব ও আর যত জন জজসাহেব ঐ২ আদালতের কর্ম্মাদি অবিলম্বে নির্ব্বাহহওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের নিমিত্তে যত জন সাহেব নি

যুক্ত হইবেন তাহার কথা। জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তত জন সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইতি।

VOL. V. 214. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. MACKENZIE,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি যে২ বিষয়ের ক্ষমতা ও ভার দেওয়া গিয়াছে তাহা ভাল মতে নির্ব্বাহ হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ১৮ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ১৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ৪ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ১ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ২৯ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

বোর্ড রেবিনিউর সিরিস্তার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৪৯ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে পূরা বৈঠকের নিমিত্তে ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যহইতে দুই জন উপস্থিতথাকন আবশ্যক ও এক্ষণে ঐ বোর্ড রেবিনিউর কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের জন্যে প্রসিডেণ্ট সাহেবব্যতীত যে তিনিও কৌন্সেলের সাহেবদিগের মধ্যের এক জন আর কেবল দুই জন সাহেব নিযুক্ত আছেন আর অনেক২ সময়ে ইহা উচিত ও বিহিত হইতে পারিবেক যে ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক জন সাহেব নিযুক্ত হইয়া ভূমির বন্দোবস্তের কার্য্য ও আর২ যে সকল বিষয়ের খবরগিরীকরণের ভার চলিত আইনানুসারে ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি আছে তাহা স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন্ একারণ নীচের লিখিত দাঁড়াসকল শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ২ দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও কটকজিলাসমেত উড়িষ্যাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আবশ্যক সময়ে বন্দোবস্তইত্যাদি কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেবের যে স্থানে যাওয়া উচিত হয় সেখানে যাইতে থাকিবার কথা।

যে২ জিলাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক

বিষয় বুঝিয়া যখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কিম্বা বোর্ডের সাহেবলোকের বিবেচনাতে ইহা উচিত ও বিহিত বোধ হয় যে যে সকল স্থানের কর্ম্মাদি ও খবরগিরীকরণের ভার চলিত আইনানুসারে বোর্ডের সাহেবলোকের প্রতি আছে তাহার কোন এক স্থানের কর্ম্মাদি ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে এক জন যে স্থানে ঐ কর্ম্মাদি উপস্থিত থাকে সেই স্থানে গিয়া আপনি স্বয়ং সমাধা করেন্ এমতে কর্ত্তব্য যে যে স্থানেতে আবশ্যক হয় কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে এক সাহেব সেই স্থানেতে যাইতে থাকেন্ ও এমত সময়ে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নও

ইহা শ্রীযুতের অনুমতি ক্রমে বোর্ডের সাহেব লোকেরা বিবেচনা করিবার কথা।

য়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এ বিষয়ের বিবেচনা করেন্ যে কোন২ জিলাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

বোর্ডের সেক্রেটারীসাহেবের আমলার মধ্যে যে২ ঐ সাহেবের সঙ্গে যাইবেক তাহা বোর্ডের সাহেবেরা ঠাহরাইবার কথা।

উপরের ধারার লিখিত প্রকারেতে বোর্ডের এক সাহেব নিযুক্ত হইলে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এ বিষয়ের বিবেচনা করেন্ যে বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের আমলা লোকের মধ্যে কোন২ আমলা যে সাহেব উপরের উক্ত মতেতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহকরণের সহকারী থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ সাহেব নিযুক্ত হওনের সময়ে তাহার প্রতি যে ক্ষমতা ও ভারাপর্ণ হইবেক তাহার কথা।

উপরের উক্ত প্রকারেতে ঐ সাহেব যাবৎ নিযুক্ত থাকেন্ তাবৎ বোর্ডের যে এক সাহেব বোর্ডে থাকিবেন তাহার প্রতি যে ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক তাহার কথা।

যখন প্রসিডেন্টসাহেবের প্রতিনিধি সাহেব ও বোর্ডের ছোট সাহেব দুই জনেই কলিকাতাতে হাজির থাকেন্ তখন বোর্ডে বৈঠকের নিমিত্তে দুই জনের হাজির হইতে হইবার কথা।

যে কিছু ক্ষমতা ও ভার চলিত আইনানুসারে বোর্ডের সমস্ত সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে কিম্বা হইবেক যে সাহেব উপরের উক্ত মতেতে নিযুক্ত হন এই আইনের ২ ধারানুসারে যে২ জিলা ঐ মতেতে নিযুক্ত থাকনপর্য্যন্ত কেবল তাঁহার ক্ষমতার নীচে হয় সেই২ জিলাতে ঐ মত ক্ষমতা তাঁহার প্রতিও থাকিবেক এবং যেপর্য্যন্ত ঐ সাহেব ঐ মতেতে নিযুক্ত থাকেন্ যে সকল ক্ষমতা ও ভার বোর্ডের সকল সাহেবদিগের প্রতি আছে তাঁহারদিগের মধ্যহইতে যে এক সাহেব কলিকাতার বোর্ডেতে থাকিবেন তাবৎ ঐ সকল ক্ষমতা ও ভার বাঙ্গালার ও বেহারের ও কটক জিলাসমেত উড়িষ্যার বাকী জিলাসকলেতে ঐ সাহেবের প্রতি থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সময়ে প্রসিডেন্ট সাহেবের কায়েম মকাম অর্থাৎ প্রতিনিধি সাহেব ও ঐ বোর্ডের ছোট সাহেব দুই জনেই কলিকাতাতে হাজির থাকেন্ তখন পূরা বৈঠকের নিমিত্তে পূর্ব্বমত বোর্ডের সাহেবলোকের মধ্যহইতে দুই জনের হাজিরহওন আবশ্যক হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

উপরের উক্ত ঐ ভার মৌকুফ হইলে সমস্ত দস্তাবেজাৎ ও আর২ কাগজপত্র যে প্রকারে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

যে সকল কর্ম্মের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যহইতে এক সাহেব উপরের উক্ত প্রকারেতে নিযুক্ত হন্ সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহকরা সারা হইলে পর ঐ ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইলে কর্ত্তব্য যে যে কিছু লিখনপঠন ও আর২ যে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র প্রস্তুত থাকে তাহা সমস্ত কলিকাতার সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তর খানাতে অতিসাবধান ও যত্নকরিয়া রাখা যায় ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

অপরাধিদিগকে দেশহইতে বাহির করিয়া সমুদ্রপারে পাঠানদ্বারা শাস্তি দিবার বিষয়ে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহার লিখিত কথাসকল শুধরিবার নিমিত্তে ও জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাছারীর বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের তারিখ ৩ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ৩ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ৩ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ১৬ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইন ও ১৮০৮ সালের ৮ আইন ও অন্য কোন২ এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে নিরূপিত কোন২ অপরাধ করিলে তাহাকরনিয়া অপরাধিরা যাবজ্জীবনের নিমিত্তে দেশহইতে বাহির হইয়া সমুদ্রপারে যাওনের যোগ্য বোধ হইবেক ও ঐ সকল দাঁড়ানুসারে যে সকল হুকুম হয় তাহার মতে কার্য্যহওনেতে বিলম্ব হয় এতদ্দৃষ্টে ও সরকারের কর্ম্ম ভালমতে চলনের ও পোলীসসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের অতিসুন্দর বন্দোবস্তহওনার্থে যেমত২ উচিত ও কর্ত্তব্য তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিহিত বুঝা গেল যে উপরের উক্ত ঐ সকল দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা যায় ও সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের বিবেচনাতে ইহাও বিহিত বোধ হইল যে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সিরিস্তা পূর্ব্বে যে মত ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৭ আইন ও ১৮০৮ সালের ১০ আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে ঐ২ আদালতের সিরিস্তা অন্য প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত হুকুমসকল ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের জানুআরী মাসের ১ তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ও ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল

ইত্যাদি কএক সনের কোনং আইনের কোনং ধারা রদ হইবার কথা।

৮ আইনের ও চলিত অন্য কএক আইনের কোনং ধারাতে ইহা লেখা গিয়াছে যে ঐ সকল ধারার উক্ত অপরাধসকলের মধ্যে কোন অপরাধকরণের কথা যাহার প্রতি প্রমাণ হয় তাহার প্রতি দেশহইতে বাহির করিয়া সমুদ্রপারে পাঠাইবার হুকুম হইবেক এক্ষণে ঐ সকল ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

উপরের প্রকরণের উক্ত আইনসকলের অনুসারে যে অপরাধিরা জীবনাবধি কয়েদ ও দেশহইতে বাহির হইয়া সমুদ্রপারে যাওনের যোগ্য হইতে পারিত তাহারা আলীপুরের জেহলখানাতে জীবনাবধি কয়েদ থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে অপরাধ করণজন্যে তাহাকরণিয়া অপরাধী উপরের প্রকরণের উক্ত আইনসকলের হুকুমমতে জীবনাবধি কয়েদ ও দেশহইতে বাহির হইয়া সমুদ্র পারে যাইবার যোগ্য হইতে পারিত এমত কোন অপরাধকরণের কথা যাহার প্রতি প্রমাণ হয় সে অপরাধির প্রতি কলিকাতা শহরের নিকটে আলীপুর মোকামেতে যে জেহলখানা নির্ম্মাণ হইয়াছে সেই জেহলখানাতে জীবনাবধি কয়েদ থাকিবার হুকুম হইবেক ও ঐ জেহলখানার কর্ম্মাদির ভার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনামতে যে সাহেব ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহার প্রতি থাটিবেক ইতি।

যাহার প্রতি উপরের প্রকরণের উক্ত হুকুম হয় সে ব্যক্তি রোগী কি অন্য আপদ্গ্রস্ত হওনব্যতিরিক্ত জেহলখানার উঠানের সীমার বাহিরে যাইতে না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যাহার প্রতি ঐ জেহলখানাতে জীবনাবধি কয়েদথাকনের হুকুম হয় কোন প্রকারে সে ব্যক্তি কেবল রোগ কি অন্য কোন আপদ্গ্রস্তহওনপ্রযুক্ত ঐ জেহলখানার সম্পর্কীয় ডাক্তরখানায় তাহাকে লইয়া যাওন আবশ্যক জানা যাওনব্যতিরিক্ত ঐ জেহলখানার উঠানের সীমার বাহিরে যাইতে পারিবেক না ও ঐ প্রকার আবশ্যকহওনপ্রযুক্ত তাহাকে ডাক্তরখানায় লইয়া গেলে পর ঐ অপরাধী যখন এমত আরাম পায় যে তাহাকে পুনর্ব্বার জেহলখানাতে লইয়া আইসনেতে কোন হানি নাহি এমত বোধ হয় তখন অবিলম্বে তাহাকে ঐ জেহলখানাতে আনিয়া পুনর্ব্বার কয়েদ রাখেন্ ইতি।

যে অপরাধিরা ঐ জেহলখানাতে জীবনাবধি কয়েদ হয় তাহারা যে কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে অপরাধিদিগের প্রতি আলীপুরের জেহলখানাতে কয়েদ থাকনের হুকুম হয় তাহারা কলিকাতা শহরেতে যে সকল জিনিস অতিশয় খরচ হয় সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকিবেক কিম্বা জেহলখানার কর্ম্মাদির ভার যে সাহেবের প্রতি থাকে তাহার হুকমমতে অন্য কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইবেক ও ঐ সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে এ বিষয়েতে যেং হুকুম পাইবেন তাহার মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৭ আইনের ও ১৮০৮ সালের ১০ আইনের কোনং কথা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতার বসতির সীমার নিকটে দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্টহওনের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৭ আইনেতে এমত লেখা গিয়াছে যে ঐ আদালতের জজসাহেব কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তি করিবেন ও ফৌজদারী মোকদ্দমা ও পোলীসসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যেতে তাঁহার কিছু ক্ষমতা থাকিবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ আইনেতে এমত নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে

হইয়াছে যে যে সাহেব এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীর নগর ও মুরশিদাবাদের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত থাকেন্ তিনি জিলা চব্বিশপরগনারো মাজিষ্ট্রেট্ এতাবতা ফৌজদারীর সাহেব হইবেন এক্ষণে ঐ সকল ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সরকারের শাসিত দেশসকলের আরং জিলাসকলের জজ ও মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ভার যে মত এক সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় সেই মত জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও ভার এক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক ইতি।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ভার এক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের যে২ তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয়।

তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১৩ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের লিখিত কোন২ কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার ও ইউরোপের বিলায়তভিন্ন অন্য২ দেশহইতে সমুদ্রপথে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহার উপর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরণের এবং সুবে বাঙ্গালাহইতে পশমী জিনিসসকল চীনদেশে যাইতে নিষেধের।

২ দ্বিতীয় আইন। ২১ মার্চ।

কলিকাতা ও ফরুরোখাবাদ ও বারাণসের টাক্শালেতে রুপার জরবের উপর ও পুনর্ব্বার পুর্ব্বের জরবহওয়া টাকা ও বিশেষ কএক প্রকারভিন্ন অন্য কএক প্রকার টাকাইত্যাদির জরবের উপর মাসুল লওনের এবং বারাণসের টাকার ওজন ও পরখের নিরুপণকরণের ও কলিকাতার টাক্শালেতে সোণার জরবের উপর এক্ষণে যে মাসুল লওয়া যাইতেছে তাহার হারের পরিবর্ত্তকরণের নিমিত্তে ও উপরের উক্ত প্রত্যেক টাক্শালের সিরিশ্তার নিমিত্তে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করণের।

৩ তৃতীয় আইন। ১৮ আপ্রিল।

ফৌজদারী সাহেবলোকের হজুরে নালিশের যে সকল আরজী দাখিল হয় তাহার সত্যতার সন্ধানানুসন্ধানকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে২ দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও অপরাধিরা পুর্ব্বাপেক্ষা অতি সুগতিকেতে ধরা যাইবার মনস্থে এক্ষণকার চলিত দাঁড়াসকলব্যতিরিক্ত নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ২৪ আপ্রিল।

ভিন্নাধিকার দেশসকলের নওয়াব ও রাজাইত্যাদি যে অতিপ্রধান২ লোকদিগের এ সরকারের নির্দ্ধারিত আদালতসকলের কোন আদালতে ফরিয়াদী কি আসামীরুপে আইসন অনুপযুক্ত বোধ হয় তাঁহারদিগের যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিতে কি তাহার জওয়াব দিবার অর্থে সরকারের কার্য্যভারাক্রান্তদিগকে নিযুক্তকরণের ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১ মাই।

ভুমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহার কোন২ দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার।

৭ সপ্তম

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয়। তাহার ফিরিস্তি।

---

৭ সপ্তম আইন। ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইন ও ১৮১১ সালের ৪ চতুর্থ আইন রদ ও রহিত করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ৩০ মাই।

শোরা প্রস্তুতকরণের ক্ষমতা কেবল সরকারেতে থাকিবেক ইহা প্রচার ও প্রকাশ করিবার ও সরকারের বিনাঅনুমতিতে শোরা প্রস্তুতহওনের নিবারণের ও সুবে জাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশেতে মোখ্তারিকার যে সাহেবলোক ও যে সকল লোকেরা শোরা প্রস্তুতকরণের কার্য্যেতে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কার্য্যোপদেশে অর্থাৎ কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার পরিপাটী করিবার।

১১ একাদশ আইন। ১৮ জুলাই।

দেশত্যাগী যে সকল লোক তাহারা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে সেই দেশের সর হদ্দের নিকট এ সরকারের শাসিত রাজ্যের সীমারমধ্যে কোন স্থানে বাস করে তা হারদিগ্‌কে ও তাহারদিগের সন্তানেরদিগ্‌কে সেখানহইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে পাঠা ইবার ও কোনং প্রকারেতে কয়েদ রাখিবারো ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেন রল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার ও উপরের উক্ত লোকদিগের মধ্যে যে সকল লোক তাহারা যে দেশহইতে আসিয়াছে সেই দেশের মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করে এবং তাহারদিগের সঙ্গে যাহারা এ বিষয়েতে সহকার থাকে তাহার দিগের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিষয়ে দাঁড়া নিরূপণহওনের।

১২ দ্বাদশ আইন। ২৫ জুলাই।

দেনা ও পাওনার বিষয়ি সমস্ত লেখাপড়া এবং শরয়ীসকল কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনের কিম্বা তাহা লেখা যাওনের তারিখের পর ৬০ ষাটি দিবসের মধ্যে আইনের চলিত মতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হইবার ও তাহা নহিলে ঐ সকল কাগজ আদালতের কোন কাছারীতে দলীল দস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান না হই বার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২৫ জুলাই।

নানা প্রকার শরাব ও মাদক দ্রব্য ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের পাট্টা সকলের উপর মামুল ধার্য্য করিবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ১৫ আগস্ত।

কোর্ট রিক্বেষ্ট অর্থাৎ শহর কলিকাতার ছোট আদালতের সাহেবলোকের হজুর হইতে যে সকল ফয়সলা হয় তাহা জারী করিবার ক্ষমতা জিলা চব্বিশপরগনার আদালতের জজসাহেবের প্রতি থাকিবার।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১৭ সপ্তদশ আইন। ২৯ আগস্ত।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১১ ও ১২ ধারার নিরূপিত মামুলের হারের পরিবর্ত্ত করিবার।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ১৯ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৯ উনবিংশ আইন। ১৭ অক্তোম্বর।

সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুল তহসীলের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত কোনং দাঁড়া শুধরণের ও পরিবর্ত্তকরণের।

২০ বিংশ আইন। ১৭ অক্তোবর।

দস্তাবেজাৎ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের নকল যত্ন করিয়া রাখিবার সিরিশ্তার বিষয় চলিত কোনং দাঁড়া শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও নীলের সরবরাহের বিষয়ের করারদাদের নকল রাখিবার অর্থে রেজিষ্টরী সিরিশ্তা নির্দ্দিষ্ট করিবার।

২১ এক বিংশ আইন। ২১ অক্তোবর।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ প্রথম আইনের কোনং ধারা রদ ও রহিত করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার ও ইউরোপের বিলায়তভিন্ন অন্যং দেশহইতে সমুদ্রপথে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহার উপর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরণের এবং সুবে বাঙ্গালাহইতে পশমী জিনিসসকল চীনদেশে যাইতে নিষেধের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১৩ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ২ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৮ সালের ১৪ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২৬ সালের ২৭ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকের বিবেচনাতে এমত বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের অনুসারে পৃথকং জিনিসের উপর মাসুলের যেং হার নিরূপণ হইয়াছে তাহা কোনং জিনিসের উপর যেমন উপযুক্ত তেমন নিরূপণ হয় নাহি ও উচিত ও বিহিত বোধ হইল যে ইউরোপের বিলায়তভিন্ন অন্যং দেশহইতে সমুদ্রপথে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহার উপর মাসুলের অঙ্ক নিরূপণ হয় আর ইহাও বিহিত বুঝা গেল যে ঐ ১৮১০ সালের ৯ আইনের কোনং কথা ভ্রষ্ট ও পরিবর্ত্ত করা যায় ও ইহাও বিহিত বোধ হইল যে সুবে বাঙ্গালাহইতে পশমী জিনিসসকল চীনদেশে যাইতে বারণ হয় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাঁতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করণের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ঐ আইনের নিরূপিত সরকারী মাসুল তহসীলের নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল ঐ ৯ আইনের উক্ত শহর ও কস্‌বাসকলের মধ্যেতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এক্ষণে ঐ কাছারীসকল তাহার সম্পর্কীয় শহর ও কস্‌বার সীমার বাহিরে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোনং প্রকারেতে বিহিত হইতে পারে একারণ এই ধারানুসারে জানান-যাইতেছে যে কোন এক স্থানের বিশেষ গতিক ও প্রকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাবাদুর হজুর কৌন্সেলের সভাতে যদি কোন শহর কি কস্‌বার সম্পর্কীয় পঞ্চোত্তরার কোন কাছারী তাহার সীমার বাহিরে

নির্দিষ্ট হওয়া উচিত বুঝেন তবে হজুরহইতে তাহার হুকুম হইবেক কিন্তু কোন শহর কি কস্‌বার সম্পর্কীয় পঞ্চোত্তরার কাছারী তাহার সীমাহইতে এক ক্রোশের অধিক দূরেতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

তূলার উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে নীচের বেওরা করিয়া লেখা হারেতে তূলার মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

সাফ তূলা হইলে তাহার মাসুল এক্ষণে যাহা নিরূপণ আছে তাহাই এতাবতা কলিকাতার ৯৬ সিক্কা ওজনের মোনপ্রতি। ৸০

সাফ না হইলে কিম্বা কুসিসুদ্ধা থাকিলে তাহার মাসুল কলিকাতার ৯৬ সিক্কার সেরের ওজনের মোনপ্রতি। ।০

৪ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত কথা শিমুল তূলায় না খাটিবার কথা।

উপরের ধারার লিখিত কথা শিমুলতূলার প্রতি খাটিবেক না বরঞ্চ তাহার কিছু মাসুল লাগিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে জিনিসছাড়া নানা প্রকার কাঁচা রেশমের উপর মূল্যানুসারে শতকরা ৭॥০ টাকা মাসুল লওয়া যাইবেকতাহার কথা।

বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশম ও বাঙ্গালার মতে বানান কাঁচা রেশম যাহার মাসুল এক্ষণকার নিরূপিত মতে লওয়া যাইবেক তাহাভিন্ন আর নানাপ্রকার কাঁচা রেশমের মূল্যের উপর শতকরা ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে যেং রেশমকে তলব ও চসম বলে তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণেতে যে মাসুল লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইল ইতি।

৬ ধারা।

রাঙ্গ ও দস্তার উপর মূল্যানুসারে শতকরা ১০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের ১২ ধারাতে এমত নির্দিষ্ট হইয়াছে যে রাঙ্গ ও দস্তা আমদানী হইতে হইলে তাহার মূল্য মোনকরা ২০ টাকা ধরিয়া শতকরা ১০ দশটাকা করিয়া লওয়া যাইবেক এক্ষণে জানান যাইতেছে যে ইহার পর ঐ মাসুল তাহার যে মূল্য হয় তাহার উপর শতকরা ১০ টাকা করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

তামা ও পিতলের

সমুদ্রপথেতে তামা ও পিতল আমদানী হইতে হইলে তাহা বাসনরূপে গড়ান

থাকে

থাকে বা না থাকে তাহার যে মূল্য হয় তাহার উপর শতকরা ১০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও তাহা খুশ্কীপথে আসিতে হইলে বাসনরূপে গড়ান না থাকিলেও ঐ মাসুল লাগিবেক ইতি।

উপর মূল্যানুসারে শত করা ১০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৮ ধারা।

নেপালহইতে যে তামা ও পিতল আমদানী হয় তাহা বাসনরূপে গড়ান থাকে বা না থাকে তাহার উপর শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও তাহার মূল্যের হিসাব বাজার দরের অনুসারে হইবেক ইঙ্গরজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের ১২ ধারার নির্দ্ধারিত দরেতে হইবেক না ইতি।

নেপালের তামা ও পিতলের উপর মূল্যানুসারে শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৯ ধারা।

সমুদ্রপথে যে তামাকু চাটিগ্রামের বন্দরে আমদানী হয় তাহার মাসুল মূল্যানুসারে ১০ দশ টাকা করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

চাটিগ্রামে আমদানী হওয়া তামাকুর মাসুলের হারের কথা।

১০ ধারা।

জ্ঞানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণের উক্ত মাসুল মাফের জিনিসসকলের মধ্যেতে ঘোড়াও লেখা গিয়াছে এক্ষণে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইউরোপের বিলায়তহইতে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহাভিন্ন আর যে সকল ঘোড়া ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের আপ্রিল মাসের পর কলিকাতা ও চাটিগাঁ ও বালেশ্বরেতে আমদানী হয় নীচের লিখনক্রমে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

ইহার পর ঘোড়ার উপর মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

১১ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া যে সকল ঘোড়া ঘুড়ী ঊর্দ্ধে ১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ হাও অর্থাৎ মুঠা এতাবতা তিনহাত পৌনে ছয় অঙ্গুলিহইতে কম হয় সে সকল ঘোড়া ঘুড়ীর প্রত্যেকেতে ৪০০ চারি শত টাকা করিয়া মাসুল লাগিবেক ও যে সকল ঘোড়া ঊর্দ্ধে ১৪॥ সাড়ে চৌদ্দ হাও অর্থাৎ মুঠা হয় কিম্বা তাহাহইতে অধিক হয় সে সকল ঘোড়া সমুদ্রপথে আসিতে হইলে তাহার প্রত্যেকেতে ২০০ দুইশত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

ঐ মাসুলের পরিমাণের কথা।

১২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ঘুড়ী ঊর্দ্ধে ১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ হাও অর্থাৎ মুঠা কিম্বা তাহাহইতে অধিক হয় তাহার উপর কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

যে মতেতে মাদী ঘোড়াসকলের মাসুল মাফ হইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

কটক জিলাহইতে খুশ্‌কীপথে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহার উপর মাসুললওয়া যাইবার কথা।

উপরের উক্ত ঐ মাসুলদেওনের বিষয়ে প্রবঞ্চনাকরণের মনস্থ করিয়া কোন ব্যক্তি আপন ঘোড়াসকল গঞ্জামের বন্দরে আসিয়া সেখানহইতে খুশ্‌কীপথে কটক জিলার মধ্যে না আনে এনিমিত্তে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে কোন ঘোড়া সমুদ্রপথে মান্দরাজ কি বোম্বাইয়ের অধিকারের দেশসকলের মধ্যে কোন স্থানে আমদানী হইয়া থাকে তাহা জিলা গঞ্জাম কিম্বা নৈঋত অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম কোণের আর২ দেশহইতে কটক জিলাতে গঞ্জরানদী কি মহানদীর উত্তরে আনিতে হইলে সে ঘোড়ার উপর উপরের ধারাসকলের উক্ত মাসুল লাগিবেক ইতি।

১৪ ধারা

উপরের ধারার উক্ত মাসুল যে সাহেবের দ্বারা লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার উক্ত পথেতে যে সকল ঘোড়া আমদানী হয় তাহার মাসুল যে সাহেব কটক জিলার মালগুজারী তহসীলের ভারেতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার দ্বারা তহসীল হইবেক এমতে ঐ সাহেবের উচিত যে নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঘোড়ার বিষয়ে রওয়ানা দেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া কোন ঘোড়ার মাসুল কোন প্রকার ব্যতিরিক্ত শ্রীযুতের হজুরের খাস হুকুম বিনা মাফ না হইবার কথা।

বাদশাহী ফৌজের সরদার সাহেবলোক ও কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজের সরদার সাহেবলোক কিম্বা সরকারের চাকর অন্য২ সাহেবলোক সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে অন্য২ দেশে গিয়া পরে ফিরিয়া সুবে বাঙ্গালাতে আসিবার সময়ে যে সকল ঘোড়া তাঁহাদিগের আপন২ সঙ্গে আইসে সে সকল ঘোড়া সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাক্রমে ছাড়ান হইবেক ও ঐ সকল ঘোড়া ও ইউরোপের বিলায়তহইতে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহাছাড়া আর যে কোন ঘোড়া সমদ্রপথে আইসে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের খাস হুকুম বিনা তাহার মাসুল মাফ হইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

খুশকীপথেতে যে সকল ঘোড়া কটক জিলাতে আইসে যে মতেতে তাহা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনামতে ছাড়ান হইবেক তাহার কথা।

খুশ্‌কীপথে যে সকল ঘোড়া কটক জিলাতে আমদানী হয় তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী যদি ঐ সকল ঘোড়া বাণিজ্যের মনস্থ বিনা নিজের আবশ্যকের নিমিত্তে খরীদ করিয়া আপন কর্ম্মে রাখিয়া থাকে সে সকল ঘোড়া ঐ কটক জিলার কালেক্টরসাহেবের বিবেচনামতে ছাড়ান হইবেক কিন্তু এই ধারানুসারে এমত বোধ না হয় সে কালেক্টরসাহেবের প্রতি এমত ক্ষমতা আছে যে যেং ঘোড়া বাণিজ্যার্থ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির নিমিত্তে জিলাগঞ্জাম কি নৈঋত অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের মহালাৎহইতে কলিকাতার তাবে দেশসকলের মধ্যেতে আইসে তাহার মধ্যে

যাহা

যাহা চলিয়া আসিবার সময় প্রকৃতার্থে স্বয়ং মালিকের কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকে তাহারদের আর কোন ঘোড়ার মাসুল না লন্ ইতি।

১৭ ধারা।

লোকদিগের নিজব্যবহারের জিনিসের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারাতে যাহা লেখা গিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারার লিখিত মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত প্রকাশ করিয়া লেখা যাইতেছে যে কোন জিনিস বাণিজ্যার্থব্যতীত কাহার নিজের নিমিত্তে হইলেও যাহা ব্যবহার করা হয় কিম্বা তৎকালেতে তাহার মালিকের কর্ম্মেতে থাকে ও তাহা কালেক্টরসাহেব ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারেন্ না দিলেও না দিতে পারেন্ তাহাব্যতিরিক্ত সে জিনিসের লিখিত মাসুল মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণের উক্ত জিনিসের বিবেচনা ও তদন্তকরণের ভার যে সাহেবের প্রতি হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের কথাসকল স্পষ্টকরণার্থে এই ধারানুসারে এমত লেখা যাইতেছে যে ঐ ধারার উক্ত দাঁড়ামতে কলিকাতার সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে কোন জিনিসের মূল্যের বিবেচনা ও তদন্তকরণের আবশ্যক হইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সরকারের তরফহইতে যে সাহেব কাপড়ের মূল্যের বিবেচনা ও তদন্তকরণের নিমিত্তে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহাকে ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে যেমনং কর্ত্তব্য হয় তাহা করণের হুকুম করেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

পোর্ত্তুগাল ও চীনের নকদের দরের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৬০ ধারার লিখিত পোর্ত্তুগাল ও চীন দেশের নকদের দর লিখনেতে ভুল হইয়াছে একারণ এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে উপরের উক্ত ঐ ৬০ ধারাতে যাহা লেখা গিয়াছে তাহার বদলেতে ঐ নকদের দর নীচের লিখিত নক্শামতে ধরা যাইবেক ইতি।

দেশের নাম	নকদের নাম	দরের পরিমাণ
পোর্ত্তুগাল	মেলরি	২৸০ দুই টাকা বার আনার হিসাবে।
চীন	টেল	প্রত্যেক টেলেতে ৩।/৪ তিন টাকা পাঁচ আনা চারি পাই হিসাবে।

২০ ধারা।

২০ ধারা।

যে মতেতে মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া পাইবার দরখাস্তের সঙ্গে রওয়ানা পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের লিখিত কোনং দাঁড়া স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত লেখা যাইতেছে যে কোনপ্রকার জিনিস সরকারের শাসিত দেশসকলের মফঃসল স্থানসকলহইতে কিম্বা সমুদ্রপথভিন্ন অন্যং দেশহইতে আমদানী হইয়াছে কোন ব্যক্তি যদি তাহা পুনরায় অন্য দেশে পাঠাইবার মনস্থ করে এমতে ঐ সকল জিনিসের উপর যে মাসুল লওয়া গিয়াছে তাহাহইতে কিছু ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে তাহার কর্ত্তব্য যে মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া পাইবার দরখাস্তের সঙ্গে ঐ সকল জিনিসের রওয়ানা কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল করে কেননা উপরের উক্তমতে রওয়ানা দাখিল না হইলে ঐ সকল জিনিস যাইবার সময়ে তাহার মাসুলহইতে কিছুই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

যে জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া পুনরায় রফ্তানী হয় তাহার মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া দিবার বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৭৫ ধারা নিবর্ত্তপরিবর্ত্তের কথা।

ঐ ৯ আইনের ৭৫ ধারার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণার্থে এই ধারানুসারে এমত লেখা যাইতেছে যে যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া তাহার নির্দ্ধারিত মাসুল তহসীল হইয়াছে তাহা যদি পুনরায় অন্য দেশে রফ্তানী হয় তবে এমতে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী পূর্ব্বে ঐ জিনিস আমদানীহওনের সময়ে পুনর্ব্বার তাহা অন্য দেশে পাঠাইবার মনস্থ করিয়া থাকে বা না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই ধারানুসারে নির্দ্ধারিত মাসুলহইতে কিছু ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ইতি।

২২ ধারা।

শহর কি কসবাতে আমদানীহওনের যে কোন জিনিস নিকটের পঞ্চোত্তরার চৌকীর দারোগার নিকটে লইয়া যাইবার ও ঐ দারোগা রওয়ানার পৃষ্ঠে যে কথা লিখিবেক তাহার কথা।

কোন ব্যক্তি নির্দ্ধারিত মাসুলদেওনেতে প্রবঞ্চনাকরণের মনস্থ করিয়া যে রওয়ানার দ্বারা পূর্ব্বে একবার কোন জিনিস ছাড়ান হইয়াছে পুনর্ব্বার সেই রওয়ানার দ্বারা অন্য জিনিস ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে না পারে এ নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন জিনিসের উপর নির্দ্ধারিত মাসুল দিতে হয় তাহা কোন শহর কি কস্বাতে আমদানী হইতে হইলে কর্ত্তব্য যে পঞ্চোত্তরার যে চৌকী নিকটেতে হয় সেই চৌকীর দারোগার নিকটেতে ঐ সকল জিনিস লইয়া গিয়া দেখায় যে ঐ দারোগা তাহার যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া যে রওয়ানাতে ঐ সকল জিনিস লেখা থাকে তাহার পৃষ্ঠে এ কথা লিখিয়া দেয় যে এই রওয়ানার লিখিত জিনিসসকল অমুক তারিখে এই চৌকী হইয়া শহর কি কস্বাতে গেল ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কথা রওয়ানার পৃষ্ঠে লেখা থাকন বিনা কোন জিনিস কোন শহরেতে যাইতে পারিবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

যে কোন জিনিস রওয়ানার দ্বারা কোন শহ

যে কোন রওয়ানার দ্বারা কোন জিনিস কোন শহরেতে আমদানী হইয়াছে পুনর্ব্বার ঐ রওয়ানার দ্বারা ঐ রকমের আর জিনিস অন্য শহরেতে যাইতে না পারি

বার

বার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত লেখা যাইতেছে যে যে কোন জিনিস রওয়ানার দ্বারা কোন শহরেতে আমদানী হইয়া পুনর্ব্বার রফ্তানী হইতে হইলে সেই জিনিসের মালিকের কর্ত্তব্য যে ঐ রওয়ানা কালেকটরসাহেবের নিকটে লইয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে এই কথা লেখাইয়া লয় যে এই রওয়ানার লিখিত জিনিস এই শহরহইতে রফ্তানী হইয়াছে ইতি।

রে আমদানী হইয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাহার স্বামী রওয়ানার পৃষ্ঠে যে কথা কালেকটরসাহেবের স্থানে লেখাইয়া লইবেক তাহার কথা।

২৪ ধারা।

যে জিনিসের রওয়ানার পৃষ্ঠে ঐ কথা না লেখা থাকে তাহা চৌকীর সীমার মধ্যে পাওয়া গেলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকার জিনিস নির্দ্ধারিত চৌকীসকলের কোন চৌকীর সীমার মধ্যে পাওয়া গেলে তাহার সঙ্গে রওয়ানা থাকিলেও যদি তাহার পৃষ্ঠে ঐ উপরের নির্দ্ধারিত কথা না লেখা থাকে তবে এমত জিনিসের উপর হয় দুনা মাসুল লওয়া যাইবেক কিম্বা ঐ জিনিস সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে ব্যক্তি সমদ্রুপথে কাপড় পাঠাইতে চাহে তাহার রওয়ানা না দেখাইলে তাহার উপর যে মাসুল লাগিবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণের অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশসকলের উৎপন্নহওয়া কিম্বা বানান জিনিস সমুদ্রপথে যাইতে হইলে তাহার উপর শতকরা ২॥০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক এক্ষণে অনুমান হইল যে যে লোকেরা নওয়াব উজীরের দেশের বানান কাপড় সমুদ্রপথেতে পাঠায় কখনং তাহারা ঐ সকল জিনিস যে রওয়ানার দ্বারা আমদানী হইয়াছে সে রওয়ানা দাবিয়া রাখিয়া ঐ সকল জিনিস সরকারের দেশসকলের বানান কহিয়া ঐ মাসুল দিবার বিষয়ে চাতুরী প্রবঞ্চনা করে একারণ এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে নানা প্রকার কাপড় সমুদ্রপথে রফ্তানী হয় যে ব্যক্তি তাহা পাঠায় সে যদি তাহার রওয়ানা না দেখায় তবে ঐ সকল কাপড় নওয়াব উজীরের দেশের বানান জ্ঞান করা গিয়া তাহার উপর তাহারি নিরূপিত মাসুল এতাবতা তাহা ইঙ্গরেজী জাহাজে বোঝাই হইতে হইলে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া ও ভিন্ন দেশের জাহাজে বোঝাই হইতে হইলে শতকরা ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

সবে বাঙ্গালাহইতে পশমী জিনিস চীনদেশে পাঠাইতে নিষেধের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে বিলায়তের কিম্বা হিন্দুস্থানদেশের কিম্বা অন্য দেশের বানান পশমী জিনিস সুবে বাঙ্গালাহইতে চীনদেশে পাঠাইবার মনস্থে কোন জাহাজে বোঝাই করিতে কোন প্রকারে কোন ব্যক্তিকে অনুমতি নাহি ইতি।

Vol. V. 227. সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

কলিকাতা ও ফরুরোখাবাদ ও বারাণসের টাক্‌শালেতে রূপার জরবের উপর ও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের জরবহওয়া টাকা ও বিশেষ কএক প্রকার ভিন্ন অন্য কএক প্রকার টাকাইত্যাদির জরবের উপর মাসুললওনের এবং বারাণসের টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণকরণের ও কলিকাতার টাক্‌শালেতে সোণার জরবের উপর এক্ষণে যে মাসুল লওয়া যাইতেছে তাহার হারের পরিবর্ত্তকরণের নিমিত্তে ও উপরের উক্ত প্রত্যেক টাক্‌শালের সিরিস্তার নিমিত্তে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্টকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২১ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ১০ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ৭ রবীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

যত রূপা ও পুরাতন টাকা ও অন্য কএক প্রকার টাকাইত্যাদি কলিকাতা ও ফর্‌রোখাবাদ ও বারাণসের টাক্‌শালেতে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় বিশেষ কএক প্রকারছাড়া তাহার উপর এই মনস্থে কিছু মাসুল লওয়া উচিত ও বিহিত হইল যে টাক্‌শালের সিরিস্তার বিষয়ে সরকারের যে খরচ হয় তাহার সরবরাহ ঐ মাসুলের দ্বারা হয় ও কলিকাতার টাক্‌শালেতে সোণার জরবের উপর এক্ষণে যে মাসুল লওয়া যাইতেছে তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তকরা কর্ত্তব্য হইল এবং বারাণসের টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণ ও বিবরণ করিয়া লেখাও আবশ্যক বুঝা গেল ও ইহাও বিহিত বোধ হইল যে উপরের উক্ত প্রত্যেক টাক্‌শালের সিরিস্তার বন্দোবস্তের নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত দাঁড়াসকলভিন্ন নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম হইল যে যে কএক প্রকারের কথা বেওরা করিয়া লেখা যাইবেক সেই কএক প্রকারছাড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত হুকুমসকল জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ৪।৫।৬ ধারার লিখিত কথা এই ধারানুসারে নীচের লিখিত প্রকারেতে পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ৪।৫।৬ ধারার পরিবর্ত্ত হওনের কথা।

২ দ্বিতীয়

যে রূপা ও কলিকাতার টাক্শালে জরবহওয়া টাকাভিন্ন রূপার সিক্কা ঐ টাক্শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার উপর শতকরা ২৲ টাকা করিয়া মাসুললওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের মাই মাসের ১ তারিখহইতে যত রূপা কিম্বা কলিকাতার টাক্শালে জরবহওয়া টাকাভিন্ন রূপার যত সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি ঐ কলিকাতার টাক্শালেতে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার বদলে কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজন ও পরখে যত টাকা সেই রূপা ও টাকাইত্যাদির মালিকের পাওনা হয় তাহাহইতে শতকরা ২দুই টাকা করিয়া মাসুল কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

টাকার রেজকী জরব করাইতে হইলে শতকরা ১ টাকা বেশী মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি টাক্শালে রূপাইত্যাদি দিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী এতাবতা আধুলী কিম্বা সুকী জরব করাইয়া লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি উপরের নির্দ্ধারিত মাসুল শতকরা ১ এক টাকা বেশী করিয়া দিয়া ঐ রেজকী পাইবেক ইতি।

কলিকাতার সিক্কা টাকা জরবের নিমিত্তে দাখিল হইলে শতকরা কেবল ১ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি কলিকাতার সিক্কা টাকা ঐ টাক্শালে দিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী জরব করাইয়া লইতে চাহে তাহার স্থানে এই ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখনমতে শতকরা কেবল ১ এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই ধারার ২ প্রকরণের লিখনানুসারে অন্য২ প্রকার টাকাইত্যাদি গলাইয়া পুনর্ব্বার জরব করিতে এবং রূপার জরবেতে যে মাসুল লাগে তাহা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক না ইতি।

যে রূপা কি তাহার সিক্কার রূপার পরখ মন্দ হয় তাহার উপর শতকরা ৸০ বার আনা করিয়া পরখসহী করিবার খরচা লওয়া যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কলিকাতার সিক্কা টাকার রূপার পরখহইতে মন্দ পরখের রূপা কি টাকাইত্যাদি কলিকাতার টাক্শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হইলে কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া সে রূপা কলিকাতার সিক্কাটাকার রূপার পরখসহী করা যায় পরে তাহা গলাইতে ও পরখসহী করিতে সরকারের যে খরচখরচা হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের প্রকরণসকলের নিরূপিত মাসুলের ও পরখের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত মিনাহীর উপরন্তু পরখসহীকরণের খরচা শতকরা আর ৸০ বারআনা করিয়া ঐ রূপা টাকাইত্যাদির মালিকের দিতে হইবেক ইতি।

রূপাইত্যাদির মালিককে রসীদ ও সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার ও তাহারা টাকা পাইবার মতের কথা।

৬ যষ্ঠ প্রকরণ।—রূপা কিম্বা তাহার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি কলিকাতার টাক্শালে যখন দাখিল হইবেক তখনি তাহার মালিককে টাক্শালের সাহেবের তরফহইতে এক রসীদ দেওয়া যাইবেক যে তাহার দ্বারা পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে ঐ মালিক এই মজমুনে এক সর্টিফিকট্ পায় যে অমুক ব্যক্তি আপন দাখিল করা রূপা ও তাহার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদির বদলে কলিকাতার সিক্কা সমুদয় এত টাকা পাইতে পারে ও এই আইনের ধারাসকলের নীচের লিখিত প্রথম নম্বরের নক্শামতে তাহার পরিমাণের নিরূপণ হইবেক আর ঐ রূপাইত্যাদির বদলে মালিকের যদি টাকা পাওনা হয় তবে সর্টিফিকটের তারিখহইতে ১০ দশ দিনের পরও যদি টাকার রেজকী তাহার পাওনা হয় তবে ঐ তারিখহইতে বিংশতি দিবসের পর

মোকাম

মোকাম কলিকাতার জেনরল ত্রেজরীর ঘরে পাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে টাকার রেজকীপাওনা হওনমতে এই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত মাসুল মালিকের পাওনার সংখ্যাহইতে কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

নিশানকরা টাকা না চলিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৩ ধারার লিখিত হুকুম রদ হইবার ও ঐ টাকা যে মতেতে চলিবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে টাকা কিম্বা আধুলী অথবা সুকার উপরে কেহ আপন কোন নিশান করিয়া থাকে সে টাকাইত্যাদি সরকারের কি লোকসকলের কোন কর্ম্মে চলিবার যোগ্য বোধ হইবেক না কিন্তু সে হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইয়া পুনরায় নূতন হুকুম হইয়াছে যে ঐ নিশানকরা টাকাইত্যাদি যদি কলিকাতার সিক্কা টাকার মত হয় তবে তাহার মধ্যে যত টাকা ও রেজকী স্বতন্ত্রং করিয়া কলিকাতার নির্দ্ধারিত ওজন পূরা সিক্কা টাকা ও রেজকীর সহিত ওজন করাতে এবং টাকাইত্যাদির ওজন যত কমী হয় তাহা ঐ টাকার শতকরা হিসাবে যদি ।৵০ ছয় আনা হইতে অধিক না হয় তবে তাহা সরকারের ও সমস্ত লোকের সমস্ত কর্ম্মকার্য্যে চলিবার যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৬ ধারা রদ হইবার কথা।

কলিকাতার টাকশালেতে যে সোণা ও রূপা ও পূর্ব্বের জরবহওয়া সোণা ও রূপার সিক্কা অর্থাৎ মোহর ও টাকাইত্যাদি জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার নজর পরখাই ও খাটী পরখ ও জরব যেমত ক্রমানুসারে হওনের হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৬ ধারাতে লেখা যায় তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ ধারা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৪ ধারা এই প্রকরণানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

যে সোণার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৫ ধারার লিখিত মোহরইত্যাদি ভিন্ন সোণার সিক্কা পুনরায় জরবের উপর যে মাসুল লাগিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি সোণা কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৫ ধারার বেওরা করিয়া লেখা মোহর ও রেজকীভিন্ন সোণার সিক্কা অর্থাৎ মোহরইত্যাদি কলিকাতার টাকশালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তবে তাহার বদলে কলিকাতার সিক্কা যত মোহর মালিকের পাওনা হয় তাহার উপর টাকার শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু ঐ আইনের ২৫ ধারার উক্ত মোহরইত্যাদি পুনর্ব্বার জরব হইতে হইলে কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

পরখসহী কি তাহা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সোণা কিম্বা সোণার সিক্কা অর্থাৎ মোহরইত্যাদি সোণার

 পরখ

হইতে উৎকৃষ্ট সোণাইত্যাদির বদলে মালিকের যাহা পাওনা হইবেক তাহার কথা।

পরখ কলিকাতার সিক্কা মোহরের সোণার পরখের সমান কিম্বা তাহাহইতে উৎকৃষ্ট হয় তাহা কেহ কলিকাতার টাক্‌শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল করিলে সে ব্যক্তি তাহার বদলে ঐ পরখের মূল্য পরিমাণে কলিকাতার নির্দ্ধারিত সিক্কা যত মোহর কিম্বা তাহার রেজকী হয় তাহা এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত মাসুল বাদে পাইবেক ইতি।

যে সোণা কি তাহার সিক্কার সোণার পরখ মন্দ হয় তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সোণা কিম্বা সোণার সিক্কা অর্থাৎ মোহরইত্যাদির সোণার পরখ কলিকাতার সিক্কা মোহরের সোণার পরখহইতে কম এতাবতা মন্দ হয় তাহা কলিকাতার টাক্‌শালে জরবের কারণ দাখিল হইলে কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া কলিকাতার সিক্কা মোহরের সোণা পরখসহী করা যায় পরে তাহা গলাইতে ও কলিকাতার সিক্কা মোহরের পরখসহী করিতে সরকারের যে খরচখরচা হয় তাহা পোষাইবার কারণ এই প্রকরণানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত টাকার শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা মাসুলের ও মন্দ পরখের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত মিনাহার উপরন্ত পরখসহী করিবার আর খরচা ২ নম্বরের নক্‌শামতে মালিকের দিতে হইবেক ইতি।

সোণাইত্যাদির মালিককে রসীদ ও সর্টিফিকট দেওনের দাঁড়ার ও তাহার যাহা পাওনা হয় তাহা পাওনের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সময়ে কেহ সোণা কিম্বা সোণার সিক্কা অর্থাৎ মোহরইত্যাদি কলিকাতার টাক্‌শালে জরবের কারণ দাখিল করে তখনি টাক্‌শালের সাহেবের তরফহইতে তাহাকে তাহার এক রসীদ দেওয়া যাইবেক যে তাহার দ্বারা পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে সে ব্যক্তি এক সর্টিফিকট এই মজমুনে পায় যে অমুক ব্যক্তি আপনার দাখিলকরা সোণা কি মোহরইত্যাদির বদলে ২ নম্বরের নক্‌শামতে কলিকাতার সিক্কা সমুদয়ে এত মোহর পাইতে পারে পরে সে ব্যক্তির যদি মোহর পাওনা হয় তবে তাহা সর্টিফিকটের তারিখহইতে ১০ দশ দিনের পর মোকাম কলিকাতার জেনরল ত্রেজরীর ঘরহইতে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

পরখাইয়ের সাহেবের লেখা কৈফিয়তে মালিক অসম্মত হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

যে সোণা কিম্বা সোণার সিক্কা অর্থাৎ মোহরইত্যাদি অথবা রূপা কি রূপার সিক্কা এতাবতা টাকাইত্যাদি কলিকাতার টাক্‌শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হইয়া পরখাই হইলে পর পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে তাহার প্রকৃত মূল্য এত এবিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত লেখা গেলে যদি ঐ লিখিত কৈফিয়ৎহইতে তাহার মালিক অসম্মত হয় তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনার দাখিলকরা সোণা ও রূপাইত্যাদি এই আইনের নিরূপিত জরবের খরচাদেওনবিনা ফিরিয়া লইয়া যায় ইতি।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সা

ফররোখাবাদের টাক্‌শালেতে যে রূপা কিম্বা রূপার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি

দাখিল

দাখিল হয় তাহার নজর পরখাই ও খাটী পরখ ও জরব যেমত ক্রমানুসারে হওনের হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ৩৮ ধারাতে লেখা যায় সে হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

লের ৪৫ আইনের ৩৮ ধারা রদ হইবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের মাই মাসের ১ তারিখহইতে যত রুপা কিম্বা ফরুরোখাবাদের টাক্‌শালে জরবহওয়া টাকাভিন্ন রুপার যত সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি ঐ ফরুরোখাবাদ মোকামের টাক্‌শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার বদলে লক্ষ্মণৌর সিক্কা টাকার ওজন ও পরখে যত টাকা তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামির পাওনা হয় তাহাহইতে শতকরা ২ দুই টাকা করিয়া মাসুল কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

ফরুরোখাবাদী টাকা ভিন্ন রুপাইত্যাদির জরবের উপর শতকরা ২ টাকা করিয়া মাসুল লাগিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি ফরুরোখাবাদের টাক্‌শালে রুপাইত্যাদি দিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী এতাবতা আধুলী কি সিকী জরব করাইয়া লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি উপরের নির্দ্ধারিত মাসুল শতকরা ১ এক টাকা বেশী করিয়া দিয়া ঐ রেজকী পাইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন ব্যক্তি ফরুরোখাবাদী সিক্কা টাকা তথাকার টাক্‌শালে দিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী জরব করাইয়া লইতে চাহে তবে তাহার স্থানে এই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের লিখনমতে শতকরা কেবল ১ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই ধারার ২ প্রকরণের লিখনানুসারে অন্য২ প্রকার টাকাইত্যাদি পুনর্ব্বার জরব করিতে এবং রুপার জরবেতে যে মাসুল লাগে তাহা লওয়া যাইবেক না ইতি।

রেজকী জরব করাইতে শতকরা ১ টাকা বেশী মাসুল লওয়া যাইবার কিন্তু ফরুরোখাবাদী টাকা পুনরায় জরব হইতে কেবল এক টাকা মাসুল লাগিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে রুপা কিম্বা রুপার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদির রুপা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ আইনের ২ ধারার নিরুপিত লক্ষ্মণৌর সিক্কা টাকার রুপার পরখহইতে মন্দ হয় তাহা জরবের কারণ দাখিল হইলে কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া ঐ লক্ষ্মণৌর সিক্কা টাকার রুপার পরখহইতে মন্দ হয় তাহা জরবের কারণ দাখিল হইলে কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া ঐ লক্ষ্মণৌর সিক্কা টাকার রুপার পরখসহী করা যায় পরে তাহা গলাইতে ও ঐ সিক্কার পরখসহী করিতে সরকারের যে খরচখরচা হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে এই প্রকরণানুসারে হুকুম হইল যে উপরের প্রকরণসকলের নির্দ্ধারিত মাসুল ও মন্দ পরখের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত মিনাহীর উপরান্ত পরখসহী করিবার খরচা শতকরা আর ৷৷০ বার আনা তাহার মালিকের দিতে হইবেক ইতি।

মন্দ পরখের রুপাইত্যাদির বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ফরুরোখাবাদের টাক্‌শালেতে যে সময়ে রুপা কিম্বা রুপার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি দাখিল হয় তখনি তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামিকে টাক্‌শালের সাহেবের তরফহইতে এক রসীদ দেওয়া যাইবেক যে তাহার দ্বারা সে ব্যক্তি

মালিককে রসীদ ও সর্টিফিকট দিবার ও তাহার টাকা পাওনের দাঁড়ার কথা।

ব্যক্তি পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে এক সর্টিফিকট এই মজমুনে পায় যে অমুক আপনার দাখিলকরা রুপা কিম্বা টাকাইত্যাদির বদলে ফরুরোখাবাদের সিক্কা সমুদয় এত টাকা পাইতে পারে ও তাহার সংখ্যানিরূপণ এই আইনের ধারা সকলের নীচের লিখিত ৩ নম্বরের নকশামতে হইবেক ও রুপাইত্যাদির বদলে যদি মালিকের টাকা পাওনা হয় তবে সর্টিফিকটের তারিখহইতে দশ দিনের পর আর যদি টাকার রেজকী পাওনা হয় তবে ঐ তারিখহইতে ২০ বিংশতি দিবসের পর ফরুরোখাবাদ মোকামের কালেক্টরীর খাজানাঘরেতে পাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে টাকার রেজকী পাইতে হইলে মালিকের যাহা পাওনা হইবেক তাহাহইতে এই আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের উক্ত মাসুল কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

কেহ পরখাইয়ের সাহেবের লেখা কৈফীয়তেতে অসম্মত হইলে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে রুপা অথবা রুপার সিক্কা এতাবতা টাকাইত্যাদি ফরুরোখাবাদের টাক্‌শালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হইয়া পরখাই হইয়া পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে তাহার প্রকৃত মূল্যের কৈফীয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত লেখা গেলে পর যদি তাহার মালিক ঐ কৈফীয়তে অসম্মত হয় তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনার দাখিলকরা রুপাইত্যাদি এই আইনের নিরূপিত জরবের খরচাদেওন বিনা ফিরিয়া লইয়া যায় ইতি।

৯ ধারা।

ফরুরোখাবাদের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব প্রতি মাসে টাকশালে যাইবার ও কএক টাকাইত্যাদি যেখানে২ পাঠাইবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জিলা ফরুরোখাবাদের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে প্রতিমাসে আপনি টাক্‌শালে গিয়া সেখানকার কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের সমস্ত বৃত্তান্তের তদন্ত করেন্ ও যখন বিহিত বুঝেন্ সে সিরিস্তার বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ সাহেবের ইহাও আবশ্যক যে প্রতিমাসে যখন টাক্‌শালে যান জরবের সময়ে জরবের যন্ত্রের গোড়ায় জরবহওয়া টাকা ও রেজকীসকলের যে২ রাশি হয় সেই২ রাশিহইতে বিংশতি২ টাকা ও রেজকী উঠাইয়া লইয়া তাহার ১০ দশ২ টাকা ও রেজকী কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ যে কোর্ট ডাইরেক্টর সাহেবলোকের হুজুরে পঁহুছে আর বাকী দশ২ টাকা ও রেজকী কলিকাতার টাক্‌শালের পরখাইয়ের সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল টাকাইত্যাদি পরখ করিয়া যদি তাহার পরখ কিম্বা গঠনে কি তদ্ভিন্ন আর কিছু হানি নিশ্চয় বুঝেন্ তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে সমাচার দেন্ যে সে বিষয়ে যাহা উচিত তাহার হুকুম হয় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারার বদলে যে হুকুম জারী হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারাতে যে কিছু হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার বদলে এই ধারার ১ প্রকরণের হুকুম জারী ও চলন হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

বারাণসী যে মসলীদার টাকা এক্ষণে বারাণসদেশে চলন আছে ইহার পরেও তাহা ঐ দেশেতে সরকারের ও সমস্ত লোকের সমস্ত বিষয়েতে চলন থাকিবেক ইতি। বারাণসদেশে তথাকার টাকা চলন থাকিবার কথা।

১১ ধারা।

বারাণসের টাকার ওজন ও পরখ পূর্ব্বে যেমন ছিল সেই মত নীচের উক্ত পরিমাণে থাকিবেক ও তাহার রেজকী সেই ওজন ও পরখের অংশক্রমে জরব হইবেক ইতি। বারাণসের টাকার ওজন ও পরখের কথা।

বারাণসী টাকার ওজন ও পরখের বিবরণ এই যে।

ট্রাইবেট্ এতাবতা ইঙ্গরেজী ওজন বারাণসী তঙ্কাপ্রতি একশত পঁচাত্তর গ্রেন ও তাহার মধ্যহইতে একশত আট সত্তি গ্রেন ও আটশত পঁচাত্তর ডেসীমল খাটী ও বাকী ছয় গ্রেন ও একশত পঁচিশ ডেসীমল খাদি ও তাহার পরখ একশত অংশের মধ্যে ৯৬।৫ ছেয়ানব্বই অংশ ও পাঁচ ডেসীমল খাটি ও বাকী ৩।৫ তিন অংশ ও পাঁচ ডেসীমল চাশ্নী এতাবতা খাদি।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইহার পর বারাণসী যে টাকা জরব হইবেক তাহার ঘের ও নক্শা কলিকাতার সিক্কা ১৯ সন টাকার ঘের ও নক্শার সমান হইবেক কিন্তু বারাণসের টাকাতে এক্ষণে যে এবারত অর্থাৎ কথা নক্শ হইতেছে ইহার পরেও সেই কথা ঐ টাকাতে নক্শ হইবেক ইতি। বারাণসের টাকার ঘের ও নক্শার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ বারাণসী টাকার রেজকী এতাবতা আধুলী ও সিকীর ঘের ও নক্শা তাহার ওজনমতে ঐ বারাণসী টাকার ঘের ও নক্শাহইতে ছোট হইবেক ও ঐ টাকাতে যে কথা নক্শ হয় তাহার রেজকীতেও সেই কথা নক্শ হইবেক ইতি। বারাণসের টাকার রেজকীর বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

১৩ ধারা।

টাকাইত্যাদি তামা করিতে ও ছাঁটিতে ও চাঁচিতে ও মেকী করিতে ও অন্য কোন প্রকারে মন্দ করিতে না পরিবার নিমিত্তে সকল টাকাইত্যাদির কিনারেতে জরবের মুখে নক্শ হইবেক ও জরবের সাঁচ টাকাইত্যাদির সর্ব্বাঙ্গ যোড়া সমান হইবেক যে ঐ সকল টাকাইত্যাদির সমুদয় অক্ষর জরবের মুখে পূরা নক্শ হয় ইতি। টাকার কিনারায় নক্শ হইবার কথা।

১৪ ধারা।

বারাণসের টাক্শালের নিমিত্তে টাকা ও তাহার রেজকী জরবের সাঁচ সকল কলিকাতায় জরবের সাঁচ কলিকা

তার টাক্‌শালে নির্ম্মাণ হইয়া যাইবার ও ভাঙ্গিলে কিম্বা কার্য্যের উপযুক্ত না থাকিলে ফিরিয়া আসিবার কথা।

কাতায় নির্ম্মাণ হইয়া কলিকাতার টাক্‌শালের সাহেবের নিকটহইতে বারাণসের টাক্‌শালের সাহেবের নিকটে যাইবেক ও যখন ঐ সকল সাঁচ ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা কার্য্যের উপযুক্ত না থাকে তখন কর্ত্তব্য যে বারাণসের টাক্‌শালহইতে কলিকাতার টাক্‌শালে ফিরিয়া আইসে ইতি।

১৫ ধারা।

বারাণসের টাক্‌শালের কর্ম্ম বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের তাবের এক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার ও তথাকার আমলার প্রতি যে আইনের হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

বারাণসের টাক্‌শালের কর্ম্ম টাক্‌শালের ও পরখাইয়ের সাহেবনামে খ্যাত এক সাহেবকে এদেশীয় আবশ্যকী আমলা লোকদিগের সহিত অর্পণ হইবেক ও ঐ সাহেব দত্ত ও জয়করা দেশসম্পর্কীয় বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য থাকিবেন ও সরকারের কর্ম্মে এদেশীয় অন্য যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সহিত চলিত আইনের যে সকল কথা ও হুকুম সম্পর্ক রাখে সে সকল কথা ও হুকুম উপরের উক্ত ঐ সকল আমলারদিগের প্রতিও খাটিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

ঐ সাহেবের ও তাঁহার আমলালোকের নামে বারাণস শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

টাক্‌শালের ও পরখাইয়ের সাহেব কিম্বা তাঁহার আমলাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই আইনের লিখিত হুকুমসকলের কিম্বা টাকাইত্যাদি জরবের বিষয়ে ইহার পর যে হুকুম হয় তাহার অন্যথা করিলে তাহার নালিশ খেসারত অর্থাৎ ক্ষতির দাওয়াতে তাহার নামে বারাণসের দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

তথাকার মাজিস্ট্রেট্ সাহেব প্রতিমাসে টাক্‌শালে যাইবার ও কএক টাকাইত্যাদি যাহার২ নিকটে পাঠাইবেন তাহার কথা।

এই ধারানুসারে শহর বারাণসের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের আবশ্যক যে প্রতিমাসে আপনি টাক্‌শালে গিয়া সেখানকার কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের সমস্ত বৃত্তান্তের তদন্ত করেন ও যখন বিহিত বুঝেন্ আপন তহকীকের কৈফীয়ৎ অর্থাৎ বেওরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ সাহেবের ইহাও আবশ্যক যে প্রতিমাসে যখন টাক্‌শালে যান জরবের সময়ে তাহার যন্ত্রের গোড়ায় জরবহওয়া টাকা ও রেজকীসকলের যে২ রাশি হয় তাহাহইতে ২০ বিংশতি২ টাকা ও রেজকী উঠাইয়া লইয়া তাহাহইতে ১০ দশ২ টাকা ও রেজকী কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটেতে পাঠাইয়া দেন্ যে কোর্ট ডাইরেক্টর সাহেবলোকের হুজুরে পঁহুছে ও বাকী দশ২ টাকা ও রেজকী কলিকাতার টাক্‌শালের পরখাইয়ের সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ পরে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল টাকা ও রেজকীর পরখ করিয়া যদি তাহার পরখ কিম্বা গঠনে অথবা তদ্ভিন্ন কিছু হানি নিশ্চয় বুঝেন্ তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার সমাচার দেন্ যে সে বিষয়ে যাহা উচিত তাহার হুকুম হয় ইতি।

১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

কলিকাতার টাক্‌শালের সাহেবের কর্ত্তব্য যে বারাণসের টাক্‌শালের নিমিত্তে টাকাইত্যাদি জরবের কারণ যে সকল সাঁচ নির্ম্মাণ হয় তাহাতে অপ্রকাশে এমত এক চিহ্ন করেন্ যে দৃষ্টিপাতমাত্রেতেই দেখা না যায় কিম্বা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ইহা শুনে নাহি তাহার দৃষ্টিগোচর না হয় ও যখন আর২ নূতন সাঁচ নির্ম্মাণ হয় তাহাতেও যদি ঐ সাহেব বিহিত বুঝেন্ তবে পূর্ব্বের চিহ্ন না করিয়া অন্য চিহ্ন করেন্ ও যে২ চিহ্ন করেন্ তাহার ফিরিস্তি আপন নিকটে রাখেন যে যদি কখন কিছু টাকা ইত্যাদি গরটাক্‌শালী হয় তবে ঐ সাহেব তাহা দেখিয়া শীঘ্র বুঝিতে পারেন্ ইতি।

কলিকাতার টাক্‌শালের সাহেব সাঁচসকলেতে অস্পষ্ট চিহ্ন করিবার কথা।

১৯ ধারা।

বারাণসের সিক্কা টাকাইত্যাদি যে ব্যক্তি আপন তরফহইতে তামা করে কিম্বা তাহাহইতে কিছু ছাটে অথবা চাঁচে কিম্বা মেকী করে অথবা অন্য কোন প্রকারে মন্দ করে সে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে ধরা গিয়া শরা ও সরকারের আইনসকলের অনুসারে শাস্তি পাইবেক ইতি।

কোন ব্যক্তি টাকা তামা কিম্বা কোন প্রকারে মন্দ করিলে তাহাকে ফৌজদারীতে পাঠান যাইবার কথা।

২০ ধারা।

বারাণসের যে সকল টাকা ও রেজকী নির্দ্ধারিত ওজন ও পরখে পূরা থাকে তাহা বারাণসদেশেতে সরকারের সমস্ত লোকদিগের সমস্ত কারবার ও দেনাপাওনাতে চলন থাকিবেক অতএব যদি সরকারের খাজানাসম্পর্কীয় আমলালোকের মধ্যে কেহ ঐ টাকা ও রেজকী নির্দ্ধারিত নিরিখমতে না লয় ইহা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরহওনের যোগ্য হইবেক ও তাহার মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া এ বিষয়েরো হুকুম হইতে পারিবেক যে উত্তরকালে সে সরকারের কোন কর্ম্ম পাইবেক না ইতি।

বারাণসদেশে তথাকার টাকা ও রেজকী চলন থাকিবার কথা।

২১ ধারা।

বারাণসী যে সকল টাকা মলতহওনপ্রযুক্ত কম ওজন হইয়াছে যদি সিক্কা টাকার নির্দ্ধারিত ওজনহইতে তাহার এক২ টাকার ওজন কমী শতকরা হিসাবে।৵ ছয় আনাহইতে অধিক না হইয়া থাকে তবে সে সকল টাকা ওজন পূরা টাকার মত জ্ঞান করা গিয়া সরকারের ও সমস্ত লোকের সমস্ত কারবার ও দেনাপাওনায় পূরা ওজন টাকার মত চলনের যোগ্য হইবেক ইতি।

যত টাকার ওজন কমী শতকরা ছয় আনাহইতে অধিক না হয় তাহা পূরা ওজন জ্ঞান করা যাইবার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে বারাণসী যে সকল টাকার ওজন কমী

আর২ কমওজন টাকা

শতকরা

যে প্রকারেতে চলিবেক তাহার কথা।

শতকরা ।৶ ছয় আনাহইতে অধিক হয় তাহা নীচের লিখিত প্রকারেতে চলিবেক ইতি।

ঐ টাকা পুনর্ব্বার জর বহওনের নিমিত্তে পা ঠান যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ প্রকার কমওজন যত টাকাতে ওজন পূরা একশত টাকার সমান ওজন হয় তত টাকার বদলে ওজন পূরা সিক্কা একশত টাকা হিসাবে মজুরা দেওয়া যাইবেক ও ঐ সকল কমওজন টাকা সরকারের খাজানাতে যত দাখিল হয় কর্ত্তব্য যে সে সকল টাকা আর কোন খরচ না হইয়া পুনরায় জরবহওনের কারণ বারাণসের টাকশালে পাঠান যায় ইতি।

২৩ ধারা।

উপরের ধারার হুকুম টাকার রেজকীর প্রতিও খাটিবার কথা।

বারাণসী টাকার বিষয়ে উপরের ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম তাহার রেজকী অর্থাৎ আধুলী ও সিকীর প্রতিও খাটিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

তৌলের নিমিত্তে যে প্রকার ঢক বারাণসের কালেকটরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

কলিকাতার টাকশালের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ ভরী কিম্বা যত ভরী করিয়া প্রয়োজন হয় তত ভরী করিয়া কএকটীকতক তৌলের ঢক ধাতুসকলের মধ্যে কোন ধাতুদ্রব্য দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া ও তাহাতে ইষ্টাম্প অর্থাৎ ছাপার মোহর করাইয়া বারাণসের কালেকটরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন যে তাহার ওজনমতে সেখানকার খাজানা দেওয়া লওয়া হয় ইতি।

২৫ ধারা।

বহী প্রস্তুত রাখিবার কথা।

কর্ত্তব্য যে বারাণসের টাকশালেতে নীচের বেওরা করিয়া লেখা বহীসকল ছোট বড় সমস্ত লোকের জ্ঞাতহওনের কারণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ইতি।

বহীর শরওয়া এই।

প্রথম।—যে রূপা টাকশালে দাখিল হইয়া পরখাই না হইয়া থাকে সে রূপার ওজনের সংখ্যা ও দাখিলহওনের তারিখ ও তাহার মালিকের নামসম্বলিত বহী।

দ্বিতীয়।—যে রূপা টাকশালে দাখিল হইয়া নজর পরখাই হইয়া পরখসহী হইয়া তাহার জরব হইয়া থাকে তাহার নজর পরখাই ও পরখসহীর তারিখ ও তাহার মালিকের নাম ও তাহার বদলে মালিক বারাণসী যত টাকা পায় তাহার সংখ্যা ও যে সর্টিফিকট্ এতাবতা দস্তাবেজেতে পাওনা টাকার সংখ্যা লেখা যায় তাহার তারিখসম্বলিত বহী।

২৬ ধারা।

২৬ ধারা।

বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক উপরের লিখিত ঐ২ বহী যখন তলব করেন্ তখন তাহার নকল ইঙ্গরেজী ভাষাতে তৈয়ার করিয়া ঐ সাহেবদিগের হুজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।

বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক বহী তলব করিলে তাহার নকল পাঠাইবার কথা।

২৭ ধারা।

রসুম কিম্বা দস্তুরী অথবা সেলামী কিম্বা নজরানা অথবা অন্য কোনপ্রকারে যে কিছু পূর্ব্বাবধি সরকারেতে দাখিল হইয়া থাকে কিম্বা টাকশালের সম্পর্কীয় লোকেরা পাইয়া থাকে সে সকল রসুমইত্যাদি যে প্রকারের কেন না হয় এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা লইতে নিষেধ হইল অতএব যে আমলা ও কারীগর প্রভৃতিলোকদিগের প্রতি ঐ রসুমইত্যাদি লইতে পূর্ব্বহইতে অনুমতি ছিল উত্তর কালে তাহারা মুশাহেরারূপে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে সরকারহইতে নিরূপণ হয় সেই প্রকারে আপনারদিগের শ্রমের বেতন অর্থাৎ মেহনতানা পাইবেক ইতি।

যে রসুমইত্যাদি পূর্ব্ব হইতে বারাণসের টাকশালেতে লওয়া যাইত তাহা রহিত হইবার কথা।

২৮ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে বারাণসের টাকশালের সম্পর্কীয় আমলা ও কারীগরলোকইত্যাদির মধ্যে যে কোন ব্যক্তির নামে আদালতের কাছারীতে নালিশ উপস্থিত হইয়া ইহা প্রমাণ হয় যে সে আপন ভারানুসারে রসুম কিম্বা দস্তুরী অথবা সেলামী কিম্বা নজরানাইত্যাদি কোন প্রকারের কিছু লইয়াছে তাহার প্রতি আদালতের সাহেবের হুজুরহইতে এ বিষয়ের হুকুম হইবেক যে যাহার স্থানে ঐ রসুমইত্যাদি লইয়া থাকে তাহাকে তাহা ক্ষতির বদলে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণের সহিত ফিরিয়া দেয় ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া আসামীর ছয় মাসের মুশাহেরাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানারো হুকুম তাহার প্রতি হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মতেতে ঐ আসামী আপন কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরহওনেরো যোগ্য হইবেক ও মোকদ্দমার গতিক ও প্রকারের দৃষ্টে যদি উচিত বোধ হয় তবে ঐ আসামী উত্তর কালে সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার অন্য হুকুমো হইতে পারিবেক ইতি।

আমলাপ্রভৃতির রসুমইত্যাদি লওয়া প্রমাণ হইলে যে শাস্তি হইবে তাহার কথা।

২৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের মাই মাসের ১ প্রথম তারিখহইতে যত রূপা কিম্বা বারাণসের টাকশালে জরবহওয়া টাকাভিন্ন অন্য টাকাইত্যাদি ঐ বারাণসের টাকশালে জরবহওনের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার বদলে বারাণসী সিক্কার পরখ ও ওজনে যত টাকা তাহার মালিকের পাওনা হয় তাহার উপর শতকরা ২৲ দুই টাকা করিয়া মাসুল কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

যে রূপা ও বারাণসের টাকাশালে জরব হওয়া টাকাভিন্ন রূপার সিক্কা ঐ টাকশালে জরবের নিমিত্তে দাখিল হয় তাহার উপর শত করা ২৲ টাকা করিয়া মাসুল লওনের কথা।

 ২ দ্বিতীয়

টাকার রেজকী জরব করাইতে হইলে শতকরা এক টাকা বেশী মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি রুপাইত্যাদি ঐ টাক্‌শালে দাখিল করিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী এতাবতা আধুলী কি সিকী জরব করাইয়া লইতে চাহে সে ব্যক্তি উপরের নির্দ্ধারিত মাসুলের উপর শতকরা ১৲ এক টাকা করিয়া বেশী দিয়া ঐ রেজকী পাইবেক ইতি।

বারাণসের সিক্কা টাকা জরবের নিমিত্তে দাখিল হইলে শতকরা কেবল ১৲ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি বারাণসের সিক্কা টাকা তথাকার টাক্‌শালে দিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী জরব করাইয়া লইতে চাহিলে তাহার স্থানে উপরের উক্তমতে শতকরা কেবল ১৲ এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে অন্যং প্রকার টাকার পুনর্ব্বার জরবহওনেতে এবং রুপার জরবেতে যে মাসুল লাগে তাহা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

যে রুপার কি তাহার সিক্কার রুপার পরখ মন্দ হয় তাহার উপর শতকরা ৸০ বার আনা করিয়া পরখসহী করিবার খরচা লওয়া যাইবার কথা।

যে রুপা কিম্বা তাহার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদির রুপার পরখ বারাণসের সিক্কা টাকার রুপার পরখহইতে মন্দ হয় কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া ঐ বারাণসের সিক্কা টাকার পরখসহী করা যায় অতএব তাহা গলানইত্যাদিতে সরকারের যে খরচখরচা হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত ধারার প্রকরণসকলের নির্দ্ধারিত মাসুলের ও মন্দ পরখের বিষয়ে পূর্ব্বের নিরুপিত মিনাহার উপরান্ত পরখসহী করিবার খরচা শতকরা আর ৸০ বার আনা করিয়া মালিকের দিতে হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

রুপাইত্যাদির মালিকদিগকে রসীদ ও সর্টিফিকট দিবার ও তাহার টাকা পাইবার মতের কথা।

যে সময়ে রুপা কিম্বা রুপার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি বারাণসের টাক্‌শালে দাখিল হয় তখনি তাহার মালিককে ঐ মোকামের টাকশালের সাহেবের তরফহইতে এক রসীদ দেওয়া যাইবেক যে সে ব্যক্তি তাহার দ্বারা পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে এক সর্টিফিকট এতাবতা দস্তাবেজ এই মজমুনে পায় যে অমুক আপন দাখিলকরা রুপা কিম্বা টাকাইত্যাদির বদলে বারাণসের সিক্কা সমুদয় এত টাকা পাইতে পারে ও তাহার সংখ্যা এই আইনের ধারাসকলের নীচের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নক্‌শামতে নিরুপণ হইবেক ও যদি ঐ রুপাইত্যাদির বদলে মালিকের টাকা পাওনা হয় তবে সর্টিফিকটের তারিখহইতে ১০ দশ দিবস পরেও যদি টাকার রেজকী পাওনা হয় তবে বিংশতি দিবস পরে বারাণসের কালেক্‌টরীর খাজানাখরেতে পাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে টাকার রেজকী পাওনা হইলে এই আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত মাসুল মালিকের পাওনার সংখ্যাহইতে কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

৩২ ধারা।

যত রূপা ও তাহার সিক্কা অর্থাৎ টাকাইত্যাদি বারাণসের টাক্‌শালে দাখিল হইয়া পরখ হইয়া পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে তাহার প্রকৃত মূল্যের কৈফীয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত লেখা গেলে পরে যদি তাহার মালিক সেই কৈফীয়তে অসম্মত হয় তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে আপন দাখিলকরা রূপাইত্যাদি এই আইনের নিরূপিত জরবের খরচাদেওন বিনা ফিরিয়া লয় ইতি।

পরখাইয়ের সাহেবের লেখা কৈফীয়তেতে মালিক অসম্মত হইলে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৩ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে সোণা ও রূপার তার এবং তাহার ওরক ও সফা এতাবতা পাত বানাইবার কারীগরলোক পূর্ব্বহইতে যদ্যপি বারাণসের টাক্‌শালের হুকুমের তাবে রহিয়া থাকে কিন্তু উত্তর কালে ঐ সকল কারীগরলোক তথাকার টাক্‌শালের সাহেবের কোন হুকুমের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য বোধ হইবেক না ইতি।

যে কারীগরদিগের প্রতি টাক্‌শালের সাহেবের হুকুম চলিবেক না তাহার কথা।

VOL. V. 241.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ফৌজদারী সাহেবলোকের হজুরে নালিশের যে সকল আরজী দাখিল হয় তাহার সত্যতার সন্ধানানুসন্ধানকরণের বিষয়ে এক্ষণে যেং দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও অপরাধিরা পূর্ব্বাপেক্ষা অতিসুগতিকেতে ধরা যাইবার মনস্থে এক্ষণকার চলিত দাঁড়াসকলব্যতিরিক্ত নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গালা ১২১৯ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২২ বৈশাখ মোতাবেক বিলায়তী ১২১৯ সালের ৮ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৭ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ৫ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

সম্প্রতি এই হেতুবাদ বেওরা করিয়া লেখা কএক উদ্যোগ ও উপায়করণের আ হেতুবাদ।
বশ্যক হইল তাহার প্রথম এই যে পরদারী কিম্বা গালিগালাজের অথবা অল্পং মারিপীট ও দৌরাত্মের মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে যে সকল লোকের তলব হয় তাহারদিগের খোরাকী পাইবার উপায় হয়। দ্বিতীয় এই যে পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলেতে সামান্যতঃ ফরিয়াদীদিগকে অনুমতি হইয়াছে যে তাহারা স্বয়ং হাজিরহওনের স্থলে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবকরণের ভার কোন উকীল কি মোখ্তারকারকে দেয় এক্ষণে ঐ অনুমতি কএক প্রকরণব্যতিরিক্ত মৌকুফ হয়। তৃতীয় এই যে জমীদার ও ইজারদারইত্যাদিদিগের সীমাসরহদ্দে যত ডাকাইতী হয় তাহারা তাহার সমাচার সময়শিরে অবিলম্বে ফৌজদারী সাহেবদিগের হজুরে দেয় যে পোলীসের সিরিস্তার বন্দোবস্তের দৃঢ়তা হয়। চতুর্থ এই যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হজুরহইতে ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলেতে কয়েদইত্যাদি শাস্তির যে কিছু হুকুম হয় সেই হুকুম জারীহওনের মতের নিরূপণ করা যায়। পঞ্চম এই যে পাইকইত্যাদি গ্রামের রক্ষকেরদিগের মন্দাচরণ ও স্পষ্ট আলগী ও তাচ্ছল্য করা প্রমাণ হইলে তাহারা শীঘ্র যথোপযুক্ত শাস্তি পায়। ষষ্ঠ এই যে বাকীদার লোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্ করিবার বিষয়ে পোলীসের লোকদিগের দ্বারা জমীদার ও ইজারদারদিগের সহায়তাকরণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা যায়। সপ্তম এই যে যে সকল অপরাধিরা জেহলখানা ভাঙ্গিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে পলায় কিম্বা যাহারদিগকে ধরি

বার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে কিম্বা যাহারা পোলীসের সিরিস্তার চাকরলোকদিগের স্থানহইতে লুকাইয়া থাকে তাহারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে সর কারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকেরা জমীদার ও ইজারদারইত্যাদির দ্বারা যথা বিহিত উপায়ক্রমে যথোচিত চেষ্টা ও উদ্যোগ করান এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্ নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কএক মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যাবৎ এক মা সের খোরাকী দাখিল না করে তাবৎ সাক্ষির নামে তলবচিঠী না হই বার কথা।

১ *প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৪ ধারাতে লে* খা গিয়াছে যে অঙ্গক্ষত কি খানাজঙ্গীকরণ কিম্বা হঙ্গামা করিবার নিমিত্তে লোক জমাহওনের নালিশভিন্ন পরদারী কিম্বা স্ত্রীলোকের অসম্মতিতে বলক্রমে সংসর্গক রণের কিম্বা অপবাদের অথবা গালিগালাজের কিম্বা অল্পং মারিপীট ও দৌরা ত্ম্যের নালিশেতে ফৌজদারী সাহেবের তরফহইতে হুকুমনামা হইলে তাহা পে য়াদা কিম্বা ঐ মত অন্য লোকদিগের দ্বারা জারী হইবেক এমতে মাজিস্ট্রেটসাহে বের তরফহইতে পেয়াদাদিগের বিষয়ে অনুমতি থাকিবেক যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ ক্রমে তলবানা লয় ও তলবানা প্রথমতঃ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক কিন্তু এক্ষণে ঐ দাঁড়াব্যতিরিক্ত ইহাও আবশ্যক হইল যে এমতং মোকদ্দমাতে সাক্ষিদিগের খো রাকীর উপায় হয় এ কারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পরদারী কিম্বা অপ বাদ অথবা গালিগালাজ কি অল্পং মারিপীট ও দৌরাত্ম্যের নালিশের যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর লিখিয়া দেওয়া সাক্ষিদিগের নিবাস মাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছারীহইতে পাঁচ ক্রোশের অধিক দূরে হয় তাহাতে ঐ সাক্ষিদিগের একং মা সের খোরাকীর নিমিত্তে যত টাকা চাহি তাহা ফরিয়াদীর তরফহইতে ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নিকটে দাখিল হইবেক ও তাহা নহিলে ঐ ফরিয়াদীর লিখিয়া দেওয়া সাক্ষিদিগের তলবে কোন হুকুমনামা জারী হইবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ঐ খোরাকীর পরিমাণ মাজিস্ট্রেটসাহেবের তরফহইতে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক কিন্তু একং জন সাক্ষির খোরাকী কড়ি দিনপ্র তি ⁄০ এক আনার কম ও ৶০ তিন আনাহইতে অধিক কোন মোকদ্দমাতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক না ইতি।

খোরাকীর টাকার মধ্যে যাহা বাকী থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সাক্ষিদিগের আপন বাটীহইতে মাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছা রীতে আসিতে ও তথায় হাজির থাকাতে ও ফিরিয়া আপনং বাটী যাইতে যে কাল গত হয় তাহা যদি এক মাসহইতে কম হয় তবে ঐ সাক্ষিরা কেবল ঐ কএক দিনের খোরাকী পাইতে পারিবেক পরে নাজিরের নিকট ফরিয়াদীর দাখিলকরা

 খোরাকী

খোরাকী টাকাহইতে যাহা বাকী থাকে তাহা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া যাই বেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সাক্ষিদিগের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে যদি এক মাস হইতে অধিক কাল হাজির থাকিতে হয় তবে যাবৎ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম না হয় কিম্বা হুজুরহইতে সাক্ষিদিগের বিদায়ের অনুমতি না হয় তাবৎ প্রতিমাসের শেষ দিবসে আইন্দামাসের খোরাকীর টাকা ফরিয়াদীর তরফহইতে নাজিরের নিকটে দাখিল হইবেক নতুবা শীঘ্র তাহার নালিশের নামঞ্জুরীর হুকুম হইবেক ইতি।

সাক্ষিরা এক মাসের অধিক কাল হাজির থাকিলে যে প্রকারে খোরাকীর টাকা দাখিল হইবেক তাহার ও নহিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কথাসকল অঙ্গক্ষত কিম্বা খানাজঙ্গীকরণ অথবা হঙ্গামার মনস্থে লোক জমাহওন যাহাতে ঝকড়া ও দ্বন্দ্ব ও সকলের ক্ষতির নিবারণার্থে পোলীসের লোকদিগের সেইং স্থানে যাওন আব শ্যক তাহার কোন নালিশেতে সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু এমতং মোকদ্দমাতে ও গুরুতর অপরাধের সমস্ত মোকদ্দমাতে মোফলিস অর্থাৎ যোত্রহীন ফরিয়াদীগণ ও তাহারদিগের সাক্ষিদিগের খোরাকী সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদী নালিশের আরজীতে আরোপিত কি অযথার্থ কথা লিখিয়া উপ রের উক্ত অপরাধসকলের কোন অপরাধ কিম্বা কোন গুরুতর অপরাধকরণ হেতু প্রযুক্ত আসামীকে হাজীরকরণের বিষয়ে হুকুমনামা জারী করায় আর মোকদ্দ মার তহকীক ও তদন্তকরণেতে কেবল মারিপীট কি.অন্য ক্ষুদ্র মোকদ্দমার মত জানা যায় তবে উপরের প্রকরণসকলের লিখনানুসারে সাক্ষিদিগের খোরাকীর যত টাকা প্রকৃত দেনা হয় তাহা ঐ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।

উপরের লিখিত কথা যে মোকদ্দমাতে খাটিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ফৌজদারী আদালতের নাজিরের কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমনামানুসারে সাক্ষিদিগের খোরাকীর নিমিত্তে তাহার নিকটে যে টাকা দাখিল হয় ও তাহাহইতে যাহা খরচ হয় তাহার তফসীলওয়ারী হিসাব আপন নিকটে প্রস্তুত রাখিয়া মাসং মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের হুজুরে বুঝাইয়া দাখিল করে ইতি।

সাক্ষিদিগের খোরাকী টাকার হিসাবের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইহাও অনেক হইতেছে যে লোকেরা পরদারী ও অপবাদ গালিগালাজ ও নিষ্পীড়ন ও অল্পং মারিপীটের নালিশের আরজীতে মিথ্যা ও অ যথার্থ কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন আরোপিত কথা লিখিয়া দাখিল করে অতএব এমতং মো কদ্দমা তাদৃক উপস্থিত না হওনের নিমিত্তে জিলাসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি তাকীদ হুকুম আছে যে ঐ সকল মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী দাখিল হইবার সময়ে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের বিষয়ে ফরিয়াদীর জোবান বন্দীলওনবিনা ও নালিশের কথা সত্যই হইবে এমত দৃঢ় বোধ হওনবিনা আদালত হইতে আসামীর নামে কোন হুকুমনামা জারী না করেন এবং গুরুতর অপরাধের

তদন্তক্রমে অপরাধ করণের বিষয়ে যাবৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দৃঢ় সন্দেহ না হয় তাবৎ আসামীর নামে কোন হুকুমনামা না হইবার কথা।

নালিশের

নালিশের আরজী দাখিল হইবার সময়েতেও এই দাঁড়ামতে আচরণ করেন্ পরে যখন মাজিষ্ট্রেটসাহেব নালিশের কোন আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত কথা সত্য কি না ইহা স্থির বুঝিতে না পারেন তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে আসামীর নামে আদালতের হুকুমনামা জারীকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর লিখিয়া দেওয়া সমস্ত সাক্ষী কিম্বা তাহার মধ্যহইতে যে কএক জন বিহিত হুজুরে তলব করিয়া তাহাদিগের স্থানে নালিশের আরজীর লেখা অপরাধের বৃত্তান্ত কথার জোবানবন্দী করিয়া লন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৭ সপ্তম আইনের লিখনমতে এপ্রকার তহকীককরণের ভার পোলীসের দারোগারদিগের প্রতি কোন প্রকারে হইবেক না ও এই ধারানুসারেও হুকুম হইল যে উপরের উক্ত মতানুসারে নালিশের কোন আরজীর লেখা বৃত্তান্তের সত্যতার তথ্য তদন্ত করা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যদি উচিত বোধ হয় তবে সাক্ষিদিগের খোরাকীর সরবরাহের বিষয়ে এই ধারার প্রকরণে যে২ দাঁড়া লেখা যায় তাহা তাহাতে খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন২ প্রকারভিন্ন স্বয়ং ফরিয়াদীরা হাজীর হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ৪ চতুর্থ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে কএক প্রকারেতে কোন ওয়ারিফহাল ব্যক্তির হলফ অর্থাৎ দিব্যের দ্বারা নালিশের আরজীর লিখিত বৃত্তান্তের নৈত্য বোধ হইলে ফরিয়াদীর বিনা হাজিরহওনে তাহার উকীল কি মোখ্তারকারের দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিতহওন মঞ্জুর করেন্ কিন্তু উকীল কি মোখ্তারকারদিগকে এমত২ মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবকরণের অনুমতি সর্ব্বদা দেওয়া যাওনেতে অনেক প্রকার বিশৃঙ্খল ও বিতথা হইয়াছে এ হেতুক এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বিশেষ কোন প্রকারব্যতিরিক্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার সমস্ত ফরিয়াদী স্বয়ং হাজির হইয়া নালিশে আরজী দাখিল করিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে কিম্বা মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইলে সেই আদালতের সাহেবের হজুরে স্বয়ং হাজির থাকিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব করে অতএব স্বয়ং ফরিয়াদী হাজির না হইতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু ও কারণ ও ঐ হেতু ও কারণের কথা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের রুবকারীতে লেখাথাকনবিনা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে কোন উকীল ও মোখ্তারকারকে অনুমতি নাহি ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কোন অবিশিষ্ট হেতুতে স্বয়ং ফরিয়াদীর হাজির না হওনের মঞ্জুরীর হুকুম দেন্ তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে সে হুকুম শুধরিয়া কি পরিবর্ত্ত করিয়া দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

অপরাধিরদিগের যা

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে জমীদার ও ইজারদার ইত্যাদিদিগের সীমাস

রহদ্দেতে

রহদ্দেতে ডাকাইতইত্যাদি অপরাধিদিগের যাতায়াত থাকিলে তাহারদিগের যে মনং কর্ত্তব্য তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে ইতি।

তায়াত জমীদারী কিই জারাইত্যাদির ভূমিতে থাকনের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবলোকের ব্যাপ্য অধিকারের সীমাসরহদ্দেতে যে সকল অপরাধের ক্রিয়া হয় তাহার সমাচার পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ও সময়শিরে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিবার নিমিত্তে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্যং নিষ্কর ও সকর ভূম্যধিকারী ও সমস্ত সদরী ইজারদার ও মফঃসলী নানাপ্রকার ইজারদার ও তালুকদারলোক ও অন্যং সরবরাহকার লোকদিগের ও সরকারের ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোকের তরফহইতে এদেশীয় যে সকল লোকেরা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের অধিকারের সীমাসরহদ্দেতে ডাকাইতীহওনের কিম্বা ঘর কি ডেরা অথবা নৌকা কিম্বা লোকদিগের থাকিবার অন্য কোন স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রবেশ করণ অপরাধের সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ও সময়শিরে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের দারোগার নিকটে দেওনের দায় আপনারদিগের শিরে জানে অতএব উপরের উক্ত যেং জমীদারইত্যাদিরদিগের প্রতি এই ধারানুসারে অপরাধের ক্রিয়ার সমাচারদেওনের ভার হইল তাহারদিগের কেহ যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে উপরের নির্ণীত মতে সমাচার না দেয় ইহা প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার নির্ণীত বিচারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে ঐ ধারার নিরূপিত পরিমাণহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা কিম্বা কয়েদের হুকুম তাহার প্রতি হইবেক ইতি।

জমীদারইত্যাদিরা ডাকাইতীইত্যাদি অপরাধের ক্রিয়ার সমাচার শীঘ্র দিবার ও ইহাতে ত্রুটি হইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার যেমত ক্ষমতা রাখেন্ চলিত আইনানুসারে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগেরো তাঁহারদিগের তাবে প্রত্যেক জিলা ও শহরেতে সেই মত ক্ষমতা আছে কিন্তু ইহা আবশ্যক হইল যে যখন ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরহইতে অপরাধিদিগের প্রতি শাস্তির যে কিছু হুকুম হয় ও তাহা স্বয়ং ঐ সাহেবদিগের দ্বারা জারী হইতে না পারে অতএব এই ধারানুসারে ঐ সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে কোন অপরাধির প্রতি আপনারদিগের দেওয়া হুকুমের কথা লিখিয়া এক সর্টিফিকট্ যে জিলাতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন অতএব সেই মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সর্টিফিকট পাইবামাত্র আপন দেওয়া হুকুম জারী করণের মত ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের দেওয়া হুকুম জারী করেন্ ইতি।

যেং মতেতে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের করা হুকুম মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দ্বারা জারী হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয়

যেং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার কর্ম্মকার্য্য করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কোন সাহেবের নিকটহইতে যদি তাহার মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া আসামী কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখা গিয়া থাকে ও সেই সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব অন্য কর্ম্মেতে নির্দ্দিষ্ট থাকনপ্রযুক্ত সেই উপস্থিত মোকদ্দমাতে যেমতং কর্ত্তব্য হয় তাহা স্বয়ং করিতে না পারেন্ তবে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওনের হুকুমের কথা লিখিয়া যে জিলাতে ঐ অপরাধের ক্রিয়া হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে এক সর্টিফিকট পাঠাইয়া দেন্ অতএব ঐ সর্টিফিকট পাইলে সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতে আপন সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমার মত সে মোকদ্দমাতে যেমতং করিতে হয় তাহা করেন্।

ঐং কার্য্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা নিজে করিতে কিছু বারণ না থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণসকলের লিখন ও মর্ম্মানুসারে ইহা কেহ না বুঝে যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমাতে যে হুকুম দেন্ তাহা তাঁহারা নিজে জারী করিতে কিম্বা যে সকল মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করেন্ তাহাতে যেমতং কর্ত্তব্য তাহা নিজে করিতে বারণ আছে বরং জানা কর্ত্তব্য যে যখন বিহিত বুঝেন্ ঐ সাহেবেরা ঐ দুই কর্ম্মই নিজে করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

রক্ষকইত্যাদিরদিগের আলগ্যাইত্যাদির বিষয়ে শাস্তির কথা।

পোলীসের কোতওয়াল কিম্বা দারোগার তাবে যে কোন পাইক কি চৌকীদার কিম্বা নেগাহবান কিম্বা অন্যং প্রকার রক্ষক হইতে ইহার পর তাহার ভারের কর্ম্মেতে যদি শৈথিল্য কিম্বা মন্দাচরণ হয় ও তাহার মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওনের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে তাহার ত্রুটি প্রমাণ হইলে যদি তাহার অবস্থা ও ত্রুটির দৃষ্টে শারীরিক শাস্তি উপযুক্ত বোধ হয় ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনাতে অন্যং লোকদিগকে চেতাইবার নিমিত্তে কয়েদ ও জরীমানা হইতে শারীরিক শাস্তি দেওয়া বিহিত বোধ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুর হইতে তাহার প্রতি কয়েদ ও জরীমানার বদলে ত্রিশ ঘাবেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

থানার দারোগারা যখন হজুরে হাজির থাকে তখন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তরফহইতে আকটিং দারোগা নিযুক্ত হইবার কথা।

পোলীসের থানার দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হাজিরথাকন কি অন্য হেতুক আপনং থানাতে না থাকনপ্রযুক্ত কোনং বিষয়েতে অনেক বিতণ্ডা ও বিশৃঙ্খল হইয়াছে একারণ হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে কোন দারোগা আপনার কর্ম্মেতে হাজির না থাকনের সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে থানার মুহরির কি জমাদার কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে সেখানকার কার্য্যাদি চালাইবার নিমিত্তে আক্‌টিং এতাবতা

দারোগার

দারোগার স্বরূপ নিযুক্ত করেন্ পরে এমতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারানুসারে যে ব্যক্তি সেখানকার আকটিঙ্গীতে নিযুক্ত হয় তাহার নামসম্বলিত সে বিষয়ের কৈফীয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তরফহইতে জ্ঞাতহওনার্থে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

পোলীসের লোকদিগের দ্বারা ক্রোক্‌করণিয়াদিগের সহায়তার বিষয়ের দঁড়ার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ ধারা ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারাতে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে প্রজারদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্‌করণের বিষয়ে জমীদারইত্যাদি লোকের সহায়তার অর্থে যে২ দাঁড়া লেখা গিয়াছে অনেক২ সময়ে তাহা বুঝা না যাওন প্রযুক্ত কি অন্য কোনহেতুক যথোপযুক্ত কার্য্যে আইসে নাহি একারণ এই ধারানুসারে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে জমীদারইত্যাদি ক্রোক্‌করণিয়ারা দারোগার নিকটে হলফ করিয়া এ কথা যে আইনের লিখনানুসারে পাওয়া ক্ষমতামতে জিনিসপত্র ক্রোক্ করিতে উদ্যতহওনের সময়ে বাকীদার প্রজারা দঙ্গিয়ামী ও প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে কহনবিনা পোলীসের কোন দারোগার জমীদারদিগের পক্ষে জিনিস ক্রোক ও নীলামকরণের বিষয়ে কোন প্রকার সহকারিতা করা কর্ত্তব্য হইবেক না ও বরকন্দাজইত্যাদি পোলীসের চাকরেরা আপন২ থানার কার্য্যেতে নিবিষ্ট থাকিয়া জমীদারইত্যাদির সহায়তা ও সহকারিতা করিতে না যাওনের নিমিত্তে দারোগাদিগের দ্বারা মজকুরী পেয়াদারা নিযুক্ত হইয়া ও তলবানা ক্রোক্‌করণিয়াদিগের স্থানে লইয়া ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ করিবেক ইতি।

৯ ধারা।

প্রত্যেক জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব অপরাধিদিগের নামসম্বলিত যে২ বহী প্রস্তুত রাখিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা এই আইন পাইবামাত্র তাঁহারদিগের উচিত হইবেক যে এই আইনের নীচের লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরের নক্‌শামতে নীচের লিখিত ব্যক্তিদিগের নামসম্বলিত কএক রেজিষ্টরী বহী প্রস্তুত করেন্ ইতি।

বহীর শরওয়া।

১ প্রথম বহী। যে কয়েদীরা জেহলখানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি অন্য কোন প্রকারে পলাইয়াছে তাহারদিগের ইসমনবিসীসম্বলিত।

২ দ্বিতীয় বহী। ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ নবম আইনের লিখনানুসারে যে সকল লোকদিগকে ধরিবার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহারদিগের ইসমনবিসীসম্বলিত।

৩ তৃতীয় বহী। যাহারদিগের প্রতি গুরুতর অপরাধের ক্রিয়াকরণের নালিশ

 কি

কি সন্দেহ হইয়া এপর্য্যন্ত পোলীসের আমলার নিকটে ধরা পড়ে নাহি তাহারদিগের ইসমনবিসীসম্বলিত।

বহী আরম্ভকরণের তারিখের ও ছয়২ মাস অন্তর তাহার নকল সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে উপরের লিখিত রেজিষ্টরী বহীসকল ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখহইতে আরম্ভ করাইয়া সময়ানুসারে পরিবর্ত্তক্রমে পারসী ভাষাতে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন্ এবং প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ তারিখে ও জুলাই মাসের ১ তারিখে তাহার নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের জ্ঞাতহওনার্থে পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে ইসমনবিসী ও দস্তক জমীদারইত্যাদিকে পাঠাইয়া দিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ছয়২ মাসান্তর কিম্বা তাহাহইতে অল্পকালান্তর যদি আবশ্যক হয় তবে ইহা উচিত হইবেক যে গত জানুআরিমাসের ১ তারিখঅবধি করিয়া ঐ সকল নক্‌শার লিখিত যে সকল ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত ধরা না পড়িয়া থাকে তাহারদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে এই আইনের নীচের লিখিত ৪ ও ৫ ও ৬ নম্বরের নক্‌শার মজমূনমতে কএক কেতা ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তকের সহিত বড়২ জমীদার ও ইজারদার ও ভূমির সরবরাহকারদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ঐ সকল ইসমনবিসীর ফর্দ্দের নকল আপন দস্তখৎ ও মোহরে পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে জানাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

ইসমনবিসীর নকল পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা জমীদারইত্যাদির স্থানে রসীদ লইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে জমীদার ও ইজারদার ও সরবরাহকারদিগের নিকটে উপরের লিখিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দসকল দস্তকসহিত পঁহুছে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত যে তাহাপাওনের একরারে এক রসীদ তাহারদিগের স্থানে লেখাইয়া লন্ ইতি।

ইসমনবিসীর ফর্দ্দের লিখিত অপরাধিদিগকে ধরিতে জমীদারইত্যাদিকে অনুমতি থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল জমীদার ও তালুকদার ও অন্য সকর ও নিষ্কর ভূম্যধিকারী ও সমস্ত সদরী ইজারদার ও মফঃসলী নানাপ্রকার ইজারদার ও তালুকদার ও নায়েব ও অন্যং সরবরাহকার লোক ও সরকারের কিম্বা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবলোকের তরফহইতে ভূমির মলাগুজারী তহসীলের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হওয়া এদেশীয় যে সকল লোককে এতাবতা যে সমস্ত লোকদিগকে এই আইনের উপরের ধারাসকলের মতে অপরাধিদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ দস্তকসহিত দেওয়া যায় এই ধারানুসারে তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ সকল ফর্দ্দের লিখিত ব্যক্তিরদিগের কোন ব্যক্তিকে তাহারদিগের সীমাসরহদ্দে পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আপনাহইতে তাহাকে গ্রেফ্তার করায় কিম্বা তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে যে সহকারিতার আবশ্যক হয় তাহা করিতে পোলীসের দারোগাদিগকে কহে অথবা ঐ লোকেরা যে স্থানে যাতায়াত করে কিম্বা লুকাইয়া থাকে তাহার যে কিছু সমাচার পায় তাহা ঐ দারোগাদিগকে জানায় ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই আইনের লিখনানুসারে যে সকল লোকেরা ধরা যায় অতিশীঘ্র তাহারদিগকে পোলীসের যে দারোগা কিম্বা পোলীসসম্পর্কীয় অন্য যে আমলা নিকটে থাকে তাহার নিকটে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের হজুরে সাবধানপূর্ব্বক পাঠাইবার কারণ সোপর্দ্দ করা যাইবেক এমতে ঐ দারোগা কি অন্য আমলা অপরাধিদিগের নাম ও তাহারদিগের সোপর্দ্দহওনের তারিখসম্বলিত রসীদ সর্ব্বদা লিখিয়া দিবেক ইতি।

পোলীসের লোকদিগের নিকটে অপরাধিদিগকে সোপর্দ্দ করিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে জমীদার ও ইজারদার ও ভূমির সরবরাহকারদিগকে অপরাধিদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ দস্তকের সহিত দেওয়া যায় এই ধারানুসারে তাহারদিগের উচিত যে প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ৩০ তারিখে ও দিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে এই আইনের নীচের লিখিত ৭ নম্বরের নকশামতে তাহারদিগের দ্বারা কিম্বা পোলীসের আমলা লোকদিগকে তাহারদিগের সমাচারদেওনেতে যে লোকেরা গত ছয় মাসের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে তাহারদিগের নামসম্বলিত কৈফয়িৎ মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ জমীদারইত্যাদির ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ কৈফিয়তের নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সদর কাছারীতে ডাকেতে পাঠাইযা দেয় ইতি।

যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহারদিগের ছয় মাসিয়া কৈফিয়ৎ জমীদারেরা পাঠাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—ঐ মত পোলীসের দারোগাদিগেরো উচিত যে তাহারদিগের নিকটে ইসমনবিসীর যে২ ফর্দ্দ পাঠান যায় তাহার লিখিত লোকদিগের মধ্যে যাহারা গত ছয় মাসের মধ্যে তাহারদিগের দ্বারা ধরা পড়িয়াছে তাহারদিগের নাম ও কেহ ধরা না পড়িলে সে বিষয়ে যে কিছু আরজী করিতে হয় তাহার কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ উপরের লিখিত সময়েতে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও তাহার নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সদর কাছারীতে ডাকেতে পাঠাইয়া দেয় ও জানা কর্ত্তব্য যে এই দুই প্রকারেই ঐ দারোগাদিগের উচিত যে উপরের লিখিত ঐ নকল কৈফিয়ৎ প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে ও জুলাইমাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে আপনারদিগের থানাহইতে রওয়ানা করে ইতি।

দারোগারা আপনারদিগের গ্রেফ্তারকরা লোকদিগের কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের লিখনানুসারে অপরাধিদিগকে ধরিবার নিমিত্তে যে সকল লোকদিগকে দস্তক দেওয়া যায় তাহারদিগকে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের তরফহইতে ইহা বুঝান যাইবেক যে ঐ দস্তক তাহারদিগের দ্বারা কিম্বা তাহারদিগের নিযুক্ত করা লোকদিগের দ্বারা জারীহওনের সময়ে অপরাধিকে দস্তক দেখাইবার পর আইনের নির্ণীত মতে দস্তক জারীহওনের মধ্যে ঐ অপরাধির দুন্দিয়ামী ও প্রতিবন্ধকতাচরণপ্রযুক্ত দস্তক জারীকরণিয়াদিগহইতে যে২ ক্রিয়া হয় তাহাতে

দস্তক জারীকরণের সময়ে অপরাধির দুন্দিয়ামীকরণপ্রযুক্ত যে২ ক্রিয়া হয় তাহাতে জমীদারইত্যাদি দস্তক জারীকরণিয়ারা দোষী না হইবার কথা।

ঐ সকল লোকদিগের ও ঐ কর্ম্মে তাহারদিগের নিযুক্তকরা লোকদিগের কোন প্রকার ত্রুটি বোধ হইবেক না ইতি।

এই আইনের লিখনক্রমে দস্তক জারীহওনেতে দুন্দিয়ামীকরিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতহইতে যে ওয়ারণ্ট কিম্বা হুকুমনামা হয় তাহা জারীহওনেতে কেহ দুন্দিয়ামী কি প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহার প্রতি জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের আরং হুকুমনামা জারীহওনেতে দুন্দিয়ামী ও প্রতিবন্ধকতাকরণের বিষয়ে চলিত আইনানুসারে যে শাস্তি উপযুক্ত হয় সেই শাস্তির হুকুম হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

জমীদারদিগের ফরিয়াদীরূপে হাজির হইতে না হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে জমীদার ও ইজারদার ও ভূমির সরবরাহকারদিগকে দস্তক দেওয়া যায় তাহারদিগকে স্পষ্ট করিয়া ইহা বুঝান যাইবেক যে এই আইনানুসারে যাহারা তাহারদিগের দ্বারা ধারা পড়ে কিম্বা তাহারদিগের সমাচারদেওনেতে পোলীসের চাকরলোকদিগের দ্বারা ধরা যায় তাহারদিগের নামে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে ঐ জমীদারইত্যাদিদিগের ফরিযাদীরূপে হাজির হইতে কি আদালতে হাজির থাকিতে কিম্বা সাক্ষিদিগকে হাজির করিতে কিম্বা অন্যং প্রকারেতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়েতে আপনার কিছু ক্লেশ ও খরচ করিতে হইবেক না ইতি।

যাহারা ধরা পড়ে তাহারদিগের সাক্ষির অনুসন্ধান পোলীসের লোকদিগের দ্বারা করণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জমীদার কি ইজারদার কিম্বা ভূমির সরবরাহকারের দ্বারা কোন ব্যক্তি ধরা পড়িলে তাহার চলন ও আচরণের বিষয়ে কিম্বা যে কোন কথার তহকীক পূর্ব্বের রুবকারীতে হয় নাহি কিম্বা মাজিস্ট্রেট্সাহেবের সিরিস্তার কাগজপত্রের দ্বারা তাহার কোন প্রকার তথ্য তদন্ত না পাওয়া যায় তাহার অর্থে সাক্ষির সাক্ষ্য প্রয়োজন হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সিরিস্তার চাকরলোকদিগের দ্বারা এবিষয়ের সাক্ষিদিগের সন্ধান করেন্ ইতি।

১২ ধারা।

এই আইনের নিরূপিত মতে কার্য্য নির্ব্বাহেতে জমীদারইত্যাদিরা ত্রুটি করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

কোন জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবের যদি এবিষয়েতে দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে কোন জমীদার কি ইজারদার কি ভূমির সরবরাহকারহইতে এই আইনানুসারে যে কর্ম্মের ভার তাহারদিগের প্রতি হইয়াছে তাহা করণেতে শৈথিল্য কি মন্দাচরণ হইয়াছে তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সে ব্যক্তির শৈথিল্য ও মন্দাচরণের জওয়াব তাহার স্থানে তলব করেন্ পরে যদি মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্তের তথ্য তদন্তকরণেতে তাহার ত্রুটি প্রমাণ হয় তবে তাহার প্রতি সরকারী জরীমানার হুকুম ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া কয়েদেরো হুকুম হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জরীমানা ও কয়েদের মিয়াদের পরিমাণ ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ নবম আইনের ১৯ ধারার লিখিত পরিমাণহইতে অধিক হইবেক না এতাবতা ছয়মাস কয়েদ ও

২০০ দুই শত

২০০ দুই শত টাকা জরীমানা ও জরীমানার টাকা না দিলে আর ছয় মাস কয়েদ হইতে অধিক না হয় ইতি।

১৩ ধারা।

জমীদারইত্যাদি ও পোলীসের লোকভিন্ন অন্য লোকদিগকেও দস্তক দিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতার কথা।

জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের এই ধারানুসারে ক্ষমতা আছে যে জমীদার ও ইজারদার ও ভূমির সরবরাহকার ও পোলীসের সিরিস্তাসম্পর্কীয় লোকভিন্ন আর২ যে লোকেরা কবুল অর্থাৎ স্বীকার করে তাহারদিগকেও এই আইনের ৯ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত লোকদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তাহারদিগকে ধরিবার দস্তকের সহিত দেন অতএব ইহাতে ঐ ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যেকে ঐ দস্তক জারীহওনেতে যদি আইনের নির্ণীতমতে তাহা জারী হয় তবে এই আইনের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

Vol. V. 253.

১ প্রথম নম্বর।

১ প্রথম নম্বর।

যে সকল কয়েদীরা জেহেলখানা ভাঙ্গিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে পলাইয়াছে তাহারদিগের রেজিষ্টরী বহী।

যাহারা পলাইয়াছে তাহারদিগের নাম ও জাতি।	পিতার নাম	আন্দাজী বয়ঃক্রম	চেহারা	আনুমানিক বাসস্থান	ধরিবার জন্য নির্দ্ধারিত ইনামের পরিমাণ	গ্রেফ্তারীর কি হাজির হওনের কি নিশ্চয় জানা গেলে মরণের তারিখ।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

যাহারদিগ্কে ধরিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনানুসারে ইশ্তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহারদিগের রেজিষ্টরী বহী।

ইশ্তিহার নামার তারিখ	যাহার নামে ইশ্তিহার হইয়াছে তাহার নাম ও জাতি	পিতার নাম	আন্দাজী বয়ঃক্রম	চেহারা	আনুমানিক বাসস্থান	ধরিবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত ইনামের পরিমাণ	গ্রেফ্তারীর কি হাজিরহওনের কি নিশ্চয় হইলে মরণের তারিখ।

৩ তৃতীয় নম্বর।

৩ তৃতীয় নম্বর।

যাহারদিগের প্রতি গুরুতর অপরাধের ক্রিয়াকরণের নালিশ কি সন্দেহ হইয়া এপর্য্যন্ত পোলীসের আমলার দ্বারা ধরা পড়ে নাহি তাহারদিগের রেজিষ্টরী বহী।

যাহারদিগের প্রতি অপরাধের নালিশ কি সন্দেহ হইয়াছে তাহারদিগের নাম ও জাতি	পিতার নাম	আন্দাজী বয়ঃক্রম	চেহারা	আনুমানিক বাসস্থান	ধরিবার জন্যে নির্দ্ধারিত ইনামের পরিমাণ	গ্রেফ্তারীর কি হাজিরহওনের কি নিশ্চয় হইলে মরণের তারিখ

৪ চতুর্থ নম্বর।

৪ চতুর্থ নম্বর।

যে সকল কয়েদীরা পলাইয়াছে তাহারদিগকে ধরিবার ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তকের নক্শা।

দস্তকের নম্বর।

আদালতের
মোহর

দস্তক বনাম অমুক জমীদারী কি পরগনা কি মহালের জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার এই যে অমুক জিলা কি শহরের জেহলখানা ভাঙ্গিয়া নীচের লিখিত কয়েদী কি কয়েদীরা পলাইয়াছে অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে ঐ কয়েদী কি কয়েদীরদিগকে কি তাহারদিগের মধ্যে যত জন তোমার জমীদারী কি ইজারাইত্যাদির ভূমির সীমাসরহদ্দের মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে ধরিয়া পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলার নিকটে সোপর্দ্দ করিবা কিম্বা তাহারা কি তাহারদিগের মধ্যে যে কেহ যে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে কিম্বা যাতাযাত করে অথবা বাস করে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে কিম্বা পোলীসের যে দারোগা কি অন্য আমলা নিকটে থাকে তাহার নিকটে দিবা যে ঐ কয়েদী কি কয়েদীরদিগকে ধরা যায় ইহাতে তাকীদ জানিবা ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

যাহারা জেহলখানা হইতে পলাইয়াছে তাহারদিগের নাম ও জাতি	পিতার নাম	আন্দাজী বয়ঃক্রম	চেহারা	আনুমানিক বাসস্থান	ধরিবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত ইনামের পরিমাণ।	ধরা পড়িবার কি হাজির হওনের কি নিশ্চয় হইলে মরণের তারিখ

এই ফর্দ্দের লিখিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা ইঙ্গরেজী অক্ষরেতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্বহস্তে লেখা যাইবেক

জিলার নাম ও দস্তকের তারিখ। মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দস্তখৎ।

৫ পঞ্চম নম্বর।

৫ পঞ্চম নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের অনুসারে যাহারদিগের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে তাহারদিগকে ধরিবার ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তকের নকশা।

দস্তকের নম্বর।

আদালতের মোহর

দস্তক বনাম অমুক জমীদারী কি পরগনার কি মহালের জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার এই যে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখনানুসারে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে নীচের লিখিত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা হাজিরহওনের কথাসম্বলিত ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া গিয়াছে ও যেহেতুক সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ ইশ্‌তিহারনামা দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কাছারীতে হাজির হয় নাহি একারণ তোমার কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে কি তাহারদিগের মধ্যে যত জন তোমার জমীদারী কি ইজারাইত্যাদির ভূমির সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে ধরিয়া পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলার নিকটে সোপর্দ্দ করিবা কিম্বা যে স্থানে তাহারা কি তাহারদিগের মধ্যে যে কেহ লুকাইয়া থাকে কিম্বা যাতায়াত করে অথবা বাস করে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে কি নিকটের পোলীসের দারোগা কি অন্য আমলাকে দিবা যে তাহাকে কি তাহারদিগকে ধরা যায় ইহাতে তাকীদ জানিবা ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

ইশ্‌তিহারনামার তারিখ।	ইশ্‌তিহারী ব্যক্তিদিগের নাম ও জাতি।	পিতার নাম।	আন্দাজী বয়ঃক্রম।	চেহারা।	আনুমানিক নিবাস।	ধরিবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত ইনামের সংখ্যা।	ধরা পড়িবার কি হাজির হইবার কি নিশ্চয় জানা গেলে মরণের তারিখ।

এই ফর্দ্দের লিখিত লোকদিগের সংখ্যা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের স্বহস্তে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যাইবেক।

জিলার নাম ও দস্তকের তারিখ।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দস্তখৎ।

৬ ষষ্ঠ নম্বর।

৬ ষষ্ঠ নম্বর।

যাহারদিগের নামে গুরুতর অপরাধের ক্রিয়াকরণের নালিশ হইয়া এপর্য্যন্ত পোলীসের আমলার দ্বারা ধরা পড়ে নাহি তাহারদিগকে ধরিবার ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তকের নক্শা।

দস্তকের নম্বর

আদালতের মোহর

দস্তক বনাম অমুক জমীদারী কি পরগনা কি মহালের জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার এই যে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হলফ অর্থাৎ দিব্যক্রমে নীচের লিখিত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগের নামে নীচের লিখিত অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশের আরজী দাখিল হইল ও ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মনে এমত দৃঢ় সন্দেহ হইল যে ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা অপরাধের কর্ম্ম করিয়াছে কি অন্য কোন প্রকারে তাহা করণের ভাগী হইয়াছে ও নালিশের জওয়াব দিবার কারণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগের হাজিরহওয়া আবশ্যক একারণ তোমার কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যত জন তোমার জমীদারী কি ইজারাইত্যাদির ভূমির সীমাতে পাওয়া যায় তাহারদিগকে ধরিয়া পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলার নিকটে সোপর্দ্দ করিবা কিম্বা যে স্থানে তাহারা কি তাহারদিগের যে কেহ লুকাইয়া থাকে কি যাতায়াত করে কিম্বা বাস করে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে কিম্বা নিকটেতে পোলীসের যে দারোগা কি অন্য আমলা থাকে তাহার নিকটে দিবা যে তাহাকে কি তাহারদিগকে ধরা যায় ইহাতে তাকীদ জানিবা ইতি অমুক তারিখ অমুক সন।

যাহারদিগের নামে নালিশের আরজী দাখিল হইয়াছে তাহারদিগের নাম ও জাতি	পিতার নাম	আন্দাজী বয়ঃক্রম	চেহারা	আনুমানিক নিবাস	ধরিবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত ইনামের পরিমাণ	ধরা পড়িবার কি হাজির হইবার কি নিশ্চয় জানা গেলে মরণের তারিখ

এই ফর্দ্দের লিখিত লোকদিগের সংখ্যা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের স্বহস্তে লেখা যাইবে।

জিলার নাম ও দস্তকের তারিখ।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তখৎ।

৭ সপ্তম নম্বর।

৭ সপ্তম নম্বর।

অমুক জিলা কি শহরের মোতালক অমুক জমীদারীর কি ইজারার ভূমির কি পোলীসের থানার জমীদার কি ইজারদার কি দারোগার দ্বারা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের লিখনানুসারে যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহারদিগের নামসম্বলিত ছয়মাসিয়া কৈফিয়ৎ।

যে ওয়ারিণ্ট মতে ধরা পড়িয়াছে তাহার নম্বর ও তারিখ	যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহারদিগের নাম			ধরা পড়িবার তারিখ
	পলাইয়াছিল	ইশ্‌তিহারী অপরাধিগণ	পোলীসের আমলার দ্বারা ধরা পড়িয়াছিলনা	

সমাপ্ত।

A True Translation,
W. DORIN,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভিন্নাধিকার দেশসকলের নওয়াব ও রাজাইত্যাদি যে অতিপ্রধান২ লোকদিগের এ সরকারের নির্দ্ধারিত আদালতসকলের কোন আদালতে ফরিয়াদী কি আসামীরূপে আইসন অনুপযুক্ত বোধ হয় তাঁহারদিগের যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিতে কি তাহার জওয়াব দিবার অর্থে সরকারের কার্য্যভারাক্রান্তদিগ্‌কে নিযুক্তকরণের ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার নিমিত্তে এ আইন ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২৪ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৩ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১১ রবীয়ঃ সানীতে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে সমস্ত লোকের স্বত্বরক্ষার্থে অর্থাৎ হক্ বজায় থাকনের নিমিত্তে পূর্ব্বহইতে এমত নীতি ও রীতি হইয়াছে যে সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যগত দেশসকলে ও বারাণসদেশেতে এবং দত্ত ও জয়করা দেশসকলেতে দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের বিচারের অর্থে যে সকল আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে লোকদিগের মধ্যে যে সে ব্যক্তির তরফহইতে সরকারের উপর দাওয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারণ এই যে উভয় পক্ষের হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বের যথার্থ বিচার হয়। এবং ন্যায় ও বিচারের বিধানের দৃষ্টে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকের তরফহইতে পূর্ব্বহইতে এমত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে চলিত আইনসকলের অনুসারে যে কএক বিশেষ মোকদ্দমার বিচার সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা সরকারের কোন২ কার্য্যকারকদিগের নিকটেতে হওনের সম্পর্ক বিশেষরূপে আছে তাহাভিন্ন আর যে২ মোকদ্দমা ভূমিইত্যাদি বস্তুর দাওয়াতে সরকারের ও লোকেরদিগ্‌হইতে কোন ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির ভার কোন প্রকারে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোকের প্রতি না থাকিয়া কেবল দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকে ও কখন এমত উপস্থিত হয় যে আর২ লোকেরা যেমত আপন২ দাওয়া উপস্থিত করে কি দাওয়ার জওয়াব দেয় সেই প্রকারে সরকারের শাসিত রাজ্যের সরহদ্দ অর্থাৎ সীমার নিকটবর্ত্তি দেশের নওয়াব ও রাজাইত্যাদি অতি প্রধানেরদিগের এ সরকারের শাসিত দেশসকলের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ কি হেতুবাদ।

কি

কি তাহার জওয়াবদেওনের আবশ্যক হয় কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ফরিয়াদী কি আসামীরূপে দেওয়ানী আদালতে আসিতে অসম্মত হন এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবহওয়া দুষ্কর হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে ঐ সকল দাঁড়ানুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত কোন নওয়াব কি রাজা ইত্যাদির তরফহইতে দাওয়া উপস্থিত হইলে তাহার সওয়াল ও জওয়াব ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ভিন্নাধিকারদেশের নওয়াব ও রাজাইত্যাদি অতিপ্রধানেরদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত কোন দেশের মধ্যে কি ভিন্নাধিকার দেশেতেই বা থাকেন্ তিনি যদি ফরিয়াদীরূপে ভূমি কিম্বা অন্যং বস্তুর নিমিত্তে যে কোন দাওয়া হজুরে আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতে শুনা যাওনের সম্পর্ক রাখে তাহা উপস্থিত করিতে চাহেন্ তবে তাহাতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ভূমিইত্যাদি পাওনের দাওয়াতে যে আদালতে ঐ বিরোধীয় বস্তুর হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বের বিচারহওনের সম্পর্ক থাকে সেই আদালতে সরকারী কার্য্যভারাক্রান্তদিগের দ্বারা নালিশের আরজী দেওয়ান্ ইতি।

এই ধারার লিখিত কোন নওয়াব কি রাজা ইত্যাদির নামে দাওয়া উপস্থিত হইলে তাহার জওয়াব দিবার কারণ সরকারী কার্য্যভারাক্রান্তদিগকে অনুমতিহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জমীদারইত্যাদি লোকের মধ্যে কাহার তরফহইতে উপরের উক্ত যে কোন নওয়াব ও রাজা ইত্যাদিকে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ আদালতের কাছারীতে আইসনের ক্লেশ দেওয়া অনুপযুক্ত হয় তাঁহার নামে তাঁহার দখলে থাকা ভূমিইত্যাদি বস্তুর দাওয়াতে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশের আরজী দাখিল হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ সরকারী কার্য্যভারাক্রান্তদিগের প্রতি হুকুম দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও কর্ম্মাদি যে কার্য্যভারাক্রান্তদিগের করিতে হইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ও কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে ঐ২ আদালতে নিযুক্তথাকা সরকারী উকীলদিগের সহকারিতাক্রমে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও কর্ম্মাদিকরণের ভার সরকারের মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবলোকের প্রতি অর্পণ হইবেক ও ঐ সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও কর্ম্মাদি সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকেরা ও বারাণসদেশ ও দত্ত ও জয়কৃত দেশসকলের মধ্যে বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকেরা যে গতিক ও প্রকারেতে করণের হুকুম দেন্ সেই মতে করিতে

হইবেক

হইবেক অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহই তে ঐ সকল মোকদ্দমার বিবরণ ও বৃত্তান্ত ও তাহার সওয়াল ও জওয়াবকরণের বি ষয়ে যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ দুই বোর্ডের সাহেবগদিকে লি খিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমার কোন ফয়সলা হইলে তাহার চুম্বক শীঘ্র কৌ ন্সেলের সেক্রেটারি সা হেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

যদি প্রথমতঃ বিচারের কি আপীলের কোন মোকদ্দমাতে এই আইনের লিখন ক্রমে সরকার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকেন্ তবে তাহার ফয়সলা হইলে আদা লতের সাহেবেরদিগের প্রতি হুকুম আছে যে রীতিমতে ফরিয়াদী ও আসামীকে ঐ ফয়সলার যে২ নকল দিতে হয় তাহাভিন্ন ঐ ফয়সলার এক খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা শীঘ্র ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া কৌন্সেলের সেক্রেটারি সা হেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাতহওনার্থে পাঠা ইয়া দেন্ যে তাহা দেখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সে বিষয়েতে কোন হুকুম করা আবশ্যক হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলো কদিগকে লেখা যায় কিম্বা যে ব্যক্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কি তা তাহার জওয়াব দিতে হইয়াছিল তাঁহাকে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সমা চার দেওয়া যায় ইতি।

Vol. V. 263.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহার কোনং দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ৫ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ২১ বৈশাখ মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৫ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১৮ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের বিবেচনাতে উচিত ও বিহিত বোধ হইল যে জমীদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগের তরফহইতে তাহারদিগের পেটার ইজারদারইত্যাদির নামে পাট্টা লেখা যাওনের বিষযে ও ভূমির নীলামী খরীদারদিগের ঐ ভূমির অধিকারির পেটার ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের স্থানে যে হারে মালগুজারী লওয়া সঙ্গত তাহার বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরা ও সারা যায় ও জমীদার ও তালুকদার ও ইজারদারদিগ্‌কে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে প্রজাইত্যাদিদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্ ও নীলামকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগ্‌হইতে সেই ক্ষমতামতে আচরণহওনেতে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য ও মন্দ আচরণ হইয়াছে এমত দৃঢ় বোধ হইল ও কর্ত্তব্য হইল যে সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে জমীদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি নীলামহওনের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহার যথার্থ মর্ম্ম স্পষ্ট ও প্রকাশ করা যায় ও ইহাও আবশ্যক হইল যে জমীদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগের শিরে যত টাকা বাকী পড়ে তাহার নির্দ্ধারিত সুদের উপরান্ত শতকরা ১২ বার টাকা হিসাবে জরীমানা কোনং প্রকারেতে তাহারদিগের স্থানে লওয়া যাওনের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা রদ ও রহিত হয় ও ইহাও আবশ্যক যে ঐ সুদ উসুলহওনের অর্থে সর্ব্ব সামান্যরূপে কোনং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী ও প্রচারহওনের তারিখ অবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

১০ দশ সনহইতে অ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ২ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আই

ধিক মিয়াদে পাট্টা লি খিয়া দেওনের নিষেধ যে কএক দাঁড়াতে লেখা গিয়াছে তাহা রদ হই বার কথা।

নের যে ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ২ ধারার যে ২ প্রকরণেতে জমী দার ও হজুরী তালুকদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগকে তাহারদিগের আপন পেটার কাহাকেও ১০ দশ সনের অধিক মিয়াদে পাট্টা দিতে নিষেধ লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ভূম্যধিকারিদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারদিগের ও তাহারদিগের পেটার ইজারদারইত্যাদির যে মিয়াদে ইচ্ছা হয় ও তাহাতে চাসবাস ও জোত আবাদের আধিক্য হইতে পারে সেই মিয়াদে পাট্টা লিখিয়া দেয় ইতি।

৩ ধারা।

পাট্টার শরওয়ার সাবেক দাঁড়া রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনানুসারে প্রত্যেকে সমস্ত ভূম্যধিকারিরা পাট্টার শরওয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালেক্টরসাহেবের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও ঐ আইনের নির্ণীত শরওয়ামতে যে পাট্টা প্রস্তুত না হয় তাহা মাতবর বোধ না হইবার হুকুমসম্বলিত যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল অতএব উত্তর কালে ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি আপনারদিগের পেটার সমস্ত লোককে আপনারদিগের ও তাহারদিগের উভয়সম্মত ও মনোনীত যে শরওয়া হয় সেই শরওয়ামতে পাট্টা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ত লয় কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধিকারিকে তাহার আপন পেটার কাহার প্রতি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট না করিয়া আবওয়াব কি মাথোট কিম্বা এই প্রকারের আর২ কোনরূপে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে অনুমতি আছে ইহা কোন ব্যক্তি না বুঝে বরং এই২ প্রকার বাবসবাবের যে কিছু অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট বিনা যে কোন প্রকারে নিয়মিত হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারে অত্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম লেখা থাকিলেও অঙ্ক নির্দ্দিষ্টক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া খাজানা আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে হইবেক ইতি।

উভয়সম্মত শরওয়ার পাট্টা লিখিয়া দিবার অনুমতির কথা।

অঙ্ক নির্দ্দিষ্টহওনবিনা কোন নিয়ম সঙ্গত না হইবার কিন্তু তাহা ব্যতিরিক্ত যাহার নিয়ম থাকে তাহা বহাল থাকিবার কথা।

৪ ধারা।

সরকারের তরফ কোন নাজাওল কিম্বা নীলামী খরীদার সাবেক পাট্টা কারসাজীর বলিয়া আদালতের তজবীজ বিনা সম্বৎসরের মধ্যে রদ করিতে না পারিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ৫ ধারাতে এ বিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি নীলাম হয় তবে নীলামের পূর্ব্বেতে ঐ ভূম্যধিকারী ও তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদি লোকদিগের মধ্যে যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ও সে ভূমির পূর্ব্বের অধিকারী পরগনা কি জিলার শরে ও দাঁড়ামতে যে খাজানা পাইত ঐ নীলামী খরীদারো নীলামহওয়া ভূমির ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি এলাকাদারদিগের

স্থানে

স্থানে সেই হারে খাজানা পাইবেক ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ২৪ ধারা ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ৫ ধারাতে এবিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী সনের দ্বিতীয় মাসের শেষ দিবসের পরে ভূমি নীলাম হয় তবে সরকারের তরফহইতে যাহারা ঐ ভূমিতে ক্রোক্ সাজাওলী কি সরবরাহকারীতে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের বিবেচনাতে কিম্বা নীলামী খরীদারের বিবেচনাতে সাবেক যে সকল পাট্টা স্পষ্টতঃ কারসাজী ও চক্রান্তের বোধ না হয় সে সকল পাট্টা সাল তামাম অর্থাৎ বৎসর পূরাহওন পর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ও এক্ষণে তাহার উপরান্ত এই ধারানুসারে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি উপরের উক্ত তারিখের পরে ভূমি নীলাম হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের নির্ণীতমতে সরাসরীরূপে দেওয়ানী আদালতের বিচারানুসারে সাবেক পাট্টা কারসাজী ও চক্রান্তের না ঠাহরিলে সরকারহইতে নিযুক্ত হওয়া ভূমির কোন ক্রোক্সাজাওলের কিম্বা ভূমির কোন নীলামী খরীদারের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ক্রোকের কি নীলামের বৎসর সাবেক কোন পাট্টা রদ করে ইতি।

৫ ধারা।

সাবেক পাট্টা রদ হইলে নীলামী খরীদার যে হারে খাজানা পাইবেক তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের যে ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের যে ৫ ধারার প্রস্তাব উপরেতে করা গেল তাহাতে এবিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামহওয়াতে যদি সাবেক পাট্টা বাতিল হয় তবে সে ভূমি যে পরগনা কি জিলার হয় সেই পরগনা কি জিলার শরে ও দাঁড়ামতে যে খাজানা পূর্ব্বের অধিকারী পাইত ঐ নীলামী খরীদার নীলামের সনের আখেরপর্য্যন্ত ঐ নীলামী ভূমিসম্পর্কীয় মফঃসলী তালুকদার ও জোতদার ও ইজারদারইত্যাদি এলাকাদারদিগের স্থানে সেই হারে খাজানা পাইতে পারিবেক কিন্তু অনেক২ স্থানে পরগনার শরে অর্থাৎ হারের নিশ্চয় হয় না এমত দৃঢ় বোধ হইল একারণ কর্ত্তব্য যে এমত২ স্থানেতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকলের মতে কার্য্য হয় ইতি।

৬ ধারা।

পরগনার হারের ঠিক পাওয়া গেলে সরকারের তরফ সাজাওল কি নীলামী খরীদার সেই হারে খাজানা তহসীল করিবার কথা।

যদি পরগনার শরে অর্থাৎ হারের নিরূপণ ও ঠিক পাওয়া যায় তবে সরকার হইতে নিযুক্তহওয়া ক্রোক্সাজাওলেরা কিম্বা নীলামী খরীদারেরা সেই হারে খাজানা তহসীল করিতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

পরগনার হারের

যদি পরগনার শরে ও দাঁড়ার কিছু নিরূপণ ও ঠিক না পাওয়া যায় তবে নীলামী

ভূমির

ঠিক না হইলে যেমতা চরণ হইবেক তাহার কথা।

ভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে তাহার মত অন্য ভূমির খাজানার যে শরে ও দাঁড়া থাকে সেই শরে ও দাঁড়ামতে ঐ নীলামী ভূমির পাট্টা দিয়া খাজানা লওয়া যাইবেক কিন্তু নীলামী ভূমি যদি সম্যক্ গ্রাম কি মহাল কি পরগনা হয় ও তাহার সম্পর্কীয় ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের সমস্ত পাট্টা উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে বাতিলহও নের যোগ্য হয় তবে গুজস্তা তিন সনের মধ্যে যে কোন সনে ঐ ভূমিতে বেশী খা জানা উসুল হইয়া থাকে সেই সনের খাজানার হারহইতে অধিক না হয় এমত হারেতে নূতন পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গিয়া খাজানা তহসীল হইতে পারিবেক ইতি।

৮ ধারা।

মফঃসলী তালুকের জমার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারি মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নান কার ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক ইতি।

৯ ধারা।

কবুলিয়ত লিখিয়া দেওনবিনা কি ভূম্যধি কারী আবাদ তরদুদের সময়ে এত্তেলানামা পা ঠাইয়া দেওনবিনা ইজা রদারইত্যাদি কাহারো বেশী মালগুজারী দিতে না হইবার কথা।

পূর্ব্বের ও এক্ষণকার আইনানুসারে ভূমির নীলামী খরীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ভূমির পূর্ব্বের অধিকারির ও তাহার পেটার ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদি গের মধ্যে যে করারদাদ হইয়া থাকে কএক প্রকরণব্যতিরেকে তাহা রদ করে কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চলিত আইনানুসারে জমীদারের তরফহইতে কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির স্থানে বেশী খাজানা তলব হইতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে ঐ বেশী খাজানাদেওনের কথাসম্বলিত লেখাপড়াহওনবিনা কিম্বা বাঙ্গলা হাল সালে কি ফসলী আইন্দা সনে যে বেশী খাজানা ঐ ইজারদার কি অন্য ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার পরিমাণ লিখিয়া এক এত্তেলানামা ঐ ইজারদার কি প্রজাই ত্যাদির নিকটে আবাদ তরদুদের সময়ে এতাবতা জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠা ইয়া দেওনবিনা কিছু বেশী খাজানা তাহার শিরে দেনা ঠাহরিবেক না ইতি।

১০ ধারা।

যে ইজারদার ও প্র জাইত্যাদিদিগের নিক টে এত্তেলানামা না পঁহু ছে তাহারদিগের স্থা নে কিছু বেশী খাজানা তলব না হইতে পারি বার কথা।

ভূম্যধিকারির পেটার কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে উপরের উক্ত এত্তেলানামা পাঠান না গেলে পূর্ব্বের করারদাদমতে যে মালগুজারী তাহার ওয়া জিবী দিতে হয় তাহাহইতে বেশী খাজানা জিনিস ক্রোককরণ কি তাহাকে কয়েদ করণ কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণের দ্বারা তাহার স্থানে উসুল হইবেক না আর যদি তাহার স্থানে বেশী মালগুজারী উসুল হয় তবে আদালতের কোন কাছারীতে একথা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ বেশী টাকা ও তাহাতে তাহার যে

ক্ষতি

ক্ষতি ও খরচ হইয়া থাকে তাহাসমেত পাইতে পারিবেক অতএব ঐ এস্তেলানামা খোদ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সে ব্যক্তির অপ্রকাষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত তাহার হাতে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার বাসস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে এস্তেলানামা তাহার হাতে দেওয়া যাওনের মত বোধ হইবেক ইতি।

এস্তেলানামা পঁহুছিয়া দিবার মতের কথা।

১১ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে সরকারহইতে নিযুক্তহওয়া ক্রোকসাজাওল লোক ও কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা সরবরাহকার লোকদিগের সহিত ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক যে কোন ভূমি কি ভূমির অংশ ইজারা দিয়া থাকেন্ তাহার ইজারদারদিগের সহিত উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুম সমভাবে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

উপরের উক্ত দাঁড়াসকল সাজাওল ও সরবরাহকার ও সদরী ইজারদারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১২ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশ ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলের চলিত আইনসকলেতে মালগুজারীর বাকী উসূলের নিমিত্তে জিনিস ক্রোক্ ও নীলামকরণের বিষয়ে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে নীচের লিখনক্রমে তাহা শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা যাইতেছে ইতি।

বাকীর নিমিত্তে জিনিস ক্রোক্ ও নীলাম হওনের দাঁড়া পরিবর্ত্ত করিবার কথা।

১৩ ধারা।

কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার খাজানার বাকী উসূলের নিমিত্তে তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদির জিনিসপত্র ক্রোক্ করিতে চাহিলে তাহার উচিত যে ক্রোক্‌করণের সময়ে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা তলবের কথা লিখিয়া এক দস্তাবেজ ঐ বাকীর তফসীলসুদ্ধা জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত বাকীদারের নিকট পাঠাইয়া দেয় ও যাবৎ এই দাঁড়ার মতাচরণ যথার্থরূপে না হয় তাবৎ খাজানার বাকী আদায়ের নিমিত্তে জিনিসপত্র ক্রোক্ ও নীলামহওয়া সঙ্গত ও সিদ্ধ হইবেক না অতএব উপরের লিখিত ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর হিসাব সমেত খোদ বাকীদারের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অপ্রকাষ্টথাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত ইহা না হইতে পারিলে ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর হিসাব সহিত তাহার বাসস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে তাহার হাতে দেওনের মত বোধ হইবেক ইতি।

বাকীর দাওয়ার দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর কাগজসমেত বাকীদারের নিকট না পঁহুছিলে তাহার জিনিস ক্রোক ও নীলামহওয়া সঙ্গত না হইবার কথা।

১৪ ধারা।

খাজানার বাকীর নিমিত্তে লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত ও হালের গরুইত্যাদি

লাঙ্গলইত্যাদি ক্রোক্

ও নীলাম করিতে নিষেধের কথা।

ও কারীগরলোকের হেত্যার সরঞ্জাম বাকী টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত অন্য দ্রব্য বাকীদারের না থাকিলেও ক্রোক্ ও নীলামের যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

মালজামিন না রাখিয়া বাকীদার বাকীর ওজর করিয়া পনের দিনের মধ্যে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিবার একরারনামা লিখিয়া দিলে জিনিস ক্রোক্ করাতে ক্ষান্ত হইবার কথা।

যে সকল লোকেরা বাকীদারদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা প্রজা কি মফঃসলী তালুকদারের মালজামিন না থাকে তাহার জিনিসপত্র ক্রোক্ করিলে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামী যদি বাকীর ওজর করিয়া জিনিস ক্রোক্হওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে কিম্বা ক্রোকী জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে ঐ ধান্যাদি শস্য খামারে আসিয়া গাদীহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কিম্বা কমিস্যনরইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোক্করণিয়ার সাক্ষাৎ যদি মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী ঠাহরে তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বার টাকা হিসাবে ঐ টাকাদেওনের উচিত সময়হইতে ডিক্রীহওনের তারিখপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোক্করণিয়ার কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিসপত্র ক্রোক্ করাতে ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস তাহাকে দেয় আর যদি জিনিসের মালিক এইপ্রকারে নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোক্করণিয়ার ক্ষমতা আছে যে জিনিস ক্রোক্ রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেমতং লেখা যাইতেছে সেইমতে নীলাম করায় ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীর টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা হইবেক না আর যদি জিনিসের মালিক একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোক্করণিয়া ব্যক্তি বাকীর টাকা জামিনদারের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ জামিনদার তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে ক্রোক্করণিয়া ব্যক্তি জামিনদারের ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের এই আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত দ্রব্যাদি ছাড়া অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ করিয়া বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা হইবেক না ইতি।

একরারনামা লিখিয়া না দিলে জিনিস ক্রোক্ থাকিয়া নীলাম হইবার কথা।

দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার একরারনামা লিখিয়া দিয়া নালিশ না করিলে জামিনের স্থানে বাকী তলব হইবার কথা।

১৬ ধারা।

মালজামিন রাখণিয়া বাকীদার বাকীর ওজর করিলে যেমতে তাহার

যে সকল লোকেরা বাকীদারলোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন পেটার যে ইজারদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা তালকদারের মালজামিন থাকে তাহার জিনিস বাকী আদায়ের

নিমিত্তে

নিমিত্তে ক্রোক্ করাতে জিনিসের মালিক বাকীর বিষয়ে কোন ওজর করিলে তাহার মালজামিন যদি ক্রোক্হওনের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে ও সে জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে তাহা খামারে আসিয়া গাদাহওনের দিবসের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে জজসাহেবের কিম্বা কালেকটরসাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কি কমিস্যনর ইত্যাদি যে২ ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলামকরণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোক্করণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিম্বা বাকীদার এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা ঠাহরে তাহা তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বার টাকা হিসাবে ঐ টাকাদেওনের উচিত সময়অবধি ডিক্রীহওনের দিবসপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোক্করণিয়া ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ জিনিস ক্রোক্ করাতে ক্ষান্ত হয় আর যদি ঐ মালজামিন নিয়মিত দিবসের মধ্যে এই প্রকার একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোক্করণিয়া ঐ জিনিস ক্রোক্ রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যে প্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারেতে নীলামে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত সেই জিনিস নীলামহওনের দিবসের পূর্ব্বে দেওনব্যতিরিক্ত হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন আপন নামে কি বাকীদারের নামে একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোক্করণিয়া ঐ মালজামিনের স্থানে বাকীর টাকা তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ মালজামিন তৎক্ষণাৎ বাকীর টাকা না দেয় তবে ক্রোক্করণিয়া ব্যক্তি মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র এই আইনের ১৪ ধারার উক্ত দ্রব্যাদিছাড়া ক্রোক্ করিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেপ্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকীর টাকা নীলামের দিবসের পূর্ব্বে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন ঐ একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কি গয়রুহাজির করে কিম্বা কার্য্যক্রমে যদি এমত কোন স্থানে থাকে যে দূরপ্রযুক্ত নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইতে পারে না ও এই দুই মতের কোন মতহওনেতে যদি ঐ বাকীদার এই আইনের ১৫ ধারার নির্ণীত মতে একরারনামা লিখিয়া দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোক্করণিয়া জিনিস ক্রোক্করাতে ক্ষান্ত হইবেক ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া অপ্রভেদে ঐ ক্রোক্করণিয়া ও বাকীদার ও তাহার জামিনের প্রতি খাটিবেক ইতি।

জিনিসের ক্রোকী মৌকুফ হইবেক. তাহার কথা।

জামিনদার একরারনামা লিখিয়া না দিলে জিনিস ক্রোক্ থাকিবার কথা।

জামিনদার নালিশের আরজী দাখিল না করিলে ক্রোক্করণিয়া জামিনদারের ও বাকীদারের জিনিস ক্রোক্ রাখিতে পারিবার কথা।

জামিনের তরফহইতে একরারনামা দাখিল না হওনমতে বাকীদার অন্য জামিন দিলে ১৫ ধারার লিখিত দাঁড়ার মতাচারণ হইবার কথা।

১৭ ধারা।

কোন প্রজা কি ইজারদার কিম্বা কট্কিনাদার অথবা মফঃসলী তালুকদারের জি

যে ব্যক্তি জামিন দি

নিস

তে না পারে তাহাকে খেসারতের দাওয়াসমেত বাকী টাকার মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে অনুমতি হইতে পারিবার কথা।

নিস ক্রোক হইলে যদি সে ব্যক্তি জমীদারের তলব করা বাকীর ও তাহার শতকরা মাসে ১ এক টাকা হিসাবে সুদের ও আদালতের খরচার ও ক্রোকের খরচার টাকার মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ বাকীর টাকার মোকদ্দমাতে ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কেননা আদালতের বিচারানুসারে যদি এমত বোধ হয় যে তাহার জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে তবে তাহাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার বদল আদালতের হুকুমানুসারে বুঝিয়া পায় ইতি।

১৮ ধারা।

ক্রোকী জিনিস নীলাম হওনের পূর্ব্বে তাহার মূল্য আমীনদিগের মারফত নিরূপণ হইবার ও নিরূপণহওয়া মূল্যের দস্তাবেজ বাকীদারের নিকটে পঁহুছাইবার কথা।

খাজানার বাকী আদায়ের কারণ নীলামহওনার্থে জিনিস ক্রোক হইলে কর্ত্তব্য যে নীলামহওনের পূর্ব্বে ঐ২ প্রকার জিনিস কেনাবেচার ওয়াকিফহাল লোকদিগের দ্বারা তাহার মূল্য ঠাহরা ও নিরূপণ করা যায় অতএব ঐ ওয়াকিফহাল লোকদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য নিরূপণের বৃত্তান্তসম্বলিত এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দস্তাবেজ লিখিয়া দেয় যে ঐ সর্টিফিকট নীলামহওনের দিবসের তিন দিবস কি ইহা হইতে অধিক দিবস পূর্ব্বে জ্ঞাতহওনার্থে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিকে দেওয়া যায় ইতি।

১৯ ধারা।

নিরূপিত মূল্যের সমান মূল্য না পাওয়া গেলে নীলাম মৌকুফ থাকিবার কথা।

ক্রোকী জিনিস নীলামহওনের সময় যদি নিরূপণ করা মূল্যেতে কোন ব্যক্তি তাহা খরীদ করিতে না চাহে তবে সেখানকার আইন্দাবাজারের দিবসপর্য্যন্ত নীলাম মৌকুফ থাকিবেক ও সে দিবস নীলামের দস্তুরেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা প্রথম দিবস নীলাম হইলে যে মূল্য পাওয়া যাইতে পারিত তাহাহইতে কম না হইলে সেই মূল্যেতে ঐ জিনিস বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

২০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের নির্ণীত মতে সরাসরী বিচারের কথা।

এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরাসরীমতে হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

মোকদ্দমার কাগজ কৈফিয়ৎ তলবের অর্থে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের বিচারহওনেতে বিলম্ব না হওনের নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে ঐ২ মত প্রত্যেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইবামাত্র ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে তাহার কাগজপত্র কালেক্টরসাহেবের নিকটে কৈফিয়ৎ তলবের অর্থে পাঠান যায় ইতি।

২২ ধারা।

২২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা উপরের উক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে বিলম্ব না করেন এ বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রবোধহওনার্থে ঐং বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত যে আপনারদিগের তাবে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের পরেওয়ার কৈফিয়ৎ নিরূপিত সময়েতে তলব করিতে থাকেন্ ইতি।

নিরূপিত সময়ে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে কৈফীয়ৎ তলব করিবার কথা।

২৩ ধারা।

উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইলে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে এক্ষণকার চলিত আইনের নির্ণীতমতে সরাসরীভিন্ন অন্যপ্রকারে মোকদ্দমার বিচার ও সমুদয় বৃত্তান্তের যথার্থ তদন্তহওনার্থে পুনর্ব্বার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।

সরাসরী বিচারেতে যাহারা অসম্মত হয় তাহারা পুনর্ব্বার আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে উত্তরকালে সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে জমীদারীইত্যাদি সাধারণ যে কোন ভূমি সম্যক্ নীলামে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশী কিম্বা অংশিরা আপন হিস্যাতে দখল না পাইয়া থাকনপ্রযুক্ত সেই জমীদারী ইত্যাদি ভূমির নীলামী বয়নামা আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে রদ করিতে পারিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক না ও মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে সাধারণ কোন জমীদারী কি অন্য ভূমি সম্যক্ নীলাম হইবেক কি প্রথমতঃ কেবল তাহার কোন এক অংশ এ বিষয়ের বিবেচনার ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মালগুজারীসম্বন্ধীয় ব্যাপারকার্য্যের বিষয়ে যে কর্ত্তৃত্ব আছে তদনুসারে যখন বিহিত বোধ হয় তখন ঐ ক্ষমতামত্তাচরণ করিতে ঐ সাহেবদিগের নামে হুকুম হইবেক ইতি।

সাধারণ জমীদারীইত্যাদি ভূমির বয়নামা তাহার কোন অংশী কি অংশিরা হিস্যাতে দখল না পাইয়া থাকন হেতুক রদ না হইবার কথা।

জমীদারীইত্যাদি সম্যক কি তাহার কোন অংশ নীলামকরাইবার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২৫ ধারা।

কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকের অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে নীলামহওনের পূর্ব্বে তাহার প্রকৃত মূল্য যত ও নীলামহওনেতে যে মূল্য পাওয়া যাইবেক তাহাতে ও ঐ জমীদারী কি তালুকের কি অংশের প্রকৃত মূল্যেতে যে তারতম্য হইবেক ইহার হিসাব ও নিশ্চয় প্রকৃত প্রস্তাবে হইতে পারে না একারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উত্তরকালে যে ভূমি মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে নীলাম হয় তাহার বয়নামা

মালিকের শিরের বাকী টাকাঅপেক্ষা নীলামে পাওয়া মূল্য অনেক অধিকহওনপ্রযুক্ত নীলামের বয়নামা রদ না হইবার কথা।

ঐ ভূমি নীলামহওয়া মূল্যের টাকা তাহার অধিকারির শিরের মালগুজারীর বাকী টাকাহইতে অনেক অধিকহওনহেতুপ্রযুক্ত আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে বাতিল ও রদ করিতে পারিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক না ও এমতং বিষয়েতে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কোনং সময়ে যেং হুকুম তাঁহারদিগের নামে হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

বিশিষ্টহেতু দর্শাইলে জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবলোকেরা সাধারণ জমীদারী কি তালুকের সরবরাহকার ঠাহরাইয়া নিযুক্ত করিবার কথা।

বিভাগ না হওয়া সাধারণ ভূমিসকলের অংশিদিগের পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদহওনেতে কোনং প্রকারেতে ঐ অংশিদিগের ক্ষতির কারণ ও মালগুজারী তহসীলের সিরিস্তার বিশৃঙ্খলের হেতু হইয়াছে একারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সরকারের মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেব কিম্বা সাধারণভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে এমত বিষয়ে তাহার মধ্যবর্ত্তীহওনের বিশিষ্টহেতু দর্শাইয়া দরখাস্ত করিলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে এক জন কৃতকর্ম্মা ও মাতবরলোককে তাহার স্থানে জামিন লইয়া ঐ সাধারণ ভূমির সরবরাহকারিতে এতাবতা মালগুজারী উসুলতহসীলের ও সরকারী মালগুজারী আদায়করণের ও কৃষিকর্ম্ম ও চাসবাসের আধিক্যহওনের বিষয়ের ভারে নিযুক্ত করেন কিন্তু যদি মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোক কি সাধারণভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ আদালতের সাহেবের তরফহইতে যে ব্যক্তি ঐ ভূমির সরবরাহকারিতে নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ে কোন ওজর করেন তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের কথাসম্বলিত আরজী তথাকার সম্পর্কীয় আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন্ অতএব ঐ আদালতের সাহেবলোক মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া জিলার সাহেবের নিযুক্তকরা সরবরাহকারকে বহাল রাখিবেন কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ ভূমির সরবরাহকারিতে নিযুক্ত করিতে জিলার সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি।

নিযুক্তহওয়া সরবরাহকারের বিষয়ে ওজর করিলে ওজরের কথাসম্বলিত আরজী আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিবার কথা।

২৭ ধারা।

সরবরাহকারের করা কর্ম্মেতে অসম্মত হইলে তাহার দরখাস্ত জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে দিবার কথা।

ঐ মত যদি মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবলোক কিম্বা ভূমির অংশিগণের মধ্যে কেহ সরবরাহকার নিযুক্ত হইলে পর তাহার কর্ম্মকার্য্যের দ্বারা কখন নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হন্ তবে তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার তগীর অর্থাৎ অবসরহওনের দরখাস্ত জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল করেন্ এমতে ঐ দরখাস্তের উপর যে হুকুম হয় তা

হাতে

হাতে নারাজ হইলে তাঁহারদিগের ক্ষমতাও থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের আরজী আপীল আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে দেন্ যে ঐ সাহেবেরা সে ব্যক্তির তগীরী কিম্বা বহালীর বিষয়ে যাহা বিহিত হয় তাহা ঠাহরান্ ইতি।

২৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে চলিত আইমানুসারে ভূম্যধিকারী ও সদর ইজারদারদিগের উচিত যে প্রতিমাসের কিস্তির টাকা আইন্দা মাসের ১ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে সরকারের মালখানায় দাখিল করে ও ঐ তারিখের পর তাহারদিগের শিরে যে বাকী থাকে তাহার সুদ সালিয়ানা শতকরা ১২ বার টাকা হিসাবে দেয় ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশের চলিত হুকুমানুসারে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যখন বিহিত বুঝেন তখন ঐ বাকীর সুদের উপরান্ত শতকরা সালিয়ানা ১২ বার টাকা হিসাবে জরীমানা উপরের উক্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে লন্ কিন্তু সুদ ও জরীমানা এই দুই প্রকরণেতে গোলমাল হওয়াতে কর্ম্ম চলিবার ব্যাঘাত হইয়াছে একারণ ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ প্রথম আইনের ২ ধারার কিম্বা চলিত অন্য২ আইনের লিখিত যে সকল কথানুসারে জমীদার ও সদরী ইজারদারদিগের স্থানে বাকী টাকার সুদের উপরান্ত সালিয়ানা শতকরা ১২ টাকা হিসাবে জরীমানা তলব হইতে পারিত তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

ভূম্যধিকারিইত্যাদির বাকীর টাকার নির্দ্ধারিত সুদের উপরান্ত সালিয়ানা শতকরা ১২ টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের বিষয়ে চলিত হুকুমসকল রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারী কি সদরী ইজারদার কোন এক মাসের কিস্তির টাকা আইন্দা মাসের ১ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে না দেয় তবে তাহার নামে ঐ তারিখহইতে কালেক্টরসাহেবের দফ্তরে বাকী টাকার সুদ সালিয়ানা শতকরা ১২ টাকা হিসাবে লেখা যাইবেক ও কোন কালেক্টরসাহেব ঐ সুদের কিছু মাফকরিতে পারিবেন না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফীয়ৎঅনুসারে বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের বিবেচনাতে বিশেষ কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ সুদ মাফ করা বিহিত বোধ হইলে তাহার হুকুম দিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

মাসমাসের কিস্তির টাকা সময়শিরে নাদেওনেতে নির্দ্ধারিত যে সুদ ভূম্যধিকারিইত্যাদির শিরে বার হয় তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমবিনা কোন প্রকারে মাফ না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের উচিত যে নিরূপিত সময়ে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে ঐ সুদের শরেওয়ার হিসাব তলব করিয়া তাহা মাসমাসের তৌজীর সহিত মোকাবিলা করিয়া ইহা বুঝেন্ যে ওয়াজিবী সুদের প্রকৃত প্রস্তাব হিসাব হইয়াছে কি না ও তাহার কত উসুল হইয়াছে ও জমীদারইত্যাদির শিরে কত বাকী আছে এমতে ঐ দুই বোর্ডের সাহেব

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবলোকের স্থানে সুদের হিসাব নির্ণীত সময়ে তলব করিয়া লইয়া তৌজীর কাগজের সহিত মোকাবিলা করিবার কথা।

সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ঐ হিসাব দৃষ্টিকরণের পর বিষয় বুঝিয়া যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা কালেক্টরসাহেবদিগের নামে দেন্ ইতি।

VOL. V. 276. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইন ও ১৮১১ সালের ৪ চতুর্থ আইন রদ ও রহিত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২৮ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ২৯ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৬ রবীয়ঃসানীতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশের মধ্যের কোনি২ শহর ও কসবাতে টাক্স এতাবতা ঘরের মামুললওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে ও ১৮১১ সালের ৪ চতুর্থ আইনে কএক দাঁড়া লেখা গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল শহর ও কসবার বসিয়া লোকদিগের হিতার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে বিহিত বোধ হইল যে তাহার দিগকে ঐ মামুল মাফ হয় একারণ ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইনের তারিখঅবধি সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইন ও ১৮১১ সালের ৪ চতুর্থ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৫ আইন ও ১৮১১ সালের ৪ আইন রদ হইবার কথা।

VOL. V. 277.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

শোরা প্রস্তুতকরণের ক্ষমতা কেবল সরকারেতে থাকিবেক ইহা প্রচার ও প্রকাশ করিবার ও সরকারের বিনা অনুমতিতে শোরা প্রস্তুতহওনের নিবারণের ও সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে মোখ্তারকার যে সাহেব লোক ও যে সকল লোকেরা শোরা প্রস্তুতকরণের কার্য্যেতে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কার্য্যোপদেশে অর্থাৎ কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার পরিপাটী করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ৩০ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১৮ জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশের মধ্যে যত শোরা প্রস্তুত হয় তাহা সমুদয় সরকারেতে দাখিল হইবার নিমিত্তে কৌন্সেলের সভায় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে উচিত বোধ হইল যে ঐ সকল সুবা ও বারাণস দেশের মধ্যেতে কেবল সরকারের এখ্তিয়ারে শোরা প্রস্তুত হয় ও ইহা ছোটবড় সমস্ত লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইশ্তিহার দেওয়া যায় একারণ ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে আইন্দা অক্তোবর মাসের ১ তারিখঅবধি তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

সরকারের বিনাহুকুমে যে শোরা প্রস্তুত হয় তাহা জব্দ হইবার কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে সরকারের নিমিত্তে কিম্বা সরকারের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে শোরা প্রস্তুতহওনের নিষেধ হইল অতএব এই হুকুমের অন্যথায় যত শোরা প্রস্তুত হয় তাহা এই ধারানুসারে ক্রোক্ ও জব্দ হইবার যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন ব্যক্তিকে তাহার অসম্মতিতে শোরা প্রস্তুত করণেতে জবরী করিয়া নিযুক্ত না করাইবার কথা।

কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতিব্যতিরেকে জবরী করিয়া কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ বেলমোক্তা সুরতে কি লুনী এতাবতা মজুরীরূপে কি অন্য কোন প্রকারেতে শোরা প্রস্তুতকরণের কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক না ও শোরা প্রস্তুতকরণের বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি করারদাদ করে পুনর্ব্বার এপ্রকার করারদাদ করিতে তাহার ইচ্ছা যদি না থাকে তবে যে করারাদাদ করিয়া থাকে তাহা পুরা করিয়া এ কর্ম্মহইতে

ক্ষান্ত

ক্ষান্ত হইয়া আর যে ব্যবসা কার্য্যকরা বিহিত বুঝে বিনা বাধা ও প্রতিবন্ধকতাতে তাহা করিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

যাহার প্রতি এমত জবরী হয় সে ব্যক্তি করারদাদ রদ হইবার এবং খেসারতের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শোরা প্রস্তুতকরণের মোখ্তারকার কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার কোন ছোট সাহেব কিম্বা শোরা প্রস্তুতকরণের কর্ম্মে এদেশীয় যে আমলা লোক তাঁহার তরফহইতে নিযুক্ত থাকে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে খামকা জবরী করিয়া পেশ্‌গী দিয়া শোরা প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে তাহার স্থানে করারদাদ লেখাইয়া লইলে সে ব্যক্তি ঐ করারদাদ রদ হইবার দাওয়া ও মোকদ্দমা বুঝিয়া খেসারতের দাওয়াতে যিনি এমত জবরী করিয়া থাকেন্ তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ও আসামীর জবরী করা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেবের উচিত যে ঐ করারদাদ বাতিলহওনের হুকুম দিয়া অধিকন্তু যে পেশ্‌গী ফরিয়াদীকে গতাইয়াছিল তাহা ফিরিয়া লওয়াইয়া ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ফরিয়াদীর খেসারতের বদলে যাহা উচিত বোধ হয় আদালতের খরচাসমেত তাহা আসামীর স্থানহইতে ফরিয়াদীকে দেওয়াইয়া দিয়া ফরিয়াদীর এড়াইবার হুকুম দেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখনানুসারে সরাসরী বিচারের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতসকলেতে উপস্থিত হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্ণীতানুসারে সরাসরীমতে রুবকার করিয়া নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য ইতি।

৫ ধারা।

এককেতা একরারনামাতে করারদাদের কথা লেখা যাইবার ও জামিন লওয়া যাইবার কথা।

শোরার আক্রমকরণের বিষয়েতে যে সকল কন্ত্রাক্ট ও করারদাদ হয় কর্ত্তব্য যে তাহা দুই জনহইতে কম না হইয়া সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য প্রমাণে একরারনামার দ্বারা হয় ও সেই একরারনামার উপরেতে শোরা প্রস্তুতকরণের মোখ্তারকার সাহেবের দস্তখৎ কিম্বা সাহেবের আমলার মধ্যে আর যে ব্যক্তি এ বিষয়েতে নিযুক্ত থাকে তাহার দস্তখৎ হয় ও তাহার এক নকল ঐ সাহেবের কিম্বা তাহার আমলার নিকটে ও আর এক নকল যে একরার করে তাহার নিকটে থাকে ও যদি হইতে পারে তবে ঐ করারদাদ পুরা করিবার অর্থে জামিন লওয়া যায় ইতি।

৬ ধারা।

যাহারা করারদাদমতে কর্ম্ম না করে তাহারদিগের উপর মোখ্তারকার সাহেবের তরফ হইতে পেয়াদা যাইবার কথা।

কোন কন্ত্রাক্টদার কিম্বা লুনীয়া কি অন্য ব্যক্তি আপন করারদাদের কাগজের লেখা মিয়াদের মধ্যে তাহার লেখা ওজনের শোরা সমস্ত না দিলে মোখ্তারকার সাহেবের ক্ষমতা আছে যে শোরা শীঘ্র দাখিল করিবার নিমিত্তে তাহার উপর পেয়াদা পাঠান্ ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

শোরা প্রস্তুতকরণের মোখ্তারকার সাহেবের কর্ত্তব্য যে পোলীসের প্রতিথানার সীমার মধ্যেতে লুণীয়াইত্যাদি যত লোক শোরা প্রস্তুতের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে সেইং থানার কাছারীতে তাহারদিগের নাম ও নিবাস লেখা এক ইসমনবিসীর ফর্দ্দ লট্কাইয়া দেওয়ান্ ও প্রতিমাসের ১ তারিখে গত মাসে যাহা হইয়া থাকে তদনুসারে ঐ ফর্দ্দ শুধরিতে ও পরিবর্ত্ত করিতে থাকেন্ অতএব প্রতিথানার দারোগার উপর হুকুম আছে যে ঐ ফর্দ্দ পাইবামাত্র তাহা আপন কাছারীতে টাঙ্গাইয়া দিতে কহে ও শোরার মোখ্তারকার সাহেবের কর্ত্তব্য যে তিনং মাসঅন্তর ঐ সকল ফর্দ্দের লেখা বৃত্তান্ত সেই স্থানের চলন ভাষাতে তরজমা করিয়া জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

শোরা প্রস্তুতের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা লোকদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ থানার কাছারীতে লট্কাইবার ও তাহার নকল তিনং মাসঅন্তর জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৮ ধারা।

সরকারী সমস্ত কার্য্যকারকদিগের প্রতি ও সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ভূমির ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদার ও কটকিনাদারদিগের ও তাহারদিগের প্রজা এবং আমলা ও গোমাস্তা ও সংক্রান্ত লোকদিগের প্রতি এই ধারানুসারে অতি তাকীদ হুকুম আছে যে শোরার মোখ্তারকার সাহেব কিম্বা তাহার আমলার মধ্যে কেহ সহায়তা চাহিলে শোরা প্রস্তুতের সিরিস্তার বিষয়ে যে সহায়তা তাহারদিগের পাওয়া ক্ষমতানুযায়ি ও সরকারের চলিত আইনানুসারে সম্ভব হয় তাহা করেন্ ইতি।

শোরার মোখ্তারকার সাহেব সরকারীকার্য্য ভারাক্রান্ত ও জমীদার ইত্যাদিকে সহায়তা করিতে কহিলে করিতে হইবার কথা।

৯ ধারা।

শোরা প্রস্তুতকরণের মোখ্তারকার সাহেবের গোমাস্তাদিগের কি আমলার মধ্যে কেহ কি ঐ সাহেবের তরফহইতে যাহারা শোরা প্রস্তুতের কর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের মধ্যের কোন ব্যক্তি লুণীয়াইত্যাদিদিগের স্থানহইতে শোরা বিক্রয় হইতে দেখিয়া টাকা খাইয়া যদি তাচ্ছল্য করে কিম্বা তাহা বিক্রয়হওনের সহকার থাকে কিম্বা হিসাবে মিথ্যা বাকী লিখে কিম্বা জিম্মাহওয়া মাল তসরুফ করে কিম্বা চুক্তিকারক কি লুণীয়াইত্যাদি যাহারা পেশগী লইয়া শোরা প্রস্তুতের কার্য্যকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকে তাহারদিগের স্থানে গরওয়াজিবী টাকা লয় তবে দেওয়ানী আদালতে এপ্রকার ত্রুটি প্রমাণ হইলে যত শোরা ও যত টাকা তসরুফ করিয়া থাকে কি যত শোরা বিক্রয় কিম্বা কোন প্রকারে চালান করাইয়া থাকে কি যত গরওয়াজিবী টাকা লইয়া থাকে তাহার তিনগুণ তাহার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোক এপ্রকার কর্ম্মহওনের সমাচার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দিলে পর ঐ শ্রীযুত যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ ব্যক্তির নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইবার ও সে উত্তরকালে সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য না হওনের হুকুম দিবেন ইতি।

গোমাস্তা ও শোরা প্রস্তুতের আরং চাকর লোকেরা মন্দাচরণ করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

যাহারা হুকুমের অন্যথামতে শোরা প্রস্তুত করিতে দাদনী দেয় তাহারদিগের যাহা হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি চুক্তিকারক কি লণীয়া কিম্বা আরং যাহারা শোরা প্রস্তুত করে তাহারদিগকে কিম্বা শোরা প্রস্তুতের কার্য্যে মোখ্তারকার সাহেবের নিযুক্তকরা কোন আমলাকে হুকুমের অন্যথায় শোরা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ চুক্তিকারক কিম্বা লুণীয়াইত্যাদি কাহার স্থানে কি মোখ্তারকার সাহেবের আমলার স্থানে শোরা কিনিবার কি অসঙ্গত কোন প্রকারেতে লইবার নিমিত্তে পেশগী দেয় ইহা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি উপরের প্রস্তাবিত প্রকারেতে যত মোন শোরার কারণ পেশগী দিয়া থাকে কিম্বা উপরের উক্ত প্রকারেতে যত শোরা কিনিয়া থাকে কি লইয়া থাকে তাহার উপর ফিমোন ৫ পাঁচ টাকা করিয়া জরীমানা সে ব্যক্তির দিতে হইবেক ও এ প্রকারের শোরা পাইবামাত্র জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

জরীমানার টাকা উসুল করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন ব্যক্তির উপর উপরের প্রস্তাবিত কোন ত্রুটি প্রমাণ হইলে সে যদি জরীমানার টাকা না দেয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে যে মতেতে ডিক্রী জারী করেন্ সেইমতে ঐ ব্যক্তির মালআমওয়াল নীলামের নিমিত্তে হুকুমনামা প্রকাশ করিয়া জরীমানার টাকা উসুল করেন্ আর যদি ঐ ব্যক্তির জায়দাদ জরীমানার টাকার উপযুক্ত মত না পাওয়া যায় তবে আদালতের সাহেবের উচিত যে ছয় মাসের অধিক না হইয়া যত দিন উচিত হয় তত দিনপর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের জেহলখানাতে কয়েদ থাকিবার হুকুম ঐ ব্যক্তির প্রতি দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

জব্দহওয়া শোরার মূল্যের কথা।

এই আইনের ২ ধারানুসারে যত শোরা জব্দ হয় তাহার মূল্য আড়ঙ্গের মোনকরা ২ দুই টাকা করিয়া ধরিয়া হিসাব হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

জব্দহওয়া শোরার মূল্যহইতে গোয়েন্দাদিগকে ও মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার আমলাদিগকে ইনাম দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—হুকুমের অন্যথামতে যত শোরা প্রস্তুত হইয়া সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশের মধ্যে আমানৎ থাকে কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় ইহার সমাচার কোন ব্যক্তি শোরা প্রস্তুতকরণের মোখ্তারকার সাহেবের কি তাঁহার কোন আমলার নিকটে দিলে যদি তাহার সমাচারদেওনেতে শোরা ক্রোক্ ও জব্দ হয় তবে সে ব্যক্তি এই পরিমাণে ইনাম পাইতে পারিবেক এতাবতা জব্দহওয়া শোরার মূল্য উপরের ধারার লিখিত হিসাবে নিরূপণ করিয়া তাহা পাঁচ অংশে বিভাগ করিয়া তাহার এক অংশ সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ও দুই অংশ মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার যে আমলারদিগের দ্বারা

শোরা

শোরা ক্রোক্ হইয়া থাকে তাহারদিগের মধ্যে অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ হইয়া ঐ সাহেব ও আমলারা পাইবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে ঐ আমলাদিগের অংশ তাহারদিগের যাহার যে মত কর্ম্ম তাহার দৃষ্টে যে প্রকারে উচিত হয় সেইমতে অংশাংশ করিয়া দেওয়ান্ ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি অন্যের সমাচার দেওনবিনা মোখ্তারকার সাহেবের আমলার দ্বারা এপ্রকারের শোরা ক্রোক হয় তবে তাহা যাহারা ক্রোক্ করিয়া থাকে তাহারা সেই শোরার নিরূপিত মূল্যের পাঁচ হিস্যার দুই হিস্যা ইনাম পাইতে পারিবেক ও ঐ দুই হিস্যা ঐ আমলাদিগের মধ্যে যত করিয়া অংশ করিতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকেরা হুকুম করেন্ তত করিয়া হইবেক ও মোখ্তারকার সাহেবো এক হিস্যা পাইতে পারিবেন ইতি।

অন্য কাহার সমাচার দেওনবিনা শোরা ক্রোক্ হইলে ইনামের ভাগের মতের কথা।

১৩ ধারা।

এই আইনের হুকুমের অন্যথামতে যে শোরা প্রস্তুত হয় কিম্বা কোন ব্যক্তি লয় তাহা কোন নৌকা কিম্বা বলদইত্যাদি জন্তু কি গাড়ীর উপর বোঝাইসুদ্ধা পাওয়া গেলে সেই নৌকা কি বলদইত্যাদি জন্তু কি গাড়ী ক্রোক্ ও জব্দ হইয়া নীলাম হইবেক ও জব্দহওয়া শোরার মূল্যের যেমত হিস্যা উপরের ধারানুসারে হয় সেই মতে ও সেই হুকুমের দৃষ্টে ঐ নৌকাইত্যাদি নীলামহওয়া মূল্যের হিস্যা হইবেক ইতি।

জব্দের যোগ্য শোরা যে নৌকাইত্যাদিতে বোঝাই থাকে সে নৌকাইত্যাদি জব্দ হইবার ও তাহার মূল্য বিভাগ হইবার কথা।

১৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে জব্দের বিষয়ের বিচার ও বিবেচনাকরণের ও হুকুম দিবার ভার কেবল বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের প্রতি আছে ও উপরের উক্ত শোরাইত্যাদি জব্দহওনেতে যে ব্যক্তি ইনাম পাইতে পারে জব্দের হুকুম হইলে পর সে ব্যক্তি যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের তরফহইতে কিম্বা শোরার মোখ্তারকার সাহেবদিগের নিকটেতে পাইবেক ইতি।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুজুরহইতে জব্দের হুকুম হইবার ও যত শীঘ্র হইতে পারে ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

১৫ ধারা।

যাহারা শোরা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকে এবং ভূমি ইজারা কি জোত আবাদো করে তাহারদিগের স্থানে শোরা প্রস্তুতকরণের সময়ভিন্ন অন্য সময়ে আরং প্রজা ও ইজারদারদিগের মতে এপ্রকার লোকদিগের সম্পর্কীয় দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাট্টা ও কবুলিয়তমতে মালগুজারীর টাকা উসুল করা যাইবেক কিন্তু শোরা প্রস্তুতহওনের সময়ে তাহারদিগের শিরে যাহা বাকী থাকে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ২০।২১ ধারার লিখিত হুকুমসকলের ও ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৯ আইনের হুকুমসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তলব ও উসুল করা যাই বেক

ভূমির জোতদার যে ব্যক্তিরা শোরাও প্রস্তুত করিতে থাকে তাহারা শোরা প্রস্তুতের সময়ভিন্ন আরং প্রজারদিগের মত চলিত হুকুমের ভাবে থাকিবার ও শোরা প্রস্তুতের সময়ে যে সকল দাঁড়া

তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক তাহার কথা।

বেক ও জানা কর্ত্তব্য যে শোরা প্রস্তুতের ইয়াম অর্থাৎ সময় কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখঅবধি করিয়া আষাঢ়মাসের শেষপর্য্যন্ত বোধ করা যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

মোখ্তারকার সাহেব কি তাঁহার ছোট সাহেব কি আমলারা আইনের অন্যথায় কোন কর্ম্ম করিলে তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

শোরার মোখ্তারকার কোন সাহেব কি তাঁহার ছোট সাহেব কিম্বা তাঁহার আমলা ও গোমাস্তা এই আইনের কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের উক্ত মতেতে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট ও প্রকাশ হয় তাহার অন্যথা করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে তাহার নালিশ হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মোখ্তারকার কোন সাহেব কি তাঁহার ছোট সাহেবের নামে হওয়া নালিশের মোকদ্দমা রুবকারহওনের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২।৩ ধারার লিখিত দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখা যাইবেক ইতি।

Vol. V. 284.

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১১ একাদশ আইন।

দেশত্যাগী যে সকল লোক তাহারা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে সেই দেশের সরহদ্দের নিকট এ সরকারের শাসিত রাজ্যের সীমার মধ্যে কোন স্থানে বাস করে তাহারদিগকে ও তাহারদিগের সন্তানেরদিগকে সেখানহইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে পাঠাইবার ও কোনং প্রকারেতে কয়েদ রাখিবারো ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার ও উপরের উক্ত লোকদিগের মধ্যে যে সকল লোক তাহারা যে দেশহইতে আসিয়াছে সেই দেশের মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করে এবং তাহারদিগের সঙ্গে যাহারা এ বিষয়েতে সহকার থাকে তাহারদিগের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিষয়ে দাঁড়া নিরূপণহওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১৮ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২৪ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৯ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ৮ শহর রজবে জারী করিলেন ইতি।

রখঙ্গদেশীয় অনেক লোক অর্থাৎ মঘেরা বারং রখঙ্গ দেশহইতে বাহির হইয়া ঐ রখঙ্গ দেশের সরহদ্দের নিকট জিলা চাটিগ্রামের অঞ্চলেতে বাস করিয়াছে ও ঐ সকল লোকদিগের ও তাহারদিগের সন্তানেরদিগের মধ্যে অনেকে তাহারদিগের বিষয়ে শাসিত রাজ্যের মধ্যেতে যত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তাহারা তাহার বদলে কুপথাবলম্বী হইয়া যে রখঙ্গ দেশ আওয়ার সরকারের অধিকারভুক্ত তাহার মধ্যেতে হঙ্গামা ও ফসাদ করিয়াছে বরং আওয়ার সরকারের কর্মকর্ত্তাদিগের সহিত লড়াই উপস্থিত করিয়াছে ও এপর্য্যন্ত কুব্যবহার করিয়াছে যে এ সরকার ও আওয়ার সরকারেতে যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি আছে তাহাতে বয়ন্ধ জন্মিবার সম্ভাবনা হয় ও এপ্রযুক্ত উচিত ও আবশ্যক বোধ হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রতি ক্ষমতা থাকে যে উপরের উক্ত দেশত্যাগি লোকদিগকে ও তাহারদিগের সন্তানেরদিগকে রখঙ্গ দেশের সরহদ্দের নিকটহইতে উঠাইয়া দেন এবং এই প্রকারে ভিন্নাধিকার দেশসকলের আরং যে লোকেরা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে তাহারদিগকে সে দেশের সরহদ্দের নিকটহইতে উঠাইয়া দেন ও ঐ শ্রীযুতের এ ক্ষমতাও থাকে যে উপরের উক্ত লোকদিগের সন্তানের মধ্যে — হেতুবাদ।

যে

যে সকল ব্যক্তি তাহারা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে সেই দেশের মধ্যে উপরের উক্ত অপরাধ করে তাহারদিগকে কয়েদ রাখেন ও কর্ত্তব্য যে যাহারা উপরের প্রস্তাবিত অপরাধ করে কি যাহারা তাহা করণের সহকার থাকে তাহারদিগের অপরাধের ধরাধরের বিষয়ে দাঁড়া নিরূপণ হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইন প্রচারহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী হয় ইতি।

২ ধারা।

ভিন্নাধিকারদেশীয় যে লোকেরা শাসিত রাজ্যের মধ্যে বাস করে যেমতেতে তাহারদিগকে অন্য স্থানে পাঠাইবার ক্ষমতা নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের প্রতি থাকিবেক তাহার কথা।

বিবেচনা ও তদন্ত করণের পর যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের চিত্তে ইহা বোধ হয় যে রথঙ্গদেশের কিম্বা ভিন্নাধিকার অন্য কোন দেশের যে সকল লোকেরা এ সরকারের শাসিত রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে সে সকল লোকেরা কিম্বা তাহারদিগের সন্তানেরা তাহারদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে এ সরকারহইতে যে অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তাহা যথোপযুক্ত না মানিয়া কুপথাবলম্বী হইয়া যে দেশহইতে তাহারা কি তাহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা আসিয়াথাকে সেই দেশের মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদকরণের চেষ্টা করিয়া থাকে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ সকল লোকদিগকে অন্য স্থানে কিম্বা যে২ স্থান উত্তর কালে তাহারদিগের বসতির নিমিত্তে উচিত বুঝেন্ সেই স্থানে পাঠাইয়া দেন্ ও এই প্রকার যদি ঐ শ্রীযুতের অন্তঃকরণে ইহা বোধ হয় যে ভিন্নাধিকার দেশের যে সকল কিম্বা তাহারদিগের সন্তানেরা তাহারা কি তাহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে সেই দেশের সরহদ্দের নিকটে বাসকরাতে সেই দেশাধিপতির সরকার ও এ সরকারের মধ্যের সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের ব্যাঘাত হইতে পারে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে সে সকল লোকদিগকে সে স্থানহইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

ঐ সকল লোকেরা যাওনকালে আপন২ বস্তু বিক্রয় কিম্বা অন্য প্রকার ব্যয় করিতে পারিবার কিন্তু স্থাবর কোন বস্তু যাওন কালে বিক্রয় না হইলে তাহা নীলাম করাইয়া নীলামী মূল্য তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবার কথা।

দেশত্যাগি লোকেরা কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি তাহারা যেখানে বাস করিয়া থাকে সেখানহইতে যখন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে অন্য স্থানে যায় তখন তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের দ্রব্য সামগ্রী আপন২ ইচ্ছাক্রমে বিক্রয় কিম্বা অন্য প্রকারে ব্যয় করে কিন্তু যদি আপন২ গমনকালীন স্থাবর কোন বস্তুতে স্বত্বাধিকার রাখিয়া থাকে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই বস্তু জিলার কালেক্টরসাহেবের মারফতে নীলাম করাইয়া তাহার নীলামী মূল্যের টাকা সেই দ্রব্যের মালিক অর্থাৎ স্বামিকে দেওয়ান্ ইতি।

৪ ধারা

৪ ধারা।

এ সরকারের শাসিত রাজ্যের মধ্যে কিম্বা যে সকল প্রধানেরদিগের এ সরকারের সহিত সম্ভাব থাকে তাঁহারদিগের দেশসকলের মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদ না হইবার নিমিত্তে কিম্বা এ সরকারের ও ভিন্নাধিকার দেশাধিপতিদিগের মধ্যে সম্ভাব রহিবার অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের চিত্তে বিবেচনাকরণের পর যদি এমত আবশ্যক বোধ হয় যে উপরের উক্ত লোকদিগের মধ্যে যে কোন সরদার কি অন্য ব্যক্তিহইতে এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত অপরাধের ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাকে কয়েদ রাখা যায় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে এমত অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তার করাইয়া যে হুদ্দাদারের নেগাহবানীতে ও সরকারের হিতার্থে যে মিয়াদপর্য্যন্ত উচিত হয় সেই স্থানে ও সেই হুদ্দাদারের নেগাহবানীতে সেই মিয়াদে কয়েদ রাখান ইতি।

কোনং প্রকারেতে দেশত্যাগি সরদার কি অন্য ব্যক্তিরদিগকে কয়েদ রাখিতে নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের উক্ত লোকদিগের কিম্বা তাহারদিগের সন্তানের মধ্যে যাহারা সরকারের আশ্রয়েতে বসতি করিয়া তাহারা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে সেই দেশ কি আর কোন ভিন্নাধিকার দেশে গিয়া তাহার মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করে কিম্বা তাহা করণের চেষ্টা পায় তাহারা এই অপরাধহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওনের যোগ্য হইবেক ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগের প্রতি সাত বৎসর মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক ইতি।

হঙ্গামা ও ফসাদ করিলে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইবার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত লোকেরা তাহারদিগের জন্মস্থান যে দেশে সেই দেশেতে কিম্বা ভিন্নাধিকার অন্য কোন দেশের মধ্যে হঙ্গামা ও ফসাদ করিতে উদ্যতহওনের সময়ে সরকারের শাসিত রাজ্যের আসল নিবাসি লোকদিগের মধ্যে কিম্বা ভিন্নাধিকার দেশীয় যে সকল লোকেরা সরকারের শাসিত রাজ্যের মধ্যে বাস করে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা লোক জমাকরণ কিম্বা টাকা অথবা অস্ত্রশস্ত্র দেওনদ্বারা উপরের উক্ত ঐ লোকদিগের সহকারিতা করে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহারদিগের সঙ্গে ঐ উদ্যোগেতে সহকার থাকে তাহারা এই অপরাধহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওনের যোগ্য হইবেক ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগের প্রতি সাত বৎসর মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দায়েরসায়ের সাহেব কোন এক মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে এই প্রকরণের ও উপরের প্রকরণের নির্ণীত শাস্তির অল্পতা করা উচিত বুঝেন তবে তাঁহার উচিত যে সে মোকদ্দমার কাগজপত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন যে ঐ সাহেবলোক শাস্তির যাহা অল্পকরা বিহিত বুঝেন তাহা ক্ষমাহওনের অর্থে এক সুপারিশ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে লিখিয়া পাঠান

ঐ সকল লোকদিগের সঙ্গে হঙ্গাম ও ফসাদকরণের উদ্যোগে যাহারা সহকার থাকে তাহারদিগের শাস্তির কথা।

কোনং প্রকারেতে শাস্তির অল্পতাহওনের

কিন্তু আদালতের কোন হুকুম ৪ ধারার ক্ষমতা চরণহওনের প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

পাঠান্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৪ ধারানুসারে ঐ শ্রীযুতের যে ক্ষমতা আছে এই আইনের লিখনানুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে হওয়া কোন হুকুম সেই ক্ষমতাচরণহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

VOL. V. 288.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

দেনা ও পাওনার বিষয়ি সমস্ত লেখাপড়া এবং শরয়ী সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনের কিম্বা তাহা লেখা যাওনের তারিখের পর ৬০ যাটি দিবসের মধ্যে আইনের চলিতমতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হইবার ও তাহা নহিলে ঐ সকল কাগজ আদালতের কোন কাছারীতে দলীল দস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান না হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১৫ শরহ রজবে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণেতে এমত লেখা গিয়াছে যে দেনা পাওনার বিষয়ী যে কোন নিদর্শনপত্র কিম্বা দাখিলার কাগজ অথবা শরয়ী যে কোন কাগজ সরকারের কোন আইনের নির্ণীতানুসারে ইষ্টাম্প কাগজেতে লেখা না গিয়া থাকে যদি তাহা লেখা যাওনের তারিখহইতে ৬০ যাটি দিবসের মিয়াদ গত হইলে পর সেই কাগজ ও আইনানুসারে তাহার ইষ্টাম্পকাগজে যে মূল্য লাগিত সেই মূল্যের দশগুণ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল হয় তবে ঐ কালেক্টরসাহেব সে কাগজ ইষ্টাম্পদফ্তরের মহাফেজ সাহেবের নিকটে তাহাতে নিরূপিত ইষ্টাম্পের ছাপা করাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ও দেনা পাওনার বিষয়ি সমস্ত লেখাপড়া অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ও শরয়ী কাগজপত্রসকল প্রথমেতেই ইষ্টাম্প কাগজেতে লেখা যায় কিম্বা লেখা গেলে পর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আইনের চলিতমতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হয় এ দুই প্রকারেতেই সরকারের লভ্য আছে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন প্রচারহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসদেশেতে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার যে ৩ প্রকরণেতে ইহা লেখা গিয়াছে যে দেনা পাওনার বিষয়ী যে কোন নিদর্শনপত্র কিম্বা দাখিলার কাগজ কি শরয়ী যে কোন কাগজ সরকারের আইনের চলিতমতে ইষ্টাম্পকাগজেতে লেখা না গিয়া থাকে যদি তাহা লেখা যাওনের তারিখহইতে ৬০ যাটি দিবসের মিয়াদ

ই০ ১৮১২ সালের ১ নবেম্বরপর্য্যন্ত ইং ১৮০০ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ বহাল থাকিবার কথা।

অতীত

অতীত হইলে পর আইনানুসারে তাহার ইষ্টাম্পকাগজেতে যে মূল্য লাগিত তাহার দশগুণের সহিত সেই কাগজ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল হয় তবে ঐ কালেক্টরসাহেব সে কাগজ ইষ্টাম্প দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের নিকটে তাহার উপর নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ঐ ৩ তৃতীয় প্রকরণ ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে ফসলী ১২২০ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২০ সওয়ালপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ও ঐ তারিখের পর যে কোন তমঃসুক কি কোবালা কি হেবানামা কি আর২ দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র আইনের চলিতমতে ইষ্টাম্পকাগজেতে লেখা না যায় অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে তাহা লেখা যাওনের তারিখহইতে ৬০ ষাটি দিবসের মধ্যে তাহার উপর নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা না হয় তাহা আদালতের কোন কাছারীতে দলীল দস্তাবেজরূপে মঞ্জুরহওনের যোগ্য হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মালগুজারীর ভূমির খাজানার কবুলিয়তসকল কি আর যে২ দস্তাবেজ চলিত আইনানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক নাহি এ দাঁড়া তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

উপরের উক্ত তারিখের পর যেমতেতে যে কোন দস্তাবেজ আদালতের কাছারীতে অগ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ ধারা।

আদালতে দাখিলকরা যে সকল দস্তাবেজেতে কৃত্রিমতার সন্দেহ হয় তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যাচিয়া বুঝা গেল যে কখন২ জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্প প্রস্তুত হয় ও এপ্রকার কৃত্রিম লোকদিগের বুঝা ভার হয় একারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজেতে লেখা যাওন আবশ্যক তাহাতে ইষ্টাম্পযুক্তে যাহা দেখিয়া কৃত্রিমের সন্দেহ হয় আদালতের কোন কাছারীতে দাখিল হইলে সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত যে ঐ দস্তাবেজ মঞ্জুরকরণের পূর্ব্বে তাহাতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের কৃত্রিমতার তথ্যতদন্ত করেন ও তাহার কৃত্রিমতা জানা গেলে ইহার তহকীক করেন যে ঐ দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়া তাহার ইষ্টাম্প কৃত্রিম ইহা জ্ঞাত ছিল কি না পরে যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে এ দুই প্রকারি স্পষ্ট বোধ হয় যে ইষ্টাম্প কৃত্রিম হইয়াছে এবং দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়া ইহা জানিত তবে সে দস্তাবেজ অতিনামঞ্জুর হইবেক কিন্তু যদি ঐ সাহেবের এমত বোধ হয় যে দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়াকে কেহ ভুলাইয়া কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ দিয়াছে ও ইষ্টাম্প কৃত্রিম ইহা সে ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল না তবে ঐ জজসাহেব জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে নীচের শরওয়ামতে একসর্টিফিকট দেন যে তদনুসারে সেই কাগজের ইষ্টাম্পের প্রকৃত মূল্যের পাঁচগুণদেওনের নিয়মে তাহার উপর আইনানুসারে নতন ইষ্টাম্প ইষ্টাম্পের মহাফেজ সাহেবের দফ্তরেতে ছাপা হয় ইতি।

ক্রিটের

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সর্ট্টিফিকিটের শরওয়া।

অমুক জিলার অমুক সাহেবের নামে অমুক ব্যক্তি অমুক মজমুনে অমুক তারিখের অমুক দস্তাবেজ অদ্য আমার নিকট দাখিল করিয়াছে ও ঐ দস্তাবেজের উপর জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে এমত দৃঢ় বোধ হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার নির্ণীতানুসারে তদন্তকরণেতে এমত বোধ হইল না যে ঐ দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়া ঐ কাগজের ইষ্টাম্প জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইহা জানিত অতএব কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ঐ অমুকের স্থানে নিরূপিত ইষ্টাম্পের মূল্যের পাঁচ গুণ লইয়া উপরের উক্ত ঐ দস্তাবেজ ইষ্টাম্প দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের নিকটে তাহাতে নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ইতি অমুক সন অমুক তারিখ।

অমুক জিলার জজসাহেবের দস্তখৎ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—তদন্তকরণানুসারে যদি জজসাহেবের চিত্তে ইহা বোধ হয় যে কোন দস্তাবেজে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্প জাল অর্থাৎ কৃত্রিম বটে এবং ঐ দস্তাবেজ দাখিল করণিয়া ইহা জানিত তবে ঐ সাহেবের উচিত যে রুবকারীর নকল এবিষয়ের তহকীকের কথাসম্বলিত কাগজপত্র সহিতে ফৌজদারীতে উপস্থিত করান্ অতএব মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে ঐ দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়ার ও তাহার কারসাজীর সঙ্গিদিগের প্রতি এমত২ মোকদ্দমাতে চলিত যে সকল আইন সম্পর্ক রাখে তদনুসারে আচরণ করেন্ ইতি।

সমাপ্তি।

A True Translation,
W. DORIN,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

নানাপ্রকার শরাব ও মাদক দ্রব্য ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের পাট্টা সকলের উপর মাসুল ধার্য্য করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১৫ শহর রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৭ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে নানাপ্রকার শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের পাট্টাসকল নানারকম রসুমের ইষ্টাম্পকাগজেতে দেওয়া যাইত ও এক্ষণে পাট্টা পাইয়া অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া দেওনেতে কর্ম্ম চলিবার ব্যাঘাত হইয়াছে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে আইন্দা ফসলী ও বিলায়তী ও বাঙ্গলা সনের প্রথমাবধি করিয়া তাহার মতে কার্য্য হয় ইতি।

২ ধারা।

নানাপ্রকার শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের পাট্টার বিষয়ে এক্ষণকার চলিত দাঁড়া ফসলী ও বিলায়তী ও বাঙ্গলা হাল সালপর্য্যন্ত বহাল থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নানাপ্রকার শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ও তাড়ী ও পচুই ও নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য বিক্রয়করণের পাট্টাদেওনের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা স্থানবিশেষের চলনমতে ফসলী কি বিলায়তী কি বাঙ্গলা হালসাল গত না হওনপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ইতি।

হালসাল গতহওনের পর পাট্টা লইতে যত মাসুল লাগিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রত্যেক স্থানের চলনমতে ফসলী কি বিলায়তী কি বাঙ্গলা হালসাল গত হইলে পর নানাপ্রকার শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ও নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য ও তাড়ী ও পচুই বিক্রয়ের নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তি পাট্টার দরখাস্ত করে আইনসকলের নির্ণ.ত হারে দররোজা যে রসুম তাহার দেওয়া উচিত হয় তাহার উপরান্ত এক দিনের রসুমের দশগুণ সরকারী মাসুল এতাবতা পাট্টাসেলামীরূপে তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।

পাট্টাসেলামী দাখিল না হইলে কালেক্টরসাহেবদিগকে পাট্টা দিতে নিষেধের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের নির্দ্ধারিত মাসুল যাবৎ সরকারের তহবীলে দাখিল না হয় তাবৎ কালেক্টরসাহেবেরা উপরের উক্ত কোন পাট্টা না দেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

কোর্ট রিক্বেষ্ট অর্থাৎ শহর কলিকাতার ছোট আদালতের সাহেবলোকের হজুরহইতে যে সকল ফয়সলা হয় তাহা জারী করিবার ক্ষমতা জিলা চব্বিশপরগনার আদালতের জজসাহেবের প্রতি থাকিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১৫ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১ ভাদ্র মত্তয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৮ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ৭ শহর শাবানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কোর্ট রিক্বেষ্ট অর্থাৎ শহর কলিকাতার ছোট আদালতের সাহেবলোকের হজুরহইতে যে সকল ফয়সলা হয় তাহার অনেক২ ফয়সলা আসামী শহর কলিকাতার সীমাহইতে জিলা চব্বিশপরগনার সীমানায় যাওয়াতে জারী হইতে পারে না এই হেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি।

২ ধারা।

যে মতেতে ছোট আদালতের ফয়সলা জিলা চব্বিশপরগনার জজসাহেবের জারী করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শহর কলিকাতার ছোট আদালতে যে কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর হকপাওনের নিষ্পত্তি অর্থাৎ ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আসামী তাহার ফয়সলাজারীহওনের পূর্ব্বে যদি জিলা চব্বিশপরগনার সীমার মধ্যে গিয়া রহে তবে ইহাতে ফরিয়াদী এবিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া এক দরখাস্ত ও ছোট আদালতের সাহেবলোকের করা ফয়সলার নকল ঐ আদালতের মোহর ও দস্তখতে নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা জিলা চব্বিশপরগনার জজসাহেবের নিকট দাখিল করিলেঐ সাহেবের উচিত যে আপন আদালতের ডিক্রীর মত হজুরের আইনসকলের মতে ঐ ফয়সলা জারী করেন্ ইতি।

ফয়সলা জারীহওনের বিষয়ে আসামী যদি এমত কোন ওজর করে যে তাহা ছোট আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দরপেশ হ

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মতেতে আসামী যদি ছোট আদালতের ফয়সলা জারীহওনের বিষয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা ছোট আদালতের সাহেবের নিকটে দরপেশহওয়া ঐ জজসাহেবের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ জজসাহেবের উচিত যে আবশ্যক হইলে আসামীর স্থানে মালজামিন লইয়া ফয়সলা জারী করা মৌকুফ রাখিয়া এমত অবকাশকালের মিয়াদ

দেন্

ওয়া উচিত তবে জজসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দেন্ যে আসামী আপন ওজরসম্বলিত দরখাস্ত ছোট আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে দাখিল করে ও সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী ছোট আদালতের সাহেবলোকের তরফহইতে ফয়সলা জারী না হওনের কথাসম্বলিত এক হুকুমনামা জিলা চব্বিশপরগনার জজসাহেবের নিকটে দাখিল না করে তবে ঐ জজসাহেব অবিলম্বে উপরের ধারার নির্ণীতানুসারে ঐ ফয়সলা জারী করিবেন ইতি।

যে আসামী ফয়সলার টাকার নিমিত্তে পূর্ব্বে কয়েদ হইয়া ইং ১৮০৫ সালের ১১ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে খালাস পাইয়া থাকে সে পুনবায় সে ফয়সলা জারীহওয়াতে কয়েদ না হইবার ও এমতে যাহা হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন আসামী ফয়সলার টাকার নিমিত্তে ঐ ছোট আদালতের জেহেলখানাতে পূর্ব্বে কয়েদ হইয়া ও নির্ণীত মিয়াদপর্য্যন্ত খোরাকী পাইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১১ তারিখের নির্দ্দিষ্টকরা দাঁড়ানুসারে খালাস পাইয়া থাকে তবে সে আসামী ঐ ফয়সলার টাকার জন্যে জিলা চব্বিশপরগনার জজসাহেবের হুকুমে পুনরায় কয়েদ হইবেক না কিন্তু এমতে কেবল আসামীর দ্রব্যজাত পাওয়া গেলে ঐ ফয়সলা জারী হইতে পারিবেক ইতি।

VOL. V. 296. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. DORIN,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১১ ও ১২ ধারার নিরূপিত মাসুলের হারের পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২৯ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ৭ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২১৯ সালের ১৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২০ শহর শাবানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইউরোপের বিলায়তভিন্ন আর২ ভিন্নাধিকার দেশহইতে যেসকল ঘোড়া ঘুড়ী আইসে তাহার উপর মাসুল লইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১১ ও ১২ ধারাতে কএক দাঁড়া লেখা গিয়াছে ও নিরূপিত উচ্চহইতে ছোট না হয় এমত ঘোড়ার আমদানীহওনের নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় এই বোধ হইল যে উপরের উক্ত ঐ ১১। ১২ ধারার নির্দ্ধারিত মাসুলের হার শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা যায় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারী ও প্রচারহওনের তারিখঅবধি তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১১ ও ১২ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

ঊর্দ্ধে চৌদ্দ হাগুহইতে ছোট ঘোড়ার মাসুলের হার নিরূপণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল ঘোড়া ও ঘুড়ী সমুদ্রপথে আমদানী হয় যদি তাহা ঊর্দ্ধে ১৪ চৌদ্দ হাগু এতাবতা মুঠা অর্থাৎ তিনহাত ও দুই অঙ্গলি ও দুই যবহইতে ছোট হয় তবে তাহার প্রতি ঘোড়া ও ঘুড়ীতে পূর্ব্বের রীতিমতে ৪০০ চারি শত টাকা করিয়া মাসুল লাগিবেক ইতি।

যে সকল ঘোড়া চৌদ্দ হাগুহইতে উচ্চ ও চৌদ্দ হাগু ও এক ইঞ্চের কম হয় তাহার মাসুলের হার নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ঘোড়া ও ঘুড়ী ঊর্দ্ধে ১৪ চৌদ্দ হাগুহইতে অধিক ও চৌদ্দ হাগু এক ইঞ্চ এতাবতা হাগুের চতুর্থাংশ ইহাহইতে কম হয় তাহার প্রতি ঘোড়া ও ঘুড়ীতে ২০০ দুইশত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—১৪ চৌদ্দ হাগু ও ১ এক ইঞ্চ অর্থাৎ তিনহাত চারি অঙ্গুলি

 হইতে

চৌদ্দহাগু ও এক ইঞ্চ ও ইহাহইতে অধিক উচ্চ ঘোড়ার মাসুল লাগিবার কথা।

হইতে উচ্চ ঘোড়া ও ঘুড়ী আমদানী হইলে তাহার মাসুল কিছুই লাগিবেক না ইতি।

ইউরোপের বিলায়ত হইতে যে সকল ঘোড়া ও পেগুইত্যাদি স্থানহইতে যে সকল টাঙ্গন আইসে তাহার মাসুল না লাগিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইউরোপের বিলায়তহইতে যে সকল ঘোড়া ও ঘুড়ী আইসে কিম্বা যে সকল টাঙ্গন পেগুর বন্দরহইতে কি বাঙ্গালার দরিয়া এতাবতা দক্ষিণ সমুদ্রের পূর্ব্বদিগের কোন দ্বীপহইতে আইসে যদি তাহা উপরের উক্ত ঐ২ স্থানোদ্ভব হয় তবে উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে তাহার উপর কোন প্রকারে মাসুল লওয়া যাইবেক এমত বোধ না হয় ইতি।

৪ ধারা।

মালিকের তেজারতের মনস্থবিনা নিজার্থে চারিটাপর্য্যন্ত ঘোড়া সমুদ্রপথে আমদানী হইলে তাহার মাসুল না লাগিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১৬ ধারাতে এমত লেখা গিয়াছে যে খুশ্‌কীপথে যে সকল ঘোড়া কটকজিলাতে আইসে যদি তাহার মালিক তেজারতের অর্থাৎ বাণিজ্যকরণের মনস্থবিনা কেবল নিজের আবশ্যকের নিমিত্তে খরীদ করিয়া আপন কর্ম্মে রাখিয়া থাকে তবে সে সকল ঘোড়া ঐ জিলার কালেক্টরসাহেবের বিহিত বিবেচনাক্রমে মাসুল দেওনবিনা ছাড়ান হইবেক অতএব আইনের মর্ম্মেতে সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে ইহাও জানান যাইতেছে যে সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া ঘোড়া যদি ৪ চারিটার অধিক না হয় এবং তাহার মালিক তেজারতের অর্থাৎ বাণিজ্যকরণের মনস্থবিনা নিজের আবশ্যকার্থে আনে ও আনিবার সময়ে আপন দখলে রাখে তবে উপরের ধারার নির্ণীতমতে তাহার উপর এই আইনের ৩ ধারার নিরূপিত মাসুল লাগিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া ঘোড়ার বিষয়ী দাঁড়া কটক জিলা দিয়া আমদানী হওয়া ঘোড়ার প্রতি খাটিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে সমুদ্রপথে যে সকল ঘোড়া আইসে তাহার মাসুলের বিষয়ে ও তাহার মধ্যে কোন২ ঘোড়ার মাসুল মাফহওনের বিষয়ে এই আইনের ৩ ধারাতে নূতন যে দাঁড়া লেখা গিয়াছে সে দাঁড়া খুশ্‌কীপথে যে সকল ঘোড়া কটক জিলা দিয়া আইসে তাহার সহিতও সম্পর্ক রাখিবেক ও আর সর্ব্ব প্রকারেতে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ প্রথম আইনের ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ধারার লিখিত দাঁড়া বহাল থাকিবেক ইতি।

Vol. V. 298.

সমাপ্ত।

A True Translation,
W. DORIN,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২১৯ সালের ২৮ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১২ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মজমুনের যথার্থ মর্ম্মেতে যে সন্দেহ জন্মিল সেই সন্দেহ ভঞ্জনকরা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ করাও উচিত ও আবশ্যক বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারী ও প্রচারহওনের তারিখঅবধি বাঙ্গালা ও বেহার ও কটকজিলা ও যে সকল পরগনা পূর্ব্বে ঐ জিলার শামিল হইয়া এক্ষণে জিলা মেদিনীপুরের শামিল আছে তাহাভিন্ন সুবে উড়িষ্যা এবং বারাণসদেশে ঐ সকল দাঁড়ামতে কার্য্য হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার লিখনের মর্ম্মেতে সন্দেহ জন্মিল একারণ সুস্পষ্ট বিবরণ করা যাইতেছে যে ঐ ধারার যথার্থ মর্ম্মানুসারে এই অনুমতি হইয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ফলোদয়ের নিমিত্তে যে জমায় ও যে মিয়াদে ইচ্ছা বরং সর্ব্ব কালের নিমিত্তে পাট্টা লিখিয়া দেয় কিন্তু যে কোন ব্যক্তি নিরূপিত কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কি আপন জীবনাবধি ভূমির স্বত্ব রাখে কি তাহার শস্যাদিভোগ কি দান বিক্রয়াদিকরণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কি স্বাধীনতা না রাখে সে ব্যক্তি আপন স্বত্বের মিয়াদ কি ক্ষমতার অতিক্রমে তাহার পাট্টা দিতে পারিবেক এমত বোধ না হয় ইতি। পাট্টা দেওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার যথার্থ মর্ম্মের কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

৩ ধারা।

প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

বিভাগহওয়া ভূমির অংশসকলের জমা নিরূপণের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অংশিগণের দরখাস্তে কিম্বা আদালতের ডিক্রীঅনুসারে যদি সাধারণ কোন ভূমির অংশাংশি হয় তবে যদি ভূমি বিভাগহওনের পূর্ব্বে তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের ও প্রজা ও ইজারদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত তালুকদারছাড়া মফঃসলী তালকদারদিগের মধ্যে কোন করারদাদ হইয়া থাকে তথাপি তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে ঐ ভূমির প্রতি অংশেতে হিস্যাওয়ারী জমার নিরূপণ হইবেক কিন্তু সাধারণ ভূমি অংশিগণের মধ্যে বিভাগ কি আদালতের ডিক্রীক্রমে ঐ ভূমি সম্যক কি তাহার কিছু বিক্রয় কি উত্তরাধিকারিত্ব কি বিক্রয় কি দানক্রমে হস্তান্তর হইলেও যে পাট্টা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার ও এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।

Vol. V. 300. সমাপ্ত।

A True Translation,
W. Dorin,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ১৯ উনবিংশ আইন।

সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের বিষয়ি পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত কোনং দাঁড়া শুধরণের ও পরিবর্ত্তকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ১৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ২৭ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১০ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণে এমত লেখা গিয়াছে যে কোনং জিনিসের উপর নিরূপণকরা মূল্যানুসারে ঐ ৯ আইনের নিরূপিত সরকারী মাসুল লওয়া যায় ও বাজারের দরের অনেক ফেরফারহওনেতে নিরূপিত মূল্যানুসারে উপরের উক্ত মাসুল লওয়া বিহিত বোধ হইল না ও ইহাও আবশ্যক বোধ হইল যে সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের নিমিত্তে বরেলী ও গাজীপুর মোকামে পঞ্চোত্তরার কাছারী নির্দ্দিষ্ট হয় ও উচিত ও আবশ্যক হইল যে ঐ মাসুল তহসীলের বিষয়ে পূর্ব্বে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আরং কএক প্রকারেতেও শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী ও প্রচারহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে তাহার মতে কার্য্য হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণেতে ঐ প্রকরণের উক্ত কোনং জিনিসের উপর নিরূপণকরা মূল্যানুসারে সরকারী মাসুল লওয়া যাইবার অর্থে যেং কথা লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে নীচের বেওরাকরা জিনিসের উপর ভিন্ন রদ ও রহিত হইল ইতি। ইং ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের কোনং কথা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নীলের ও বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশমের ও বাঙ্গলার মতে বানান কাঁচা রেশমের মাসুল পূর্ব্ব রীতিমতে বিনা ফেরফারেতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের লিখনানুসারে নিরূপণহওয়া মূল্যানুসারে লওয়া যাইবেক কিন্তু ইহার পর আরং উক্ত জিনিসের মাসুল আইনের নির্দ্ধারিত হারে তাহার বাজার দরের অনুসারে লওয়া যাইবেক ইতি। নীলইত্যাদিছাড়া কোনং জিনিসের উপর বাজার দরের অনুসারে সরকারী মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

বরেলী ও গাজীপুর মোকামে পঞ্চোত্তরার কাছারী নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের নিমিত্তে নওয়াব উজীরের দত্ত দেশসকলের মধ্যগত বরেলী মোকামে এবং বারাণসের মধ্যগত গাজীপুর মোকামে এই ধারানুসারে পঞ্চোত্তরার কাছারী নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ও ঐ মাসুল তহসীলের অর্থে কলিকাতার হুকুমতের তাবে আরং মোকামে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া জারী আছে কি উত্তরকালে জারী হয় সে সকল দাঁড়া পঞ্চোত্তরার আরং কাছারীসকলের মত বরেলী ও গাজীপুর মোকামের কাছারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইং ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মফঃসলী কাছারীসকলের সিরিস্তার বিষয়ে সরকারের ক্ষমতার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৬ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মীরঠ মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল আগরা মোকামের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক এবং ফরুরোখাবাদ ও আলাহাবাদ মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারীসকল কানপুর মোকামের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক এবং মীরজাপুর মোকামের পঞ্চোত্তরার কাছারী বারাণস মোকামের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে থাকিবেক কিন্তু এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উত্তর কালে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবেক যে যখন আবশ্যক বুঝেন্ তখন কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম দেন্ যে উপরের উক্ত ঐ সকল মফঃসলী কাছারী কিম্বা তাহার কোন এক কাছারী সদর কাছারীরূপেতে গণনীয় হয় অথবা ঐ কাছারীসকল কি তাহার কোন এক কাছারী অন্য কোন সদর কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে হয় ইতি।

৫ ধারা।

যে কোন সওদাগর জিনিস স্বতন্ত্রং করিয়া সাবেক রওয়ানার বদলে যত রওয়ানা লয় তাহার প্রতি রওয়ানাতে।০ চারি আনা হিসাবে রসুম দিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারাতে এমত লেখা গিয়াছে যে কোন সওদাগর আপন জিনিসসকলের রওয়ানা করিয়া লইয়া পরে যদি ঐ সকল জিনিস স্বতন্ত্রং করিয়া তাহার প্রত্যেক অংশের কারণ স্বতন্ত্রং রওয়ানা লইতে চাহে তবে তাহার যত রওয়ানার প্রয়োজন হয় তাহা পঞ্চোত্তরার কাছারীর যে কোন কাছারীতে পাইতে পারিবেক ও সওদাগরেরা আপনং জিনিস অনেক অংশেতে স্বতন্ত্রং করাতে কর্ম্মচলা ভার হইয়াছে অতএব এ রীতির অল্পতাকরণের নিমিত্তে হুকুম করা যাইতেছে যে যদি কোন সওদাগর আপন জিনিস দুই কিম্বা ততোধিক অংশেতে স্বতন্ত্র করিতে চাহে তবে সাবেক আইনের নিরূপিত শতকরা ||০ আট আনা দোকর মাসুলের উপরান্ত প্রথম রওয়ানার বদলে যত রওয়ানা সে ব্যক্তি লয় তাহার প্রতিরওয়ানাতে ।০ চারি আনা হিসাবে তাহার স্থানে লওয়া যাই

বেক

বেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে ঐ রসুম হয় কালেক্টরসাহেব কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরসাহেব পাইবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. DORIN.

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ২০ বিংশ আইন।

দস্তাবেজাত অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের নকল যত্ন করিয়া রাখিবার সিরিশতার বিষয়ি চলিত কোন২ দাঁড়া শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও নীলের সরবরাহের বিষয়ের করারদাদের নকল রাখিবার অর্থে রেজিষ্টরী সিরিশ্তা নির্দ্দিষ্ট করিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ লের তারিখ ১৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ২৭ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তা ১২২০ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১০ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ভূমি ও বাটীইত্যাদি স্থাবর বস্তুর বাবত কোবালা ও হেবানামা অর্থাৎ বিক্রয় পত্র ও দানপত্রের নকল রাখিবার ও বাটীইত্যাদির বাবত বন্ধকপত্রের ও বন্ধকের বাবত টাকা পরিশোধহওনের ফারখতীর ও একরারনামারও ভূমি ও বাটীইত্যাদি যে সকল স্থাবর বস্তু কিছু কাল নিয়মক্রমে লোকদিগের নিকটে থাকে তাহার সম্বন্ধীয় আর২ সমস্ত নিদর্শনপত্রের এবং ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্রের ও স্বামী আপন স্ত্রীকে আপন মরণের পর কোন বালককে পোষ্যপুত্রকরণের অর্থে লিখিয়া দেওয়া অনুমতিপত্রের নকল রাখিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৩৬ আইন ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনানুসারে বারাণস দেশেতেও চলন হইয়াছে তাহাতে ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনেতে কএক দাঁড়া লেখা গিয়াছে ও এক্ষণকার চলিত আইনমতে রেজিষ্টরীকরণেতে বিলম্ব দর্শে বোধ হইল ও নীলের কুঠীর কার্য্যকারকদিগের ও তাহারদিগের তাবে আসামী লোকের প্রতি যদি নীলের বাবত একরারনামার নকল রেজিষ্টরী দফ্তরে দাখিলকরণের ক্ষমতা থাকে তবে ঐ২ একরারনামার করার পূরাকরণের বিষয়ে বিরোধ ও প্রবঞ্চনা প্রায় হইতে পারিবেক না ও দেনাপাওনার বিষয়ি লিখনপত্রের নকল রাখিবার নিমিত্তে স্বতন্ত্র বহী রাখা ছোট বড় সকল লোকের অর্থে বিহিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা জারী ও প্রচারহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি।

২ ধারা।

দস্তাবেজসকলে রেজিষ্টরীহওনের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ধারার এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের উক্ত প্রকারের কোন দস্তাবেজের ন

কল

কল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কিম্বা তাহার এক জনের এতাবতা যে ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিমিত্তে দস্তাবেজ লেখা গিয়া থাকে তাহার দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের মধ্যে এক জনের কিম্বা ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রেজিষ্টরসাহেবের দফ্তর খানাতে লইয়া যাইবেক ও রেজিষ্টরসাহেব আসল দস্তাবেজের মাতবরীর তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে যে২ নিয়ম নিরূপণ আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া ও দরপেশকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া পরে অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরীর নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে সে নকল দফ্তরে দাখিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল ঐ প্রকার বিলিমতে লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ইতি।

আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে দস্তখৎইত্যাদি করিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের নির্ণীত লেখাপড়াআদি সারা হইলে পর রেজিষ্টরসাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহাতে রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল হইয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্কসুদ্ধা আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া সেই আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।

দস্তাবেজের নকলে দস্তখৎহওনের দিবস রেজিষ্টরীবহীতেও তাহার নকল লেখা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যাহারা রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তাহারদিগের দরপেশ করা নকলের পৃষ্ঠেতে যখন দস্তখৎ হয় যদি হইতে পারে তবে তখনি রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের নকল হইবেক আর যদি তখন না হয় তবে কোন প্রকারে পর দিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি।

দস্তাবেজের নকল ও রেজিষ্টরী বহী দেখিতে প্রতিজনকে অনুমতি থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সকল লোকেরদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া দফ্তরে দাখিলকরা কোন দস্তাবেজের নকল ও রেজিষ্টরী বহী দৃষ্টি করে ইতি।

দস্তাবেজের নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে রেজিষ্টরসাহেব নকল দিবার ও যে মতেতে আদালতের কাছারীতে দস্তাবেজের নকল গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে যে সকল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে তাহাকে নকল দেন্ আর যদি আসল দস্তাবেজ কোন প্রকারে হারায় কি নষ্ট হয় তবে যদি আসল দস্তাবেজের লিখিত সাক্ষিরা সত্যাসত্য ঐ দস্তাবেজ লেখা গিয়াছিল হলফ করিয়া ইহা কহে তবে অবশ্যই ঐ নকল আসল দস্তাবেজের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

নীলের বাবত হওয়া

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরিমাসের ১ পহিলা তারিখ মোতাবেকে

মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৬ জীহিজ্জার পর রেজিষ্ট রী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের ইহাও উচিত যে বিলায়তনিবাসী কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোকেরা নীলের কুঠীর কার্য্য করে তাহারদিগের ও প্রজাইত্যাদির সহিত নী লের সরবরাহের নিমিত্তে যে সকল করারদাদ হয় তাহাতে রেজিষ্টরী করেন্ ইতি।

করারদাদসকলেতে রে জিষ্টরী করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত করারদাদের নিমিত্তে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল করারদাদকরণিয়া ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানু আরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর নীলের সরবরাহের বাবত যে কোন ক রারদাদ হইয়া এই আইনের দাঁড়ানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হয় ইহাতে যদি সেই ভূমির উৎপন্নহওয়া নীলের সরবরাহের অর্থে আর কোন করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় ও তাহার রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে এমতে উপরের উক্ত করার দাদের মাতবরী প্রমাণ হইলে তাহার পূর্ব্বের কি পরের লেখা আর সমস্ত করার দাদ অপেক্ষা ঐ উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী হইবেক ইতি।

করারদাদকরণিয়ারা আপনং করারদাদে রে জিষ্টরী করাইবার এ বং না করাইবার ক্ষম তা রাখিবার ও রেজিষ্ট রী হওয়া করারদাদ রে জিষ্টরী না হওয়া করা রদাদঅপেক্ষা মাতবর হ ইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি নীলের বাবত কোন করারদাদে রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ ও তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কি তাহার মধ্যে এক জনের দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিগণের মধ্যে এক জনের কি ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রে জিষ্টরসাহেবের দফ্তরখানাতে লইয়া যাইবেক পরে রেজিষ্টরসাহেব হলফের দ্বারা সে দস্তাবেজের মাতবরী তথ্যতদন্ত করিয়া ও দাখিলকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে আপন দফ্তরে দাখিল করিবেন ও ঐ প্রকার বিলিমতে রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল লিখিবেন ও তাহা লেখা যা ইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ও রেজিষ্টরী করাই বার নিমিত্তে দাখিলকরা নকলের পৃষ্ঠে যখন রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় সাধ্য মতে তখনি রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল লেখা যাইবেক কিন্তু যদি সে সময়ে না হয় তবে পরদিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি।

নীলের বাবত হওয়া করারদাদে রেজিষ্টরী ক রিবার দাঁড়ার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের নিরূপিত কর্ম্মাদি করা হইলে পর রেজিষ্টরসাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা ও রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল লেখা গিয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্ক আপন দস্তখৎ সহিতে লিখিয়া সে আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।

আসল দস্তাবেজে দস্ত খৎইত্যাদি করিয়া ফি রিয়া দিবার কথা।

রেজিষ্টরীহওয়া প্রমাণ হওনেতে রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎইত্যাদি কার্য্যে আসিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে উপরের উক্ত প্রকারেতে রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎইত্যাদি যাহাং লেখা থাকে তাহা ঐ দস্তাবেজে রেজিষ্টরী হইয়াছে ইহা প্রমাণহওনেতে আদালতের কাছারীতে কার্য্যে আসিবেক ইতি।

রেজিষ্টরী বহীইত্যাদি দেখিতে প্রতিজনকে অনুমতি থাকিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে সে কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত দিয়া দফ্তরে দাখিলকরা নীলের বাবত করারদাদের নকল এবং রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারিবেক ইতি।

দস্তাবেজের নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে রেজিষ্টরসাহেব নকল দিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—রেজিষ্টরসাহেবের ইহাও উচিত যে যে সকল করারদাদের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে নকল দেন আর যদি করারদাদের আসল নিদর্শন কোন প্রকারে হারায় কিম্বা নষ্ট হয় তবে ঐ আসল নিদর্শনের সাক্ষিরা যদি হলফ করিয়া ইহা কহে যে সত্যং ঐ আসল নিদর্শন লেখা গিয়াছিল তবে অবশ্যই ঐ নকল আসলের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবের ফীজের কথা।

যে কোন নিদর্শনেতে রেজিষ্টরী হয় যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরী করাইতে লইয়া আইসে সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক নিদর্শনেতে ২ দুই টাকা করিয়া রেজিষ্টরসাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও যেং দস্তাবেজেতে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার নকল লইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে দরখাস্তদেওনিয়া ঐ সাহেবকে প্রতিনকলেতে ১ এক টাকা করিয়া রসুম দিবেক ইহার অধিক নহে ও যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহী দেখিবেক সে ব্যক্তি ॥০ আট আনা রসুম ঐ সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও ঐ রসুম না দিলে রেজিষ্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরীইত্যাদি না করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে নকল লিখিবার ও রেজিষ্টরী বহী লিখিবার নিমিত্তে যে সকল মুহুরির নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও কাগজের মূল্য ঐ রসুমের টাকাহইতে রেজিষ্টরসাহেব দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

তমঃসুকইত্যাদিতে রেজিষ্টরী হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৭ জিহীজ্জার পর রেজিষ্টরী বহীর মহাফেজ সাহেবেরো উচিত যে তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার লিখনপত্রেতে ঐ তমঃসুকইত্যাদি লিখনপত্র যে ব্যক্তি লিখিয়া দিয়াছে তাহারি তরফহইতে রেজিষ্টরীর দরখাস্ত নিজে কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা দাখিল হইলে রেজিষ্টরী করেন ইতি।